INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, December 11, 1972

The Assembly met in the Legislative Assembly Chamber, Agartala on Monday, the 11th December, 1972 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmick) in the Chair, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 48 Members.

Mr. Speaker—To-day in the List of Bnsiness are the following Questions to be answered by the Ministers concerned—Short Notice Question—Shri Sunil Chandra Datta.

Shri Sunil Chandra Datta—Short Notice Question No. 596

Shri Monoranjan Nath—Short Notice Question No. 596 Sir,

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাগলা কুকুর ও শৃগালের কামড়ে প্রতিষেধক, এ, আর, ভি, থাকে না ?	হ্যাঁ।
খ) এবং এই প্রতিষেধক ঔষধটি কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে ষ্টোর করিয়া রাখার প্রতিবন্ধক কি ?	রেফ্রিজেটারটি অকেজো থাকায় এ, আর, ভি, ষ্টোর করা যাইতেছে না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রেফ্রিজেটারটি কবে থেকে অকেজো অবস্থায় আছে এবং এটিকে কেন মেরামত করা হচ্ছে না, অথচ অত্যন্ত দরকারী জিনিষ এটি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, এটি গত মে মাস থেকে অকেজো অবস্থায় আছে। আমরা উপযুক্ত মেকানিক পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান করছি আর সেজন্যই এটা মেরামত করতে দেরী হচ্ছে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে কোন কোন মহকুমার হাসপাতালে এই রেফ্রিজেটার থাকে না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমার কাছে এখন সেই তথ্য নেই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পাগলা কুকুরে ও শৃগালে কেবল আগরতলা লোককে কামড় দেয় আর মফঃস্বলের লোককে কামড় দেয় না ? এটার মধ্যে কোনটা সত্য বলে আপনি মনে করেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—সমস্ত জায়গার লোককেই পাগলা কুকুর ও শৃগালে কামড় দেয় এতে শহর বা মফঃস্বলের কোন কথা উঠে না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন কোন মহকুমা হাসপাতালে এই রেফ্রিজেটার থাকলে ঔষধ থাকে না এটা কি সত্য নয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, আমাদের অনেকগুলি প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারেই আছে এবং সেগুলি আউট অব অর্ডার হয়ে আছে। কাজেই আমরা চেষ্টা করছি যাতে মেকানিক পাওয়া যায় এবং সেগুলিকে রিপেয়ার করা যায়।

শ্রী বাজুন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহা কি সত্যি নয় যে কোন কোন ক্ষেত্রে পাগলা কুকুরে কামড় দেওয়ায় রোগী চিকিৎসা রত অবস্থায়ও মারা যায় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, এটা সেপারেট কোয়েশ্চান হওয়া দরকার।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ঔষধগুলি সব সময়ের জন্য হাসপাতালে রাখা হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কিনা। আর তা যদি না হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে এই সম্পর্কে সরকার খুব সজাগ নয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, আমি বলেছি যে আমাদের প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারগুলিতেও রেফ্রিজেটার আছে, কিন্তু সেগুলি কারেন্টের অভাবে অকেজো অবস্থায় আছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি—স্যার, রেফ্রিজেটার আছে, কিন্তু সেগুলিতে রাখা হচ্ছে কিনা, সেটা আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—সেগুলিতে কিছু পরিমাণে ঔষধ রাখা হয় ঠিকই, কিন্তু কারেন্টের অভাবে অনেক সময় সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি—কারেন্ট ছাড়াও কেরোসিন তেল দিয়ে রেফ্রিজেটার চলছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—হাঁ, কোন কোন মহকুমা হাসপাতালগুলিতে কেরোসিন তেল দিয়েও সেগুলি চালানো হচ্ছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে রেফ্রিজেটার আছে কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, এটাতো সেপারেট কোয়েশ্চান হওয়া দরকার।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে অনেক সময়ে কুকুর ও শৃগালের কামড়ের প্রতিষেধক ঔষধ থাকে না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—যদি কাউকে পাগলা কুকুরে বা শৃগালে কামড় দেয়, তাহলে তার নিরাময়ের জন্য যদি সেখানকার ডি, এম, ট্রাঙ্ককল করে খবর দেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে সেগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—আমাদের ধর্মনগর অঞ্চলে একটা পাগলা কুকুর ও একটা পাগলা শিয়াল কয়েকটা লোককে পর পর কামড় দিয়েছে, তাদের চিকিৎসার জন্য ঐখানকার ডি, এম, কোন সংবাদ এখানে পাঠিয়েছেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—স্যার, আমি জানি যে পাগলা কুকুর এবং পাগলা শৃগালে কাউকে কামড় দিলে যে ধরনের চিকিৎসা হয়, বাঘে কাউকে কামড় দিলেও সেই ধরনের চিকিৎসাই হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের এখানে হাসপাতালগুলিতে বাঘে কামড় দিলে তার প্রতিষেধক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, এখানে যে প্রশ্নটা আছে পাগলা কুকুর ও শৃগালে কামড় দিলে প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে। সুতরাং বাঘের কামড়ের চিকিৎসার প্রশ্ন এখানে উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৬।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, ২৬ স্যার,

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার গেজেটেড অফিসারেরা কি তাদের এ্যাসেট্স সম্পর্কে সরকারের নিকট তালিকা দাখিল করে থাকেন ?	হাঁ।
২) যদি করে থাকেন, তবে প্রত্যেক অফিসার কি তা করেছেন ?	না, প্রত্যেক অফিসার থেকে এখনও পাওয়া যায় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এ্যাসেট্সের মধ্যে কোন কোন সম্পদ অন্তর্ভুক্ত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সেই লিষ্ট আমার কাছে নাই, সেপারেট কোয়েশ্চান করলে আমি পরে জানাব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন গেজেটেড অফিসারের স্ত্রী এবং ডিফেণ্ডেদের যে সম্পত্তি আছে, সেগুলিও এই এ্যাসেটসের অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—অফিসারদের পরিবার ভুক্ত যা কিছু এ্যাসেট্সে আছে, সেগুলিও তাদের এ্যাসেটসের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কোন কোন অফিসার তার এ্যাসেটসের ডিক্লারেশান করেনি, তাদের নাম জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—স্যার, ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি এটাকে সেপারেট কোয়েশ্চান মনে করছি না, কারণ হি যে সাবমিট ইট লেটার অন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ইয়েস স্যার, আই স্যাল সাবমিট ইট লেটার অন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অফিসারের সম্পদ তার আয়ের সঙ্গে ডিসপ্রপোর্শানেট হলে তার প্রতি কি শাস্তি বিধান করা হয়, জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী - এর জন্য সরকারের যে নিয়ম আছে, সেই নিয়মানুসারে শাস্তি বিধান করা হয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কোন গেজেটেড অফিসার যদি ল্যাণ্ড প্রপার্টি কিনতে চান, তাহলে তাকে সরকারের কাছ থেকে পার্মিশান নিতে হয়, সেই রকম কোন পার্মিশান সরকার থেকে নেওয়া হয় কিনা—যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন গেজেটেড অফিসার মাসে মাত্র ৬/৭ শত টাকা মাইনা পাচ্ছেন, অথচ তার ২ লাখ টাকার উপর সম্পদ রয়েছে, যেমন বাংলা দেশের শরণার্থীদের সময়ে এই রকমভাবে অনেক টাকা অনেক অফিসার রোজগার করেছেন। ......

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে কোন যে অফিসারকে এই এসেট বেশী করার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী - মাননীয় স্পীকার স্যার এসেটস বেশী করার বা কম করার কথা নয়। যদি দেখা যায় তাদের সঙ্গতির বাহিরে হয় কিংবা অনেক সময় দেখা যায় যে এসেসমেণ্ট করা হয়েছে তা তাদের সঙ্গতির চেয়ে কমই আছে। সুতরাং যেখানে বেশী আছে সেখানে সরকারী বিধান আছে তাকে এক্সপ্লেনেশান কল করতে এবং শাস্তি দিতে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আমি বলছি গভর্ণমেণ্ট আজ পর্যন্ত একজন গেজেটেড অফিসারকে কি বের করেছেন যে তার আয়ের তুলনায় তার এসেটস বেশী। বা গভর্ণমেণ্টের কোন মেশিনারী আছে কিনা। বা কোন গেজেটেড অফিসার তার আয়ের চেয়ে বেশী সম্পত্তি করেছেন কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কয় জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বা আদৌ দেওয়া হয়েছে কি না তা আমাকে জেনে বলতে হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পানীয় জল সরবরাহের জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ আছে কি না।	১। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পানীয় জলের নির্দিষ্ট কোন বরাদ্দ নাই।
২। থাকলে বার্ষিক কত টাকা?	২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এই যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের জল খাওয়ার কি ব্যবস্থা সরকার করেছেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—কোন কোন ক্ষেত্রে ব্লক থেকে তাদের টিউবওয়েল বা রিংওয়েল করে দেওয়া হয়। কোথাও বা পি, ডব্লিউ ডি-এর একাউন্টস থেকে করানো হয়। কোথাও এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট-এর আদার গ্রান্ট থেকে যদি সম্ভব হয় করা হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে স্কুল, উদয়পুর সাবডিভিশানে আছে সিনিয়র বেসিক, হাইয়ার সেকেণ্ডারী এবং জুনিয়ার বেসিক। তার প্রত্যেকটা স্কুলের জলের ব্যবস্থা আছে কি না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—সেইটা সেপারেট কোয়েশ্চান, কয়টা স্কুলে আছে বা না আছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কি করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—মাননীয় স্পীকার স্যার, মোটামুটি ভাবে স্কুলের আশে পাশে অনেক জায়গা আছে যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। আর যেখানে নেই সেখানে আনার জন্য কলসী ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রত্যেক স্কুলে যে জল খাওয়ার ব্যবস্থা রাখা উচিত সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন না ?

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম—নিঃসন্দেহে করি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি—সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন হবে কি।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম—মাননীয় স্পীকার স্যার, সে সমস্ত কথা আমি পূর্বেই বলেছি যে এই সমস্ত প্রবিশান রাখা হয়েছে এবং এই ভাবে করা হচ্ছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন নি কোন কোন স্কুলে এই ব্যবস্থা আছে। তিনি বলতে পারেন নি। আমার গ্র্যান্টস থেকে তিনি দিচ্ছেন বলেছেন, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট—কোনটা পি, ডব্লউ করেছেন, পি ডাব্লউ কয়টা করেছে কিংবা ব্লক কয়টা করেছে তাও তিনি বলতে পারেন নি। আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম এইটা সেই প্রশ্নের সংগে মিলে নি।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে জল খাওয়ার জন্য কোন কোন স্কুলের আশে পাশের কল থেকে, যদি কোন স্কুলে কল না থাকে, তবে পড়াশুনা করার জন্য যে সমস্ত ছেলেরা স্কুলে যায়, জল খাওয়ার জন্য কি তাদের স্কুলের বাউণ্ডারীর বাইরে চলে

যাবে জল খাওয়ার জন্য সময় কাটাতে। না ক্লাশে বসে পড়াশুনা করবে। মাননীয় মন্ত্রী মশায় কি এর উত্তর দিতে পারেন।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম—আগেই বলছি যে কলসী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে জল আনতে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি—মাননীয় স্পীকার স্যার, জল আনার জন্য কি কোন ওয়াটার ক্যারিয়ারের ব্যবস্থা আছে কি না স্কুলে।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম—মাননীয় স্পীকার স্যার যেখানে এই ব্যবস্থা আছে সেখানে আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি—কটা স্কুলে আছে সেটা কি বলতে পারেন তিনি।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীতাপস দে—মানীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বললেন সেটা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে না স্কুলের পক্ষে সাফিসিয়েন্ট কি না।

শ্রীশৈলেশ সোম—সেটা সাফিসিয়েন্ট বা ইনসাফিসিয়েন্ট এর প্রশ্ন নয়। স্কুলগুলিতে আমি বলছি যে জলের ব্যবস্থা করার জন্য চিন্তা করছি। এবং সেগুলি বিভিন্ন সোর্স থেকে করা হচ্ছে। এইগুলি এট এ টাইম করা সম্ভব নয়। কারণ প্ল্যানে বা নন-প্ল্যানে কোথাও সে বাজেটে প্রভিশান নেই।

শ্রীতাপস দে—মাননীয় স্পীকার স্যার, ছাত্রছাত্রীদের জল খাওয়ার ব্যবস্থা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কত দিনের মধ্যে করা হবে স্যার।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

শ্রীতাপস দে—তিন বছর না চার বছরের মধ্যে সেটা জানতে চাই স্যার।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা বাজেট প্রভিশানের উপর নির্ভর করছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চেষ্টা করবো।

শ্রীতাপস দে—এই পর্য্যন্ত শিক্ষা দপ্তরের কাছে কতগুলি পানীয় জলের জন্য বন্দোবস্ত আছে স্যার।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্থানীয় জল সরবরাহ করার জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ আছে কিনা। মন্ত্রীমহোদয় উত্তর দিয়েছেন, না। পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছেন যে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকেও করা হয়। কাজেই এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টের যে টাকাটা সেটা একটা ব্যয় বরাদ্দের উপর নির্ভর করেই খরচ করা হয়। কাজেই এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টের যে টাকাটা পানীয় জলের জন্য খরচ করা হয় স্কুলে সে টাকাটা ব্যয় বরাদ্দ কি না এবং কত এবং এই ফাইনেনসিয়াল ইয়ারের জন্য কত?

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জবাব দিয়েছি যে রিপেয়ারস এবং আদার গ্রানট থেকে কিছু টাকা দিয়ে আমরা সেটা করছি। আলাদা কোন বরাদ্দ নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি বলেছেন এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকেও করা হয়।

মিঃ স্পীকার—রিপেয়ারস এবং আদার গ্রান্ট থেকে বলেছেন উনি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা। কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত অক্টোবর মাসে ধর্মনগরের মাছমারায় বিনন্দ বিশ্বাস এর হত্যা সম্পর্কে কি কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং	১) হ্যাঁ।
২) যদি গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, ধৃত ব্যক্তিদের নাম ?	২) যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম নীচে দেওয়া হলো।

১) এ, এস, আই, রাখাল চন্দ্র রায়।
২) কনষ্টবল নং টি /১০৩০ যোগেন্দ্র বিশ্বাস।
৩) কনষ্টবল নং টি ৬১৭ কাশী রাম ভৌমিক।
৪) কনষ্টবল নং টি /২৮৮ হিমাংশু দেব।
৫) কনষ্টবল নং টি /২৯০ মাধবেন্দ্র সিংহ।
৬) গৃহ রক্ষি নং ১৬১০ বিদ্যাধর চৌধুরী।
৭) চৌকিদার সুনিল চৌধুরী।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন তারা কি প্রত্যেকই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোক।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমি তো নাম্বার দিয়েই বলেছি যে—

১) এ, এস, আই, রাখাল চন্দ্র রায়।

২) কনষ্টবল নং টি /১০৩০ যোগেন্দ্র বিশ্বাস।

৩) কনষ্টবল নং টি /৬১৭ কালী রাম ভৌমিক।

৪) কনষ্টবল নং টি /২৮৮ হিমাংশু দেব।

৫) কনষ্টবল নং টি /২৯০ মাধবেন্দ্র সিংহ।

৬) গৃহ রক্ষি নং ১৬১০ বিভাগর চৌধুরী।

৭) চৌকিদার সুনিল চৌধুরী।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা কি সত্য যে বিনন্দ রিয়াং কোন মামলার জন্য পুলিশকে ডিংগিয়ে আদালতে হাজির হয়ে জামিন দিয়ে ফিরে আসলে পর পুলিশ প্রতিশোধমূলক মনোভাব নিয়ে তাকে হত্যা করেছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে আইন-কানুন চালু আছে সেখানে প্রতিশোধের কোন প্রশ্নো উঠে না। সেখানে সরকারের আইন-মাফিক কাজ করা হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—পুলিশ কি আইন মাফিক হত্যা করেছিল।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আইন মাফিক হত্যা করে নাই তাইতো আইন মাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ এই ধরণের স্বৈরাচার বিভিন্ন জায়গায় করেছে। এইটা বন্ধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বৈরাচারের কোন প্রশ্নই উঠে না স্যার, কারণ পুলিশ সেখানে না কি দোষ করে কিংবা কোন হাকিমও যদি কোন দোষ করে কিংবা কোন মন্ত্রী বা কোন এম, এল, এ, ও যদি দোষ করে তার আইনমত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা সরকারের আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের সরকারের যত কর্মচারী আছে সবারই এক দাবী যে এই বেতন চলতে পারে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে চৌকিদারদের বেতন সম্পর্কে যে তাদের এত বেতনে চলতে পারে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা দেখবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা যারা গেজেটেড অফিসার তাদের সম্পর্কে নয়। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে চৌকিদার সম্পর্কে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বলেছি তো তারা কি কি ভাতা ও বেতন পায়।

মিঃ স্পীকার—শ্রী পাখী ত্রিপুরা।

শ্রী পাখী ত্রিপুরা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

শ্রীমনসুর আলী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

প্রশ্ন

১। গত ২৫ শে অক্টোবর ত্রিপুরার মোট কত রেশনের দোকান থেকে মোট কত চাল রেশন কার্ডে বিক্রী করা হয়েছে, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব ;

২। ১৯৭১ সালের ২৫ শে অক্টোবর থেকে উপরোক্ত তারিখে দেওয়া রেশনের পরিমাণ কম না বেশী ;

৩। কম হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। গত ২৫শে অক্টোবর ত্রিপুরার মোট ২১০টী ন্যায্য মূল্যের দোকান মাধ্যমে রেশন কার্ডে—মোট ৭৫,১৬০,৯৫০ কেজি চাউল বিক্রী করা হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	রেশন কার্ডে ২৫শে অক্টোবর ৭২ইং বিক্রীত ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা।	কেজি হিসাবে বিক্রীত চাউলের পরিমাণ
১।	সদর	১১৩	৫৪৩০৮·৩০০
২।	খোয়াই	২৯	১১০৮·৪৫০
৩।	সোনামুড়া	৮	৫৬০৭·০০০
৪।	ধর্ম্মনগর	৮	৩৩৭·৫০০
৫।	কৈলাসহর	৩	১৭১·০০০
৬।	কমলপুর	৬	৫৭৪·৫০০
৭।	উদয়পুর	২৩	৬২৬·০০০
৮।	বিলনীয়া	৫	১০৬৪·৫০০
৯।	অমরপুর	৫	২১০৩·০০০
১০।	সাব্রুম	১০	৯২৬০·৭০০
		মোট ২১০	মোট ৭৫১৬০·৯৫০

২। ১৯৭১ইং ২৫ শে অক্টোবর তারিখে দেওয়া রেশনের পরিমাণ হইতে ১৯৭২ইং ২৫ শে অক্টোবর তারিখে দেওয়া রেশনের পরিমাণ বেশী।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী পাখী ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রেশন দেওয়ার বেলায় কম হয়েছে ?

শ্রী মনসুর আলী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কম হয়েছে জানা থাকার কোন কারণ নাই। কারণ যেখানে চাওয়া হয় সেখানেই দিতে চেষ্টা করছি এবং এই রকম কোন খবর নাই যে দরখাস্ত করে রেশন পায় নাই।

শ্রী আবদুল ওয়াজিদ—রেশনের পরিমাণ ক্রয়্যাল এবং আরবান এ্যারিয়াতে পার্থক্য আছে কিনা ?

শ্রী মনসুর আলী—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৫।

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৫।

প্রশ্ন	উত্তর
রাণীর বাজার বিদ্যামন্দিরের পরিচালনা কমিটির নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করিয়া সদর মুনসেফ কোর্ট ষ্টেটাস কো মেনটেন করার জন্য যে ইনজাংশন অর্ডার দিয়াছেন শিক্ষা বিভাগ ইহা অবগত আছেন কি ?	হাঁ।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—সেটা কখন কোন্ তারিখে শিক্ষা বিভাগ অবগত হলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী শৈলেশ রঞ্জন সোম—এটা এখন আমার কাছে জানা নেই। পরে জানাব।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদা—তাহলে শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে একটি ইনজাংশান কোর্ট থেকে পেয়েছেন বলে অবগত আছেন সেই বিষয়ে কি একটিভিটিজ শিক্ষা বিভাগের আছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—প্রশ্নটি আমার কাছে পরিস্কার নয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোর্ট থেকে একটি অর্ডার হয়েছে ষ্ট্যাটাসকো মেন্টেন করাবার জন্য কাজেই সেই ষ্ট্যাটাসকো মেন্টেন করা হচ্ছে কি না শিক্ষা বিভাগ থেকে ষ্ট্যাটাসকো মেন্টেন করা হচ্ছে কি না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—কোর্টের অর্ডার যে ভাবে আছে সেই ভাবেই শিক্ষা বিভাগ কাজ করে চলছেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত, শ্রী কালিপদ বানার্জি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত
শ্রীকালিপদ বানার্জি প্রশ্ন নং ২৭৩।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী—প্রশ্ন নং ২৭৩

প্রশ্ন	উত্তর
১। লাইব্রেরীর sorter রা কোন্ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ভুক্ত	১। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারী
২। ইহা কি সত্য যে পূর্ব্বে কোন কোনও সময়ে sorter দিগকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে	২। প্রশ্ন উঠে না
৩। তাহা যদি হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বেতন হার ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বেতন হারের সঙ্গে অস্বাভাবিক পার্থক্য হওয়ার কারণ কি	৩। বেতন হার পদ অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়, পদের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে নহে।
৪। সরকার তাদের এই বেতন বৈষম্য দূর করিবেন কি?	৪। বৈষম্যের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—তৃতীয় শ্রেণী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বলা হয় নি, বলা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী কি না এবং তাদের বেতন বৈষম্যের কারণ কি।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী— তৃতীয় শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়া বলবেন কি সর্টারদের বেতন হার কত।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী—সর্টারদের বেতন হার টাঃ ৬৫-১-৮৫

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—সমগ্র ত্রিপুরাতে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের একই হারে বেতন দেওয়া হয় কি না।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী—না, বেতন হার পদ অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়, পদের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে নয়।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—তৃতীয় শ্রেণীর আর কোন কর্মচারী আছে কি না যাদের বেতন টাঃ ৬৫ আরম্ভ হয়।

শ্রীবাসনা চক্রবর্ত্তী—সেই সম্পর্কে আমার জানা নাই।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মনে করেন কি না এতে বৈষম্যমূলক আচরন করা হচ্ছে এবং এই বৈষম্য দূর করার জন্য তাঁর দপ্তর সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী—বৈষম্য ঠিক নয় যখন তাদের বেতন হার কম বলে অভিযোগ করা হয়েছে তখন তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য সরকার থেকে যথাযথ চেষ্টা করা হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—সর্টারদের যে বেতন হার বলেছেন তা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন হার।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী—আমি পূর্বেই বলেছি যে এরা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি এই লাইব্রেরীর স্টাররা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হলেও ত্রিপুরার অন্যান্য তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের তুলনায় অত্যন্ত কম বেতন পায় কাজেই এই বৈষম্য দূর করার জন্য এই আর্থিক বছরেই দৃষ্টি দেবেন কি,

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমাদের মাননীয় ডেপুটি মন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন তার জন্য প্রতিকারের চেষ্টা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—প্রশ্ন নং ২৮৮

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—প্রশ্ন নং ২৮৮

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন (Pay Commission) নিয়োগ করার প্রস্তাব সরকার নিয়েছেন কি না।	হ্যাঁ।
২) কবে পর্য্যন্ত এই কমিশন নিয়োগ করা হইবে ?	উপযুক্ত লোক পাওয়া মাত্রই কমিশনের কাজ আরম্ভ হইবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—আমরা বুঝতে পারলাম না উপযুক্ত লোক বলতে কি বুঝাতে চাইছেন।...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—পে কমিশনের জন্য আমাদের যে লোকের দরকার সেই লোকের জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং সেই লোক পাওয়া গেলেই কমিশন গঠন করা হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—কি লোক চাইছেন, একজনের কমিশন—কি তিন জনের কমিশন আমি পরিষ্কার উত্তর চাইছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—The Commission will be constituted with one Chairman, two Members and other staff.

শ্রীওয়াজেদ আলী—চেয়ারম্যানের কোয়ালিফিকেশান কি হবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ভাল Administrative Officer এবং ভাল আইন কানুন জানা চাই।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—এই কমিশন গঠন করে নাগাদ হবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমাদের সরকার চেষ্টা করছে যত শীঘ্র সম্ভব এটা বসাতে পারি। আমাদের ইচ্ছা এই মাসের মধ্যেই আরম্ভ করতে পারি কি না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—সে কমিশনের কাজ সুরু করার আগে এমপ্লইদের যে সব এনামেলী রয়েছে সেগুলি কি আগে দূর করা হবে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুধন্য দেববর্মা। শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৮ স্যার।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে চৈপেংটা, লালছাড়া ডিফিকাল্ট এরীয়ায় চাকুরীতে কয়েকজন এস ই. ডবল্যুকে প্রথমে ডিফিকাল্ট এরীয়া এ্যালাউন্স দেওয়া হলেও ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকেই এই এ্যালাউন্স বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সত্য হইলে এর কারণ কি?	হ্যাঁ। ডিফিকাল্ট এরীয়ার ম্যাপ পাওয়ার পর কোন্ কোন্ এলাকা ডিফিকাল্ট এরীয়ায় পড়ে তাহা পর্যালোচনাক্রমে ঐ এলাকা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় ডিফিকাল্ট এরীয়া এ্যালাউন্স বন্ধ রাখা হইয়াছিল। পরে ঐ এলাকা পরিদর্শনক্রমে লালছড়া এলাকার কর্মচারীদের ডিফিকাল্ট এরীয়া এ্যালাউন্স দেওয়ার পুন নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।
২। ডিফিকাল্ট এরীয়া এ্যালাউন্স হিসাবে তাদের যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তাহা কি ১৯৭২ সালের মে মাস থেকেই রিকভারী হচ্ছে, এবং ৩) রিকভারী করা হলে তাহা কি বেসিক পে'র এক তৃতীয়াংশ হারে করা হচ্ছে?	হ্যাঁ। তবে লালছড়া এলাকার ক্ষেত্রে তাহা আর রিকভারী করার প্রয়োজন নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—কজনের ডিফিকাল্ট এরীয়া এ্যালাউন্স দিয়ে এরপর কেটে নেওয়া হচ্ছিল।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী—কয়জনের হিসাবটা নেই, তবে যাদের দেওয়া হয়েছিল, ঐটা না কাটার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—যাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা কি ঐ এরীয়ায় পড়ে।

শ্রীবাসনা চক্রবর্তী—যারা লালছড়া এর মাঝ পড়ে, তাদের কথা বলছি।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—যাদের থেকে কিছু টাকা আদায় করে নেওয়া হয়েছে, তারা কি সেই টাকা ফেরত পাবে?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী—হ্যাঁ, তা ফেরত দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৬।

শ্রীশৈলেশ সোম—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৬ স্যার।

Shri Sailesh Some—Question No. 416,

Question	Answer
Refer to the question No. 187 replied by Hon'ble Education Minister on the 7th April, 1971, on the floor of the House wherein he categorically stated in reply to supplimentary question that Shri Haripada Roy was appointed as senior Instructor and state— The reson why he (Shri Haripada Roy) is not getting the pay and pay scale of said job ?	সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেওয়া হবে এটা সত্য।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে—তিনি ক্যাটাগরিক্যালী বললেন যে দেওয়া হয়েছে। আমি সেই জায়গাটা আপনার স্মৃতির জন্য পরে শুনাচ্ছি। শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রশ্ন করলেন—এই হরিপদ রায়কে কি সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে? মন্ত্রী বললেন—হ্যাঁ। তারপর তড়িতমোহন দাশগুপ্ত বললেন—যে হরিপদ রায়কে সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, সেটা কি রিক্রুটমেন্ট রুলসে যে নিয়ম কানুন আছে, সেটা অবজার্ভ করে দেওয়া হয়েছে না অবজার্ভ না করে দেওয়া হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে, আজকে পর্যন্ত এখানে বলা হচ্ছে তাকে দেওয়া হবে। এই ফ্যালাসীর কারণটা কি? যখন এখানে প্রশ্ন করা হল যে

হরিপদ রায় কেন বেতন পাচ্ছে না, তখন বলা হল দেওয়া হবে, এর কারণটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—টেকনিক্যাল অসুবিধা ছিল, তাই দেওয়া যায়নি, তবে অতি সত্বরই দেওয়া হবে।

শ্রীতাপস দে—প্রথম যে কোয়েশ্চানটা করা হল, তার উত্তরে বলা হল 'হ্যাঁ' এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, এখন বলা হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে টেকনিক্যাল অসুবিধা থাকায় দেওয়া যায়নি। এই যে টেকনিক্যাল ডিফিকালটি, স্পেসিফিক কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—প্রশ্ন করলে পরে জানাব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে প্রশ্ন করা হল যে রিক্রুটমেণ্ট রুলস 'এর নিয়ম কানুন অনুসার্ভ করে দেওয়া হয়েছিল কি না, উত্তরে বলা হয়েছে হ্যাঁ।' এখন বলা হচ্ছে টেকনিক্যাল ডিফিকালটি, সেই টেকনিক্যাল ডিফিকালটিটা কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—আমার কাছে সেটা নেই, আমি পরে জানাব।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি,—মিনিষ্টার সাহেব তাঁর আগের ডেটে বলেছেন যে তাকে সিনিয়র ইনষ্ট্রাক্টার হিসাবে নিয়ম কানুন অনুসার্ভ করে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে ৭ই এপ্রিল ১৯৭১ আর আজকে হচ্ছে ১৯৭২ তিনি বলেছেন যে তাকে দেওয়া হবে, কাজেই এই যে দেওয়া হবে, সেটা ৭ই এপ্রিল বা তার পূর্ব থেকে দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ সোম—যেদিন থেকে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, সেদিন থেকে দেওয়া হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে তাকে নূতন

এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করে বেতন দেওয়ার ফাঁক রাখতে পারেন। আমার কোয়েশ্চানটা ভাইটাল কোয়েশ্চান। একজন মন্ত্রী এই জায়গায় উত্তর দিয়েছেন। কাজেই এটা প্রিভিলেজ অব দি হাউস। কারণ যিনি উত্তর দিয়েছেন, তিনি একজন রেসপনসিবল মিনিষ্টার, তিনি সেই সময়ে উত্তর দিয়েছেন যে রীতি নীতি অবজার্ভ করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তাহলে তারপর এমন কি টেকনিক্যাল ডিফিকালটি থাকতে পারে যে তাকে বেতন দেওয়া যায় নাই। যদি ডিফিকালটি কোন কিছু থাকত, আফটার মাই কোয়েশ্চান, সেটা কারেক্ট করে এই হাউসে তিনি রাখতে পারতেন। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে দিস ইজ এ্যাসুরেন্স অব দি মিনিষ্টার, তিনি যে ডেটে এই হাউসে এ্যাসুরেন্স দিয়েছেন, এ্যাটলিষ্ট সে ডেট থেকে তাকে বেতন দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ সোম—৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ইং সনে সেই প্রশ্নোত্তরে হাউসকে বলা হয়েছিল, যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, সেই তারিখ থেকেই বেতন দেওয়া হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সিনিয়র ইনষ্ট্রাক্টারের কতটি পোষ্ট ক্রীয়েটেড হয়েছিল এবং কবে হয়েছিল ?

মিঃ স্পীকার—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রী বি, দাস—এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কি ইস্যু করা হয়েছে, এবং যদি করা হয়ে থাকে, কবে করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ সোম—করা হয়েছে জানি, কবে করা হয়েছে জানিনা।

শ্রী বি, দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কি, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭২-তে এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট লেটার ইস্যু করা হয়েছে ? ১৯৭১ সনে এপ্রিল মাসে যেসব পোষ্ট ক্রীয়েট করা হয়েছিল, তার মধ্যে দুইজনকে আগেই নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কোন সিনিয়রিটি অবজার্ভ করা হয়নি, একথাটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৩।

শ্রীমনসুর আলী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে বাৎসরিক কি পরিমাণ ষ্টিল সাপ্লাই করেন।	১/৫/৬৭ইং হইতে ষ্টিল-এর বণ্টন ও দাম ধার্য্যের উপর সরকারের কোন কনট্রোল নাই।
২। এর মধ্যে স্থানীয় ষ্টিল ফ্যাক্টরী কি পরিমাণ পেয়ে থাকে এবং উক্ত ফ্যাক্টরীতে কি উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ কি ?	প্রশ্ন উঠে না।
৩। ষ্টেনলেস ষ্টিল ফ্যাক্টরীতে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ কত ? এ ফ্যাক্টরীর মালিকানা কাদের হাতে ?	নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে—কোয়েশ্চোন নাম্বার ৪২৯।

শ্রীশৈলেশ সোম—কোয়েশ্চেন নাম্বার ৪২৯ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। চলতি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় লোয়ার ইনকাম গ্রুপ-এর ষ্টাইপেণ্ড বাবদ এপর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা হইয়াছে ?	চলতি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় লোয়ার ইনকাম গ্রুপ ষ্টাইপেণ্ড বাবদ এই পর্য্যন্ত ৬৫,৯২,০৯৭০০ টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন	উত্তর
২। লোয়ার ইনকাম গ্রুপ ষ্টাইপেণ্ড-এর জন্য কারা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য ?	যাহারা ভারতীয় নাগরিক এবং ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা এবং যাদের পিতামাতার/অভিভাবকের সর্ব্ব সাকুল্যে বাৎসরিক আয় ২,০০০.০০ টাকা পর্য্যন্ত তাহারাই লোয়ার ইনকাম গ্রুপ ষ্টাইপেণ্ডের প্রার্থী হতে পারে। কেবল মাত্র টেকনিক্যাল ডিগ্রী কোর্স-এ যাহারা অধ্যয়ন করে, সেই সব প্রার্থীর পিতা মাতা/অভিভাবকের বার্ষিক আয় সর্বসাকুল্যে ২৪০০,০০ টাকা পর্যন্ত।

শ্রীসুশীল চন্দ্র সাহা—তাদের বার্ষিক আয় কোন হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—এটা আমার জানা নেই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ষ্টাইপেণ্ড পেতে হলে অভিভাবকের ২০০০ টাকা বাৎসরিক আয় হতে হবে, এই আইনটা কবে প্রবর্ত্ত হয়েছিল জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—এটা আমার জানা নেই।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ২ হাজার টাকা বাৎসরিক ইনকাম ধরা হয়েছে, এটা কিসের ভিত্তিতে ধরা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের ইনকাম করার মত যে সমস্ত সোর্স আছে সবগুলিকে নিয়েই ধরা হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত— তাদের এই যে ইন-কাম এটা কি নেট ইন-কাম ?

শ্রীশৈলেশ সোম—হাঁা, এটা তাদের নেট ইন-কাম।

শ্রীসুশীলরঞ্জন সাহা—স্যার, এই যদি হয়, অর্থাৎ ২ হাজার টাকা বাৎসরিক ইন-কাম যদি হয়, তাহলে ত্রিপুরাতে টেন পার্সেন্ট ছেলেরাও ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার মত যোগ্যতা থাকবে না। তাই আমি মনে করি বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করে এটাকে তিন হাজার টাকা করা উচিত এবং এতে করে অনেক ছাত্রছাত্রী উপকৃত হতে পারে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা করে দেখবেন কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—এই ধরণের কোন প্রস্তাব আসলে পরেই আমরা সেটা চিন্তা করতে পারি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা- স্যার আমি এই হাউসের একজন সদস্য হিসাবে এখানে এই প্রস্তাবটি রাখছি যাতে সরকার এটা বিবেচনা করে দেখবে। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা বিবেচনা করতে রাজী আছেন কিনা, সেটাই আমি জানতে চাই।

শ্রীশৈলেশ সোম—স্যার সরকারকে কতগুলি সিদ্ধান্তের উপর চলতে হয় এবং সেই সব সিদ্ধান্ত মন্ত্রী মণ্ডলী ঠিক করে থাকেন। কাজেই আমার একলার কোন সিদ্ধান্তের উপর কোন কাজই হবে না।

শ্রীরাধারমণ নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাইছি যে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের ইনকাম সম্বন্ধে রেভিনিউ অফিসার এবং লোকাল এস, ডি, ওরা যে সব সার্টিফিকেট দিয়েছেন সেগুলির ভিত্তিতে বহু ছেলেমেয়ে এই ষ্টাইপেণ্ডের সুযোগ পায়নি, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীশৈলেশ সোম—এই ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার জন্য যে সব সর্তাবলী আছে, সেগুলি যদি ঠিক ঠিকভাবে পূরণ করা হয় এবং সেগুলি ফুলফিলড্ হয়, তাহলে না পাওয়ার মত কোন কারণই থাকতে পারে না।

শ্রীরাধারমণ নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি কিন্তু বলছি যে সেই সমস্ত ছেলেরা ষ্টাইপেণ্ড পায় নি যদিও তারা ঠিক ঠিকভাবে ফর্মগুলি পূরণ করছে এই সম্পর্কে আপনি কিছু অবগত আছেন কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—না, এই সম্পর্কে আমি কিছুই অবগত নই।

শ্রীসুশীলরঞ্জন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার ব্যাপারে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাদের যে ইনকাম ধরা হয়, সেটা তাদের বেসিক পে না টোট্যাল এমলুমেণ্টস ধরা হয় বলবেন কি ?

শ্রী শৈলেশ সোম—তাদের বেসিক পে ধরা হয়।

শ্রী সুশীল রঞ্জন সাহা—কর্মচারীদের বেলায় যদি তাদের বেসিক-পে ইন-কাম হিসাবে ধরা হয়ে থাকে, তাহলে এস, ডি, ওরা কেন তাদেরকে ইন-কাম সার্টিফিকেট দিচ্ছেন না, এটা তদন্ত করা হবে কি ? আর আমাদেরও এস, ডি, ওদের জানিয়ে দেওয়া উচিত যে কর্মচারী-দের ইন-কাম সার্টিফিকেট ইস্যু করতে গেলে তাদের বেসিক-পেটা ধরা হবে।

শ্রীশৈলেশ সোম—এই ধরনের কোন স্পেসিফিক কেস দিতে পারলে, তাহলে আমরা সেটা দেখতে পারি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—স্পীকার স্যার, মন্ত্রীমহোদয় যে উত্তর দিলেন, সেটা দুই রকমের হয়েছে—যেমন উনি একবার বললেন পরিবারের মোট আয়, আবার বললেন সরকারী কর্মচারী-দের বেলায় তাদের বেসিক-পে ?

শ্রীশৈলেশ সোম—বেসিক-পে ডি, এ ইত্যাদি সব মিলিয়ে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি—ক্লাস থ্রি, কর্মচারীদের কারো ২০০০ টাকার নীচে বেতন নেই। সাধারণ একটা এল, ডি, ক্লার্কও ২০০ টাকার উপরে বেতন পেয়ে থাকে। কাজেই এই সব ক্ষেত্রে তাদের ছেলেরা যারা এই ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করে তারা ফল্‌স সার্টি-ফিকেট সংগ্রহ করার চেষ্টা করে থাকে এবং এই ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা দপ্তরই তাদেরকে দুর্নীতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—এটা ঠিক নয়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি—স্যার বৎসরে ২০০০ টাকা বেতন শতকরা ১০ জনও পান না, অথচ শতকরা আরও বেশী ছেলে এই ষ্টাইপেণ্ড পেয়ে থাকে। কাজেই মাসে ২০০ টাকা করে হলে বৎসরে ২৪০০ টাকা পেয়ে থাকে, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। যেহেতু এখানে এই জন্য নিয়ম কানুন আছে, সেহেতু তার খারাপ দিকটা তো দেখার দরকার আছে।

শ্রী শৈলেশ সোম—নিয়ম কানুন প্রচলিত যেটা আছে, সেই অনুসারেই আমাদের সরকারের কাজ চলছে। তবে যদি কোথাও কোন ত্রুটি থাকে তাহলে সরকার সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারেন।

শ্রীকালিপদ বানার্জী—আমি যেটা বললাম, সেটা সম্পর্কে কেটাগরীক্যালী তদন্ত করে দেখবেন কিনা, তাই বলুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত ছাত্র এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রী নিয়ে পড়াশুনা করছে, তাদেরকে লোয়ার ইন-কাম গ্রুপের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কিনা।

শ্রীশৈলেশ সোম—তাদের মধ্যে যদি কেউ লোয়ার ইন-কাম গ্রুপে পড়ে, তাহলে নিশ্চয় তারা সেই ষ্টাইপেণ্ড পেয়ে থাকবেন;

শ্রীতাপস দে—স্যার, যারা টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে, তাদের অনেকেই ষ্টাইপেণ্ড পান না, এই রকম বহু অভিযোগ আছে, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা?

শ্রীশৈলেশ সোম—এই রকম কিছু আমার অবগত নাই, তবে কেউ যদি থেকে থাকেন, তাহলে সেটা যদি স্পেসিফিকালী কেস দেওয়া হয়, তাহলে সেটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রী আবদুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে বাৎসরিক ২০০০ এবং ২৪০০ টাকা ইন-কাম হলে ষ্টাইপেণ্ড পাবে, এটা ট্রাইবেল এবং সিডিউল্ড কাষ্টদের সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম—হ্যাঁ, এটা সকলের জন্য।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—স্যার, মন্ত্রী মহোদয় বলছেন এটা সকলের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু আমরা জানি এটা সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। কাজেই সিডিউল্‌ড কাষ্ট এবং ট্রা ইবসদের জন্য এই প্রশ্নটা আসে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সব কৃষকের ছেলেরা এই ষ্টাইপেণ্ড নিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তারা যাতে এই ইন-কাম সার্টিফিকেট তাড়াতাড়ি পেতে পারে, সে জন্য স্পেশাল কোন ইন্‌ষ্ট্রাকশান দেওয়া আছে কিনা?

শ্রীশৈলেশ সোম—সাধারণত: রেভিনিউ অফিসার যারা, তারাই এই ইন-কাম সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকেন এবং তারা সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে এই সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—এই যে রেভিনিউ অফিসারের ইন-কাম সার্টিফিকেট ইস্যু করেন তার আগে তারা কিভাবে ইন-কামটা এ্যাসেস করেন এবং সে জন্য কোন কিছু চার্জ করেন কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—কোন কিছু চার্জ করার প্রশ্ন উঠে না, রেভিনিউ অফিসারেরা শুধু তাদের ইন-কামটা এ্যাসেস করে দেন।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—এই যে ইন-কাম সার্টিফিকেট ইস্যু করেন, তারা কারা বলতে পারেন কি?

শ্রীশৈলেশ সোম—রেভিনিউ ইন্সপেক্টর থেকে আরম্ভ করে উপর দিকের সবাই রেভিনিউ অফিসার।

শ্রীকালিপদ বানার্জি—রেভিনিউ ইন্সপেক্টররা কি সার্টিফিকেট দিতে পারেন। রেভিনিউ ইন্সপেক্টররা যে গেজেটেড অফিসার নয়?

শ্রীতাপস দে—তাহলে এম, এল, এদের উপর এই কাজটা চাপানো হয়েছে কেন জানতে পারি কি ?

শ্রীশৈলেশ সোম—এটা তো তাদের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

শ্রীবিনয়ভূষণ বানার্জি—এই যে ৬৫ লক্ষ ১ হাজার ২৭৯ টাকা ষ্টাইপেণ্ড হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হল যেটা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, এটা কি আইন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে বিশ্বাস করতে হবে।

শ্রীশৈলেশ সোম—যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো আইনতঃ দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker :—Question hour is over There are 24 Unstarred question for to-day. The Minister may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred questions and also the Starred questions which were not answered orally.

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কথা ছিল সেটা হলো এই বিধান সভায় যখন আমরা ৩০ জন এম, এল, এ ছিলাম তখনও এখানে এক ঘণ্টা কোয়েশ্চান আওয়ার ছিল। এখন ৬০ জন মেম্বার এখনও এক ঘণ্টা।

মিঃ স্পীকার—আপনার হিসাবে ২ ঘণ্টা হওয়া উচিত।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়—না দুই ঘণ্টা নয়। আমি বলছি সময়টা এমন একটা টাইমের মধ্যে হওয়া দরকার যাদি না হয় তাহলে আমি দেখেছি অনেক প্রশ্নের উত্তর বাদ পরে যায় অন্ততঃ ৫, ৬ ৭, ১০ জন এম, এল, এ তার প্রশ্নের উত্তর থেকে বাদ পড়েন। যদি এই হতে থাকে তাহলে আমাদের যে প্রশ্নগুলির উত্তর পাই নাই আর পাব বলেও আশা করতে পারি না। সেই জন্য আমি মাননীয় স্পীকারকে বিষয়টি কনসিডার করার জন্য অনুরোধ করবো।

শ্রীমধুসুদন দাস- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যে কোয়েশ্চান পেপারগুলি আছে সেগুলি আমরা যথাসময়ে পাচ্ছি না। কিন্তু ব্যাপারটা হলো এখানে এসে পিওনদের ডেকে তারপর কোয়েশ্চানগুলি আমাদের হাতে আনতে হলো। এইটা বড় দুঃখের বিষয়।

শ্রীকালিপদ বানার্জী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি বলেছিলেন সেগুলি লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আসবার জন্য। সেই লাইব্রেরী থেকে প্রত্যেকে গিয়ে সেই সব কাগজপত্র আনতে হয়। কিন্তু এইটা আমরা আগে বলেছিলাম যে আমাদের কাছে কাভারে হাতে হাতে দিয়ে দিলে ভাল হয়। কারণ সেখানে যদি প্রত্যেক মেম্বার না যায় তবে সেখান থেকে কাগজপত্র পাওয়া যায় না।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের টেবিলে দিয়ে দিলেই হয়। কাভারে করে লোক্যাল এড্রেসেও দেওয়া যায়।

মিঃ স্পীকার—টেবিলে দেওয়া হচ্ছে তো, আমার মনে হয়। আমি খোঁজ করে দেখবো

শ্রীকালীপদ বানার্জী আপনি তো আগেও বলেছিলেন এবারও বললেন যে নোটিশ অফিস থেকে নিয়ে নেবেন। আগে যেটা নোটিশ অফিস ছিল সেখানে আমি গিয়ে দেখি নোটিশ অফিস এখন নাই সেখানে গিয়ে দেখি এইটা লাইব্রেরী।

মিঃ স্পীকার—আমি বলেছি লাইব্রেরী থেকে নিতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, নরেশ বাবু যে প্রস্তাব দিলেন যে অনেক প্রশ্ন বাদ পরে যায় এবং সেগুলির উত্তর আর পাওয়া যায় না। কোয়েশ্চান আওয়ার এক ঘণ্টার বেশী দেওয়া যাবে না। সেটা পার্লিয়ামেণ্টেও এক ঘণ্টা। কাজেই এক ঘণ্টাকে মিনিটে ভাগ করে দেওয়া উচিত কোন সময়ে কোন কোয়েশ্চান হবে এবং সেটা লিডার অব দি রোত পার্টি—সংগেও আলাপ আলোচনা করে যাতে অন্যান্যরা যথাযথ সুযোগ সুবিধা পায় সেটা এখানে আলোচনা করা উচিত। আর কোয়েশ্চান আওয়ারে অনেক কোয়েশ্চান বাদ পরে গেলে আর হয় না। লিডার অব দি রোত পার্টিস; আপনি তাদেরকে ডেকে নিয়ে ওদের সংগে আলাপে মিনিমাইড করার চেষ্টা করুন এবং যাতে সবগুলি কোয়েশ্চান কাভার হয় সেটার একটা ব্যবস্থা করবেন আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। দ্বিতীয়ত কালীবাবু যেটা বললেন আমি সমর্থন করছি যে কোয়েশ্চান পেপারগুলি যেন কাভারে করে আমাদের প্রত্যেকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আমি অনুরোধ করবো যে সেটা অন্যান্য জায়গার মত যেন এখানেও এই সিষ্টেম করা হয়।

শ্রীরাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান ব্যাপারে যে প্রশ্ন উঠেছে, এমন কোন পার্লিয়ামেণ্ট বা বিধান সভা নেই সেখানে কোয়েশ্চান আওয়ারে এক ঘণ্টার বেশী সময় দেওয়া হয়। এক ঘণ্টায় অনেক বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় পার্লিয়ামেণ্ট বা অন্যান্য বিধান সভায়। আমার মনে হয় এইটার একটা ডিফিকাল্টি আছে যে মিনিষ্টার-রা প্রিপারেশান করে আসেন না এবং এঁরা উত্তর দিতে গিয়ে সঠিক উত্তর দেন না বা প্রশ্নের উত্তরটাকে একটু চেপে যান। কাজেই আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রী বলেছেন শীঘ্রই করবেন। এই শীঘ্রই অর্থ কি। উনারা যদি বলতেন এই ফাইনেন্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে বা আগামী ফাইনেন্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে তাহলে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন করতাম না। এইটার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ করবো যে মন্ত্রীবার দিক থেকে যেন তাঁরা রেডি হয়ে আসেন।

মিঃ স্পীকার—আপনারা একটি প্রশ্নের উপর এত বেশী সাপলিমেণ্টারী করেন যেটা আপনাদের বিরত করা যায় না। অবশ্য আপনারা মনে করেন এইটা খুব ইম্পর্টেণ্ট ফর সাপ্লিমেণ্টারি এবং আপনারা উত্তর পাচ্ছেন না কিন্তু আমার মনে হয় যে এত বেশী সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত আসলে প্রশ্ন করা যায় না। এতে আমি দেখছি গড়ে ১০টা সাপলিমেণ্টারী এক একটা প্রশ্নের উপর হচ্ছে। তা কি করে সম্ভব। আমার মনে হয় ভারতের কোন বিধান সভায় এত বেশী সাপ্লিমেণ্টারী হয় না। এখানে এত বেশী হচ্ছে। কাজেই আপনারা যদি অন্ততঃ বেশীর পক্ষে ৩টা যদি করেন তাহলে মনে হয় আমরা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ডিস্পোজাল করতে পারবো।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে তিনটার বেশী করা উচিত নয় এবং রুলসেও আছে যে maximum 3 supplementary questions should be-ari ed. কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে উত্তরটা চাই সেটা যদি সঙ্গে সঙ্গে না পাই তাহলে আমরা বাধ্য হই প্রশ্ন করতে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য রাজুবন রিয়াং যে বললেন তাতে আমার বক্তব্য হলো এই যে উনারা মেম্বার হিসাবে যে সমস্ত প্রশ্ন করার রাইট আছে এবং মিনিষ্টারদের কতকগুলি রাইট আছে সে রাইট যদি উনারা কার্টেইল করতে বলেন তাহলে মিনিষ্টারদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি অনারেবল মেম্বার রাজুবন ভাইকে বলছি যে উনারা যদি ডাইরেক্ট প্রশ্ন করেন আমরাও সোজাসুজি উত্তর

দিতে পারবো। কিন্তু উনারা যদি মনে করেন জোর করে আমাদের কাছ থেকে উত্তর বের করে নেবেন তাহলে তো সেগুলির উত্তর আমরা দিতে পারবো না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নিয়ে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হলো এবং মাননীয় সদস্য নাজুদন 'রয়াং ভাই যে কথা বললেন যে পার্লিয়ামেণ্ট বা অন্যান্য বিধান সভায় অনেক বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। আমরা ফিল করে দেখেছি যে পার্লিয়ামেণ্ট-কোয়েশ্চান আওয়ারে ৫-৬, ইভেন ৩-৬ মেক্সিমাম প্রশ্নের উত্তর হয়। এক একটা প্রশ্নের উপর অনেক বেশী সাপ্লিমেণ্টারী হয়। আর মাননীয় মন্ত্রী যে কথা বললেন সে প্রশ্নের উত্তর বের করবার চেষ্টা মেম্বার হিসাবে আমাদের রাইট আছে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার। প্রশ্নগুলি এবং সাপ্লিমেণ্টারীগুলি যদি রিলেভেণ্ট হয়, Until and unless our supplementaries are declared irrelevant by you, Ministers are bound to answer. জনসাধারণের স্বার্থে আমরা প্রশ্ন করি, জনসাধারণের কাছে আমরা দায়ী। সে জন্য জনসাধারণ এর স্বার্থে আমরা প্রশ্ন করি এবং সাপ্লিমেণ্টারীগুলি যদি রিলিভেণ্ট হয় তাহলে উত্তর আমরা আশা করতে পারি।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, রিলিভেণ্ট প্রশ্নের উত্তর মিনিষ্টাররা নিশ্চয়ই দেন। কিন্তু রিলিভেণ্টের বাইরে হইলেই উত্তর দিতে পারব না।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—সেটা তো স্পীকার ঠিক করবেন। আমরা দেখছি মন্ত্রী ঠিক করছেন। এটা কোথায় আছে আমরা জানি না।

মিঃ স্পীকার—নো দ্যাট ইজ নট দি ফ্যাক্ট।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—মিনিষ্টাররা আপনার কাছে ডিসিশান চাইতে পারেন। তখন আপনিই বলবেন যে এটা সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু তারা নিজেরা এটা আমাদের বলেন।

মিঃ স্পীকার—ওরা যদি বলেন তাহলে কি আমি তাঁদের মুখ চেপে ধরব ?

শ্রীকালীপদ বানার্জী—তাঁরা উত্তর দিচ্ছেন 'হ্যাঁ,' উত্তর দিচ্ছেন 'না'। এটা কি উত্তর হল। উত্তরটা বিস্তৃতভাবে বলা উচিত।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—উনি যে প্রশ্ন করলেন সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে কি আমরা 'হ্যাঁ' এর জায়গায় 'না' বলব।

Mr. Speaker—Now there are 21 Unstarred Questions to-day Ministers may lay on the table of the House the replies of the Unstarred questions and also of the Starred questions which are not replied to.

I have received Notices from Sarbasree Bajuban Riyan and Bidya Ch. Deb Barma Member desiring to raise discussion on—(১) অমরপুর, করবুক, জলাইয়া, পাইলট প্রজেক্টে জুমিয়া পুনর্বাসনের সম্পর্কে। (২) বন বিভাগ রিজার্ভ বনের এলাকা বাড়ানোর ফলে ফলে স্থানীয় হাজার হাজার আদিবাসী তাদের ঘর বাড়ী জমি জমা থেকে উচ্ছেদ সম্পর্কে।

I admitted the notices, Discussion will be held on 14th December, 1972 I have decided to take up discussion on Supplementary Estimates first and then the consideration of the Bill. Budget discussion will be for 3 hours and for Bill 1 hour as allowed by the Business Advisory Committee.

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের প্রিপারেশন এর প্রশ্ন আছে। সেজন্য আমি অনুরোধ করছি এখানে আইটেম যেভাবে সিরিয়াল আছে সেইভাবেই হোক। আমার মনে হয় বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্টটা হয়ে গেলে ভাল হবে। কারণ এতে সময় কম লাগবে। জেনারেল ডিস্কাশনে সময় বেশী লাগবে। আমাদের বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি যে টাইম অ্যালট করেছেন সেটা বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিলের জন্য এক ঘন্টা সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার—সেটা আমি বলেছি যে আমি ডিসিশান নিয়েছি জেনারেল ডিস্কাশন সাপ্লিমেন্টারী এষ্টিমেট, সেটা আগে হবে। তবে টাইম লিমিট ঠিকই থাকবে। ৩ ঘন্টা জেনারেল ডিস্কাশন, আর এক ঘন্টা হচ্ছে বিলের উপর।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—অ্যামেণ্ডেড বিল আগে করলেই ভাল হত। আমাদের প্রিপারেশনের প্রশ্ন আছে।

মিঃ স্পীকার—আই হ্যাভ গিভেন মাই ডিসিশান।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাহলে আপনি কি বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি যে টাইম অ্যালট করেছেন এবং সিরিয়াল করেছেন সেটা কি আপনি মানছেন না? আমরা কি এটা বলতে পারি যে আপনি নিজে এটা ইগনোর করছেন?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি এর সঙ্গে কনসার্ণড নয়। টাইমটা অ্যালট করে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি। কিন্তু পার্টিকুলারলী কখন কোনটা হবে সেটা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি করেন না।

মিঃ স্পীকার—অ্যালটমেন্ট অব টাইম বিজনেস এ্যাডভাইজার কমিটি করেছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমাদের সময় দিবেন তিন ঘন্টা। আমার মনে হয় তারা তাদের কারা বলবেন তাদের নাম দিয়ে দেবেন এবং আমাদের কারা কারা বলবেন আমরা তাদেরও নাম দিয়ে দিই।

Mr. Speaker—Next item in the list of Business is General discussion on Supplementary Estimates for 1972-73.

I would like to draw the attention of the Hon'ble Members to the scope of debate on the Supplementary Estimates which is to be confined to the items constituting the same and no discussion is permitted to be raised on the original grants nor policy under lying them save is no far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

When the Supplementary demand does not refer to any new service there cannot be any discussion of principle and policy.

Before the discussion being I would request the Members to give me their names who would like to participate in the debate so that I shall be able to arrange the time schedule for them.

Now, I would call on Shri Bajuban Rian to open the discussion on Supplementary Estimates. for 1972-73

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের শীতকালীন অধিবেশনে ১৯৭২-৭৩ সনের জন্য যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডে টাকা চাওয়া হয়েছে এবং যে যে টা ডিমাণ্ডের উপর চাওয়া হয়েছে আমি জানি না এই সরকার আরও অন্য ডিমাণ্ডের উপর চাইবেন কিনা। এখানে চাওয়া হয়েছে ডিমাণ্ড নাম্বার নাইন—জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, ডিমাণ্ড নাম্বার টেন—অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাষ্টিস, ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েণ্টি নাইন—ফ্যামিন রিলিফ, ডিমাণ্ড নাম্বার ফর্টি থ্রি—ক্যাপিটেল অব উট অন অ্যাডভান্সেস অব গভর্ণমেণ্ট ট্রেডিং এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ফর্টি ফাইভ—লোনস অ্যাণ্ড অ্যাডভান্সেস বাই দি ষ্টেট/ইউনিয়ন টেরিটরী গভর্ণমেণ্টস।

এখানে বলা হইয়াছে কয়েকটি অন্য ডিপার্টমেণ্ট থেকে টাকা রিডিউস করে এইখানে যে টাকা বেশী খরচ হবে এইগুলি মেকআপ করার জন্য। কিন্তু আমাদের এটা দেখা উচিত যে গত মূল বাজেট অধিবেশনের সময়ে আমরা বক্তব্য রেখেছিলাম যে লোন্স অ্যাণ্ড অ্যাডভান্সে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা কম হয়েছে, যেমন রিলিফ কিন্তু তখন সরকার বলেছিলেন যে টাকা ধরা হয়েছে এটা যুক্তিসঙ্গত। আমরা এটাতে কাটমোশন এনেছিলাম টাকা বাড়াবার জন্য। কিন্তু সরকার সেটা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আজকে আমরা এটা বলতে চাই যে তখন আমরা যা ভেবেছিলাম সেটাই ঠিক এবং সরকার তখন স্বীকার না করলেও এখন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ফ্যামিন রিলিফে আরও টাকা দরকার এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে গত বাজেট অধিবেশনের সময় মাননীয় সরকার এই বিধান সভার মধ্যে কয়টি বিল আনবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এর মধ্যে একটি বিল—বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট আমি দেখছি। আমি জানি না আমাদের মাননীয় গভর্ণর শ্রী বি, কে, নেহরু উনার বক্তৃতায় কতগুলি বিল ত্রিপুরার আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে যেগুলি কাজে লাগবে এবং ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত রাজ ইত্যাদি যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলি পরবর্তি সময়ে আসবে কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ডিমাণ্ড নং ৯ (নাইন) জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেসানে যে টাকা চাওয়া হয়েছে এখানে পাবলিক সার্ভিস করা হবে বলে বলা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই পাবলিক সার্ভিস কমিশন করতে গিয়ে সরকারের এডমিনিষ্ট্রেটিভ সিষ্টেমটা খুব টপে চলে গিয়েছে এবং আমি দেখছি যে পাবলিক সার্ভিস কমিশান যে সব কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন তার মধ্যে অনেক কর্মচারীর বিরুদ্ধে সি, বি, আই'র রিপোর্টে দুর্নীতিগ্রস্ত

বলে বলেছেন এবং আমি এটাই সরকারকে অভিযোগ করতে চাই যে, সি, বি, আই এই সব রিপোর্টে সত্য প্রমাণ করতে পেরেছেন এই জন্য এই সরকার তাঁর দলের স্বার্থে কংগ্রেস দলের স্বার্থে এই পাবলিক সার্ভিস কমিশান করে তাদের নিজেদের খুশী মত লোক প্রোভাইড করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশানে তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হতেই অফিসারদের প্রোমোশান এর যে একটি ক্যামপেন চলেছে সেটি আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি। কংগ্রেস দলের নির্বাচনের ক্যামপেনর মত অফিসারদের ধোও ক্যামপেন চলেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিন্তু আমরা চাই যে তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হতে যে নুতন দায়িত্বশীল পদ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি যদি সরকার নিরপেক্ষভাবে প্রমোশান দেন — তাদের অতীতের রেকর্ড দেখে তাদের কাজ এবং চরিত্র দেখে দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করবো। যাতে তারা সমগ্র ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে সেবা করতে পারেন। এখানে যেমন রিলিফে এই সরকার বাজেট এষ্টিমেট করবার সময় অনেক টাকা কম রেখেছিল এবং সাপ্লিমেন্টারী বাজেট হয়েছে সেটি ভাল কথা কিন্তু আগে যে টাকা রাখা হয়েছিল সেই টাকা খরচ করতে গিয়ে এই সরকার তার দলের স্বার্থে ব্যয় করেছে বলে আমরা গভর্ণমেন্টের কাছে বিভিন্ন ডেপুটেশানের মাধ্যমে আমরা অভিযোগ করেছিলাম এবং আমাদের ডেপুটেশানের সময় সরকার প্রতিশ্রুত দিয়েছিলেন তদন্ত করা হবে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তি দেওয়া হবে। সেই তদন্তের ফল কিহল আমার জানা নাই। আমার মনে হয় এস, ডি, ও মশায়রা কংগ্রেসী মন্ত্রী এম, এল, এ, রা দাদন বিলি করবার যে লিষ্ট সাবমিট করেছে কৃষি ঋণ দেওয়ার জন্য যে লিষ্ট সাবমিট করেছে সেগুলির বিরুদ্ধে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে সাহসী নয় আমার মনে হয় এরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছেন না। অনেক এস, ডি, ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে উনারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে আমরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারছি না। তাই আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে অনুরোধ করবো সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে টাকা যেমন রিলিফ ধরা হয়েছে সেই টাকা কম হলেও সেই টাকা যাতে দলের স্বার্থে খরচ করা না হয়। আমি দেখেছি বিলোনীয়াতে একটি জায়গাতে একটি লোক কৃষি ঋণও পেয়েছে, বীজ ধানের সাহায্যও পেয়েছে খয়রাতি সাহায্যও পেয়েছ দাদন লোনও পেয়েছে এবং সেটি হচ্ছে একটি বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীর রিকমেণ্ডেশানে তাই আমি এই সরকারকে অভিযোগ করছি যে এই সরকার যেমন রিলিফের টাকাকে ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষের যে ভয়াবহ অবস্থার মোকাবিলার জন্য খরচ করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় চেলাগাং গাঁও সভাতে আমি দেখেছি এবার কৃষি ঋণের টাকা বিলি হয়েছে সেখানে যাহারা কৃষক নয় তারাও পেয়েছে...

এবার কৃষি ঋণের টাকা যারা কৃষক নয়, এরা পেয়েছে। এরা হচ্ছে—এদের নাম আমি দিচ্ছি, একজন নিশিকান্ত দাস, একজন হচ্ছেন রাম দাস, আরেকজন হচ্ছেন শরত নমঃ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সরকারকে অনুরোধ করব আগামী দিনে কৃষি ঋণ বিলি করতে, কাকে কৃষি ঋণের টাকা দিলে ফসল ফলাতে পারবে, কে কৃষক, ওদিকে দৃষ্টি রেখে যাতে দেওয়া হয়, কংগ্রেস কর্মী হলেই কৃষি ঋণ পাবে, না হলে পাবে না, সেই দৃষ্টিভংগী যেন পরিবর্তন

করা হয়। এখানে ষ্টেট ট্রেডিং এর কথা বলা হয়েছে, ষ্টেট ট্রেডিং এর জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে। এখানে আমি বলতে চাই যে এই সরকার ষ্টেট ট্রেডিং এ, জি আই সীট, ষ্ট্রিপ—যে কোন জিনিষই হউক, তার উপর সরকারের একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত, কিন্তু আজকে কতক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহার এক প্রশ্নোত্তরে এই সরকারের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন যে সরকারের কোন হাত নেই, ষ্টেট ট্রেডিং এর উপর ১৯৬৭ সনের পর থেকে, আজকে হয়তো সরকার এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেনা বলেই জিনিষের দাম, যেমন ষ্টীলের দাম, টিনের দাম বেড়ে গেছে এবং এই জিনিষের দাম বেড়ে যাওয়াতে পি, ডবলু ডি'র যে পুরানো এষ্টিমেট ছিল, তার দরুণ কাজ ভালভাবে চলছে না এই জন্য আমরা দেখছি যে কন্ট্রাকটাররা এষ্টিমেটের যে সিডিউল রেট তার থেকে টেণ্ডারে অনেক বেশী হায়ার পারসেণ্টেজ দিয়ে থাকেন, এতে একদিকে সময় নষ্ট হয় এবং যে সময়ে কাজ হওয়ার কথা, সেটা হতে পারছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে কৃষি ঋণ খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় টাকা দিয়ে ঋণ দেওয়া অসম্ভব, খরা পরিস্থিতিতে যে পরিমাণ অস্থা সৃষ্টি হয়েছে, কৃষকদের এবং বিভিন্ন দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে কাজেই এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়েছে বলে আমার ধারণা। কাজেই এই সমস্ত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ করে খরা পরিস্থিতির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকদের জল সরবরাহ করে বোরো ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংকট দেখা দিয়েছে, সেই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য, প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে বা গ্রেচুইশাচ রিলিফ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেই বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় কম, কাজেই এই সমস্ত বাস্তব দিক থেকে আমি এই জিনিষটাকে দেখছি। ঋণ ইত্যাদির বিলির ক্ষেত্রে এস, ডি, ও'র যেন সিলেকশান, সেই সিলেকশান সব সময় ঠিক হয় বলে আমার মনে হয় না। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে সর্বদলীয় একটা কমিটি করা যায় কিনা বা বিভিন্ন এলাকায় যে পঞ্চায়েত আছে এবং অন্যান্য দল আছে, তাদের থেকে সদস্য নিয়ে সর্বদলীয় পঞ্চায়েত ভিত্তিক একটা কমিটি যদি করা হয়, তাহলে প্রকৃত কৃষক যারা তারা খয়রাতি সাহায্য পেতে পারে। এইগুলি সঠিকভাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে এবং প্রকৃত যারা নীড়ি তাদের ঋণ এবং খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে এই সমস্ত ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কাজেই আমি আশা করি সেই রকম একটা কমিটি অবিলম্বে করা যায় কিনা, সরকার সেটা চিন্তা করতে দেখবেন। কারণ আমরা দেখেছি যে কৃষি ঋণ বিলির ব্যাপারে খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে

প্রকৃত যে নিঃস্ব লোক তারা বাদ পড়ছে, এই সমস্ত বিবেচনা করার জন্য, শুধু মাত্র এস, ডি, ও'র উপর সিলেকশানের দায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে, সর্ব্বদলীয় এবং পঞ্চায়েত ইত্যাদি মিলে, যাতে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক বাছাই করা হয়—কারণ আমাদের এখানে যে কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সঠিকভাবে বাছাই হচ্ছে না। কাজেই এইসব ক্ষেত্রে সঠিক যাতে লোক বাছাই করা যায়, তার জন্য সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করার প্রস্তাব রাখছি। বর্ত্তমানে খরা পরিস্থিতিতে বোরো ধানকে বিশেষ ভাবে জল সরবরাহ করার দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে যে ব্যাপক কার্য্যক্রম নেওয়া প্রয়োজন, সেই সমস্ত বাস্তব দিকটা এই সাপ্লিমেন্টারী বরাদ্দের মধ্যে কোন উল্লেখ নেই, তাই এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ত্রুটিগুলির উত্থাপন করছি এবং এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ড এসেছে কয়েকটি ডিমান্ডের উপর। প্রথমে জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান' এ আমি দেখছি। জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনি' এর জন্য টাকা রাখা হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন ত্রিপুরার জন্য গঠন করা প্রয়োজন, কিন্তু এটা গঠন করার ক্ষেত্রে এই জিনিষটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন করাপটেড লোক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান থেকে না নিয়ে, যাতে জুডিশিয়াল থেকে কমপীটেন্ট লোক নিয়ে করা যায় কি না? আমরা দেখছি এ্যাডমিনি-ষ্ট্রেশান ডেটারিয়েশান করেছে, এই জিনিষটা দেখা যাচ্ছে। এই ডেটারিয়েশান থেকে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনকে রক্ষা করা দরকার। নয়তো স্বজন পোষণ করা হবে এবং অন্যান্য যেগুলি আছে, সেগুলি চাকুরী ক্ষেত্রে হবে। সুতরাং পাব্লিক সার্ভিস কমিশন গঠন করার ব্যাপারে এদিকে নিশ্চিত দৃষ্টি রাখতে হবে। এই সঙ্গে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় সেপারেট পে-কমিশন গঠন করা হচ্ছে, সেখানে বলা হয়েছে যে তৃতীয় পে কমিশন ত্রিপুরার দায়িত্ব নিচ্ছেন না, যার ফলে সেপারেট পে-কমিশন গঠন করা হচ্ছে। কিন্তু এই পে-কমিশন গঠন করার আগে যে প্রশ্ন, যে জিনিষটা কনসিডারেশানে নেওয়া দরকার ছিল, পে-এ্যানমলী, সেটা বিবেচনা করা হয়নি। পে এ্যানমলী প্রচুর রয়ে গেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি আমাদের এমপ্লয়ীজরা গত ২২ বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন করেছেন, যার ফলে কিছু কিছু পে রিভিশন হয়েছে, তবে পে-এ্যানমলী প্রচুরভাবে এখনও রয়ে গেছে। আমরা দেখেছি যে ১৯৬১ সালে কিছুটা পে-স্কেল রিভিশন করা হয়েছে, কিন্তু এ্যানমলী দূর করা হয়নি। ১/১/৭১ তারিখে যে কিছু কিছু পে-স্কেল রিভিশন করা হয়েছে, তার ফলে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বঞ্চিত হয়েছে, বেশী এবং আজকে বেশী বঞ্চিত

হয়েছে সরকারী কর্মচারীরা। ১/৪/৭০ থেকে ওয়েষ্ট বেঙ্গল যে পে—রিভিশন করা হয়, এই পে—রিভিশন অনুযায়ী ত্রিপুরায় যাতে এই বেতন ক্রম চালু করা হয়, তার জন্য কর্মচারীরা আন্দোলন করেছে। কারণ আমরা দেখছি যে পশ্চিম বঙ্গে যে পে—রিভিশন হবে, সেটা ত্রিপুরাতে কার্যকরী করার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার নির্দেশ ছিল.... দেখুন জয়েন্ট সেক্রেটারী, গভঃ অব ইণ্ডিয়া নটি ফিকেশান যেটা টুয়েন্টি ফফথ, নাইন্টিন সিক্সটিতে দেওয়া হয়েছিল, সেটা নাইন্টিন সেভেন্টিতেও হল না, আর যেটা দেওয়া হল সেটা নাইন্টিন সেভেন্টির কখনও অগাষ্ট মাসে আবার কখন বা সেপ্টেম্বর মাসে কিছু কিছু এফেক্ট দেওয়া হয়েছে মাত্র। কিন্তু আজকে আমরা ষ্টেটহুড পেয়েছি এবং এই ষ্টেটহুড পাওয়ার পরেও আমরা ঐ কর্মচারদের যে এনমলী রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে কিছুই চিন্তা করছি না। কাজেই ত্রিপুরাতে কর্মচারীদের পে—স্কেলে এখনও অনেকগুলি এনামলী রয়ে গেছে, যেগুলি আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সুতরাং পে—কমিশন যেটা গঠন করা হচ্ছে তার কাজ শুরু করবার আগেই কর্মচারীদের পে-স্কেলে যে এনামলি রয়েছে, সেগুলি দূর করার চেষ্টা করুন। আর সেগুলি দূর করার জন্য আমরা দেখছি যে চীপ সেক্রেটারী, গভঃ অব ত্রিপুরা, এফ. ২ (৫) ফিন (পেন)/৭১ ডেটেড দি এইটিন্থ সেপ্টেম্বর, নাইন্টিন সেভেন্টি টু, এক নটিফিকেশানে এই সব এনামলির কথা স্বীকার করা হয়েছে, সেখানে একটা লিষ্ট দিয়ে এনামলির কথা স্বীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এগুলি আণ্ডার এ্যাকজামিনেশান অব দি গভর্ণমেন্ট, কিন্তু ঐগুলি আজ পর্যন্ত হয়েছে কি? মাত্র একটি হয়েছে। সেই লিষ্টে ১৮টি কেসের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র একটি ছাড়া আরগুলি হয় নি। অথচ আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে কর্মচারীদের নির্বিচারে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। ধর্মনগর, বিশালগড় এবং বিলোনিয়ায় বহু কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে, যদি তারা এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত আছে। সরকার এই যে ট্রান্সফার করছে, এতে কোন নিয়ম বা নীতি নেই, অথচ তারা একটা মাত্র কারিগর। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পে-কমিশনের কথায় বলছিলাম—পে-রিভিশানের ক্ষেত্রে যেটা দেখছি, সেটা হচ্ছে যে কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পে-রিভাইজড হয়ে যায়, তার প্রমাণ আমাদের কথা গত রবিবার ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল। সেখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর আত্মীয়া শ্রীমতী মধুছন্দা সেনগুপ্তা কি ভাবে ১৭৫-৩২৫ একটা স্কেল পেয়েছে যে নাকি নন-মেট্রিক। অথচ যারা নাকি মেট্রিক পাশও এই স্কেলের বেনিফিট পাচ্ছে না। অথচ এই ক্ষেত্রে এটাকে দেওয়া হল একটা বিশেষ আদেশ বলে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এবার আমি আসছি বার লাইব্রেরীর বই কেনা সম্পর্কে। এই বার লাইব্রেরীর বই কেনার জন্য টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বার লাইব্রেরীতে ল-জার্ণ্যাল এবং ল-বুক এর যে প্রয়োজনীয়তা আছে, এটা কেউ অস্বীকার করবেন না। এই আগরতলা শহরে যে বার লাইব্রেরী আছে, তাতে অনেক এ্যাডভোকেট রয়েছেন, তাদের বার লাইব্রেরীতে বসে বিভিন্ন ধরনের কেসের ব্যাপারে

বই পড়াশুনা করতে হয়। কাজেই তাদের জন্য যে একটা ভাল বিল্ডিং করার দরকার ছিল সেই সম্পর্কে সরকার কি ভাবছেন, সেটা বুঝা যাচ্ছেনা। তারপরে জর্জকোর্ট কোথায় হবে সেগুলি নির্দ্দিষ্ট ভাবে এখনও কিছু ঠিক করা হচ্ছেনা যেহেতু ডিষ্ট্রীক্ট হেড কোয়ার্টার হবে তা ঠিক হচ্ছে না। এখন সেটা দেখা যাচ্ছে তাতে দেখছি আমি নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের কথা বলছি, এই ডিষ্ট্রিক্টের কিছু অফিস কৈলাসহরে, আর কিছু আছে কুমারঘাটে। অথচ এর জন্য একটা ফার্ম ডিসিশন নেওয়ার দরকার ছিল, এটা যে কেন এত দিন নেওয়া হচ্ছে না তার কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এরপরে ফেমিন রিলিফ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এই ফেমিন রিলিফটা এখনও ইনএডিকোয়েসী রয়ে গেছে, আর রিলিফ বণ্টনের ব্যাপারে নানা দলের দুর্নীতির অভিযোগ বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই সরকার এমন কোন সুষ্ঠু নিয়ম অথবা এইসব দুর্নীতি দূর করার জন্য কোন ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত গ্রহণ করছেন না। অথচ ত্রিপুরার মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে এবং সংগে ত্রিপুরার প্রতিটি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি তারা শুনতে পাচ্ছে তাদেরই সামনে। কাজেই এই ফেমিনকে প্রতিরোধ করার জন্য যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার ছিল সেটা করা হচ্ছে না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার সেই বক্তব্যে আমরা ভিটামিনের কথা, এই কথা, সেই কথা অনেক কথাই শুনতে পেয়েছি, কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে খুব বেশী কিছু কাজ হচ্ছে না। তবে কাজ যে কিছু কিছু হয় নি, সেটা আমি অস্বীকার করছি না, তবে যে পরিমাণ প্রয়োজন ছিল, সেই তুলনায় খুব বেশী কিছু হয়েছে বলে আমি মনে করছি না, অর্থাৎ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা এখানে আর একটা জিনিষ দেখছি, সেটা হচ্ছে টাকা বণ্টনের ব্যাপারে করাপ্ট প্রেকটিস চলছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে লক্ষ্য করা যায় যে সেইসব ক্ষেত্রে এমন করেকজন লোকে নির্বাচন করা হয়, এই টাকা যেটা জনসাধারণের পকেটে যাবার কথা, সেটার বেশ কিছু অংশই তাদের নিজেদের পকেটে চলে আসে। এই ধরণের বহু অভিযোগ আমরা হামেশাই পাচ্ছি। তাদের বাঁধ প্রভৃতির ব্যাপারে বহু কথা বলা হয়েছে যে এর দ্বারা আমরা আমন ফসলকে রক্ষা করবই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কি তা হয়েছে? অথচ এই ফেমিনকে রোধ করবার জন্য আমন ফসল এর আগেই আমাদের এই সব কার্য্যক্রম গ্রহণ করা উচিত ছিল, কিন্তু সেটা করা হল না। আমি ধর্মনগরে দেখছি, যে আমন ফসল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সেখানে বাঁধ করা হচ্ছে— যেমন জুড়ি বাঁধের কথা উল্লেখযোগ্য। এই জুড়ি নদীতে ইয়াকুবনগরের মাঝখানে বাঁধ দেওয়া হল, ফলে ভাগাপুরের প্রায় ৩ শত একর জমি জলে ডুবে গিয়েছে এছাড়া এই বাঁধের ফলে সেখানকার মাইনরটির জমিগুলি নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে। অথচ সেখানে ব্যক্তিগত কারো সুযোগ সুবিধার জন্যই এটা করা হয়েছে, সরকার বি, ডি, ও, এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিল। তারপরে আছে ষ্টেট ট্রেডিং। এই ষ্টেট ট্রেডিং এ পাঁচ লক্ষ কাষ্টিং বাইক্লাস এণ্ড গাড্স এর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে, কিন্তু যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা ইন-এডিকোয়েট রয়ে গেছে।

অথচ কৃষকদের এই ফার্টিলাইজার্স এ্যাণ্ড সীডস ফ্রি অথবা সাবসিডাইজড রেটে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া কৃষকদের যে কৃষি ঋণ এবং দাদন লোন নেওয়া হয়, তার প্রসিডিউর এটাকে আরও সহজ করা দরকার। কারণ আমরা দেখছি বর্তমানে যে প্রসিডিউর আছে, তাতে কৃষকদের যদি কৃষি ঋণ এবং দাদন লোন নিতে হয়, তাহলে তাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়—যেমন তাদের অফিসে গিয়ে ধর্ণা দিতে হয়, তদন্তের ব্যাপারে রেভিনিউ ইন্সপেক্টারেরা যে তদন্ত করেন, সেটা কৃষকদের পক্ষে অনেকটা অসুবিধাজনক হয়, তার কারণ হচ্ছে সেই তদন্ত সরজমিনে হয় না, কৃষকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে অফিসে অফিসে ধর্ণা দিতে হয়, এটা গ্রামের সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তারপরে অফিস থেকে নেওয়ার সময় যদি অফিসের বাবুদের কিছু পয়সা দেওয়া যায়, তারা সেটা কিছু তাড়াতাড়ি পেতে পারে। (কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে—কাকে কাকে দিতে হয় বলুন একবার) এটা যেমন আমার জানা আছে, তেমনি আপনাদেরও জানা আছে, কাজেই এই সম্পর্কে বেশী কিছু বলে লাভ নাই। তারপরে দেখছি যে চামনু ব্লকে মাত্র ৪ জনকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে, অথচ সেখান থেকে ৩৬ জন দরখাস্ত করেছিল এই ঋণের জন্য। কাজেই এইসব করার ফলে, ত্রিপুরার সর্বত্র মানুষ অনাহারে মরেছে। যদিও এই অনাহারে মৃত্যুর খবর লোক সভাতে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এই অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ সত্য এবং এটা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে একটা ব্যর্থতার কাহিনী। তারপরে যে টেষ্ট রিলিফ এবং দাদন লোন দেওয়া হচ্ছে, কাউকে ২০ টাকা, আর কাউকে ৩০ টাকা আবার কাউকে ৪০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, এই যে দেওয়া হচ্ছে, এর কোন বেসিস নেই। কিছু টাকা দিতে হয়, তাই খেয়াল খুসী অনুযায়ী দেওয়া হয়। আর হর্টিকালচার লোনের ব্যাপারেও এই জিনিষটা দেখছি। সেখানে যারা ১ হাজার টাকা লোন নিচ্ছে, তাকে ৪০০ টাকা ঘুষ দিতে হচ্ছে। এই লোন যেটা দেওয়া হচ্ছে হর্টিকালচার করার জন্য, সে কিন্তু সব টাকাটা নিতে পাচ্ছে না, মাঝখানে আর একদল আছে, তারা সেটা লুঠে নিচ্ছে। অথচ এই যে অবস্থা চলছে, প্রতিরোধ করার প্রয়োজন আছে এবং বর্তমান সরকার এটা যদি না করেন, তাহলে তারা সম্পূর্ণভাবে একটা অপদার্থতার পরিচয় দেবেন। তাই কেবল বাজেট করাই নয়, এই বাজেট করা থেকে আরম্ভ করে সেটাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা পর্য্যন্ত যে একটা সুষ্ঠু নীতি নেওয়ার দরকার, সেই বিষয়ে সরকার এর চিন্তা একটু কম আছে বলে আমরা লক্ষ্য করে আসছি। মাননীয় উপাধ্যাক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করতে গিয়ে বলবো যে আমাদের সরকার জনসাধারণের সরকার, জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখেই, বিশেষ করে খরায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি

হয়েছে তার মোকাবিলার জন্যই যে বরাদ্দ করেছেন এইটা সত্যই প্রশংসনীয় কাজ। মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং বলেছেন যে তারা বিগত বাজেট সেশানে বিভিন্ন স্থানে অধিক অর্থ এই খাতে বলেছেন। কাজেই সেশানে অন্যান্য স্তরের বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই বাজেট রচনা করা হয়। আনফরচোনেট ইভেন্ট, যে এই বৎসরে যা ঘটেছে যা খরা হয়েছে তা ৫০ বৎসরে মধ্যেও এই ধরণের খরা কোথাও হয়নি। কাজেই গত বৎসরের বার্ষিক বাজেটে এই বৎসরের জন্য যে বাজেট তৈরী হয়েছে সে বাজেটে এত অধিক অর্থ বরাদ্দযুক্ত সংগত হতো না। গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারনকে রক্ষা করার জন্য সময়োপযোগী ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা এই বাজেট, সাপ্লিমেণ্টারি বাজেট প্রমাণ করেছে। জনসাধারণ আজ বিপন্ন। তাই গণতান্ত্রিক সরকার আমাদের এই সরকার, আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী জনসাধারনকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যাতে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। জনসাধারনের ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে দুরীভূত করা যায়। তার জন্য এই আইটেমে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যে সব অভিযোগ এনেছেন যে বাজেটের অর্থ কংগ্রেসীর দলীয় স্বার্থে খরচ করেন তাহা সম্পূর্ণ অবান্তর এবং সম্পূর্ণ অসত্য উক্তি। কোন সদস্য বলেছেন সর্বদলীয় কমিটি করে সমস্ত জিনিষ বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করতে। কারণ এস, ডি, ওরার সিলেকশান ঠিক হয় না। এস, ডি, রা নিজেরা এই সিলেকশান করেন না, বিভিন্ন প্রকারে মাধ্যমে, বিভিন্ন এস, ডি, ও-র কাছ থেকে রিপোর্ট এনে তারপর কৃষি ঋণ দাদন, খয়রাতি সাহায্য ইত্যাদি দেওয়া হয়। আমার কমলপুর সাবডিভিসনে আমি দেখেছি যে প্রতিটি গাও সভাকে এই কাজে ভাগ দেওয়া হয়েছে। গাও সভাকে এই কাজে দিলে আবার বিরোধী সদস্যরা খুশী না অখুশী বুঝি না কারণ বিরোধী দল নেতা দুই দিন আগে এই সেখানে বলেছেন যে গাও সভার যে প্রধান তারা কবাপেড। তাই সমস্ত গাও সভার সদস্য নিয়ে লিষ্ট করার জন্য। কিন্তু কমলপুর মহকুমায় গাও সভার কাছ থেকে এস, ডি, ও-র কাছে চিঠি গিয়েছিল যে কারা কৃষি ঋণ পাবে এবং কারা খয়রাতি সাহায্য পাবে। তার একটা লিষ্ট দেওয়ার জন্য। সে লিষ্ট অনুযায়ী কমলপুর সাবডিভিশানে প্রতিটি কাজ হচ্ছে। কি কৃষি ঋণ কি দাদন কি অন্য সাহায্য। কাজেই যে অভিযোগ তারা উত্থাপন করেছেন সে অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়। ত্রিপুরার জনসাধারনের জন্যই এই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তাহলে মাননীয় সদস্যরা কি বলতে চান যে ত্রিপুরায় প্রতিটি মানুষ সবাই কংগ্রেসী তবে তারা এসেছেন কোথা থেকে তাদেরওতো সমর্থক আছে। এবং তাদের লোকেরাও কৃষি ঋণ, দাদন ইত্যাদি পাচ্ছেন। সে সব কথা তারা এভয়েড করে যান, সে সব কথা বলতে চান না। সে সব কথা তারা স্বীকার করতে চান না। কৃষকরা যাতে কৃষিঋণ পান সে কথা মাননীয় সদস্য শ্রীবাজুবন রিয়াং উল্লেখ করেছেন। কৃষকরা কৃষিঋণ পাবে এটাই আমরা জানি এটাই সত্য কথা অ-কৃষকরা কৃষিঋণ পাওয়ার কোন বিধান সরকারের আইনে আছে কিনা আমি জানি না। আমার সাবডিভিশানে অকৃষক যাদের জমি নাই, তারা কৃষিঋণ পেয়েছেন আমার জানা নেই। কাজেই মাননীয় সদস্য এইরকম উক্তি এই হাউসে করতে পারেন না। তারপরে মাননীয় সদস্য

অমরেন্দ্র শর্ম্মা পাবলিক সার্ভিস কমিশান গঠনের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন যে জুডিসিয়ারি থেকে লোক এনে করা হউক কারণ এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের লোক করাপটেড। এই তথ্য তিনি কোথায় পেলেন আমি জানি না। এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের সব লোক করাপটেড এইটা কি করে সম্ভব হয়, এইটা কি করে বললেন আমি জানি না। এডমিনিষ্ট্রেটিভ ব্রাঞ্চ থেকে লোক না নিয়ে, জুডিসিয়ারী থেকে লোক নিয়ে অর্থাৎ জুডিসিয়ারীতে আমাদের ভাল লোক আছেন আর এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসে আমাদের ভাল লোক নেই যা বলেছেন তার অর্থ আমি বুঝি। মাননীয় সদস্য আরেকটা কথা বলেছেন যে পে-কমিশান গঠনের পূর্ব্বে যে সকল এনোমেলিস আছে সে সমস্ত দূর করতে হবে। পে-কমিশান গঠনই করা হচ্ছে সে সব এনোমেলিস দূর করার জনা, যে সমস্ত বৈষম্য আছে সে সমস্ত দুরীভূত করার জন্য। কিন্তু এই গুলি কিভাবে হবে সমগ্র ভারতের সংগে সংগতি রেখে এইটা করা হবে। এইটা কি করে বললেন তা আমি বুঝতে পারি না। পে-কমিশান বসানো পূর্ব্বে সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে। তাহলে পে-কমিশান বসানোর দরকার কি। মাননীয় সদস্য বার লাইব্রেরী সম্বন্ধে বলেছেন। বাজেট প্রদর্শন করা হয়েছে, ডিষ্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স গুলি ঠিক হয়নি সে জনা টাকার দরকার হয়েছে। মহকুমায় যে বার লাইব্রেরী আছে তার জন্য টাকা বরাদ্দ আছে বার লাইব্রেরীগুলির অবস্থা সত্যই ভাল নয়। এই টাকা দেওয়ার পর যদি আরও টাকার দরকার হয় আমি আশা করি মাননীয় অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরের যে বাজেট সেই বাজেটে আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ করবেন। আর মাননীয় সদস্য বিনোদ বিহারী দাস যে সব দলীয় কমিটি গঠন করার কথা বলেছেন যাতে কৃষি ঋণ, দাদন ইত্যাদি দেওয়ার জন্য সে সব কমিটি করে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা অত্যান্ত অসুবিধা হবে। নূতন করে কমিটি গঠন করে কাজ করতে অনেক সময় লাগবে। আর যে কাজ চালু আছে বর্ত্তমানে যে গাঁও সভা দিয়ে কাজ করাতে কি বাধা থাকতে পারে আমি জানি না। কারণ সমস্ত গাঁও সভাই কংগ্রেসের দখলে নাই। বেশ কিছু গাঁও সভা মাননীয় বিরোধী দল নেতার ক্ষমতাতে সি, পি, এম-এর প্রতিনিধি আছেন। কাজেই গাঁও সভার উপর তাদের বিতৃষ্ণা কেন তা আমি জানি না। যে ইলেকটেড বডি আছে সেই ইলেকটেড বডি সরকারকে সাহায্য করবে সেইটাতে আপত্তি থাকার কি কারণ থাকতে পারে আমি জানি না। নূতন সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করার কি যুক্তি থাকতে পারে আমি জানি না। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এই সব কিছু সংখ্যক দালাল লোকেরা পেয়ে যায়। অত্যান্ত দুঃখের বিষয় কমলপুর মহকুমায় আমি দেখছি যে সেই দালাল শ্রেণীর লোক সি, পি, এমের কর্ম্মী নাম করা কর্ম্মী যারা তারা দালাল হিসাবে কাজ করেন এবং টাকা নিজে মেরে দিয়ে বলেন যে সরকারকে ঘুষনা দিলে টাকা পাওয়া যায় না। নিজেরাই টাকা মারেন এই সি, পি, এমের কর্ম্মীরা, যদি মাননীয় সদস্য নাম চান নাম দিতে পারি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী

বাজেট ডিমাণ্ড নং ৯, ১০ ২৯, ৪৫ এবং ৪৩ সেইটাকে আমি সমর্থন করি। আজকে ত্রিপুরায় যে দারুণ খরা, ত্রিপুরার মানুষ যে অভাবগ্রস্ত সে দিক দিয়ে লক্ষ্য করে ত্রিপুরা সরকার এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এনেছেন এবং সাধারণ মানুষের দিকে ত্রিপুরা সরকার যে দৃষ্টি রেখেছেন এই বাজেট তাই প্রমাণ করছে। আমি মন্ত্রী সভাকে বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাজেটকে সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের নেতা, সদস্যরা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছেন। অনেক কৃষি ঋণের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং যে বলেছেন শুধু কংগ্রেস কর্মীরাই কৃষি ঋণ পান, দাদন পান, এই অভিযোগ করেছেন যদি তিনি নিজের এলাকায় একটু ঘুরে আসেন, শুধু পত্র পত্রিকার দিকে লক্ষ্য না রেখে তাহলে বুঝতে পারবেন যে ঠিক কংগ্রেসীরা শুধু কৃষি ঋণ, দাদন ইত্যাদি পাননি উনাদের লোকেরাও পেয়েছন। আমি নাম বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার—The House adjourned till 2 p. m.

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble Member Shri Chandra Sekhar Dutta to resume his discussion.

শ্রী চন্দ্র শেখর দত্ত—ত্রিপুরা সরকার জনগণের দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে হাউসে যে সাপ্লিমেণ্টারী বিল এনেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাই। ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনে ট্রেজারী এবং সাব-ট্রেজারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রেজারী এবং সব-ট্রেজারী অত্যন্ত দরকার কারণ বর্তমানে ষ্টেট বড় হয়েছে। পূর্ণরাজ্য হয়েছে এবং আমাদের অফিসার বেড়েছে, খরচ বেড়েছে। তাই ট্রেজারী এবং সাব-ট্রেজারী দরকার। তাছাড়া ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনে আছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং থার্ড পে-কমিশন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন অত্যন্ত দরকার ত্রিপুরাতে যা আগে ছিল না। বর্তমান মন্ত্রীসভা সেই পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করে সুষ্ঠুভাবে ত্রিপুরা থেকে যাতে লোক নিয়োগ করা যায় তার জন্য বরাদ্দ রেখেছেন। তাছাড়া কর্মচারীদের দিকে লক্ষ্য রেখে থার্ড পে-কমিশন গঠন করার কথা এবং সেখানে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার টেনে বলা হয়েছে-ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য এবং সেখানে একটা হাইকোর্টের বেঞ্চ রাখা হবে এবং সেজন্য একটা বার লাইব্রেরী থাকা দরকার এবং ল বুক এবং জার্ণাল এর জন্য টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ফোরটিটুতে কৃষি উৎপাদনের জন্য এবং অন্যান্য ফার্টিলাইজারের দিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরার কৃষক যাতে ভাল ফসল ফলাতে পারে সে জন্য ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ফোরটি ফাইভ সেখানে এগ্রিকালচার লোন এবং অন্যান্য লোনের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি নাইন সেখানে ফ্লাড রিলিফ এবং অন্যান্য

দুর্ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে টাকা রাখা হয়েছে। এইগুলি দেখে আমার মনে হয়েছে ত্রিপুরা সরকার বর্তমান অবস্থা এবং দেশের যাতে উন্নতি হয় তার জন্য এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এনেছেন। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা চীৎকার করে একজন বলেছেন যে আমরা যে লোন দিচ্ছি সেটা শুধু কংগ্রেস'রাই পাচ্ছে। তার উত্তরে আমরা বলব গাঁওসভার প্রধানেরা ঠিক করে দিচ্ছেন কাকে কাকে ঋণ দেওয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের কথা আমরা যেমন প্রতিনিধি গাঁও সভায় তারাও নির্বাচিত প্রতিনিধি। এই সভায় বিরোধ দলের নেতা হিসাবে কি করে বলতে পারেন দুর্নীতিবাজ কয়েকটা গাঁওসভা সেটা আমি বুঝি না। আমার মনে হয় এটা বলে তিনি গণতন্ত্রের প্রতি অসম্মাননা করেছেন। আজকে গণতন্ত্রের প্রসার করার জন্য গ্রামে —

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই কথা বলিনি।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত—বিরোধী দলের নেতাকে বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—বিরোধী দলের নেতা কোন বক্তব্যই রাখেননি এর উপর।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত—আপনাকে নয়। কিন্তু তিনি বলেছিলেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—গাঁও সভার প্রতিনিধিকে চোর বলেছেন বলে বলা হয়েছে এটা সত্য নয়।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত—আমি চোর বলেছেন বলিনি।

মিঃ স্পীকার—তিনি চোর বলেননি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—আজ গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গাঁওসভা করা হয়। তাদের যদি আমরা অবিশ্বাস করি তা হলে আমার মনে হচ্ছে নিজের প্রতি আমরা বিশ্বাস হারাচ্ছি। এস, ডি, ও, যে কৃষি ঋণ দিচ্ছেন গাঁও সভার গ্রাম প্রধানদের সংগে আলোচনা করে। সেখানে যারা পাচ্ছে তারা কংগ্রেসী আর যারা পাচ্ছে না তারা মার্কসবাদী কি করে

আমরা বুঝি না। আমি বলছি যেখানে অনেক মার্কসবাদী সদস্য অনেক সাধারণ কৃষক থেকে বেশী ঋণ পেয়েছেন তাদের কি আখ্যা দেওয়া যায়? আমি বেতাগার কথা জানি, লাউগাছের কথা জানি, খাইখোরার কথা জানি, লক্ষীছড়ার কথা জানি সে সব গাঁও প্রধান মার্কসবাদীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তারা অন্যান্য যারা কৃষক দুইশ' টাকা পায় সেখানে গাঁও প্রধান হিসাবে তারা চারশ' টাকা ড্রাও করে। সেখানে কি মার্কসের গাণিতিক হিসাব এইরকম? মার্কসের গণিত কি বলেছে সাধারণ কৃষক দুইশ' টাকা পেলে গাঁও প্রধানেরা চারশ' টাকা পাবে? আমরা মনে করি কৃষক কৃষিঋণ পাবে। কিন্তু কৃষি ঋণের ব্যাপারে কংগ্রেসের দোষ দিয়ে আমার মনে হয় আপনারা নিজেদের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখেছি প্রায় ৫টি ট্রাইবেলকেও দাদন দেওয়া হয়েছে। কৃষি ঋণ পাওয়া থেকে খুব কমই বাদ পড়েছে। কিন্তু আপনারা বলেছেন শুধু কংগ্রেসীদের দিয়েছি এবং নিজেরা দলবাজী করছি। দলবাজী আপনারা করেন এবং করেছেন, তার নজীর আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বলে গেছেন কর্ম্মচারীদের বেতন বৈষম্যের কথা। জানি না এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে এই কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল কিনা। তিনি যখন বলেছেন তখন আমাদেরও বলতে হয় যে ত্রিপুরা সরকার সজাগ। আমরা জানি কর্ম্মচারীদের দিকে লক্ষ্য রেখে থার্ড পে কমিশন গঠন করা হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে সমালোচনা করতে পারেন। সমালোচনায় বাধা নেই। কিন্তু সমালোচনার সংগে কনক্রিট সাজেশান রাখবেন, কারণ আপনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনগণের সেবা করবেন বলে। আপনারা সরকারের সংগে সহযোগিতা করবেন, ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য সরকারের সংগে যদি সক্রিয় সহযোগিতা করেন আমি আশা করি ত্রিপুরা দিনে দিনে উন্নত থেকে উন্নততরের দিকে যাবে। তাই আজকে হাউসে যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিধান সভায় যে প্রস্তাব এসেছে আমি তার সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটি কথা বলছি। আজকে এখানে একটি বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই কারণে যে বর্তমানে ত্রিপুরার যে অবস্থা এগ্রিকালচার, কৃষক তথা জুমিয়াদের—এইখানে যে অর্থ রাখা হয়েছে এখানে একটি বিষয় আমি বলছি যে সাউথ, ওয়েষ্ট এবং নর্থ এই তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে। কিন্তু অর্থ যে ভাবে ধরা হয়েছে আমার মনে হয় না যে হিসাব দেখিয়েছে তাতে লোকসংখ্যা অনুপাতে ধরা হয়েছে। কোথায় দেখছি ৫০ হাজার কোথাও দেখছি ১৫ হাজার আর তা ছাড়া সব অর্থই রাখা হয়েছে

সহরের ভিতর। ডিষ্ট্রিক্ট যখন ভাগ হয় কাজের সুবিধার জন্য মানুষের সুবিধার জন্য। কিন্তু বিভিন্ন সাবডিভিশনে, ডিষ্ট্রিক্টে ডি. এম. বলুন বি. ডি. ও. বলুন এস. ডি. ও বলুন প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রত্যেকটি স্যাংকশানের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করে টেলিগ্রাম, টেলিফোন করতে হয় সদরে। এতে হচ্ছে কি এতে মানুষ হয়রানি হচ্ছে যাদের কল্যাণের জন্য এই অর্থ আমরা দিচ্ছি সেই অর্থ ঠিক সময়ে পৌছায় না। যেমন ধরুন এগ্রিকালচারেল লোন—ডিষ্ট্রিক্ট থেকে চাওয়া হয় যে আমাদের এত টাকা লাগবে এত টাকা আমরা দিব কিনা সঠিব জবাব পেতে মাসাধিক কাল লেগে যায়। ফলে কি হচ্ছে বি. ডি. ও'র কাছে গেলে বলে আমি এস. ডি. ও. কে লিখেছি এস ডি ও.র কাছে গেলে বলে আমি ডি এম.-এর কাছে লিখেছি ডি. এম.-এর কাছে গেলে বলে আমি আগরতলায় লিখেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই অবস্থাগুলি ঠিক ভাবে সুস্থ ভাবে হচ্ছে না বলেই আমার মনে হয়। যেমন একটি সেংকশান ধরুণ টিউবওয়েল মেন্টেনেন্স বা রিপেয়ার এর প্রশ্ন ধরুণ সেটি ২/৩ মাসে গিয়ে সেখানে পৌছায় এর ফলে কি হচ্ছে এস. ডি. ও. কাজ করতে পারছে না। তার সঙ্গে সঙ্গে জল যারা খাবে বলে ভরসা করেছিল তারাও জল পাচ্ছে না। তেমনই জুমিয়াদের ব্যাপার নিয়ে আমি ঠিকই বলতে পারি মিনিষ্টারের সামনে এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসারদের সামনে আমি বলতে পারি যে ২/৩ বছর ক্রমান্বয়ে বলে আসছে এতগুলি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া দরকার এবং তার জন্য এনকোয়ারীর পর এনকোয়ারী মাপা জুক ইত্যাদি হচ্ছে কিন্তু আসল কাজ কিছু হচ্ছে না। আর ঐ জুমিয়ারা দিনের পর দিন আমাদের অফিসারদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। আরে মশাই দিব না দিব না বলে দিলেই তো পারে যে এই কারণে আমি দিতে পারলাম না। তারপর ভূমিহীনদের ব্যাপারেও আমি দেখেছি আমরা কিছু লোককে সরকার থেকে ভূমি দিয়েছি কিন্তু তাদের রেকর্ড আজ পর্যন্ত ঠিক করে দিয়ে ভূমির অধিকার আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। বলছে ফরেষ্ট ক্লিয়ারেন্স পাচ্ছি না। এই যে অবস্থা ওয়েষ্টে, সাউথে এতে আমার মনে হয় শুধু দৌড় দৌড়ি আর অফিসার বৃদ্ধি এই যা লাভ হচ্ছে ফরেষ্ট একটি বস্তু যেখানে যাই সেখানেই শুনি—শহর বলুন গ্রাম বলুন মাতার বাড়ী বলুন বরশার দিঘির পাড়ে বলুন শুধু ফরেষ্ট আর ফরেষ্ট একটা সত্যি কথা একটা ঘটনা আপনাকে বলছি স্যার। অমরপুর গেছেন স্যার, অমরপুরে যেতে মহারাণীতে যেখানে বাজার হয়েছে, ডিসপেনসারী হচ্ছে স্কুল হচ্ছে ২।৩ বছর ফরেষ্টের কাছে ধর্ণা দিতে দিতে কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে ফরেষ্ট ক্লিয়ারেন্স নাই। মিনিষ্টার যেখানে শিক্ষা মন্ত্রী সেখানে স্কুল হওয়া দরকার বলছেন গ্রাম থেকে বলছে জায়গা আছে আমরা কিছু দিচ্ছি। তখন কি করল ডিরেক্টার ইন্সপেক্টারের কাছে ইন্সপেক্টার এস, ডি, ওর কাছে লিখল। ফরেষ্টের যখন চিঠি গেল তখন হয়ে গেল। আর উত্তর হল না। রেঞ্জারের কাছে গেল বলে ডি. এফ. ও-র কাছে লিখেছি গেলাম ডি. এফ. ও-র কাছে ডি. এফ. ও. বলল সি এফ. ও.র কাছে লিখছি হয়ে গেল আর কি। এই ধরনের কাজ। আমি বলছি জায়গার মালিক কে কালেক্টার জায়গার মালিক ফরেষ্ট যদি বন করতে

হয় তাহলে কালেক্টার থেকে পার্মিশান নিতে হবে। কালেক্টার বাইবে করেষ্টের কাছে এটা কোন দেশী আইন। ভারতবর্ষের কোথায় এমন আইন আছে আমার মনে হয় না এক ত্রিপুরা রাজ্যেই এই আইন আছে। আজকে কমিটি হয়েছিল এবং কমিটির চেয়ারম্যান ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিল উনি বন জংগল আমাদের সঙ্গে ঘুরেছে তাতে সরকারী কিছু অর্থ ব্যয় হয়েছে। আমরা রিকমাণ্ড করেছি কমিটি রিকম্যাণ্ড করেছে চেয়ারম্যান রিকমাণ্ড করেছে তারপর ফাইল যে কোথায় গিয়েছে ভগবানচন্দ্র জানেন এমেন একটা অবস্থা স্যার। আমি বলছি যে আজকে যে অর্থ মানুষের জন্য দেশের জন্য আমরা ব্যয় করছি সেই অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে পৌছাতে হবে কাজ হতে হবে কিন্তু ৮/৯ মাসে যদি একটি কাজ হয় তাহলে মানুষের যে দুঃখ সেটেই চলছে তার আর উপকার হল না। আজ যে কাজটা হবে মাইনর ইরিগেশান থেকে শুরু করে দপ্তর তো বাকি নাই দপ্তর বহু আছে। আমরা যদি একটি প্রস্তাব দিই কোথাও একটি বাঁধ দিলে জলসেচের সুবিধা হয় এবং যদি বেশী টাকার প্রশ্ন আসে ১০/১৫/২০ হাজারের উর্দ্ধে গেলেই।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে বিষয়টা অপ্রাসংগিক আছে সেই বিষয় আলোচনা হতে পারে কি না।

মিঃ স্পীকার :—তিনি আলোচনা করতে গিয়ে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে কোন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে যে বিষয়টি আছে, তা নিয়ে আলোচনা হবে ?

মিঃ স্পীকার :—তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আপনার ১০ হাজার, ১২ হাজার, ১৫ হাজারের উর্দ্ধে গেলে কি হবে অবস্থাটা ? বি ডি. ও, একটা প্রস্তাব আনেন। বি. ডি. ও'র কাছে সেই প্রস্তাব চাইতে গেলে উনি বললেন যে মন্ত্রী থেকে সেটা আসুক। মন্ত্রী থেকে এলে সেটা হতে পারে। কিন্তু অবস্থাটা কি স্যার ? মন্ত্রী থেকে প্রস্তাব এলে পরে, তারপর তাঁরা চললেন নক্সাপত্র নিয়ে মাঠে। কবে তাঁরা যাবেন তা বলা যাবে না। সময় তাঁদের যখন হবে তখন

যাবে। তারপর যাবে কৃষিবিভাগে, তাদের পরামর্শের জন্য যে এই মাঠে এই খরচ করলে কত ফসল পাওয়া যাবে না যাবে, সেটা ঠিক করে দেবেন কৃষি বিভাগ। তারপর সেটা এগ্রিকালচার থেকে যাবে সদর এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে। মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট—সেখানে আসলে উনার ইচ্ছা না হলে সেটা পাঠাবেন, নয় তো নয়। আমরা যে গ্রামের মানুষ, আমাদের কথার কোন মূল্য নাই। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বলছি, কথাটা সত্য স্যার, এই যে এগ্রিকালচার মিনিষ্টার, উনি উদয়পুর আড়ুলাছড়ার কথা যখন আমি বলেছিলাম, তখন তিনি এস. ডি, ও, এবং বি. ডি. ও'কে ডেকে বললেন যে তাড়াতাড়ি সেটা করুণ, আমি বুড়ো মানুষ তাঁদের নিয়ে গেলাম সেখানে, সারাদিন ঘুরাঘুরি করলাম, মাপ-ঝোক কিছু হল, টাকা পয়সা কতগুলি নষ্ট হল, তারপর সব শেষ। আমি মন্ত্রী বাহাদুরকে বললাম আপনি কিছু একটা করুন, কিন্তু মাইনর ইরিগেশানে যদি একবার যেতে পারে তাহলে হয়ে গেল আর কি, এই অবস্থা চলছে। আমাদের এগ্রিকালচারের ইঞ্জিনীয়ার আছে, তথাপি সেই এগ্রিকালচারের কাজটার জন্য এস ই, অফিসে যাওয়ার কি দরকার লাগে আমি বুঝি না। আমরা এই এ্যাসেম্বলীতে আসি, চার পাঁচ মাস যে খরচটা হয়ে যায়, তার যে অনুমোদন লাগে সেটা পাশ করিয়ে নেওয়া, সেটাই হচ্ছে আমাদের লাভ স্যার, আর কিছু লাভ নাই। আমার কথাটা ভাল লাগবেনা স্যার। তবে আমার কথা হল ভূমিহীনদের যাতে ভূমি দেওয়া যায় সেই কাজটা তাড়াতাড়ি যাতে হয়, তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি। ফরেষ্ট থাকুক, ফরেষ্ট বৃদ্ধি হউক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার প্রথম কথা হল, একটা ডিপার্টমেণ্টের যন্ত্রনায় আরেকটা ডিপার্টমেণ্ট বসে থাকে। আমি শিক্ষা দপ্তরের কথাই এখানে বলি যে শিক্ষা মন্ত্রী একবার বললেন যে স্কুলের হেডে পানীয় জলের জন্য কোন টাকা নাই, এমনিও করা যায়, ওমনিও করা যায়। কিন্তু তিনি খবর রাখেননি যে এক মাইলের মধ্যে যদি কোন ছড়া, পুকুর ইত্যাদি না থাকে তাহলে কলসি যদি দেওয়া হয়, তাহলে সেই কলসী কি তারা গলায় দিয়ে মরবে? এবার বাজেটে নাকি শিক্ষা খাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকার কথা, এতদিন কি দরকে বাজেটে জানেন নাই? আমার অন্য কোন কথা নাই স্যার, আমার কথা হচ্ছে যে অর্থ জনসাধারণের জন্য আমরা দিচ্ছি সেটা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ হওয়া দরকার। তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হওয়াতে আমরা মনে করেছিলাম যে আমরা ঘরে বসে কাজ করব কিন্তু এই ডিষ্ট্রিক্ট হওয়ায় আরও আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। যে ব্যাপারে টাকা বরাদ্দ করা হয়, সেটা ফিনান্স থেকে আংশিক, পুরোপুরি না হলেও, কিছু অংশ তাকে দিয়ে দেওয়া হলে, বারবার দৌড়াদৌড়ি না করে কাজটা ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারে, এই দৌড়াদৌড়িতে সরকারেরও তো খরচ লাগে, টেলিফোন খরচ লাগে। এই ধরনের খরচ যাতে না হয়, তার জন্য আমাদের কথা রইল। কারণ দপ্তরগুলি একটার উপর একটা নির্ভর করছে বিধায়ক বেশীর ভাগ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। আরও শুনছি বড় বড় অফিসার আসবে, সর্বনাশ। একজন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বড় সাহেবের কোঠায় একটা ফাইল পৌঁছে দিয়ে, আবার যেয়ে সেই ফাইল আনতে পারেন না, সই করিয়ে।

তারপর যদি কোন সময়ে মন্ত্রীর বদলী হয়, তিনি টেলিফোন করেন তাহলে সেটা আসা সম্ভব। তারপর আরও যদি বড় অফিসার আসেন, তাহলে আমরা জানি কোন দেশে যাব ভগবান জানেন। আমার কথা হচ্ছে যে সব কাজ হাতে নেওয়া হয়, সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয়, যাতে দায়িত্বটা ভাগাভাগি হয়ে না যায়, কারণ তাতে মানুষ পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিরোধী পক্ষ থেকে নানা কথা বলেছেন, সেগুলির কোন যৌক্তিকতা নাই, আমি কিছু যুক্তি দিতে পেরেছি কিনা জানিনা, আমার মনে হয় এইগুলি আমার মনের কথা, মানুষের মনের কথা, যাতে কাজগুলি তাড়াতাড়ি হয়, যে ডিপার্টমেন্টের কাজ, তার কাছে যাতে পুরো দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কাজ তাড়াতাড়ি হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার– নাও অনারেবল মিনিষ্টার ইন চার্জ।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ড ফর এক্সপেন্ডিচার, ফর গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা ১৯৭২-৭৩, আজকে এই বিধান সভায় প্লেস করেছি এবং মাননীয় সদস্যদের অনুমোদন চাইছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনারা কি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরীঃ—আমি যে ডিমাণ্ডগুলির উপর অনুমোদন চাইছি, সেই সম্পর্কে আমি এইটুকু বক্তব্য রাখছি যে ষ্টেটহুড হবার আগে আমাদের যে ট্রেজারী এবং সাবট্রেজারীগুলি ছিল, সেইগুলির কোন আলাদা অরগানাইজেশান ছিল না, এখন আমাদের কাজের অধিকতর চাপসৃষ্টি হওয়াতে আমরা ভাবছি ট্রেজারী সাবট্রেজারীগুলির জন্য আলাদা অরগানাইজেশান করা দরকার এবং তার জন্য আমি এখানে অনুমোদন চাইছি ৩৫ লক্ষ টাকা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে আমাদের এতদিন দিল্লীর উপর নির্ভর করতে হত, দিল্লী যা ঠিক করে দিত, আমরা তাই করতাম আমরা ভাবছি ট্রেজারী এবং সাব-ট্রেজারীগুলির জন্য আলাদা অর্গানাইজেশান করার দরকার এবং তারই জন্য আমরা এই হাউসের কাছে ৩৫ লক টাকার অনুমোদন চাইছি। এরপরে আছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এতদিন আমরা দিল্লীর উপর এই ব্যাপারে নির্ভর করেছিলাম, দিল্লী যা ঠিক করে দিত, সেই ভাবেই আমরা তা করতাম। কিন্তু ষ্টেটহুড পাওয়ার পর আমাদের এটা নতুন করে করতে হবে। তারপরে কেন্দ্রীয় সরকারের থার্ড পে-কমিশন যেটা এতদিন ধরে কাজ করে আসছিল, তারা আমাদের এখন জানিয়ে দিয়েছে যে থার্ড কমিশনের

একেই ত্রিপুরাতে কার্য্যকরী হবে না। তাই আমরা ভেবেছি নিজেরাই নিজেদের কর্মচারীদের জন্য নতুন করে একটা পে-কমিশন গঠন করতে হবে এবং এই ব্যাপারে আমাদের মন্ত্রীসভা ঠিক করেছে নতুন পে-কমিশন গঠন করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন হবে, সেটা আমরা এই হাউসের সদস্যদের কাছ থেকে অনুমোদন চেয়ে নেব। একটু আগেও আমি প্রশ্ন উত্তরের সময়ে বলেছি যে কাকে কাকে নিয়ে এই পে-কমিশন গঠিত হবে এবং তাতে করে আমাদের যে সব কর্মচারী আছে, তাদের যে এতদিনের আশা সেটা পূরণ হবে। তাদের বেতন সম্পর্কে তাদের বেসিক পে-স্কেল যেটা আছে, সেটা আর স্পেশ্যাল পে-এবং অ্যালাওয়েন্স অন্যান্য এলাউন্স আমাদের এখনকার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে যেটা পরিবর্তন করায় দরকার সেটা করা হবে এবং তাদের এর মধ্যে অন্য কোন বেনিফিট দেওয়া যাইতে পারে কিনা, সেটাও বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে। তাই আমি আমি আশা করব, আমাদের এমপ্লয়ী যারা আছে তাদের প্রতিনিধি যারা আছে তারা এই ব্যাপারে সরকারের সঙ্গ সম্পূর্ণ ভাবে সহযোগিতা করবে এবং পে-কমিশন তার সব কাজ সুষ্ঠভাবে করতে পারবে। কিন্তু এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তার জন্য যেন কোন করাপ্ট লোক না আসে। আমি তার সেই কথার উত্তরে বলতে চাই যে তাদের এই করাপ্ট সম্পর্কে চিন্তা করবার এত প্রবৃত্তি কেন হল? আজকে আমরা যাদেরকে নিয়ে সরকার চালাচ্ছি, তাদের মধ্যে করাপ্ট বলতে কেউ নেই। অথচ তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে অমুক দলের অমুক নেতাকে অমুক জায়গাতে বদলী করা হয়েছে। আমি বলি যদি কেউ সরকারী কর্মচারী হয়, তাহলে তাকে পাবলিক ইন্টারেষ্টে বদলী করতেই হবে, যে দলের নেতাই হউক তার জন্য যে কোন কিছুই হউক। কারণ সরকার কর্মচারী রাখছে এই জন্য যে সরকারের কাজ কর্ম যাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। কাজেই সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে কোন রকমের দলাদলী করা ঠিক কাজ হবে না, এটা অন্য মাননীয় সদস্যদের অনুধাবন করতে হবে। আর সরকারী কর্মচারীদের জন্য যে সব অসুবিধা থাকবে, সগুলি দূর করার জন্য সরকার সব সময় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারপরে ডিমাণ্ড নাম্বার টেনে আমাদের যে সাব-ডিভিশানগুলি আছে, সেগুলিতে যে সব বার লাইব্রেরী আছে, সেগুলি এতদিন পর্যন্ত তাদের প্রয়োজনী আইনের বই, মেগাজিন ইত্যাদি রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পেত না। আবার অনেক বার লাইব্রেরী আছে তারা নিজেদের চেষ্টাতে সেটা করতে চাইলেও অর্থের অভাবে সেটা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই তাদের যাতে এইসব ব্যাপারে কিছু অর্থ সাহায্য করা যায়, সেজন্য সরকার বাজেটে কিছু অর্থ বরাদ্দ করতে চায় এবং এই প্রয়োজনীয় অর্থের মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য আমরা এই হাউসের সদস্যদের কাছে অনুমোদন চাইছি। আর গ্রেচুয়াস রিলিফ যেটা, সেটা আমরা তখনই মানুষকে দেয়, যখন নাকি দেশের কোন একটা অঞ্চলে ঝড় বৃষ্টি বা সাইক্লোন জাতীয় কোন কিছু হয় বা ভূমিকম্প হয় বা খরা হয় বা বন্যা হয় বা আগুন লেগে সব ভস্মিভূত হয়। এটা দিয়ে আমরা মানুষকে একটা সাময়িক সাহায্য করতে পারি। অনেকে হয়তো মনে করছেন,

গ্রেচুমাস রিলিফ যেটা দেওয়া সেটা অত্যন্ত অপ্রতুল। কিন্তু আমি বলতে চাই এই গ্রেচুমাস রিলিফ এমন একটা জিনিষ নয়, যে তাহার দ্বারা মানুষের সমস্ত পূরণ করা যায়। এটা দিয়ে আমরা মানুষকে সাময়িকভাবে সাহায্য করতে পারি মাত্র, কিন্তু তারপরেই তাদের নিজেদের পায়ে নিজেদের দাঁড়াতে হবে। তাই সরকার এখন যেটা ঠিক করেছে, তাতে গ্রেচুমাস রিলিফ আমরা একজনকে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারব। তারপরে আজকে যেটা দেখা যাচ্ছে খরার জন্য, আমাদের কৃষি ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে গেছে বলতে হয়, কৃষকদের কাছে এখন আর কোন সম্পদই নেই, তাদের আবার নতুন করে সম্পদ তৈরী করতে হবে, তার জন্য আমরা সরকার থেকে নানা ভাবে তাদের সাহায্য দেওয়া চেষ্টা করছি। কাজেই এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের আরও কিছু অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং এটার মঞ্জুরীর জন্য আমরা হাউসের কাছে অনুমোদন চাইছি। তারপরে আছে টেষ্ট রিলিফ, আজকে খরা পরিস্থিতির জন্য আমাদের চাষী ভায়েরা তাদের ফসল কাটার জন্য মাঠে যেতে পারছে না, কেন না খরাতে সব নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে তাদের এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে যে তারা নিজেদের জমির উপরও নির্ভর করে থাকতে পারছে না, যেহেতু তারা ফসল ঘরে আনতে পারেনি, যেহেতু তাদের হাতে আজ অন্য কোন কাজ নেই। কাজেই সরকার তাদেরকে এই অবস্থার থেকে রক্ষা করবার জন্য নানা ভাবে টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদি দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা অন্যান্য বছর যে ফসল ফলাতো তা দিয়ে এই রাজ্যের ১৬/১৭ লক্ষ লোককে খাওয়াতো, কিন্তু এখন নিজেদের ঘরেই খাওয়ার নেই। কাজেই এই যে একটা অবস্থা যে অবস্থার মধ্যে পড়ে আমাদের কৃষক ভাইদের অভাব অনটনে কষ্ট করতে হচ্ছে, তাকে সুষ্ঠুভাবে দূর করার মত অর্থ যদিও আমাদের হাতে নেই, তাহলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারএর কাছ থেকে সাহায্য এনে সেটাকে নূতনভাবে মঞ্জুর করার জন্য এই হাউসের অনুমোদিত চাইছি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তা দিতে সব সময়ে প্রস্তুত আছে। কাজেই তাদের থেকে আমরা যা পাচ্ছি সেটা যাতে সুষ্ঠভাবে বণ্টন করে আমাদের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তারজন্য আমাদের প্রত্যেককে সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু তারা যদি এখানে বলেন যে বণ্টন ব্যবস্থা ঠিক মত হচ্ছে না, তাহলে আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারব না। কারণ আজকে আমাদের যে সব সরকারী কর্মচারী আছে তারা দিন রাত খেটে যাচ্ছে, আমাদের সরকারী কর্মচারীরাও আমাদের এই দেশের নাগরিক, তাদের মা, ভাই বোন সবই এখানে রয়েছে এবং তারাও আজকে এই দুঃখকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে। কাজেই তারা যে সরকারের সংগে সহযোগিতা করে প্রাণপণ খেটে এই দুরূহ অবস্থার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চাইছে, না, এটা আমাদের বিরোধী দলের সদস্যদের ভাবা উচিত নয়। কাজেই আজকে শুধুমাত্র তাদের উপর দোষারূপ করে কোন লাভ নেই বরং তারা যে ভাবে এর মোকাবিলা করার জন্য খেটে চলেছে, তার প্রতি তাদের আরোও উৎসাহিত করে এবং পরামর্শ দিয়ে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। কিন্তু তারা তা না করে আজকে আরও বলেছেন আমাদের এস. ডি. ওরা যে সমস্ত কাজ করছেন, তাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে। তবে ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু যে থাকবে না, এটা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলে শুধুমাত্র সমালোচনা করলেই চলবে না, তারা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য আমাদের সৎ পরামর্শও দেওয়া উচিত। আমরা দেখছি আজকে আমাদের গাঁও সভার যে সব প্রধান রয়েছেন এবং পঞ্চায়েতের মধ্যে যে সব সদস্য রয়েছেন আর আমাদের এই বিধান সভায় যারা জনগণের প্রতিনিধি রয়েছেন যাদের নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করে তাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে তাদের সংগেও এস ডি, ওরা পরামর্শ করে কাজ কর্ম পরিচালনা করছেন। কিন্তু এর মধ্যে যদি কোন ভুল ত্রুটি থাকে, তাহলে শুধুমাত্র এস, ডি, ওরাই দায়ী হবে না, এরজন্য সমপরিমাণে আমরা যারা প্রতিনিধি রয়েছি, তারাও কিছু মাত্রায় দায়ী। কাজেই সরকারী কর্মচারীদের উপর সব কিছু দোষ চাপিয়ে দিলে চলবে না, তারা যাতে ঠিক ভাবে সব কিছু করতে পারে, সেজন্য আমাদের প্রত্যেককে তাদের সংগে সহযোগীতা করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে পরামর্শও দিতে হবে। কারণ আজকে তারা গাও সভার প্রধানদের নিয়ে, গাও সভার মনোনীত সদস্যদের নিয়ে, আমাদের বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে যারা নাকি জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছে, জনসাধারণ যাদের বিশ্বাস করেছে, যাদের তারা ত্রাণকর্তা হিসাবে পাঠিয়েছে তাদের মাধ্যমে যদি এস, ডি, ও দের দিয়ে সেটি বিলি করতে চেষ্টা করা হয় এবং তার মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি থাকে তাকে তাহলে কি শুধু এস ডি, ও, রাই দায়ী। জনসাধারণ যাকে না কি গাঁও সভার প্রধান করেছে, গাও সভার সমস্ত লোকের মেজোরিটি ভোটে তিনি এসেছেন, গাও সভার সবাই বলেছেন উনিই আমাদের বিশ্বস্ত পাত্র, উনিই আমাদের ত্রাণকর্তা, সেখানে ত্রাণকর্তা না হয়ে যদি অন্য কিছু হন এবং আমাদের যারা না কি বিধানসভার সদস্য তাদের সাহায্যে এস, ডি, ও, দের দিয়ে আমরা জনসাধারণের ত্রাণ না করে অন্য কিছু করি সেইজন্য কি সরকারী কর্মচারী দায়ী হবে। তাই সরকারী কর্মচারী উপর দোষ চেপে আমাদের যে ভুলত্রুটি আছে সে সব কিছু আমরা সাধন করতে পারি না। তাই আমাদেরও সচেষ্ট হতে হবে উনাদের সাহায্য এবং উনাদের পরামর্শ নিয়ে তারপরে আমরা দেখতে পাই যে ফ্লাড, সাইক্লোন ইত্যাদি নানা কারণে আজকে কৃষি ব্যবস্থায় যে সার, বীজ ইত্যাদির অপ্রতুলতা। কারণ অন্যান্য বৎসর কৃষক তার নিজের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে উনার যে জিনিসের প্রয়োজন হতো সে জিনিস ধীরে ধীরে তিনি সংগ্রহ করতেন এবং ধীরে ধীরে তার যে কৃষি ব্যবস্থা তার দিকে এগিয়ে যেতেন। কিন্তু আজকে কি হয়েছে, আজকে নূতন ভাবে আমরা দেখতে পেরেছি, অন্যান্য বৎসর যা প্রয়োজন হয়, কোন কোন জায়গায় তার দ্বিগুণ, চারগুণ, দশগুণের প্রয়োজন হচ্ছে। বীজের অপ্রতুলতা, সারের অপ্রতুলতা এবং অন্যান্য ভাবে জলসেচের অপ্রতুলতা এইগুলি আমরা লক্ষ্য করেছি। আজকে যে খরা হয়েছে আমাদের কয়েক পুরুষের মধ্যে কেউ দেখতে পেয়েছি কিনা আজ পর্যন্ত কারও মুখে

মুখে শুনতে পাইনি। আপনারা যেমন গ্রামে গ্রামে ঘুরে আজকে কৃষকের এই দুরবস্থা, কৃষক না খেতে পেয়ে দিনের পর দিন ভুগছে এবং আর বীজ, সার নেই, জলের ব্যবস্থা নেই, আমরাও তো দেখতে পাচ্ছি। কৃষকরাও তাই দেখতে পাচ্ছে। আজকে ভেবেছিলাম যে বুরোর কিছুটা অংশ নষ্ট হয়েছে, হয়তো আমন ধান দিয়ে তার কিছুট পূরন করতে পারবো কিন্তু আমন ধানও হলো না। আউস ধানও হলো না। আউস ধান যখন হলো না ভেবেছিলাম লোকদের রিলিফ দিয়ে বাঁচাতে পারবো, ভেবেছিলাম আউস ফসল ঘরে আসলে লোকে মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু প্রকৃতি বিরূপ হলো। আমরা দেখতে পেলাম সারা বৎসরের মধ্যে এক ফুটা বৃষ্টি নাই। সারা বৎসরের মধ্যে প্রকৃতির কাছ থেকে এতটুকু সাহায্য নেই। আজকে তাই বলতে পারছি, আমরা ক্রিটিসাইজ করতে পারছি যে এই সময়ে পাম্প সেট দেওয়া হলো না, খাল কাটা হলো না। বলুন তো শ্রাবণ—ভাদ্র মাসে নালা কাটতে হয়, খাল কাটতে হয়, কে জানে আশ্বিন মাসে পাম্প সেট দিতে হয়, সমস্ত কৃষকদের। তাই প্রকৃতি যেখানে এইরূপ বিরূপ সে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে আমরা যা করেছি, আমরা জানি আমাদের পাম্প সেটের প্রয়োজন সারের প্রয়োজন, জলের প্রয়োজন এবং তার জন্য আমরা যুদ্ধ করে চলেছি। কিন্তু আপনারা কি জানেন যে ১৬ লক্ষ লোকের, প্রতিটি লোকের কি প্রয়োজন এবং সেখানে সরকারী সাহায্য সব কিছু কি সমাধান করা সম্ভব। আজকে আমরা তো জানিই না, কোম্পানীগুলি পর্যন্ত জানে নাই। তারা সমস্ত ভারতে তারা নাকি পাম্প, মেসিন সাপ্লাই করতো, আজকে তারা দেখতে পে যে সমস্ত রাস্তা থেকেই পাম্প, মেসিনের জন্য যে পরিমাণ অর্ডার আসতে সুরু করেছে সেই পরিমাণে তাদের মজুত নাই। সেই পরিমাণে তারা তৈরী করে নাই। কাজেই আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যে আমাদের টাকা দিচ্ছে এবং আমরা যে টাকা বরাদ্দ রেখেছি সেই টাকা নিয়ে অফিসারেরা, আমাদের লোকেরা ঘাটে ঘাটে ঘুরছে কিন্তু জিনিষ পাচ্ছে না। কে জানে এই রকম খরা হবে। তাই আজকে আপনারা কি বলতে চান যে পাম্প সেট, আমরা কৃষকদের মারবার জন্য কিনি না, আমরা কৃষকদের মারবার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করি না। আপনারা কি বলতে চান, আমাদের যে কৃষক, আমাদের যে ভাইবোন, আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন তাদের মারবার জন্য। কিছু কিছু লোক যারা নাকি তাদের বিপথে পরিচালনা করে তারা ব্যাখ্যা দিবে যে সরকার তাদের মারছে। অথচ সাহায্যের সময় কেউ এগিয়ে আসবে না। আজকে কোথায় কে না খেয়ে মরছে, কোথায় কে অসুখে মরছে বলে সরকারকে এসে দোষ দেবেন, সরকার জল দিতে পারছে না, খাবার দিতে পারছে না। আজ পর্যন্ত তো দেখিনি বিরোধী সদস্যদের একজন এসে বলেছেন যে আসুন দেখি কোথায় কি দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্যগণ, তাই এই যে অপ্রতুল, অপ্রতুলতা বলে চীৎকার করছি, আমরা জানি, আমরা আগের বাজেটে যা নাকি বরাদ্দ করেছিলাম কে জানে যে আমাদের দেশে এই রকম খরা হবে, তা তো বুঝতে পারিনি। আমরা বুঝতে পারিনি যে কৃষি কার্য্যে এতো অভাব হবে সার বীজের এবং অন্যান্য জিনিষের

তাই আজকে যখন বুঝতে পারছি আমরা বলেছি যে প্রয়োজন হলে আমরা আবার নূতন করে চিন্তা করবো। যদি বেশী বরাদ্দ করে থাকি, আবার তা অন্য খাতে যাতে ব্যয় হয় তার চেষ্টা করবো। আর যদি কম বরাদ্দ করে থাকি আমরা দিল্লীর কাছ থেকে আমরা চেয়ে আনবো কিংবা আমাদের বাজেট যাতে অন্য খাতে বাড়ানো যায় সে চেষ্টা করবো। যদি আজকে তারা বলেন তখন আমরা বলিনি কিংবা বেশী বুঝতে পেরেছি তার জন্য দোষারোপ সরকারকে করা যায় না। তারপরে আমরা দেখতে পারছি আমাদেরকে এমন একটা অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়েছে যাহা নাকি অন্যান্য বৎসরের কৃষকের আগুনে যা ক্ষতি হয় সেই তুলনায় এই বৎসরে ক্ষতির পরিমান বেশী। এর কারণ হলো আমাদের দেশে ছন বাঁশের ঘরও অত্যধিক। এই গরীব দেশে, কৃষকের দেশে বৃষ্টি নেই, সব রোদে পুড়ে ঝুর ঝুর হয়েছে। কোন রকম একটা কিছু হলে হলেই বাড়ী পুড়েছে, ঘর পুড়েছে, রাজ্য পুড়ছে। তার জন্য অন্যান্য বৎসর যা নাকি সাহায্য দিতাম তার চেয়ে অনেক বেশী সাহায্য এর মধ্যে দিয়ে ফেলেছি। তারপর আরও সাহায্য দরকার হয়ে পড়ছে। আমরা তারজন্য জন্য আরও কিছু টাকার বরাদ্দ রয়েছে। তাই আজকে সমস্ত দিক বিবেচনা করে আজকে যারা বিধানসভায় মাননীয় সদস্য আছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করি যে সরকার আজকে ত্রিপুরারাজ্যের যা নাকি প্রয়োজনীয় বরাদ্দ তা হয়তো পুরাপুরি আমরা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে রাখতে পারিনি। কিন্তু আমরা যা যোগার করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যা দিয়েছেন তা আজকে আমরা সবাই মিলে, সমবন্টন করে মানুষকে বাচাবার জন্য এগিয়ে আসেন। কারণ টাকা দিয়ে বাচানো যায় না, পাইপ দিয়ে বাচানো যায় না, পাম্প সেট দিয়ে বাচানো যায় না ঋণ দিয়ে, সার দিয়ে কাহাকেও বাচানো যায়না। গ্রেচুয়াস রিলিফ দিয়ে মানুষকে বাচানো যায় না। আজকে সরকারী ভাইবোনদের বলছি পে-কমিশন করে তাদের বাচানো যাবে না আজকে তাই সবাই সহযোগিতা করে, পে-কমিশন যাতে সুন্দরভাবে হয়, আজকে সবাইর সহযোগিতা পেলে সবই হবে। আজকে সমস্ত হেডগুলিতে আমরা যে টাকা রেখেছি, সমস্ত কার্য্য, কৃষি কার্য্য, ষ্টেট রিলিফ, ফায়ার এক্সিডেন্ট আমরা যে বরাদ্দ রেখেছি তাকে সুন্দরভাবে, সুষ্ঠুভাবে যদি আমরা বন্টন করে দিতে পারি, আবার মনে হয় আমাদের লোকদের বাচাবার যে একটা প্রচেষ্টা তা সফল হবে। তা না হলে টাকা পয়সা দিয়ে, জিনিষ দিয়ে মানুষকে বাচানো যাবে না। বড় বড় কথার বুলি দিয়ে মানুষকে বাচানো যাবে না। সরকারকে দোষারূপ তা না হলে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে জিনিস দিয়ে মানুষকে বাঁচানো যায় না, বড় বড় বুলি দিয়ে মানুষকে বাচানো যায় না, সরকারকে দোষারূপ করলে মানুষকে বাচানো যায় না। মানুষকে বাচানোর জন্য আমার বাজেটে যা আছে তা বন্টন করে মানুষকে বাচানোর চেষ্টা করি তা হলে মানুষকে বাচাতে পারব। এই বলে আমি সকলকে অনুরোধ করছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে যে বাজেটকে পাশ করে কৃষকেরা নূতন আশায়

আছে যে তাদের ক্ষেত আবার ভরে উঠবে ফসলে, নিজেকে বাঁচাবে, আমাদের বাঁচাবে, সরকারকে সাহায্য করবে সেই সুযোগ দিন। এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Chairman (Shri Sunil Ch. Dutta) :—General Discussion on Supplementary Budget is over.

Mr. Chairman :—Next business of the House, the Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) is to be taken into consideration. I call on Shri K. C. Das, Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri K. C. Das :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) be taken into consideration at once.

Mr. Chairman :—Now, any one willing to participate may participate in the debate.

শ্রী তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—জেনারেল ডিসকাশনের আগে আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা মুভ করে নিই।

শ্রী বাজুবান রিয়াং :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি চাই জেনারেল ডিসকাসন আলাদা হোক এবং তারপর অ্যামেণ্ডমেনটা ভোট হবে।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী :—যিনি অ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করছেন তিনি এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা মুভ করে ডিস্কাসন করবেন। তারপর ভোট হবে।

মিঃ চেয়ারম্যান :—ইউ উইল গেট ইওর টাইম।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, সাধারণ ডিসকাশনটা কন্টিনিউ করার মাঝে অ্যামেণ্ডমেণ্টের উপর বলা যেতে পারে। তারপর ক্লজ বাই ক্লজ এলে তিনি যদি বলতে চান তাহলে বলতে পারেন।

মিঃ চেয়ারম্যান :—জেনারেল ডিসকাশন আগে হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৭২ (ত্রিপুরা বিল নং ৮, ১৯৭২এর) এখানে এসেছে বিলটা আরও আগে আসা উচিত ছিল। যদিও অনেক দেরী হয়ে গেছে, কারণ ত্রিপুরায় আগরতলায় আমরা যে মিউনিসিপ্যালিটি দেখছি সেটাও অনেক দিন ধরে নির্ব্বাচন হয়নি। এবং বিল যেটার অপেক্ষা করছিলাম সেটা অনেক দেরীতে এসেছে। আরও আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু অনেক দেরীতে এসেছে, যার ফলে আমরা দেখছি আগরতলার মিউনিসিপাল জীবন অনেক ক্ষেত্রে বিপর্য্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। আর মফঃস্বলে তো কোন মিউনিসিপ্যালিটি নাই। এই বিলটা পাশ হওয়ার ফলে মফঃস্বলেও কার্যকর হবে কিনা, কোথায় এবং কোন কোন শহরে হবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। দেরীতে হলেও বিলটা এসেছে। রাজ্যপালের ভাষণ অনুযায়ী আরও কতগুলি বিল আসার কথা ছিল। কিন্তু সেগুলি এখনও আসে নি। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমার যে বিলটার অ্যামেণ্ডট দেখছি সেটা হল টুওয়ার্ডস রি-একশান। টুওয়ার্ডস রি-একশনারী ডিরেকশন এই জন্য বলছি যে বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল অ্যাকটে যেটুকু ডেমক্রেসী ইত্যাদি ছিল তাও অনেকাংশে কার্টেল করা হয়েছে। তখন বাংলায় গণতান্ত্রীক আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের রি-প্রেজেণ্টেশানের ব্যবস্থা ছিল, তা কার্টেল করা হচ্ছে—সেকশান এইটিন (বি) অমিটেড। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বলা হতে পারে যে কন্সেনট্রেড ওয়াকার্স নাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ক্যালকাটা কর্পোরেশন প্রথম গঠনের সময়ে শ্রমিক প্রতিনিধি ছিল সমস্ত ক্যালকাটাকে একটা ইউনিট ধরে। এখানেও আগরতলাতেও এটা সরকার বিবেচনা করতে পারতেন। ইলেক্টর্যাল রোলের ক্ষেত্রে প্রিন্সিপ্যাল অ্যাকটে বলা হয়েছে যে কমিশনার্স গঠন করবেন। কিন্তু এখানে সাবডিভিশন্যাল মেজিষ্ট্রেটের উপরে সব সময় ভার দেওয়া হয়েছে। এটা যদি প্রথম গঠনের ক্ষেত্রে সাব-ডিভিশন্যাল মেজিষ্ট্রেটের উপর ভার দেওয়া হত এবং পরবর্তী সব সময়ের জন্য যদি কমিশনার্স এর উপর দেওয়া হত তাহলে যে গণতান্ত্রীক অধিকার কমিশনার্সদের সে অধিকার রক্ষা পাওয়ার কটা সুযোগ থাকত। সুতরাং সে সুযোগটাও

এখানে থাকছে না। । আরও দেখুন রাইট টু ভোট—এটাও কার্টেমেন্ট করা হচ্ছে কিছুটা। পৌর সভায় ইলেকটোরাল রোল তৈরী করার সম্পর্কে এমন কোন প্রভিশান নাই যে জেলে থাকলে অথবা পুলিশ কাষ্টডিতে থাকলে সেই ভোট দিতে পারবে। আন-সাউণ্ড ভোট দিতে পারবে না সেটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্টে আছে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে—"In the lawful castoday of the police or who is confind in the prison, (amendment of the section 23)—এরা ভোট দিতে পারবে না। সুতরাং ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন এই বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে সেটা বোধগম্য নয়। সুতরাং ডেমক্রেটিক অধিকার কাটেল করা হয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি মনে করি যে এই বিলের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু কন্সিডার করার প্রয়োজন আছে এবং যাতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা হয় এবং সেই অধিকার অনুযায়ী যাতে বিলটা পাশ হয়ে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রী বাজুবান রিয়াং ঃ—মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আজকে এখানে "The Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) এসেছে। এটা আমরা মনে করতে পারি যে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের আন্দোলনের জয়ের ফলেই এটা এখানে এসেছে। কারণ এই বিধানসভার সুরুতেই গভর্ণর মিঃ বি. কে. নেহেরু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তখন উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরার মিউনিসিপ্যালিটির সুবিধার জন্য বেংগল মিউনিসিপ্যাল অ্যাকট যেটা চালু আছে সেটা সংশোধিত হবে এবং আজকে এখানে বিলের অবজেক্ট যা লেখা আছে সেই লেখাতে আমরা দেখেছি যে এখানে সুষ্ঠভাবে যাতে নির্বাচন হতে পারে এবং ত্রিপুরার যেখানে পৌরসভা গঠন করা চলে সেইসব বড় বড় শহরে অধিবাসীর যাতে সুবিধা হয় সেই দৃষ্টিভংগী নিয়ে সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্যই এই বিল এখানে এসেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষকে সুবিধা দিতে গিয়ে তাদের যে অধিকার সেই অধিকার কয়েকটা জায়গাতে এই বিলটা সংশোধন করতে গিয়ে নষ্ট করেছেন। সেটা মাননীয় সদস্য অমরবাবু উল্লেখ করেছেন। এখানে ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক মানুষের যে নাগরিক অধিকার সেই অধিকার মতে ভারতের প্রতিটি নাগরিক যে কোন নির্বাচনে ভোটার হতে পারে যদি না, এই নাগরিক আন-সাউণ্ড মাইডেড্ বা কোর্ট তাকে দোষী না বলেন। তাহলে তিনি ভোট দিতে পারবেন। কিন্তু এখন সেই সংবিধানের কথা ভুলে গিয়ে এই ত্রিপুরা সরকার নানা রকম ভাবে সংশোধন করছেন। যদি কেহ পুলিশ কাষ্টডিতে থাকে তাহলে ভোট দিতে পারবে না। এই সরকারের এই দৃষ্টিভংগী সেটা দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে হয়। এই সরকার ইলেক-টোরেল রোলের মধ্যে এটাই করবে এই সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা লড়বে তাদের হাজতে রাখবে এবং ইচ্ছামত নির্বাচন করবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে আগরতলায় যে মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমানে আছে যদিও খুব পুরানো এবং মহারাজার আমলের

যে আইন আছে পৌরসভার সেই অনুযায়ী ট্যাক্স আদায় হচ্ছে। স্বাধীন ভারতে আমরা বাস করছি আমরা ঐ মহারাজার আদেশে প্রভিশান সংশোধন করে দিতে পারতাম। বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটি যে হারে এবং যে রকম ভাবে ট্যাক্স আদায় করান হচ্ছে সেটি ত্রুটিপূর্ণ সেইজন্য আমি দুঃখিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Chairman—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that the Bengal Municipal (Tripura Amendment, Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) be taken into consideration atonce.

The motion is put to voice vote and carried.

Mr. Chairman :—Here are Amendments given notices of by Sarbasree T. M. Das Gupta, Nripendra Chakraborty, Anil Sarkar and Samar Choudhury on Clauses 4(1), 5(1) 3, 8, 5(2) & 10. I have decided to allow Sarbasree T. M. Dasgupta, Nripendra Chakraborty, Anil Sarkar and Samar Choudhury to move and discuss all the amendments together Minister-in-Charge of the Bill may reply the points together and any other member may take part in the discussion.

I shall then dispose of the amendments first and thereafter I shall put the Clauses to vote one by one.

First I call on Shri T. M. Das Gupta to move his amendments.

Shri T. M. Dasgupta :—মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমার দুটো অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে। আমার প্রথমটা হচ্ছে, "that in clause 4(1) in between the works 'is situated' and 'or any other' appearing in the 5th line, the following be inserted—appointed by commissioners or State Govt. as the case may be".

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা যে কারণে এসেছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে এটাকে অ্যামেণ্ডমেণ্ট না করলে নূতন নির্ব্বাচন করা যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার নোটিশে বলেছেন নির্ব্বাচন আশু করতে চান কিন্তু করা যাচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে যখন এই আইনটা পেশ করা হয় তখন ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেটি তেমন ভাবে দেখা হয়নি। সেজন্য এই নির্ব্বাচনের আইনগত ফাঁকটুকু বন্ধ করবার জন্য বলছি। আমার মনে হচ্ছে এর ভিতর একটা আইনগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তার জন্যই এটাকে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করার কথা বলছি। কারণ ম্যাজিস্ট্রেট সাবডিভিসানের ইনচার্জ। সাবডিভিসনে তিনি বা তাঁর যে মনোনীত ব্যক্তি তিনি সেটি করবেন। কিন্তু তারপরের বার তার একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট কোন জায়গা থেকে আসা দরকার। তা নইলে তিনি জানবেন কি করে। কাজেই হি মাষ্ট বি এন অ্যাপয়েণ্টেড ম্যান যিনি তখন থেকেই মিউনিসিপ্যালিটিতে থাকেন সেইজন্যই আমি বলছি এই যে শ্লোকটি আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা হচ্ছে "ার ... in which a Municipality is situated, appointed by Commissioner or State Government as the case may be. অর্থাৎ তখন কমিশনাররা তাঁকে বলবেন নির্ব্বাচনের সময় এসেছে তুমি একটা নির্ব্বাচন করাও। তুমি ইলেকটোরেল রোল তৈরী কর। এই আইনগত ফাঁকটা আছে সেটিকে বাদ করার জন্য এখানে যদি চালাও অর্ডার থাকে তারও একটা ফেলাসি আছে ফেলাসিটা হচ্ছে ধরুন মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন হয়ে গেছে কমিশনাররা কাজ করছেন তখন যদি ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করেন নির্ব্বাচন করা উচিত এবং তিনি যদি একটি নোটিশ দিয়ে দেন তাহলে একটি ঝগড়া সৃষ্টি হওয়ার সংকোচ আছে এর মধ্যে। আমি আজকের কথা বলছি না। এটা খুব ভাববার কথা কমিশনাররা নির্ব্বাচিত হয়েছে তাঁরা কাজ করছেন এবং কমিশনারদের তরফ থেকে তক্ষুণই কোন নির্ব্বাচনের দাবি নেই তাদের যদি টাইম এক্সপায়ার হয়ে যায় তাহলে আইনের বিধানে চলে আসবে। কিন্তু যদি ম্যাজেষ্ট্রেট বলেন আমি ইলেকটোরেল রোল করব তাহলে একটা কনফিউসান একটা অনিশ্চয়তা তার মধ্যে তৈরী হবে কাজেই যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা এটা নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত কোন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নির্ব্বাচন করবেন কখন ইলেকটোরেল রোল তৈরী করবেন। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করব। কারণ আমি আমার মূল কথায় বলেছি প্রথম বারের নির্ব্বাচনের কোন বাধা নেই এর পরে সাবসিকোয়েন্ট যা হবে তারজন্য এটা দরকার আছে যদি আমার ভাষার মধ্যে কোন ভুল থাকে তাহলে তিনি অ্যামেণ্ডমেণ্ট করে নিতে পারেন। কিন্তু আমি দেখেছি ম্যাজিষ্ট্রেটের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকা উচিত। এবং তখন মিউনিসিপ্যালিটি সুপারসিডেড থাকে গভর্ণমেণ্ট থেকে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বা এডমিনিষ্ট্রেটর বা একজিকিউটিভ অফিসারকে বলা হবে। তিনি তখন রিকুইজিসান দেবেন। সেজন্য আমি বলছি আমার এই যে অ্যামেণ্ডমেণ্টটা যা হচ্ছে মোর অব ট্যাকনিক্যাল নেচার তাই এটাকে বিবেচনা করার দরকার আছে। যেহেতু বিলটা তৈরী করবার সময় এই রকম কতগুলি ঘটনা ঘটবে যারা বিলের জনক তখন ছিলেন তারা সেটি চিন্তা করতে পারেন নি এবং পারেন নি বলেই

আজকে এই সমস্ত অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। কাজেই এই জিনিষটা বিবেচনা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করব। এর পরের আমার যে অ্যামেণ্ডমেন্ট সেটি হচ্ছে ক্লজ ফাইভ।

এরপর আমার যে এ্যামেণ্ডমেন্ট সেটা হচ্ছে ক্লজ ৫ 'এ. সেখানে ২৩ অব দি প্রিন্সিপ্যাল এক্টকে চেঞ্জ করে তার সাব-সেকশন যে পুশ ছিল, তার বদলে সেটাকে সিম্পলিফাই করার জন্য নিশ্চয়ই এটা করা হয়েছে, সেটা সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই, তার মূল যে এ্যাকটুট তার মধ্যে যে কমপ্লিকেশান আছে, যেটা মাননীয় অপজিশানের মেম্বারগণ বলেছেন, তার সংগে আমি একমত নই, কারণ বাদ দেবার জন্য এটা করা হয়েছে, আমি সেটা মনে করি না। ত্রিপুরাতে কলিকাতার মত দেবার এসোসিয়েশান গড়ে উঠেনি, যদি গড়ে উঠে, ভোটার যারা আছে, সেটা মিউনিসিপ্যালিটি যখন নাকি ডিলিমিটেশান করবেন, দেবার কনষ্টিটিউয়েনসী যদি করে দেন, তাহলে সেটা সেইভাবে হতে পারবে। কাজেই অ জকে যেটা রাখা হয় নি, তার দ্বারা দেবারদের কোন সার্থকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। একটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এরীয়া যদি তৈরী হয়, সেটা যদি মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে থাকে, তাহলে মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে যদি ডিলিমিটেশান কনষ্টিয়েন্সী যদি করে দেওয়া হয়, সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে এ্যাসেমব্লীতে ভোট দিতে পারছেন সেইদিক থেকে তাদের অধিকারের দ্বারা খবর করা হয় নি। যে জিনিষটা হয় নি, সেটা হচ্ছে এখানে সেকশান ২১, 'তে যে ভাবে ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হবে, তার মধ্যে স্বভাবতই কমপ্লিকেশাস আছে, সেটা পড়লে দেখা যায়, যদি কেউ ট্যাক্স না দেয় বা যদি ট্যাক্স না দেওয়া থাকে, তাহলে তারা ভোটার হতে পারে না, কিন্তু এর মধ্যে সেই কমপ্লিকেশান আনা হয় নি, সেই দিক থেকে এটা অভিনন্দন যোগ্য। একথাও এখানে বলা হয়েছে—Save as otherwise provided in this Act a person who reside in a word of the municipality and whose name is included in the electoral roll for the time being in force for election of members to the Tripura Legislative Assembly from an area which includes the area comprised in the municipality and who is eligible to be included in the electoral roll for the election members to the Tripura Legislative Assembly from an area which includes the area comprised in the municipality shall be qualified to be an elector of that ward."

এর বাংলা করে আমি যা বুঝেছি, তার অর্থ হচ্ছে যারা ঐ সময়ের জন্য যখন নির্বাচন হচ্ছে, তার আগে যে সমস্ত লোকেরা এ্যাসেম্বলীতে ভোট দিয়েছেন এবং যাদের নাম সেই এ্যাসেম্বলীর ভোটার লিষ্টে আছে, সেই সমস্ত ভোটাররা যারা নাকি মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে বাস করছেন, তারা ভোটার হতে পারবেন। মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে যারা বাস করছেন, যাদের নাম এর আগে মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন হওয়ার আগে, এ্যাসেম্বলীর যে ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে, তাদের যে নাম আছে, তারাই ঐ মিউনিসিপ্যালিটির ভোটার হতে পারবেন, তার

জন্য আমার একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে, আমি সেটা পড়ছি—"after the words" which includes the area comprised in the Municipality the words" and who is eligible to be included in the electoral roll for the election of Members to the Tripura Legislative Assembly from an area which includes the area comprised in the Municipality is to be inserted. অর্থাৎ আমার কথা হচ্ছে নামের যে লিষ্ট আছে, এবং যটা তৈরী করা হবে তাতে যারা ইলিজিবল ছিল, তাদের নাম ইনকলুড করতে হবে। এর একটা অর্থ আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে। কারণ জেনারেল ইলেকশান হয়েছে ১৯৭১ সালে, তখন একটাতে টার লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটি আইন পাশ হওয়া সত্বেও এই নির্বাচন হচ্ছে আজকে ১৯৭৪'এ তাহলে ঐ সময়ের থেকে আজ চার বছর সময় অতিক্রম করেছে, এই লিষ্টে যে ভোটার আছে, তাদের মধ্যে সরকারী কর্মচারীরাও আছে, যারা বাইরে আছে, তাদের মধ্যে কোন কোন কর্মচারী বাইরে বদলী হয়ে যাচ্ছে, কোন কোন সরকারী কর্মচারী বদলি হয়ে এখানে আসছে, তাদের নাম এই লিষ্ট থেকে বাদ থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া আরও নূতন নূতন লোক এখানে এই সময়ে আসতে পারেন, তারা সেই ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ পড়েগেছেন। তাছাড়া ১৯৭১ সালে যাদের বয়স কম ছিল, তাদের বয়স এই চার বছর পরে আরও বেড়ে যাবে, তাদের ভোটার হওয়ার বয়স হয়ে যাবে, কিন্তু তারা ভোট দিতে পারবে না, মিউনিসিপ্যালিটিতে। যে সমস্ত কর্মচারীরা এই ভোটার লিস্ট থেকে বাদ থেকে যাচ্ছেন, তাদের নাম এই ভোটার লিষ্টে ইনকলুড করার কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি তাদের নাম ইনকুলোশানের পথ থাকে, তাহলে আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট টিকবে না, কিন্তু যদি না থাকে, তাহলে এই বিরাট সংখ্যক লোকের কি অবস্থা হবে? এই যে আইন করছি, সেটা শুধু আজকের জন্য নয়, এই আইনকে পরিবর্তন করতে এ্যাসেম্বলীর যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। একবার যদি সেটা স্টেটিউটরী বুকে ঢুকে যায়, তাহলে পরিবর্তন করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। আজকে আমরা ১৯৩২ সালের আইনকে পরিবর্তন করার জন্য এনেছি। কাজেই আজকে আমরা যে এ্যামেণ্ডমেণ্টটা, সেটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত যাদের নাম লিষ্টে আছে, আমি এখানে উদাহরণ দিলাম যে যারা ১৯৭১ সনে ভোটারলিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তাদের ছাড়া আরও লোক বাইরে থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে আসতে পারে তা ছাড়া যাদের বয়স বৃদ্ধি হল,—পার্লামেণ্টের যে ভোট সেটা হয়তো ১৯৭৫ বা ১৯৭৬ সনে, সেই সময় হয়তো ভোটার লিষ্ট হবে, তাছাড়া ভোটার লিষ্ট চেঞ্জ হবার কোন কারণ নেই, তাহলে ১৯৭৪ সালে যে ভোট হবে, তাতে বিরাট সংখ্যক ভোটার হওয়া থেকে বাদ পড়ে যাবে। কাজেই যাদের নাম ১৯৭১ সালের লিষ্টে উঠেনি, যারা আদারওয়াইজ ইলিজিবল, তাদের নামটা ভোটার লিষ্টে উঠার কোন উপায় আমি এর ভিতর দেখছিনা এবং সেইজন্যই আমি আমার এ্যামেণ্ডমেণ্টটা এখানে রেখেছি। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের রিলিভেণ্ট ক্লজগুলি এখানে উপস্থিত করেছেন তার জন্য

আইনের এই বিধানগুলি বুঝতে আমাদের সুবিধা হচ্ছে, তবে সমস্ত আইনটা পড়ার আমার সুযোগ হয় নি, সেখানে যদি তার কোন প্রটেকশান থাকে, তাহলে আমার বলার কিছু থাকে না, কিন্তু যে বিশিষ্ট রুলগুলি এখানে রাখা হয়েছে, তার ভিতর আমি তাদের কোন প্রটেকশানের উপায় দেখছি না. এবং সেটা একটা বিরাট সংশয়—কারণ আমরা দিনের পর দিন সমস্ত কিছু রাইট ভাবে চিন্তা করতে চেষ্টা করছি এবং যা কনপ্লিকেশান ছিল, সেটাকে সহজ করার চেষ্টা করছি, অর্থাৎ উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই নির্বাচন অঞ্চলে যারা এ্যাসেম্বলীর ভোটার আছে, যাদের নাম ইলেক্টরেল রোলে এসে গেল, তারাই ভোটার হতে পারছে, কিন্তু এখানে অসুবিধা হয়ে গেছে, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে যারা ভোটারের জন্য ইলিজিবল হবে, বা বাইরে থেকে যারা এখানে আসবে তারা কেউ ভোটার হতে পারছে না।

···যাদের নামে ইলেক্টোরাল রোল আক্ষে বলে বরাত দেওয়া হয়েছে এবং এই বরাত দেওয়াতে একটা অসুবিধা হয়ে গেছে। আমি এখানে যে উদাহরণ হিসাবে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত যে সমস্ত লোক ভোট দেওয়ার জন্য ইলিজিবাল হবে এই বরাত না থেকে যদি কোয়ালিফাইড ভোটার যারা অর্থাৎ এসেম্বলীর নির্বাচনে ভোট দেওয়ার কোয়ালিফিকেশান যার থাকবে তারা সবাই যাতে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনেও ভোট দিতে পারে, এই রকম একটা ব্যবস্থা যদি থাকতো, তাহলে আজকে আমার এই এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি আনার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিলটা এখানে এনেছেন, তাতে অনেকগুলি বাধা নিষেধ আছে, যেমন ঋণের বাধা নিষেধ আছে। কাজেই এই সব বাধা নিষেধ বাদ দিয়ে সহজে যাতে ভোটার হতে পারে, তার জন্যই এই জিনিষটা এনেছি এবং সেদিক দিয়ে···

শ্রীবাজুবন রিয়াং:— পয়েন্ট অব ইনফরমেশান, স্যার।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত:—স্যার উনার পয়েন্টটা ইনফরমেশান আমার বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত হবে না। অবশ্য পয়েন্ট অব অর্ডার যদি হত, তাহলে অন্য কথা। কাজেই মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি যে দৃষ্টি কোণ থেকে এগুলি মুভ করেছি তাতে আমার মনে হয় এর মধ্যে বেশ কিছুটা গুরুত্ব আছে। তবে যে নীতিতে এই বিলটা এসেছে, আমি নিজেও তাকে সমর্থন করছি এবং এই নীতির জন্য অনেক লোকের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং:—স্যার, আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি···

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত:—স্যার, উনার এটা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, আই এ্যাম অন মাই লেগ। স্যার, আমাকে বলার সুযোগ দিতে হবে, আমি আর ৩ মিনিটের

মধ্যেই শেষ করুন। কাজেই মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, যে নীতির উপর নির্ভর করে মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই বিলটা এনেছেন যাদেরকে এই সুযোগ সুবিধাটা দিতে চাইছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক যাতে বাদ না পড়ে যায়, ঐ আইনের ভাষার জন্য তার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য, সেটা অন্য কোন ভাষায় সংশোধিত হয়ে আমি যদি সেটিসফাই হই যে তারা সবাই ভোটার হয়ে যাবে, তাহলে আমার কোন এ্যামেণ্ডমেন্ট থাকবে না। কিন্তু এটা যেভাবে উপস্থিত হয়েছে তাতে আমার কাছে এটাই প্রতিভাত হয়েছে যে বিরাট সংখ্যক একটা ভোটার প্রায় ৩২ থেকে ৩৫ শতাংশ বাদ পড়ে যাবে বিশেষ করে যারা নাকি নূতন করে আসবেন, তারা এই মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারবে না। অথচ এ্যাসেম্বলীর জন্য ভোটার লিষ্ট যদি রিভাইজড হয় তাহলে তারা ভোট দিতে পারবেন, অন্যথা পারবেন না। এই বিশেষ কারণটার জন্যই আমার এ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে এনেছি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আমি আশা করি। তাই আমি মনে করছি যে আমার বক্তব্য আমি এখানে খুব সুষ্ঠভাবে তোলে ধরতে পেরেছি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নাজমুল সিংহ :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি আপনার এবং এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করবার দাবীতে এবং আরও অন্যান্য ৯ দফার দাবীতে, অর্থাৎ মোট দশ দফার দাবীতে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ এই বিধান সভা অভিযানে এসেছে। তাই যিনি চীফ মিনিষ্টার ইন-চার্জ আছে , আমি তাঁকে অনুরোধ করব, তিনি যেন তাদের সংগে দেখা করেন এবং তাদের বক্তব্য শুনেন।

শ্রী সুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে ত্রিপুরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে এখানে এসেছেন। কাজেই যিনি চীফ মিনিষ্টার ইন-চার্জ আছেন, আমি তাকে অনুরোধ করব তিনি যেন তাদের সংগে দেখা করেন এবং তাদের বক্তব্য শুনেন।

মিঃ চেয়ারম্যান :—লেট মি আস্ক চীফ মিনিষ্টার ইন্-চার্জ ফার্ষ্ট। আমি আশা করছি হাউসের কাজ এখুনি শেষ হয়ে যাবে তারপর চীফ মিনিষ্টার চার্জ আপনাদের সংগে আলাপ আলোচনা করে সেটা ঠিক করবেন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—Chairman Sir, If the Chief Miniseer in-charge likes he may meet them in his Chamber.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সেজন্যই তো জানতে চাইছি যে তিনি তাদের সংগে দেখা করবেন কিনা?

দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—স্যার, আপনি যখন বলছেন যে সভার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর চীফ মিনিষ্টার ইন্‌-চার্জ উনাদের সংগে আলোচনা করে সেটা ঠিক করবেন তখন আবার উনারা কেন এরজন্য পীড়াপিড়ি করছেন, বুঝতে পারছি না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—কিন্তু উনি তো এমন কোন রুলিং দেন নি যে বিধান সভায় কাজ শেষ হয়ে গেলে, তাদের সংগে দেখা করা হবে?

Mr Chairman—But I can not direct the Chief Minister in- charge to do this or that things. আমি বলছি আমাদের হাউসের কাজ কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, তারপর আপনারা আলাপ আলোচনা করবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার যে জায়গাতে আপনি একটা ডিসিশান দিয়ে দিয়েছেন যে এসেম্বলীর কাজ শেষ হলে পরে বিরোধী দলের নেতার সংগে আলোচনা করে সেটা ঠিক করা হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এসেম্বলীর কাজ কখন শেষ হবে, সেটা এখন থেকে বলা সম্ভব নয়। কাজেই আমি অনুরোধ করছি যে মাননীয় চীফ মিনিষ্টার ইন-চার্জ যিনি আছেন, তিনি যদি তাদের সঙ্গে মিট করেন, তাহলে ভাল হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—চীফ মিনিষ্টার ইন-চার্জ তো সেটা জানিয়ে দিয়েছেন, তারপর কেন তিনি ইন্‌ষ্টিট করেছেন বুঝতে পারছি না।

মিঃ চেয়ারম্যান—উনি তো বলে দিয়েছেন যে আপনাদের সংগে আলোচনা করে সেটা ঠিক করা হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, আমি বলতে চাইছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই সমস্ত মানুষ এখানে এসেছে আপনার সংগে দেখা করতে…

শ্রীমুনসর আলী—স্যার, আমি বলছি আর ৫ মিনিট সভার কাজ চলতে দেওয়া হউক, এর পরেও যদি সভার কাজ শেষ না হয়, তাহলে নিশ্চয় উনি তাদের সংগে দেখা করবেন এবং এতে আমাদেরও কোন আপত্তি থাকবে না।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—স্যার, মাননীয় সদস্য, তড়িত বাবু যে এ্যামেণ্ডমে নূতন করেছেন, তার উপর আমি একটা পয়েন্টে ক্লেরিফিকেশান চেয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে উনি কি বলতে চেয়েছেন তাঁর ২ নং এ্যামেণ্ডমেন্টে যে বিধান সভায় নির্বাচনের জন্য যে ভোটার তালিকা, সেটা আগরতলা বা অন্য যে কোন শহরের মিউনিসিপালিটি এর ইলেক্শান হবে, তার ক্রাইটেরিয়া হবে কিনা ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট যেটা এসেছে, তাতে এই কথাই লেখা আছে যে—5 (2) "Save as otherwise provided in this Act, a person who resides in a ward of the municipality and whose name is included in the electoral roll for the time being in force for election of members to the Tripura Legislative Assembly form an area which includes the area comprised in the municipality and who is eligible to be included in the electorl roll for the election of members to the Tripura Legialative Assembly form an area which includes the area comprised in the muncipality shall be qualified to be an elector of that ward.

অর্থাৎ সেই ভোটার লিষ্টের মধ্যে যাদের নাম ইন্‌ক্লোডেড করা হয়েছে, এ একমাত্র তারাই কোয়ালিফাইড ইলেক্টর অব দি. মিউনিসিপালিটি হতে পারবে আর যাদের সেই লিষ্টে নাম নাই, তারা মিউনিসিপ্যাল ইলেক্শানে ভোট দিতে পারবে না।

শ্রীবুলু কুকী—স্যার, উনার বক্তৃতা দেওয়া তো শেষ হয়ে গেছে, উনি আবার নূতন করে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন কেন ?

মিঃ চেয়ারম্যান—উনি বক্তৃতা করছেন না, উনি একটা পয়েন্ট ক্ল্যারিফাই করছেন মাত্র।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—তাহলে নূতন করে আর একটা ভোটার তালিকা তৈরী তাহলে এখানে ভোটার তালিকা তৈরী করবার কথা আসছে কেন? গ্য এর জন্য আলাদা করে আর একটা ভোটার তালিকা তৈরী করবার কথা বলা হয়েছে কেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—এখানে যে পয়েন্টটা এসেছে, সেটা হচ্ছে লিষ্টে যাদের নাম উঠে নি, তারা অবজেকশান দিতে পারে। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানের ব্যাপারে যাদের নাম উঠেছে, তারাই ভোট দিতে পারবে, অন্যরা ভোট দিতে পারবে না। এখানে ভোটার লিষ্টের উপর বরাৎ দেওয়া হয়েছে।

Mr. Chairmen—Amendments of Nripendra Chakraborty, Shri Anil Sarkar and Shri Samar Choudhury fall through, as they are absent from the House.

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, আমাদের এই বিধান সভার Rules of Proceduure & Conduct of Business এর ১১ পৃঃ ১১৩ নং ধারা থেকে আরম্ভ করে ১৮০২ ধারা পর্যন্ত আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে স্পীকার নোটিশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি এ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করবেন, তাকে লিখে জানাবেন যে তাঁর এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাডমিট হয়েছে কি, হয় নি। আর যারা ঐ সময়ে কোন কারণে তাঁরা এ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করতে পারছেন না, তখন তিনি যদি আর অন্য আর এক অন্যকে অথরাইজ করেন, তাহলে সে তার ভুল করতে পারেন। আমাদের এই হাউসে এই রকম অনেক কনভেনশান আছে।

Mr. Chairmen—No amendments can be moved on be behalf of any other member.

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত—অর্থাৎ যাদের নাম এই যে টাইম বিইং ইমপোজড সে সময়ের মধ্যে আছে, ভোটার লিষ্টে আছে সেই ভোটার লিষ্টের মধ্যে যাদের নাম ইনক্লোড

আছে একমাত্র তারাই এই মিউনিসিপ্যালটির এরিয়াতে ভোট দিতে পারবে। অর্থাৎ লিষ্টে যাদের নাম নেই কোন স্কোপ আর তাদের নেই।

গণ্ডগোল।

শ্রীকালী ব্যানার্জী—মেজিষ্ট্রেইট ভোটার তালিকা তৈরী করবেন। তাহলে ভোটার তালিকা তৈরী করার কথা আসে না। এই যে ইলেকটর্স রোল আছে সেই ইলেকটরস রোলসের মূলেতো ভোটার তালিকা তৈরী হয়। কাজেই এর জন্য ভোটার তালিকা তৈরী করতে বলা হচ্ছে কেন।

মিঃ চেয়ারম্যান—The reply should be given by the Minister. There are other amendments.

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত—আইনের দিক থেকে যেটা হয়েছে, স্যার, সেই পয়েন্টটা হচ্ছে এই যে সেই লিষ্টে যাদের নাম আছে, সেই নামটা নিয়ে এখানে হাজিরা করেছে তাদের নাম তোলা হয়েছে ভোটার লিষ্টে। এই নাম যদি না থাকে তাহলে তারা অবজেকশান দিতে পারবেন। আমি যা বুঝি স্যার। সে নাম যদি না উঠে স্যার, কিন্তু মোটামুটি যারা ভোটার হতে পারবে, একমাত্র এই লিষ্টে যাদের নাম আছে স্যার। যাদের নাম নেই তারা হতে পারবে না। আসলে এই লিষ্টের উপর নির্ভর করতে হবে। সেই হিসাবে এই লিষ্ট যদি নেওয়া হতো—

মিঃ চেয়ারম্যান—'Amendments of Sri Nripendra Chakraborty, Anil Sarker, Samar Choudhury, fall through as they are absent.

শ্রীবাজুবন রিয়াং—যেখানে আমাদের বিধানসভায়-rules of procedure and conduct of business in Tribura Legislative Assembly. এইটার ৩১ পৃষ্টায়, ১১৩ নং ধারা থেকে ১১৮ নং ধারা পর্যন্ত যে কয়েকটা ধারা আছে এই ধারাতে আমরা দেখি যে স্পীকার নোটিস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যিনি এমেণ্ডমেণ্ট মোভ করছেন তাকে নোটিশ দিয়ে যে জানাবেন যে এলাও হলো কি না। বুলেটিনে আমরা পেয়েছি যে এই এলাও হয়েছে। যারা মোভ করেছে তারা এমেণ্ডমেণ্টকে প্রটেষ্ট করেছেন, অথরাইজড বলে। এমেণ্ডমেণ্ট আর একজনকে মুভ করার জন্য বলা হয়েছে।

মিঃ চেয়ারম্যান—নো, নো, ইউ ক্যান নট ট্রাই এনি কনডিশান।

শ্রীবাজুবান রিয়াং— এই হাউসে সেই কনডিশান আছে। আমার যা মনে হয় এই হাউসে সেই কনডিশান আছে।

মিঃ চেয়ারম্যান—Amendment can not be moved on behalf of any other person. There is no authorisation, as regards amendment.

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই বোলুছে ৩১ পৃঃ থেকে ৩২ পৃঃ লক্ষ্য করলেই, এখানে ১১৩ নং ধারা থেকে ১১৯ নং ধারা পর্যন্ত লক্ষ্য করলেই, দেখা যায় যে এমেণ্ডমেণ্ট অথরাইজ হতে পারে।

মিঃ চেয়ারম্যান—Please quote the section regarding authorisatiton to another member. Just quote the section.

শ্রীবাজুবান রিয়াং—আগে যদি জানতাম যে আমরা যখন ডিসকাশন করছি তখন যদি জানতাম যে আমাদের এমেণ্ডমেণ্ট—

মিঃ চেয়ারম্যান—সেটা আইন মত হবে তো। এস পার রোলস হবে তো। Now Minister should reply. The Minister, incharge, is to give reply.

শ্রীক্ষীতিশচন্দ্র দাস—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, ১৯৭২ ইংরাজী সনের, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি সংশোধনী বিল, ১৯৫৫ ইংরেজীতে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি সদস্যদের এক জোটে পদত্যাগ করার ফলে একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই অচল অবস্থায় এই মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার নাগরিকরা নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং সুষ্ঠুভাবে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা করা সম্ভব ছিলনা। তার জন্য সরকার এই মিউনিসিপ্যালিটির ভার গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা মহারাজের আমলে একটা মিউনিসিপ্যালিটির এক্টটা যে ছিল সে আইনে এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না সেজন্য আমরা ১৯৬১ ইংরাজীতে ত্রিপুরাতে ১৯৩২ ইংরাজী সনের আইন এখন আমরা এক্সটেণ্ট করি। এই যে আমরা এডমিনিষ্টার নিযুক্ত করে যে ভাবে

আমরা কাজ চালাচ্ছি তাতে কাজ খারাপ চলে নাই। বহু উন্নয়ন কাজকর্ম এই এডমিনিষ্টারকে দিয়ে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং আজকে আমরা এখানে গণতন্ত্রকে স্বীকার করে আসছি সেইভাবে যাতে নির্বাচন করে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা করতে পারি। সেইজন্য আজকে আগের যে নিয়মছিল সে আইনের নিয়মে, চেয়ারম্যান, এবং দুজন কমিশনারস দ্বারা ভোটার লিষ্ট তৈরী করবার ব্যবস্থা ছিল। আজ আমাদের চেয়ারম্যান নেই, কমিশনার নেই সেজন্য এই সমস্ত ব্যাপার মানে আমরা যাতে সুষ্ঠভাবে সেই গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ব্বাচন পরিচালনা করতে পারি সেইজন্যই আজকে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এক্ট আমরা ত্রিপুরার কোন কোন অংশে এমেণ্ডমেন্ট করে এখানে আমরা বিল এনেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, ৩০ হাজার ক্ষুধার্ত্ত নরনারী যারা সমস্ত ত্রিপুরা থেকে এখানে উপস্থিত আমরা আশা করেছিলাম যে হাউসের কাজ চলবে আমাদের ডেপুটেশান—.......গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং বলেছেন যে আমাদের হাউস পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে। আমি দেখছি যে হাউসের কাজ পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাইরে বহু লোক এসেছেন, তিনি বিবেচনা করে বলেছেন যে ২/৩ জন প্রতিনিধির সংগে সাক্ষাত করবেন—

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি বলছিলাম যে হাউস পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে না। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এই কথাটা জানেন না। আমি বলছি যে অল্প সময়ের মধ্যে যখন হাউস অ্যাডজোর্ণ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা শেষ করেই বাইরে যাব। মাননীয় সদস্য একেবারে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এতে হৈ চৈ শুরু করেছেন কেন বুঝতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আমরা জানতে চাই যে ডেপুটেশান যেটা এসেছে সেটা আপনারা রিসিভ করবেন কিনা?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি মাননীয় সদস্যকে বলেছি যে তিনজনকে পাঠাতে পারেন আমরা আলোচনা করব।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—তিন জন নয়, আমরা সাত জন পাঠাব। তাহলে আসুন হাউসের বাইরে আমরা আলোচনা করি।

নয়েজ

শ্রী অশোক ভট্টাচার্য—এটা কি মাননীয় স্পীকার স্যার, জনসাধারণকে জানানোর জন্য হল না কি বুঝতে পারছি না যে খুব সাধারণ ভাবে যে ডেপুটেশান নেওয়া হবে—

নয়েজ

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে সমস্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের দ্বারা সেই সমস্ত এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হোক।

নয়েজ

শ্রী অশোক ভট্টাচার্য—কথা না বুঝে, আলোচনা না বুঝে কেন আপনারা এমন চেঁচামেচি করেছেন ?

শ্রী দেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অহেতুক যে গালাগালি করেছেন তারা নিজেরাই কি তা নন, সেটাই কি তারা প্রমাণ করলেন না ? কারণ প্রত্যেকেই ছুটে এসে পাগলের মত প্রলাপ বকলে—(শেম শেম ধ্বনি)।

নয়েজ

শ্রী বাজুবন রিয়াং—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, উনি পাগলের মত এই কথাটা বলতে পারেন না স্যার। এটা উনি উইথড্র করুন।

নয়েজ

শ্রী অশোক ভট্টাচার্য—এতক্ষণ উনারা কি করেছেন, টেপ রেকর্ড শুনুন।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলেছিলাম পাগলের মত। কিন্তু এখন বলব সভ্যতার যে উল্টা অংশটা সেটার মত।

শ্রীবক্তুবান রিয়াং—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি হাউসকে অ্যাডজোর্ণ করার জন্য। যেখানে সরকার পক্ষের মন্ত্রী 'পাগলের মত হয়েছে' বলে মন্তব্য করতে পারেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা উইথড্র না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা হাউস চলতে দিতে পারি না।

নয়েজ

মিঃ চেয়ারম্যান—মিনিষ্টার টু কনটিনিউ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা বিলের সমালোচনা করতে গিয়ে—

নয়েজ

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস - (গণ্ডগোল) এবং আজকে মাননীয় সদস্য তড়িত মোহন দাসগুপ্ত যে সাপলিমেন্টারী প্রস্তাব এনেছেন তার কোন প্রয়োজন নাই বলে আমি মনে করি (গণ্ডগোল) কাজেই তা ঠিক নয় আমরা যখন নূতন নির্বাচন করতে চলেছি সেটি প্রথম ষ্টেজে কি হয় সেটি আমরা দেখে (গণ্ডগোল)

মিঃ চেয়ারম্যান—প্লিজ ষ্টপ আপনারা (গণ্ডগোল) আপনাদের কাছ থেকে এই ব্যবহার আশা করি নাই (গণ্ডগোল)

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য—Sir, I shall request you to maintain order of the House by any means (interruption) এটা কিসের মত হচ্ছে স্যার (গণ্ডগোল) ইচ্ছাকৃতভাবে হাউসের সময় নষ্ট করছে আমি রিকোয়েষ্ট করব টু মেন্‌টেন অর্ডার অব দি হাউস (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—শ্রী তড়িত মোহন দাস গুপ্ত (গণ্ডগোল)

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত - আজকে আমি মাননীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে অপজিশনের যারা আছেন তাদের ঘটনাটা চিন্তা করতে বলব। আজকে উনারা যে ডেপুটেশান দিয়েছেন এই হাউস তাদের সংগে সহানুভূতিপূর্ণ সেটি মাননীয় চেয়ারম্যানের বক্তৃতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন যদিও অল্প সময়ের মধ্যে হাউস শেষ হয়ে যাচ্ছে (গণ্ডগোল) জনসাধারণের যে দাবি সেই দাবির যাথার্থতা দেখা as a Chariman of the House এটা

তাঁর দাবির কিন্তু তিনি এটাও দেখবেন যে হাউসটা যেন চলে এবং সমস্ত কাজ ভালভাবে হওয়ার জন্য তিনি বলেছিলেন যে ৫ মিনিট পরে সেই জিনিসটা হউক (গণ্ডগোল) কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক যেখানো পার্টি ইন পাওয়ারের নিকট ডেপুটেশানে যাচ্ছেন এবং তাদের দাবির প্রতি সহানুভূতির সহিত (গণ্ডগোল) অকারন বাধার সৃষ্টি করছে। তাদের যদি কোন পয়েন্ট অব অর্ডার থাকে, তাহলে চেয়ারম্যানের ডিসিশান মানতে হবে। চেয়ারম্যান তাঁদেরকে বলেছেন যে আপনারা আমাদের নিদর্শন দেখান, আপনারা যদি নিদর্শন দেখান, আপনারা যদি নিদর্শন দেখাতে পারেন, তাহলে তিনি সেটা মেনে নেবেন। এরপরই গণ্ডগোল করা নীতি বিরুদ্ধ। নিয়ম বিরুদ্ধ। মাননীয় চেয়ারম্যান তাঁদের বলেছেন যে আপনারা কোথায় আইন আছে দেখান, যে মুহূর্তে দেখাবেন, তখনই তিনি তাঁর রুলিং দেবেন, কিন্তু তাঁরা সেটা না করে আপনারা একটা ইচ্ছাকৃতভাবে একটা সুযোগ নিয়ে আপনারা এই হাউসের গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছেন। আমরা গণ্ডগোল চাইনা, আমরা চাই এই হাউস চলুক, আপনাদের যে দাবী আছে, সেটাও সুন্দরভাবে চলুক (গণ্ডগোল)...

(Opposition Members except C. P I. staged walk out at this stage).

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি মনে করি আপনি যে আজকে সুন্দরভাবে হাউস চালাবার চেষ্টা করছেন, (গণ্ডগোল)...এবং এ্যাসেম্বলীর প্রসিডিংসে একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে। এই অল্প সময়ের জন্য চেয়ারের মধ্যে বসে এই চেয়ারের পূর্ণ মর্যাদা আপনি দিয়েছেন। এবং অপজিশনের যে বক্তব্য, তা শ্রদ্ধার সংগে শোনার চেষ্টা করেছেন, সেইজন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এই বলে আমি আসন গ্রহণ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমিও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় চেয়ারম্যান আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বিরোধী দলের সদস্যগণ যে বর্তমান খরা পরিস্থিতির জন্য, এখানে অশ্লীল গালাগাল করে আমাদের সেই অপেক্ষাকৃত জনতার সংগে কথাবার্তা বলার জন্য নিয়ে গেলেন, নেওয়ার পরে তাঁরা আমাদের কাছে সময় চাইলেন, কেনই বা আমাদের নিয়ে গেলেন এবং কেন সময় চাইলেন আমি বুঝি না। চেয়ারম্যানও বলেছিলেন যে আমাদের পাঁচমিনিটের মধ্যে হাউসের বিজনেস শেষ হয়ে যাবে, তারপর তাদের সংগে কথাবার্তা

বলা যাবে, আমারও চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বলেছিলাম যে আমরা আজকে কথা বলব না, কালকে এই আলোচনা করতে চাই, কিন্তু তা না করে, নানাভাবে আমাদের সদস্যদের বিরুদ্ধে কুৎস রটনা করে, তারা যেভাবে আজকে আমাদের নিয়ে গেলেন, এবং নেওয়ার পর তাঁরা সময় চাইলেন, সেটা না করে যদি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সময় চাইতেন তাহলে জিনিষটা সুন্দর এবং সুষ্ঠু হত এবং চেয়ারকে সম্মানও দেওয়া হত। যারা চেয়ারকে সম্মান দেন না, তারা কি রকম নেতা আমি বুঝি না। তাঁরা কোন সুস্থ চিন্তা করেন কিনা আমার সন্দেহ আছে, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ডিপুটেশান ব্যাপারে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সংগে যে আলোচনা হয়েছে, সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, বিরোধী দলের একজন সদস্য চেয়ারম্যানের মাধ্যমে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে আমার সংগে ডেপুটেশনিষ্টদের কি আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমার প্রথম বক্তব্য হল, মাননীয় চেয়ারম্যানের কাছে বাজুবন বিয়াং বাবু বক্তব্য রেখেছিলেন যে এখানে কয়েক হাজার লোক এসেছে, মাননীয় ইন-চার্জ চীফ মিনিষ্টারের সংগে দেখা করতে চান, কিন্তু এর একটু পরে নৃপেন বাবু অধৈর্য্য হয়ে এসে বললেন যে সেখানে ৩০ হাজার লোক এসেছে, সংখ্যা কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেক বেড়ে গেল, যাই হউক মাননীয় বিরোধী নেতা তিনি পুরানো পার্লামেন্টারিয়ান, তিনি এই এ্যাসেম্বলীতে যে ব্যবহার করেছেন, উনার নিকট হইতে আমরা তা আশা করি নাই। তিনি কোন কথা না বলে, এ্যাসেম্বলীতে এসে হৈ চৈ আরম্ভ করে দিলেন। মাননীয় চেয়ারম্যান বলেছিলেন যে কয়েক মিনিটের জন্য মধ্যে আমাদের বিজনেস শেষ হয়ে যেতে পারে, তারপর সেটা হতে পারে, আমাদের রুলিং পার্টির সদস্য যারা আছেন, তারা কেউ তা অস্বীকার করে নাই। মাননীয় চেয়ারম্যানের রুলিংই হউক, আর যাই হউক তিনি বলেছেন, আমরা তা স্বীকার করে নিয়েছি এবং আমাদের যে বিজনেস হাতে ছিল, তা কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হত, যদি তারা হৈ চৈ না করতেন। মাননীয় চেয়ারম্যানের কাছে আমার এই বক্তব্য যে এই এ্যাসেম্বলীতে যে সমস্ত আন পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে তা যেন প্রসিডিং থেকে এক্সপাঞ্জ করা হয়। আমার বক্তব্য যখন আমি সেখানে গেলাম, তখন বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু আমার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন যে, অনেক লোক, মিটিং করতে হবে, তারপর বলতে হবে, সুতরাং আমি আজকে কিছু বলব না। আগামী কাল একটা টাইম করুন। তিনি একথা এখানেও বলতে পারতেন কিন্তু তা না করে একটা কাগজ দিয়ে চলে গেছেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসঃ—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, কতক্ষণ আগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার যে সেন্টিমেন্ট সেটা আমি এখানে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে, এই যে বিরাট জনতা এসেছে, খরা পীড়িত, দুর্গত এলাকা থেকে, ওরা এই ঘটনাকে জানাবার জন্য, মুখ্যমন্ত্রী ইন-চার্জ, উনার সংগে ডিপুটেশান দিতে চান, এই ব্যাপারে বিরোধী দলে সদস্যরা একটা প্রস্তাব এখানে রেখেছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান হাউসের মধ্যে একটা ফয়সলা করলেন যে খানিকক্ষণের মধ্যে আমাদের এ্যাসেম্বলীর বিজনেস শেষ হবে যাবে, তাঁরা সেটা এগ্রীও করলেন, তাঁদের এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর বক্তব্য রাখলেন, মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের উপর যে এ্যামেণ্ডমেন্ট, তার উপর তাঁরা বক্তব্য রাখলেন, কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে উনারা এবং বিরোধি পক্ষের লীডার এসে এখানে যে সমস্ত কতকগুলি উক্তি করেছেন, সেই উক্তি আমার কানের মধ্যে যেটা এসেছে ··· সরকার তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চান না। কিন্তু যেখানে দেখা করার জন্য চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় সময় ঠিক হয়েছে, তখন উনারা একথা বলছেন। এটা তাঁরা অসত্য কথা বলেছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে যেটা স্বীকৃত, সেটাকে উনারা ডিনাই করছেন। এতে আমি মনে করি হাউসের অবমাননা করা হয়, হাউসের সিদ্ধান্তকে ষ্টিল ডিনাই করে, উনারা ব্যক্তিগত ভাবে কথা রেখেছেন। এবং সেটা উনি যে ভঙ্গীতে রেখেছেন এবং যে ভাষায় বলেছেন যে সরকার একথা বলেছেন, এরপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ঘটনা বললেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেখানে এখনই না গেলে চলেনা, সেকথা বলে আবার সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের উপর সময় চাইলেন, এবং যে অপচেষ্টা করেছেন, সেই প্রস্তাব এনে যে কথাবার্ত্তা বললেন সেটা বুঝতে দেরী হয় না, যে সেইসব কথাবার্ত্তা বোগাস, ভাওতাবাজী ছাড়া কিছু নয়। এরপর আমাদের হাউসকে বন্ধ করার জন্য তিনি যে চেষ্টা করছেন, আমাদের মিঃ ইন্দ্রের চৌধুরী তিনি বলেছেন, যে... সেটা সভ্যতার উল্টো যা হয়, এইভাবে তিনি যা বলেছেন। আমি বলছি তিনি যে...... সরকার বলেছেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে উনার যে পরবর্তী ঘটনা তা প্রমাণ করে যে উনার যে উক্তিটা ··· ···

শ্রীচন্দ্রশেখর দাসঃ—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে হাউসের মধ্যে সারাদিন ডিস্কাশান ছিল, উনাদের অনেকগুলি কোয়েশ্চান ছিল, দেখা গেল সারাদিন উনারা অনুপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বেলায় মাত্র একজন ছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা গেল উনারা পরিকল্পনা করে হাউসকে ডিসটার্ব করার জন্য এবং আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে, মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, সেটার ঠিক উল্টোটা উনারা এই হাউসের মধ্যে করে গেলেন। ইতিহাসে সেটা নজীর হয়ে থাকবে। আমাদের মাননীয় সদস্য প্রফুল্ল কুমার দাস বলেছেন আমাদের এই সরকারকে ··· ··· এই শব্দটা ইউজ করা তাদেরই শোভা পায়, তারাই ... একটা ইম্পর্টেন্ট বিজনেস ছিল, সেই বিজনেসের উপর আলোচনার

যোগটা পর্যন্ত দিচ্ছেন না, টেবিল থাপ্পর, নানা রকম পিকিং ওয়ার্ড বলে উনারা চলে গেলেন। এটা আমরা জানিনা, কোন গণতন্ত্রের শ্রদ্ধাশীল মানুষের কাজ কি না উনারা গণতন্ত্রের বড় বড় বুলি ছাড়েন, এখানে এসে যা করলেন, তাতে তারা গণতন্ত্রের পূজারী কিনা তা দেখা গেছে আমি তাদের ব্যবহারে, এম, এল, এ হিসাবে, জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বলব যে তাদের এই ব্যবহার উচিত হয়নি, কাজেই এই হাউসে আমি একটা নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনছি এই হাউসে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত (চেয়ারম্যান)—মাননীয় সদস্য, এরপর আর আলোচনা হবে না।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্তঃ—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, যে শব্দটা বারবার সরকারের এ্যাডজেকৃটিভ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা যদি আনপার্লামেন্টারী টারম হয়, তাহলে সেটা প্রসিডিংস থেকে একসপাঞ্জড হওয়া উচিত। কারণ আনপার্লামেন্টারী ওয়ার্ড বারবার রিপীট করা পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর নয়। সেই শব্দটা বলে বারবার রেকর্ডভুক্ত করা উচিত নয়। সেটা আনপার্লামেন্টারী বলে বাদ গেছে, আমরা যখন সেটাকে রেকর্ডে নেই নাই, তাহলে আরেকজন'এর মুখ থেকে সেটা বলে ওটাকে রেকর্ডভুক্ত যদি করা হয়, তাহলে আমাদের যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেটাকে বাদ দেওয়া হল, সেই উদ্দেশ্যটা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই যে শব্দটা আনপার্লামেন্ট্রারী, সেটা সবটাই প্রসীডিংস থেকে বাদ দেওয়া হউক।

শ্রী সুনীলচন্দ্র দত্ত (চেয়ারম্যান) ঃ—মাননীয় সদস্য. আমি বলছিলাম যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা আনপার্লামেন্টারী, সেটা বিরোধী পক্ষের যে ডিসকাশন, তাঁদের একসপাঞ্জ করার জন্য আমি বলেছি, এবং সেটা ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যারা ইউজ করেছেন, তাঁদের বক্তব্য থেকেও সেটা একসপাঞ্জ করা হবে।

Note :--···(Expanged as ordered by the Chair).

মিঃ চেয়ারম্যানঃ—এখন আমি বিষয়গুলি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্তঃ—স্যার, মিনিষ্টারকে উত্তর দিতে হবে যে···

মিঃ চেয়ারম্যানঃ—কেন তিনি তো উত্তর দিয়ে ফেলেছেন.

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্তঃ– কিন্তু আমি তো কিছু শুনতে পাই নি। তবে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনারা যদি সবাই শুনে থাকেন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি কিছু শুনতে পাইনি। এখন যদি কেউ বলে থাকেন যে আপনারা শুনেছেন, তাহলে ইট ইজ অ্যাপ-টু ইউ। আমাদের এসেম্বলীটা হচ্ছে একটা ডিগনিফাইড বডি কাজেই যদি রেকর্ডভুক্ত করতে হয়, তাহলে আমাদের সেটাকে ভাল ভাবেই করা উচিত।

চেয়ারম্যান—আচ্ছা, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন আবার এই বিষয়টা সবাইকে ভাল করে শুনিয়ে দেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তড়িতবাবু এই বিলের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তড়িতবাবু এই বিলের ক্লজ ৪(১) এর উপর যে সংশোধনী দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন ম্যাজিস্ট্রেটের পাওয়ার সম্পর্কে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট যিনি থাকবেন তার ইলেকটরেল রোল চালাবার মত ক্ষমতা থাকবে কাজেই নূতন ভাবে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ফৌজদারী কার্য্যবিধির এবং আইনের ধারা অনুসারে যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটই কাজ চালাতে পারেন। কোন ক্লজ ৫(২) এর উপর যে সংশোধনী তিনি এনেছেন, সেটা হচ্ছে এ্যাসেম্বলীর নির্ব্বাচনের জন্য যাদের নাম ভোটার লিষ্টে থাকবে, তাদের নাম মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনের ভোটার লিষ্টে থাকতে হবে। আমরাও এর একটা বেসিস পেয়েছি। যে বিধান সভার ভোটার লিষ্টে যাদের নাম থাকবে, তাদের মিউনিসিপ্যালিটির ভোটার লিষ্টে থাকবে। আমাদের ইলেকশান কমিশনেরও এমন এটা নিয়ম আছে, যে যাদের নাম ভোটার লিষ্টে উঠে না, তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ দিনের মধ্যে যদি রিটার্নিং অফিসারের কাছে অবজেকশান দেয়, তাহলে রিটার্নিং অফিসার তার সত্যতা প্রভৃতি দেখেশুনে উপযুক্ত বিবেচনায় তার নাম ঐ ভোটার লিষ্টে উঠায়। আবার এটাও আমাদের জানা আছে যে ইলেকশান কমিশন প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর তাদের ভোটার লিষ্টের সংশোধন করে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, অনেক বাদ পড়ে যাবে, আমার মতে অনেক লোক বাদ পড়বে না। যদি বা কেউ ভুল বশতঃ বাদ পড়ে যায় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ দিনের মধ্যে যদি সেই অবজেকশান দেয়, তাহলে সেটা সংশোধন করা যাবে। তাই এই অবস্থায় আমি মনে করছি যে উনার এই সংশোধনী প্রস্তাবের কোন প্রয়োজন নাই। আর সেজন্য আমি মাননীয় সদস্য তড়িতমোহন দাশগুপ্ত মহাশয়কে অনুরোধ করব, তিনি যেন তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করে নেন।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় চেয়ারম্যান, মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয় যখন অনুরোধ করেছেন, তখন আমি আমার সংশোধনীগুলি প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু আমি যে দুইটা পয়েন্টের উপর এই হাউসের দৃষ্টি করেছি, সেগুলি সম্পর্কে আমি নিজে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যে ততটা কন্‌ভিন্সড হতে পারে নি। আমি প্রথম পয়েন্টে যে লেকুনার কথা বলছি, সেটা আমার মনের মধ্যে আছে। কাজেই আমার এটা যদি এ্যাক্সেপটেড নাও হয়, তাহলে আমার দিক থেকে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এর একটা আইনগত দিক আছে। আর আমার দ্বিতীয় পয়েন্টট একদিকে দিয়ে খুবই ভাইট্যাল। তবে তিনি বলেছেন যে ১৫ দিন টাইম থাকবে, তার আগে যে কেউ অবজেকশান রেইজ করতে পারবে, যদি না, তার নাম ভোটার লিষ্টে না উঠে। কাজেই আমি সেগুলি উইথড্র করে নিচ্ছি যদিও আমি কোন প্রকারে কন্‌ভিন্সড হয় নি। কারণ যাদের নাম ভোটার লিষ্টে থাকবে না, তারা যদি আপত্তি করে তাহলে তাদের নাম উঠতে পারে কিন্তু যারা নাকি ভোটার হওয়ার উপযুক্ত তারা যাতে তাদের নাম উঠাতে পারে, সেই ব্যাপারে কোন স্কোপ নেই। আজকে আমরা যদি বলতাম যে যাদের নাম পার্লামেন্টের বা এ্যাসেম্বলীর ভোটার লিষ্টে আছে, তাদের নাম ঐ মিউনিসিপালিটির ভোটার লিষ্টেও থাকবে, তাহলে এর মধ্যে কোন ফাঁক থাকতো না। অর্থাৎ যারা এ্যাসেম্বলীর নির্ব্বাচনে ভোট দিয়েছে, তারা মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচনেও ভোট দিতে পারবে বা তারা ভোটার হতে পারবে। আর তারজন্যই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কেও স্বীকার করতে হয়েছে, হয়তো কিছু লোক বাদ পড়বে কাজেই এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রিকুয়েষ্ট করছেন, সেজন্য আমাকে এটা প্রত্যাহার করতে হবে, কিন্তু আমার যে আসল বক্তব্য, সেটা থেকেই যাবে। স্যার, ইতিহাসের কোথাও যেন পড়েছি, অবশ্য সেটা এখন বাপুর মনে নেই। যেমন এক জায়গায় ছিল, পৃথিবীটা গোল এটা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চাপে পড়ে তাকেও বলতে হ'ল যে না পৃথিবীটা গোল নয়, পৃথিবীটা চেপ্টা। কাজেই আজকে সকলের চাপে পড়ে স্বীকার করে নিলেও যে ভুল হয়েছে, সেটা ভুলই থেকে যাবে, আর এই ভুলের জন্য যারা ভোটার হওয়ার অধিকারী, তারা ভোটার হওয়া থেকে বাদই পড়বে।

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta)—Now the question before the House is that the amendments moved by Shri Tarit Mohan Dasgupta under clause 4 & 5 of the Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) is withdrawn with the leave of the House.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta) – Now the question before the House is that Cl_3 do stand part to the Bill.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta)—The amendment on clause 3 of the Bill falls through due to absence of mover of the amendment Now, I am putting the main clause to vote.

The question before the House is that Cl_3 do stand part to the Bill.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta)—The question before the House is that Cl_4 do stand part of the Bill.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta)—The amendment on sub-clause (2) of clause 5 of the Bill falls through due to absence of mover of the amendment. Now,

I am putting the main clause to vote.

The question before the House is that Cl_5 do stand part of the Bill.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta) —Now, the question before the House is that Cl_6 & Cl_7 do stand part of the Bill.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta)—The amendment on Clause 8 of the Bill falls through due to absence of mover of the amendment. Now, I am putting the main clause to vote.

The question before the House is that Cl_8 do stand part of the Bill.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta—The question before the House is that Cl_9 do stand part of the Bill.

(Was put to voice vote carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta)—The amendment on Clause 10 of the Bill falls through due to abesence of mover of the amendment. Now, I am putting the main clause to vote.

The question before the House is that Cl_{10} do stand part of the Bill.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta)—The question before the House is that Cl_1 do stand part of the Bill.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Sunil Ch. Dutta)—The question before the House is that the Title do stand part of the Bill.

(Was put to voice vote and carried)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta)—Next business is the passing of the Bengal

Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No 8 of 1972). I shall request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for passing of the Bill.

Shri Khitish Ch. Das—Mr. Speaker. Sir, I beg to move that the Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Chairman—

(Sunil Ch. Dutta)—Now, the question before the House is that the motion moved by Hon'ble Minister in-charge that the Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

(Was put to voice vote and passed)

Mr. Chairman—

(Shri Sunil Ch. Dutta—The House stands adjourned till 11 A. M. of to-morrow the Tuesday, 12th December, 1972.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXER—"A"

STARRED QUESTION NO. 123

By—Shri Ajoy Biswas, Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

QUSTION

১। ত্রিপুরার কোন কোন মহকুমা শহরে ফায়ার ব্রিগেড নাই ;

২। না থাকার কারণ ; এবং

৩। ফায়ার ব্রিগেড বড় বড় বাজারে থাকা প্রয়োজন বলে সরকার মনে করেন কিনা ?

ANSWER

১। অমরপুর, কমলপুর, খোয়াই, কৈলাশহর, সোনামুড়া এবং সাব্রুম শহরে ফায়ার ব্রিগেড নাই। তবে খোয়াই ও কৈলাশহর শহরে সহসাই ফায়ার ষ্টেশন খোলা হইতেছে।

২। সরকার সমস্ত মহকুমা শহরে ফায়ার সার্ভিস খোলার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

৩। বাজারে ফায়ার ব্রিগেড সরকার হইতে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় তবে প্রত্যেক বাজারেই বাজার কমিটি কর্তৃক স্বল্প অগ্নিনির্বাপনী ব্যবস্থা চালু করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 490

By—Sri Naresh Chandra Roy. Will the Hon'ble Miniiter-In-Charge of the Education Departmen} be pleased to state—

QUSTION

১। মধুবন কাঠালতলী Senior Basic School টি কে High School করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত স্কুলটিকে High School উন্নতি করা হইবে ; এবং

৩। না থাকিলে কারণ কি ?

ANSWERS

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। আগরতলা সহর এলাকায় অবস্থিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি এবং আগরতলা সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বরদোয়ালী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রস্তাবিত বিদ্যালয় হইতে মোটামুট ৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

Starred question No. 491.

By--Sri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Education. Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে পারাফসল J. B. Sehool এর শিক্ষক শ্রীচন্দ্রকিশোর সরকার Education Dapartment এর Against এ এক মামলা দায়ের করিয়া ঐ মামলা রায়ের ফলে (১৯৭১-৭২ সনে (চাকুরীতে পুনঃ বহাল হইয়াছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে court-এর রায় থাকা সত্ত্বেও শ্রী সরকারকে ৬ বৎসরের বেতন দেওয়া হইতেছে না ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। বেতন এবং ভাতা বাবৎ কোন টাকা কোর্ট হইতে decree হয় নাই। সুতরাং আদালতের রায় অনুযায়ী বেতন ও ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 238

By—Shri Anil Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Department be pleased to state—

QUESTION

1) Is it a fact that 2½ thousand tonnes basmati rice procured in 1970 have been damage or pulndered in Gcvt. Godowns ; and

2) Is it a fact that out of the above there is no accouut of one thousand tonnes rice ; and

3) If it is a fact, what is the present position of the balance 1½ thousand tonnes rice.

ANSWER

1) No.

2) No.

3) Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 448

By—Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State—

QUESTION

1) Whether the pay scale of the Storekeeper under the Food & Procurement Department has been revised in conformity with the West Bengal pay scale for the same category of post with effect frOm 1961.

2) If not reasons therefor ?

ANSWER

1) No.

2) The matter is now under consideration of the Government.

STARED QUESTION No. 464

By—Shri Manindra Deb Barma.

Will the hon'ble Minister-in-charge of the Educatinn Department be pleased to state.

QUESTION

১। খোয়াই পশ্চিমে রাজনগর ভবচন্দ্র নগর জুনিয়র বেসিক স্কুলকে এবং চাম্পা হাওয়ার ভারত সর্দার পাড়ার জুনিয়র বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে পরিণত করা হইয়াছে কিনা ;

২। যদি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সিনিয়র বেসিক স্কুলের কোনটিতে কতজন নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে ; এবং

৩। বর্তমানে কোনটিতে কতজন শিক্ষক আছেন ?

ANSWER

১। খোয়াইতে ভরচন্দ্র নগর জুনিয়র বেসিক স্কুল নামে কোন স্কুল নাই। চাম্পা হাওয়া জুনিয়ার বেসিক স্কুল নামে একটি স্কুল আছে। সর্ত্ত সাপেক্ষ ১৯৭১-৭২ সনে এই স্কুলটিকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নীত করনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট স্কুল ম্যানেজিং কমিটি সর্ত্ত পূরণ না করায় উন্নীতকরণ করা হয় নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 425

By—Shri Susil Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of ihe Appoinlment & Services Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৭১-৭২ সালে ত্রিপুরায় কতজন সরকারী কর্মচারীকে চাকুরীতে Extension দেওয়া হয়েছে, কোন্ শ্রেণীর কতজন ?

ANSWER

১। ১৪ জন সরকারী কর্মচারীকে ১৯৭১-৭২ সালে চাকুরীতে Extension দেওয়া হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৪ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ৮ জন।

STARRED QUESTION NO 406

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Chargeo the Education Department bo pleased state—

QUSTION

১। ত্রিপুরার ডিগ্রি কলেজ একই বেতনক্রমের লেকচারদের প্রারম্ভিক মূল বেতনে কোন নির্দিষ্ট তারিখের আগে এবং পরে নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোন ধরণের বৈষম্য আছে কি ?

২। যদি, থাকে, তবে তার পরিমান কত এবং

৩। এই বৈষম্য দূর করার কোন প্রয়োজন সরকার বোধ করেন কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে এফ্ আর ২৭ (F. R. 27) অনুযায়ী ত্রিপুরার সরকারী স্নাতক মহাবিদ্যালয় সমূহের ১৮. ২. ৬৯ বা এর আগে নিযুক্ত অধ্যাপকদের পরিবর্তিত বেতনক্রম টা. ২৭৫-১৫-৩৫০--২০-৩৯০ যোগ্যতা বাধা-২০--৫৫০--যোগ্যতা বাধা-২০--৬৫০। —এ মাসিক উচ্চতর বর্দ্ধিত হারে প্রারম্ভিক বেতন ৩৯০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বেসরকারী সাহায্য প্রাপ্ত মহাবিদ্যালয় সমূহে ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮-২-৬৯ ইং বা এর আগে নিযুক্ত অধ্যাপকদের পরিবর্তিত বেতন ক্রম টা. ২৭৫-৬৫০ এ মাসিক উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন ৩৭০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ত্রিপুরার সরকারী এবং সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী মহাবিদ্যালয় সমূহে ১৮-২-৬৯ ইং তারিখের পরে নিযুক্ত অধ্যাপকদের নিম্নতম বেতন ২৭৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সরকারী মহাবিদ্যালয় সমূহে কেন্দ্রীয় লোক সেবা আয়োগ (NPSC) কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন মঞ্জুর করেছেন। তাহা ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রাহ্য।

৩। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 173

By—Sri Nirnajan Deb.

Will the Hon'ble Minister-in-caurge of the Education Department be pleased to state—

QUSTION

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭১ সালে সদর বৎমালার চন্দ্রমোহন পাড়ার অধিবাসীবৃন্দ একটি স্কুলের জন্য আবেদন করেছিল ; এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে তা কার্য্যকরী করা হইবে কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ

২। এ ব্যাপারে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 170

By—Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Miniser-in charge of the Education Department be pleased to state—

QUSTION

১। সদর জম্পুইজলায় ছাত্রদের জন্য যে বোর্ডিং হাউসটি আছে তাহা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণ কি ?

২। ইহা কি সত্য বর্তমান বৎসরে বোর্ডিংটি চালু হইবার পর তথাকার টুল, টেবিল, চেয়ার ও খাট এর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ; এবং

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে, তদন্তক্রমে তাহার বিহীত ব্যবস্থা করিবেন কি ?

ANSWER

১। ছাত্র না পাওয়ার জন্য।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 213

By—Shri Bidya Ch, Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Deptt. be pleased to State :—

QUESTION

খোয়াই বিভাগে ১৯৭২ ইং সনে উপজাতিদের মধ্যে কতজন রাইস মিলের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল এবং এর মধ্যে কতজনকে রাইস মিলের পারমিশন দেওয়া হইয়াছিল ?

ANSWER

১। খোয়াই বিভাগে উপজাতিদের মধ্যে রাইস মিলের জন্য ১৯৭২ ইং সনে দুইজন দরখাস্ত করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও রাইস মিল স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

STARRED QUESSTION NO. 153

By—Shri Pakhi Tripura.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Food & Civil Supplies'

Department be pleased to state :—

QUESTION

১। গত ২৫শে অক্টোবর ত্রিপুরার কোন্ মহকুমায় চাউলের দর কত ছিল এবং তা গত বছরের ২৫শে অক্টোবর থেকে কত বেশী বা কম; এবং

২। যদি বেশী হয়ে থাকে তার কারণ?

ANSWER

১। সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

২। ক্রমাগত অনাবৃষ্টি হেতু আউশ, আমন ও জুম ফসল কম উৎপন্ন হওয়ায় বর্তমান বৎসর চাউলের দাম গত বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তালিকা—ক

১৯৭১ ইং সনের ২৫শে অক্টোবর এবং ১৯৭২ ইং সনের সনের ২৫শে অক্টোবর তারিখে সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ বাজার দরের তালিকা।

প্রতি কুইন্টাল হিসাবে

বিভাগের নাম		১৯৭২ ইং সনের ২৫শে অক্টোবর চাউলের বাজার দর।		১৯৭১ ইং সনের ২৫শে অক্টোবর চাউলের বাজার দর।		১৯৭১ ইং সনের ২৫ অক্টোবর ও ১৯৭২ ইং চাউলের বাজার দর।	
		সর্ব্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ
১। ধর্ম্মনগর	—	১১০.০০	১৭৫.০০	৮৫.০০	১৬০.০০	২৫.০০ ,,	১৫.০০ উচ্চ
২। কৈলাসহর	—	১১৫.০০	১৩৫.০০	৭৫.০০	১০০.০০	৪০.০০ ,,	৩৫.০০ ,,
৩। কমলপুর	—	১২৫.০০	২০০.০০	১২৫.০০	১৭৫.০০	সমান	২৫.০০ ,,
৪। খোয়াই	—	১৪৫.০০	১৭০.০০	১১০.০০	১৭০.০০	৩৫.০০ উচ্চ	সমান
৫। সদর	—	১৬০.০০	২৫০.০০	১৪০.০০	২১৫.০০	২০.০০ ,,	৩৫.০০ উচ্চ
৬। সোনামুড়া	—	১৬৬.০০	২০৩.০০	১৩৯.০০	১৭১.০০	২৭.০০ ,,	৩২.০০ ,,
৭। উদয়পুর	—	১৪৫.০০	২০০.০০	১২৫.০০	১৮০.০০	২০.০০ ,,	২০.০০ ,,
৮। অমরপুর	—	১২৫.০০	১৯০.০০	১৪০.০০	১৫৫.০০	১৫.০০ নিম্ন	৩৫.০০ ,,
৮। বিলোনীয়া	—	১৪০.০০	২০০.০০	১২০.০০	১৫০.০০	২০.০০ উচ্চ	৫০.০০ ,,
১০। সাবরুম	—	১৪০.০০	১৬০.০০	১৪৫.০০	১৫০.০০	৫.০০ নিম্ন	১০.০ন ,,

STARRED QUESTION NO. 221

By—Shri Anil Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। তেলিয়ামুড়া সরকারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের "ছাত্র সংসদ" এবং শিক্ষকদের "টিচার্স কাউন্সিল" গঠন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কি ; এবং

২। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তার কারণ ?

ANSWER

১। ছাত্রছাত্রীদের এই সুযোগ দেওয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইহা গ্রহণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। "টিচার্স কাউন্সিল" গঠনে শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে যথোপযুক্ত আগ্রহের অভাবে স্কুলে এখনও এরূপ কোন কাউন্সিল গঠিত হয় নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

STARSED QUESTION NO. 305

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Departmeht be pleased to state :—

QUESTION

১) কারার সার্ভিসের কর্মচারীদিগকে দৈনিক কত ঘণ্টা করে কাজ করতে হয় ?

২) অতিরিক্ত কাজের জন্য কর্মচারীদের পশ্চিম বঙ্গের হারে special duty allowance দেওয়া হয় কিনা ? এবং

৩) না দেওয়া হলে কতদিনের মধ্যে দেওয়া হবে ?

ANSWER

১) অত্যাবশ্যক সংস্থা বিধায় কারার সার্ভিস ২৪ ঘণ্টাই খোলা রাখিতে হয়। কারার সার্ভিসের কর্মচারীদের কাজের জন্য দুই সিফ্‌ট (Shift) এর বন্দোবস্ত আছে। এক সিফ্‌ট ৯(নয়) ঘণ্টা ও অন্য সিফ্‌ট ১৫ (পনর) ঘণ্টা; পর্য্যায়ক্রমে ৯ ঘণ্টা বা পনর ঘণ্টা কাজে থাকিতে হয়।

২) হাঁ।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 201.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Wiil the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deparsment be pleaned to sthte—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য ১৯৭২ ইং সনের ১৮ই আগষ্ট উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী খোয়াই উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রাবাস ও খোয়াই বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিয়াছিলেন ?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত পরিদর্শনকালে ছাত্রছাত্রীদের সাত দফা দাবী স্বীকার করিয়াছিলেন।

ANSWER

১। হাঁ।

২। না।

STARRED QUESTION NO. 203

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Sleased to state :—

QUESTION

ক) ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের আমপুরা উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল, রত্নপুর উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল ও চাড় কাটা উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলকে হাই স্কুলে অথবা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত করার জন্য উক্ত এলাকার জনসাধারণ সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, এবং

খ) যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৯৭২ ইং সন হইতে উক্ত স্কুলগুলিকে হাই অথবা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত হইবে কি ?

ANSWER

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 189

By Shri Niranjan Deb

Will the Minister-in-charge of she Education Department be pleased to state .

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার বালোয়ারী স্কুলগুলিতে উপজাতি শিক্ষক না থাকায় উপজাতি বালক বালিকারা ভাষার দিক দিয়ে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

২। এবং যদি তাহা সত্য হয়, তবে উক্ত স্কুলগুলিতে উপজাতি শিক্ষক নিযুক্তির ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করিবেন কি ?

ANSWER

১। এই প্রকার অসুবিধার কথা সরকারের গোচরে আসে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 298

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTION

ক) ১৯৭০-৭১ সাল হইতে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত Rice Mill স্থাপনের জন্য সাবরুম মহকুমা হইতে কতটি আবেদন আসিয়াছে ;

খ) তন্মধ্যে কতজনকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে, এবং

গ) লাইসেন্স মঞ্জুর না করা হইলে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

ক) ২২ (বাইশ)

খ) ১ (এক)

গ) সরকারী নীতি অনুযায়ী হালার জাতীয় চাউলের কল স্থাপনের প্রার্থনা মঞ্জুর করা যায় নাই। সেলার জাতীয় চাউলের কল স্থাপণের দরখাস্ত সমূহ সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ১৯৭২ ইং সনের নভেম্বর মাস হইতে হালার জাতীয় চাউলের কল স্থাপনের উপর বিধি নিষেধ কিছু শিথিল করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 286

By—Shri Kalipada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state :

QUSTION

১ : এ... পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা কত ?

২। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে প্রতিবৎসর নিয়মিত বই সরবরাহ করা হয় কিনা?

৩। গত তিন বৎসরে কোন লাইব্রেরীতে কত টাকা মূল্যের কতটি বই সরবরাহ করা হইয়াছে?

ANSWER

১। ১২ টি

২। হ্যাঁ

৩। বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী (পার্কটাট নাইব্রেরীর শিশু বিভাগ সহ)		—	৩৮৮২৫ টাকার		৫১৪৩	খানা	বই
পাবলিক লাইব্রেরী,	কৈলাসহর	—	১০৪৫০	,,	১২৯০	,,	,,
ঐ	ধর্ম্মনগর	—	১০৪৭৫	,,	১২৯০	,,	,,
ঐ	কমলপুর	—	৮৫৫০	,,	১২০৫	,,	,,
ঐ	খোয়াই	—	৮২০০	,,	১১৬৫	,,	,,
ঐ	বিশাল গড়	—	৯২৭৫	,,	১৭৪৬	,,	,,
ঐ	মেলাঘর	—	৯১৫০	,,	১৭৪৬	,,	,,
ঐ	সোনামুড়া	—	৮৭০০	,,	১২৭০	,,	,,
ঐ	উদয়পুর	—	৮৭৫০	,,	১২৬৫	,,	,,
ঐ	অমরপুর	—	৮৬২৫	,,	১২৭০	,,	,,
ঐ	সাব্রুম	—	৯৪২৫	,,	১২৯৪	,,	,,
ঐ	বিলোনিয়া	—	১০১২৫	,,	১৩১৫	,,	,,

STARRED QUESTION NO. 357

By—Shri Jatindra Kumar Majumder.

Will the Hon'ble Ministr-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১। সদর "বি" অন্তর্গত নোয়াগাঁও এস, বি, স্কুলের মাঠটিকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে কোন অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে কি ?

২। হইলে বর্তমান শিক্ষা বৎসরে এই কাজে ঐ অর্থ ব্যয় করা হইবে কি এবং

৩। এবং কত দিনের মধ্যে এই কাজ আরম্ভ হইবে ?

ANSWER

১। না

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 222.

By—Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে আরক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের চাকুরীর Extension এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরেও তাঁকে পুনরায় Extension দেওয়া হইয়াছে ; এবং

২) Extension এর পক্ষে কেন্দ্রের পুনর্মোদন ছিল কি না ?

ANSWER

১) হাঁ।

২) পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হওয়ার পর এই সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

STARRED QUESTION NO. 146

By—Shri Purnamohan Tripura

Wili the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

QUESTION

১) ত্রিপুরার চৌকিদার দফাদারদের বর্ত্তমানে বেতন ও ভাতার হার কি

২) এই হার সর্ব্বশেষ কবে সংশোধিত হয়েছে ?

ANSWER

১) ত্রিপুরার পুলিশ বিভাগে কোন দফাদার নাই। কণ্টিনজেণ্ট ষ্টাফ হিসাবে চৌকিদার আছে। তাহারা মাসিক নির্দিষ্ট বেতন ৬০ টাকা তদতিরিক্ত মাসিক মাগিগ্ ভাতা ৭১'০০ এবং পরিপূরক ভাতা ৭'৫০ পাইয়া থাকেন।

২) ১৯৬৯ সালে চালু করা হইয়াছে।

STARED QUESTION No. 164

By – Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Ministe-in-charge of the Home Department be pleased to state :

QUESTION

১। গত ৩রা আগষ্ট কৈলাশহর মহকুমার মন্নুনার মা গাঁও সভার একজন সদস্যকে মানিকপুর পুলিশ আউট পোষ্টের পুলিশ মারপিট করেছে এই মর্মে কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি ;

২। যদি পেয়ে থাকেন, তার কোন তদন্ত হয়েছে কি ; এবং

৩। তদন্ত হলে তার রিপোর্ট ?

ANSWER

১। এখন পর্য্যন্ত না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 22.

By—Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

১) গত ৯ই জুলাই অমরপুর অনন্ত জমাতিয়ায় বাড়ীতে একটি ভোজ সভার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অমরপুরের দারোগার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি ;

২) যদি পেয়ে থাকেন তার তদন্ত হয়েছে কি ;
এবং

৩) হলে তার ফলাফল ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। হাঁ।

৩। দারোগাটি লিখিত ভাবে তিরস্কৃত হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 11.

By—Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

QUESTION

১) দৈনিক "জনপদ" পত্রিকার ১১-৮-৭১ এর সংখ্যায় আগরতলা কোতুয়ালী লক আপে, দীপক বিশ্বাস ও ইন্দুভূষণ ভৌমিককে পুলিশ কর্তৃক মারপিটের কোন অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি ;

২) যদি হয়ে থাকে তবে ঐ অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হয়েছে কি ;

৩) তদন্ত হয়ে থাকলে তার ফলাফল ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। হাঁ।

৩। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 8.

By—Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

১) গত ২৬-৭-৭২ এ ধর্মনগর মহকুমার বাগানে শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য্য নামে একজন শিক্ষক কি খুন হয়েছেন :

২) যদি খুন হয়ে থাকেন কিভাবে খুন হলেন ; এবং

৩) কোন আসামী গ্রেপ্তার হয়ে থাকলে তাদের নাম ?

ANSWER

১) হাঁ, ঐদিন ছুরিকাঘাত প্রাপ্ত হন এবং পরদিন হাসপাতালে মারা যান।

২) ছুটির পর স্কুল হইতে অন্যান্য শিক্ষক সহ বাড়ী ফেরার পথে কোনও এক ছাত্র তাহাকে ছুরিকাঘাত করে; পরে হাসপাতালে মারা যান।

৩) ১৫ জন আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল।

১) আবদুল মতিন চৌধুরী।

২) অরুন পাল।

৩) বিনয় নাথ।

৪) মেরাব আলি চৌধুরী।

৫) বুরহান আলি চৌধুরী।

৬) নইমুদ্দিন।

৭) ফইজুল হক।

৮) আবদুল মালেক চৌধুরী।

৯) আমির উদ্দিন।

১০) জোয়াহিত আলি।

১১) আবদুল রহিম।

১২) আবদুল ওয়াহিদ।

১৩) মফিজ উদ্দিন।

১৪) মায়া মিঞা।

১৫) জহিরুল হক।

STARRRED QUESTION NO. 99

By—Shri Radha Raman Debnath

Will the Hon'ble Minister-iu-charge of the Refugee Relief Department be pleased to state :

QUESTION	ANSWER
১। বাংলা দেশের শরনার্থী শিবিরের মধ্যে কতজন চাকুরী হইতে ছাটাই হয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।	১। সদর—২০১ জন ২। উদয়পুর—২৩ জন ৩। বিলোনীয়া—৬ জন ৪। অমরপুর—৪ জন ৫। সাব্রুম—৮ জন ৬। সোনামুড়া—৩ জন ৭। খোয়াই—১২ জন ৮। কৈলাসহর—১২ জন ৯। ধর্মনগর—১৬ জন ১০। কমলপুর—২ জন

২। এদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কি পরিকল্পনা করিয়াছেন।	রিফিউজী রিলিফের ছাটাই কর্মচারী সহ অন্যান্য লোককে বিভিন্ন বিভাগের শূন্যপদে সাক্ষাৎকার ও নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্তির জন্য সরকার একটি নির্বাচক কমিটি গঠন করিয়াছেন. এই ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সমান হইলে সরকার ত্রাণ বিভাগের কর্মীদিগকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

STARRED QUESTION NO. 100

By—Shri Radharaman Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর জম্পুই হাই স্কুলে শিক্ষক কম, ঘর বাড়ী ভাঙ্গা, ছাত্র বোর্ডিং ছোট—এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ; এবং

২। যদি অবগত থাকেন, এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। জম্পুই হাই স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক আছে। স্কুল গৃহ ভাঙ্গা নয়। ছাত্রাবাস ছোট নয়, তবে ইহার সংস্কার প্রয়োজন।

২। স্কুল ছাত্রাবাস সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক একটি এষ্টিমেট পাঠাইয়াছেন এবং ইহা বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 73.

By—Bulu Puki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUSTION

১। সরকার কি অবগত আছেন যে গত ১৯৭২ এর মার্চ্চ মাসে জাকসাইবাড়ী জুনিয়র বেসিক স্কুলটি (অম্পি তহশীল াধীনে) আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে ;

২। অবগত হইলে অদ্য পর্য্যন্ত স্কুলটি পুনরায় তৈয়ারী হইতেছে না কেন ?

ANSWER

১। জাকসুইবাড়ী জুনিয়র বেসিক স্কুল গৃহটি ১৯৭২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী পোড়া গিয়াছে ।

২। স্কুল গৃহ পুনর্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ।

STARRED QUESTION NO. 65.

By—Bulu Puki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUSTION

১) অম্পি বাজারে High School এ Scheduled Caste ও Scheduled Tribe ছাত্রদের জন্য Boarding করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২) যদি পরিকল্পনা থাকে কখন করা হইবে ; এবং

৩) না থাকলে ইহার কারণ ?

ANSWER

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 58.

By—Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১৯৬৮-১৯৭১ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের মেডিকেল বিল বাবদ সর্বসাকুল্যে মোট কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

আর্থিক সাল হিসাবে সরকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের মেডিকেল বিল বাবদ দেয় টাকার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। ১৯৬৮-৬৯ সাল ১লা এপ্রিল. '৬৮ইং হইতে ৩১শে মার্চ্চ ৬৯ ইং পর্যন্ত বিয়াল্লিশ হাজার আট শত চল্লিশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র।

২। ১৯৬৯-৭০ সাল ১লা এপ্রিল'৬৯ইং হইতে ৩১শে মার্চ্চ '৭০ ইং পর্যন্ত—ষাট হাজার হাজার চার শত একুশ টাকা নিরানব্বই পয়সা মাত্র।

৩। ১৯৭০-৭১ সাল ১লা এপ্রিল '৭০ ইং হইতে ৩১শে মার্চ্চ '৭১ ইং পর্যন্ত—তিরাশি হাজার সাত শত নয় টাকা উ-ষাট্টি পয়সা মাত্র।

STARRED QUESTION NO. 74.

By—ShriBulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be plaased to state :—

QUESTION

১। অম্পিবাজারে হাইস্কুল বিল্ডিং Construction করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। যদি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে কখন কাজ আরম্ভ হইবে ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARED QUESTION No. 104

Shri—Radha Raman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে সাবরুম শিলাছড়ি এলাকায় ১৩টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ৬টি স্কুলের শিক্ষকদের Difficulturia allowance দেওয়া হয় ?

২। যদি সত্য হয় বাকী স্কুলগুলির শিক্ষকদের ঐ allowance দেওয়া হয় না কেন ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। যেহেতু বাকী স্কুলগুলি সরকার নির্দ্ধারীত Difficult area র আওতায় আসে না।

STARRED QUESTION NO. 412

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased tn state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কন্‌ফারমেশানের ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের সার্কুলার No. F. 18(60)-DE/64 dt. 16. 9. 1965. বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে কি ?

২। যদি তাহা সত্য হয় তবে ঐ সার্কুলার বাতিল করা হবে কি ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 385.

By—Shri Sudhanna Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-chaige of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

১। গত ১৯শে এবং ২০শে নভেম্বর আগরতলা শহরে কোন মারপিট সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি ?

২। যদি গ্রেপ্তার হয়ে থাকে, ধৃত ব্যক্তিদের নাম ; এবং

৩। ধৃত ব্যক্তিদের কাকেও মুক্তি দেয়া হলে তাদের নাম ও মুক্তি দানের তারিখ ?

ANSWER

১। ২০শে নভেম্বর কোন মারপিটের ঘটনা ঘটে নাই। ১৮ এবং ১৯শে নভেম্বর মারপিটের ঘটনায় মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২। যাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল।

১৮-১১-৭২

১) সমীর কুণ্ড

২) সুনীল রায়

৩) শঙ্কর চক্রবর্তী

৪) নাণ্টু চক্রবর্তী

৫) মন্টু গুপ্ত

১৯-১১-৭২

১) সুব্রত দত্ত চৌধুরী

২) মিহির ভট্টাচার্য্য

৩) রতন সাহা

৪) চন্দন সেন

৫) প্রণব রায় চৌধুরী

৬) কাশীনাথ বিশ্বাস

৭) প্রদীপ গুপ্ত

৮) রাখাল চন্দ্র ঘোষ

৩। যাহারা জামিনে মুক্তি পাইয়াছেন তাহাদের নাম ও জামিনে মুক্তির তারিখ নীচে দেওয়া হইল। একজন বিনাসর্ত্তে মুক্তি পাইয়াছে।

১৮-১১-৭২

১) শংকর চক্রবর্ত্তী
২১-১১-৭২

২) মধু গুপ্ত
৩০-১১-৭২

১৯-১১-৭২

১) সুব্রত দত্ত চৌধুরী ৬-১২-৭২

২) মিহির ভট্টাচার্য্য ,,

৩) রতন সাহা ,,

৪) চন্দন সেন ,,

৫) প্রনব রায় চৌধুরী ,,

৬) কাশীনাথ বিশ্বাস ,,

২-১২-৭২

৭) প্রদীপ গুপ্ত ২৪-১২-৭২

(বিনাসর্ত্তে মুক্তি
দেওয়া হইয়াছে)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'B'

UNTARRED QUESTION NO. 108

By—Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Ministea-in-charge of the Civil Supply Dnpartment be please to state—

QUESTION

১। গত ২৫শে অক্টোবর ত্রিপুরায় কতটি ন্যায্যমূল্যের দোকান মাধ্যমে মোট কত মূল্যের ডাল, সরিষার তৈল, লবণ ও চিনি বিক্রী করা হয়েছে, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেবে ;

২। ইহা কি গত বছরের ২৫শে অক্টোবরের তুলনায় বেশী না কম, এবং

৩। কম হলে তার কারণ ?

ANSWER

১। গত ২৫শে অক্টোবর ১৯৭২ ইং ত্রিপুরার যত ন্যায্যমূল্যের দোকান মাধ্যমে যত মূল্যের ডাল, সরিষার তৈল, লবণ ও চিনি বিক্রী করা হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় "এ" নং তালিকায় প্রদত্ত হইল। সঙ্গীয় "বি" নং তালিকায় ১৯৭১ ইং সনের অক্টোবর মাসের বিক্রয়ের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল।

২। ১৯৭২ ইং ২৫সে অক্টোবরে ডাল, সরিষার তৈল ও লবণ এর বিক্রয়ের পরিমাণ ১৯৭১ ইং ২৫শে অক্টোবরে বিক্রয়ের তুলনায় কম, কিন্তু চিনির বিক্রীর পরিমাণ (১৯৭২ ইং ২৫শে অক্টোবরে) বেশী।

৩। (ক) ডাল, সরিষার তৈল ও লবন প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী ঐ সময়ের চলিত বাজার দরে ছাড়া হয়, যেহেতু ঐ দ্রব্য সামগ্রী যাহা তদানীন্তন পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে শরণার্থীদের ব্যবহারের জন্য ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া হইতে পাওয়া গিয়াছিল তাহাদের অন্যান্য খরচাদিসহ ক্রয়মূল্য বাজার দর হইতে অধিক। ক্রেতাগণ নগদ মূল্যে বাজার দরে ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে ঐ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে।

(খ) ১৯৭১ সালে দলে দলে শরণার্থীর আগমনে খোলা বাজারে পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের ঘাটতি পড়ে যাহার ফলে ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে সস্তা দরে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের চাহিদা দেখা দেয়।

ANNEXURE—A

STATEMENT OF QUANTITY VALUE, OF PULSES M. OIL SALT AND SUGAR SOLD THROUGH ACTUAL NUMBER OF FAIR PRICE SHOP IN EACH SUB-DIVISION ON 25TH OCTOBER—1972

Name of Sub-Divison	Pulses			M. Oil			Salt			Sugar		
	No. of F P Shop	Quantity sold	Value	No of F.P. Shop	Quantity sold	Value	No of F.P Shop	Quantity sold	Value	No. of F P. Shop	Quantity Sold	Value
Sonamura	—	—	—	1	11·9	69'72	1	18 Kg.	7.20	8	553·750 Kg.	1119·45
Udaipur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1231·200 ,,	2462·40
Amarpur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	173·500 ,,	347·00
Belonia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	658 000 ,,	1316·00
Sabroom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	185·000 ,,	370·00
Khowai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	705·650 ,,	1411·30
Kamalpur	—	—	—	—	—	—	1	20 Kg.	7.20	8	510·400 ,,	1020·80
Kailasahar—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	267·100 ,,	534·20
Dharmanagar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1280·000 ,,	2560·00
Sadar	27	138,250	295.20	18	75,050	426·19	19	227,000	79·69	110	5380,000 ,,	10760·00

ANNEXURE—B

STATEMENT SHOWING QUANTITY VALUE, OF PULSES M. OIL, SALT AND SUGAR SOLD THROUGH ACTUAL NUMBER OF FAIR PRICE SHOP IN EACH SUB-DIVISION ON OCTOBER—1971

Name of Sub-Divison	Pulses			M. Oil			Salt			Sugar		
	No. of F P Shop	Quantity sold	Value	No of F P. Shop	Quantity sold	Value	No of F.P. Shop	Quantity sold	Value	No. of F P Shop	Quantity Sold	Value
Sonamura	1	56 Kg.	90.72	1	26·200	171 28	2	226·500	87.32	1	65.150 Kg.	175·85
Udaipur	6	33	55.13	6	31,000	183 21	6	111.000	35.52	6	146.000 ,,	372·30
Amarpur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Belonia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	303·000 ,,	7272.65
Sabroom	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Khowai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kamalpur	—	—	—	—	—	—	3	106.500	53.85	4	135,000 ,,	341·59
Kailasahar—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	184·500 ,,	452·89
Dharmanagar	10	1512.000	1033.76	—	—	—	10	1040.000	312.50	10	2577·000 ,,	6184·80
Sadar	59	2167.250	3426.86	26	259.590	1485.85	73	3717.550	1242.62	54	4585.300 ,,	11467·35

STARRED QUESTION NO. 30.

By—Shri Nripendra Chakrabort

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to sate :—

QUESTION

১। কোন কোন সরকারী দপ্তরে কতটি পদে এখনো লোক নিয়োগ করা হয় নাই—তার দপ্তর ওয়ারী হিসাব।

২। পদগুলি খালি থাকার কারণ কি ?

ANSWER

১। দপ্তর ভিত্তিক খালি পদের সংখ্যা সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

২। দপ্তর ভিত্তিক পদগুলি খালি থাকার কারণ সঙ্গীয় তালিকায় ৪ নং কলমে প্রদত্ত হইল।

Sl. No.	Name of Department	No. of post(s) vacant	Reasons thereof
1.	Governor's Secretariat	4	Reasons for not filling up are several—
2.	Civil Secretariat	29	(i) Procedural delays in appointment.
3.	Education Department	485	(ii) Non-availability of suitable Persons.

Sl. No.	Name of Department	No. of post(s) vacant	Reasons thereof
4.	Hoalth & Family Planning Department	437	(iii) Non-finalisation of recruitment rules which are statutory.
5.	Public Works Department	273	(iv) Non-joining of the U.P.S. C. nominee etc.
6.	Animal Husbandro & Voty. Services Deptt.	163	
7.	Police Organisation.	164	
8.	Forest Department.	179	
9.	Department of Industries	87	
10.	Gauhati High Court (Agartala Bench)	1	
11.	Rehabilitation Department.	4	
12.	Settlement & Land Records Departments.	4	
13.	Printing & Stasionery Department,	29	

Sl. No.	Name of Department	No. of post(s) vacant	Reasons thereof
14.	Directorate of Welfare for Sch. Castes and Sch. Tribes.	7	
15.	Office of the Assistant Transport Commiisioner, Tripura.	6	
16.	Food & Civil Supplies Department.	11	Reasons for not filling up are several—
17.	Department of Labour.	2	(i) Procedural delays in appointment, (ii) Non-availability of suitable persons
18.	Fire Service Organisation.	4	(iii) Non-finalisation of recruitment rules which are statutory
19.	District Registrar, West Tripura District.	3	(iv) Non-joining of the UPSC nominee etc.
20.	District & Sossions Judge.	6	
21.	Public Relations & Tourism.	24	
22.	Pancaayat Raj Departmont.	7	
23.	Evaluation Organisation.	2	

Sl. No.	Name of Department	No. of post(s) vacant	Reasons thereof
24.	Statistical Department.	4	
25.	Jail Department.	8	
26.	Co-operative Department.	18	
27.	Election Eepartment.	3	
28.	Directorate of Pilot Research Project in Growth Centre.	2	
29.	Directorate of Manpower Planning & Employment.	3	
30.	Districts Administration.	37	
31.	Agriculture Department.	227	

UNSTARRED QUESTION NO. 139.

By—Shri Purna Mohan Tripura,
Shri Anil Sarkar,
Shri Manindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be please to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে প্রাইমারী নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল কয়টি আছে, যেখানে একজন শিক্ষক নিযুক্ত আছে, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব, এবং

২। এই স্কুলগুলিতে সরকার আর একজন করে শিক্ষকের ব্যবস্থা করবেন কি ?

ANSWER

১। প্রাইমারী—১১২ নিম্ন বুনিয়াদী—৫৬৩

———	প্রাঃ	নিঃ বুঃ		প্রাঃ	নিঃ বুঃ
সদর	৩২	৮৯	সোনামুড়া	৮	২৭
খোয়াই	১৫	৬৮	উদয়পুর	১৭	৪২
কমলপুর	১৭	২৭	অমরপুর	১৬	৫৫
কৈলাসহর	১৪	৮১	বিলোনীয়া	১৫	৬৩
ধর্মনগর	২৭	৭৬	সাব্রুম	১৪	৩৫

২। প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদি স্কুলে শিক্ষক-ছাত্র ১:৪০ অনুপাতে শিক্ষক দেওয়া হয়। যদি স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, প্রয়োজন ভিত্তিক অতিরিক্ত শিক্ষক দেওয়া হইয়া থাকে।

UNSTARRED QUESTION NO. 118

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

QUESTION

১। ১৯৭২এর কোন মাসে কতজন বেকার যুবককে শিক্ষা দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে ;

২। তাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

৩। যারা শিক্ষা দপ্তরে Contingent Employee হিসাবে আছেন তাদের মধ্য থেকে কত জনকে regular establishmentএ নিয়োগ করা হইয়াছে ?

ANSWER

১। জানুয়ারী মাসে ৩ জন

জানুয়ারী	মাসে	৩	জন
ফেব্রুয়ারী	,,	২০	,,
মার্চ	,,	৩৬০	,,
এপ্রিল	,,	৭	,,
মে	,,	২	,,
জুন	,,	৩	,,
সেপ্টেম্বর	,,	১	,,

মোট—৩৯৬ জন

২। ধর্ম্মনগর — ৪১

কৈলাসহর— ২৮

কমলপুর — ২০

খোয়াই — ৩৫

সদর — ১৭০

উদয়পুর — ২৭

অমরপুর — ৬

সোনামুড়া — ২৪

বিলোনিয়া — ৩১

সাব্রুম — ১৪

————

৩১৬

৩। ৪১ জন

এ ছাড়াও ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে জানুয়ারীতে ২ জন, ফেব্রুয়ারীতে ১ জন এবং এপ্রিলে ২ জনকে গেজেটেড পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১ জন ত্রিপুরার অধিবাসী।

UNSTARRED QUESTION NO. 120.

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

QUESTION

১) এ বছর ত্রিপুরায় কতটি নূতন গেজেটেড অফিসারের পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং কতজন নূতন গেজেটেড অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন অথবা প্রমোশন পেয়ে ঐ পদে উন্নীত হয়েছেন তার দপ্তর ভিত্তিক বিবরণ ; এবং

২) গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা বেড়ে থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

১। তথ্যাদি সংলগ্ন তালিকায় প্রদত্ত হইল।

২। ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হওয়ায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে এবং শাসন ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আপাততঃ ৮৩টি নূতন গেজেটেড অফিসারের পদ এই বৎসর সৃষ্টি করা হইয়াছে।

STATEMENT.

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 120.

By—Shri Ajoy Biswas.

Sl. No.	Name of Department	No. of post(s) created during 1972.	name of officer(s) appointed	promoted.
1.	Statistical Department.	1	—	—
2.	Industries Department, (Handicrafts)	1	1	

1	2	3	4	5
3.	Education Department,	1	—	—
4.	Public Works Department.	7	4	
5.	Medical & Public Health Department.	10	10	
6.	Office of the Registrar, Co-operative Societies.	2	—	—
7.	Food & Civil Supplies Directorate.	2	2	—
8-	Education Department.	2	1	—
9.	Governor's Secretariat.	1	1	—
10.	Directorate of Welfare for Sch. Caste & Sch. Tribes.	9	—	—
11.	Agriculture Directorate.	3	—	—
12.	Police Department.	7	2	—

1	2	3	4	5
13.	District Administration.	81	31	—
14.	Law Department.	1	—	—
15.	Civil Seretariat.	5	1	
		——	——	——
		83	53	

Steps are being taken to fill up the remaining posts.

UNSTARRED QUESTION NO. 132.

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১) সদর কাতলা মারা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও আসারাম বাড়ী এস, বি, স্কুল সম্পর্কে সম্প্রতি সরকার শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি ;

২) যদি পেয়ে থাকেন, ঐ অভিযোগের মর্ম ;

৩) ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ?

ANSWER

১) হাঁ।

২) স্কুল সমূহের বিভিন্ন সমস্যাবলী।

৩) সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 308.

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। হরিজন সেবক সংঘ Education Department থেকে কোন টাকা পায় কি না ;

২। পেলে কোন্ Scheme বাবদ পায় এবং ১৯৬৭ সাল থেকে তার বছর ভিত্তিক পরিমান ;

৩। হরিজন সেবক সংঘে দেয় টাকার কোন Audit হয় কি না ; Audit হলে ১৯৬৭ সাল থেকে বছর ভিত্তিক Audit report.

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 190.

By—Shri Sudhanwa Deb Barma:

Will the Hon'ble Ministea-in-charge of the Education Dnpartment be please to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ প্রাথমিক স্কুলে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মহকুমা ভিত্তিক ঐ সকল স্কুলের নাম ; এবং

২। এই ব্যবস্থা কবে থেকে চালু হয়েছে ?

ANSWER

১। }
২। } তথ্য সংগীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল ।

ক্রমিক নং	যে সকল স্কুলে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।	যে বৎসর হইতে চালু করা হইয়াছে।
(১)	(২)	(৩)

ধর্মনগর মহকুমা

১।	ভাইসাম নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৯৬৬ ইং
২।	তাংবুন ,, ,,	
৩।	জমপুই ,, ,,	
৪।	সামান লুংসাং প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৫।	বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৬।	লুংথিরেক প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৭।	পাইথা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৮।	মুমপুই নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	

	১	২	৩
৯।	মাংচুয়াং নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়		,,
১০।	লাকসি ,, ,,		,,
১১।	ফুলফুংমেই ,, ,,		,,
১২।	সাখান খেবমুল নি: বুনিয়াদি বিদ্যালয়		,,
১২।	লাংসাং ,, ,,		,,
১৪।	সাকাইবাড়ী ,, ,,		,,
১৫।	খেদাপছড়া দুইগাংগা নি: বুনিয়াদি বিদ্যালয়		,,
১৬।	সুবল প্রাথমিক বিদ্যালয়		,,

১ নং হইতে ১৬ নং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের লুসাই ভাষার মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে শিক্ষাদান করা হয়।

১৭।	তিলতই দিজাগা নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৯৭১ ইং
১৮।	লক্ষ্মীপুর (রাজনগর) উঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১৯৭১ ইং

১৭ ও ১৮ নং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে শিক্ষাদান করা হয়।

কৈলাসহর মহকুমা

১৯।	রাইসিং চৌধুরী পাড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৯৭১ ইং
২০।	সাইদাছড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৯৭১ ইং

কমলপুর মহকুমা

২১।	বলরাম বাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৬৩ ইং
২২।	বাগাইছড়ি নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৯৬৯ ইং
২৩।	কাঠালবাড়ী ,, ,,	১৯৬৯ ইং
২৪।	ডাকুনাছড়া ,, ,,	১৯৭০ ইং

১	২	৩
২৫। শিকারীবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৯৭২ ইং
খোয়াই মহকুমা		
২৬। খাকছায়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়		১৯৭২ ইং
২৭। যজ্ঞকুরো ,,	,,	,,
২৮। পদ্মমোহন বাড়ী ,,	,,	,,
২৯। দুর্গাধন বাড়ী ,,	,,	,,
সদর মহকুমা		
৩০। চাম্পাবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৯৭২ ইং
৩১। বেলবাড়ী ললিতমোহন নিঃ বুঃ বিদ্যালয়		,,
৩২ মনাই নিঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়		,,
৩৩। দেবসিং ঠাকুর পাড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়		,,
৩৪। কালামতি প্রাথমিক বিদ্যালয়		,,
৩৫। কামুরাম পাড়া নিঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়		,,
৩৬। কেন্দ্রাইছড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়		,,
৩৭। শকটরাম পাড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়		,,
৩৮। অর্জুন ঠাকুর পাড়া নিঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়		,,
৩৯। নবচন্দ্র চৌধুরী পাড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়		,,
৪০) লাছিয়াছড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়		১৯৭২ ইং
৪১) বংমালা ,,	,,	,,
৪২) পূর্ব্বপদ্মনগর ,,	,,	,,
৪৩) বাঁশতলী ,,	,,	,,

১	২	৩
	সদর মহকুমা	
৪৪)	বংশীবাড়ী ,, ,,	,,
৪৫)	জুই পাথর ,, ,,	,,
৪৬)	বিশ্বমনী বীণাপানি নিঃ বুঃ ,,	,,
৪৭)	বেলকাং বাড়ী ,, ,,	,,
৪৮)	শম্ভুচরণ পাড়া ,, ,,	১৯৭০ ইং
৪৯)	কুমারী পাড়া ,, ,,	,,
৫০)	সুনাচরণ পাড়া ,, ,,	,,
৫১)	কাশীনগর ,, ,,	,,
৫২)	রামনগর (কামাক্ষা ঘাট) নিম্ন বুঃ বিদ্যালয়	,,
৫৩)	লেফুংগা নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	,,
৫৪)	দেবতাবাড়ী ,, ,,	,,
৫৫)	সিপাই বাড়ী ,, ,,	,,
৫৬)	মুসরাই পাড়া ,, ,,	,,
৫৭)	শঙ্কর সেনাপতি পাড়া নিঃ বুঃ ,,	,,
৫৮)	রতনপুর নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	,,
	উদয়পুর মহকুমা	
৫৯)	ছাইমারোয়াবাড়ী নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৯৭২ ইং
৬০)	কাইফেংমুসাইবাড়ী ,, ,,	,,
৬১)	কালানথাই বাড়ী ,, ,,	,,
৬২)	চম্পাছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	,,
৬৩)	ছাইখরিয়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয় নং ২	,,

১	২	৩
	উদয়পুর মহকুমা	
৬৪)	মিথুনহেবাড়ী নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৯৭২ইং
৬৫)	থাইছচোং বাড়ী ,, ,,	,,
৬৬)	কৃষ্ণভক্ত বাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়	,,
৬৭)	মহারাণী কলোনি নিঃ বুঃ ,,	,,
৬৮)	মহারাণী লাতাহাম পাড়া নিঃ বুঃ ,,	,,
৬৯)	দেবতামুড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	,,
৭০)	ফুটামাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়	,,
৭১)	তুলসীরাম বাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়	,,
৭২)	রাইয়াছড়া পাড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যাল	,,
	অমরপুর মহকুমা	
৭৩)	মেলারাই বাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৭০ ইং
৭৪)	সোনাছড়া ট্রাইবেল মডেল কলোনি নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	,,
৭৫)	বুরবুরিয়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	,,
	বিলোনিয়া মহকুমা	,,
৭৬)	বিনয়প্রসাদপাড়া নিঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১৯৭২
৭৭)	কৃষ্ণরাম পাড়া ,, ,,	,,
	সাবরুম মহকুমা	
৭৮)	ফুলছড়ি নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৯৭২ ইং
৭৯)	গোবিন্দ সরদার পাড়া নিঃ বুঃ বিদ্যালয়	,,

১	২	৩
সোনামুড়া মহকুমা		
৮০)	মানরাম চৌধুরী পাড়া নিঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৯৭১ ইং
৮১)	পদ্মলোচন পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	,,
৮২)	চৌমুহনি নিং বুনিয়াদি বিদ্যালয়	,,

UNSTARRED QUESTION NO. 191.

By—Shri Sudhanwa Deb Barm.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supply Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ১৯৭২-এ পর্যন্ত কত সুতা ত্রিপুরায় আমদানী হয়েছে ?

২) যে সকল এজেন্ট মাধ্যমে ঐ সুতা আমদানী হয়েছে তাদের নাম ও কার মাধ্যমে কত সুতা আমদানী হয়েছে তার হিসেব , এবং

৩) ঐ আমদানীকৃত সুতার carrying agent দের নাম ও ঠিকানা ?

ANSWER

১ ।
২ । তথ্য সংগ্রহাধীন ।
৩ ।

UN-STARRED QUESTION NO. 192.

By—Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to stote :—

QUESTION

১) ১৯৭২ সনে ত্রিপুরা বাংলাদেশ বর্ডারে চোরাই মাল সন্দেহে কোন্ কোন্ জিনিষ কত পরিমাণে ধরা পড়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ? এবং

২) এই সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা।

ANSWER

১) চোরাই চালানের সময় ১৯৭২ সালে বাজেয়াপ্ত কৃত জিনীষের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহকুমার নাম	বাজেয়াপ্ত কৃত জিনিষের নাম	
১। সদর	১। জিরা—	১১০ কেজি
	২। সাড়ী—	৯ জোড়া
	৩। তাঁতের সূতা—	১০৮ বাণ্ডিল
	৪। চিনি—	১০ কেজি
	৫। সুপারী—	৭ কেজি
	৬। ডিম—	২ বাক্স

১	২	
	৭। শুকনোমাছ—	৭ টিন
	৮। তামার তার—	২ বাণ্ডিল
	৯। সুতা—	৯ প্যাকেট
২। খোয়াই	১। সরিসার তৈল—	৯০ কেজি
	২। সুপারী—	৪৭ ,,
	৩। কাপড় ধোয়ার সাবান—	৩৫ ,,
	৪। পুরাতন সাইকেল—	১ টি
	৫। বিড়ি—	৪৭'৫০০ টি
	৬। শুকনো মরিচ—	৩৫ কেজি
	৭। রসুন—	২৬ ,,
	৮। নারিকেল—	১৫ ,,
	৯। ডালডা—	৫ ,,
	১০। চিনি—	৫ ,,
৩। সোনামুড়া	১। পাউডার দুধ—	২৩ কেজি
৪। বিলোনীয়া	১। বিড়ি—	৪০; ৫০০ নং
	২। জিড়া—	৫৫ কেজি
	৩। শুকনা মরিচ—	১৫ ,,
	৪। লুঙ্গি—	২ নং
	৫। তুলার সুতা	২ নং বাণ্ডিল

১ ১

৬।	গোলমরিচ—	২০ কেজি
৭।	দারচিনি—	২ ,,
৮।	সাইকেল—	১ নং
৯।	চা—	১১ কেজি
১০।	সুপারী—	৫০ ,,
১১।	সরিষার তৈল—	৩২ লিটার
১২।	সার্ট—	২ জোড়া
১৩।	রুমাল—	২ ,,
১৪।	গামছা—	২ ,,
১৫।	মগ—	১ ,,
১৬।	বাঁশ—	২৪ বাণ্ডিল
১৭।	চিনি—	৩৩৬ কেজি ৫০০ গ্রাম
১৮।	গমের মেশিনের যন্ত্রাংশ—	৫ নং
১৯।	সেলাই কলের সূতা—	২৫ ফুট
২০।	নারিকেলের দড়ি—	১৫ কেজি
২১।	রসুন—	৬ কেজি
২২।	মেছ লাইট—	১½ গ্রোস
২৩।	সিমেন্ট—	৪ বেগ
২৪।	কেরোসিন—	১৩০ লিটার
২৫।	গুঁড়া দুধ—	৪ কেজি

১	২	
	২৬। ব্লেড—	২৩,৭০০ নং
	২৭। সাইকেলে টায়ার—	৭ নং
	২৮। ব্লেমোইড পাউডার—	৩ প্যাকেট
৫। সাব্রুম	১। বিড়ি—	১৩৩৬৫০০ নং
	২। চিনি--	১১৯৩ কেজি
	৩। শুকনো মাছ—	২৬৪ ,,
	৪। জিরা—	৬১৬ ,,
	৫। চা	৪৫৫ ,,
	৬। চাউল—	৫২০ ,,
	৭। পোষাক—	১,০৪০ টাকা
	৮। সূতা, ব্লেড ও মনোহারী জিনিস—	৯৯১১ টাকা
৬) কমলপুর	১) পিতলের কলস পাত্র—	৪৭ কেজি
	২) বিড়ি—	২১৬৫০০ নং
৭) কৈলাসহর	১) বিড়ি—	৫০০০০ নং
	২) চিনি—	২০ কেজি
	৩) সুপারী—	১০ কেজি

২। ধৃত ব্যক্তিদের নাম এবং ঠিকানা নীচে প্রদত্ত হইল।

১)	মোহাম্মদ এক্রামুল হক	বাংলাদেশ
২)	নীরোদ বরণ দেবনাথ	বনমালীপুর, আগরতলা।
৩)	স্বপন চক্রবর্ত্তী	টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা।
৪)	ইদন সাহা	বাংলাদেশ
৫)	মুচলি উদ্দিন	,,
৬)	আবদুল সাহিদ	,,
৭)	মন্নার আলী	,,
৮)	আবদুল করিম	,,
৯)	লক্ষণ প্রসাদ কৈর	,,
১০)	বিধুভূষণ দেবরায়	ভারতীয়
১১)	পুলিন বিহারী দেব	,,
১২)	মহাবুর রহমান	বাংলাদেশ
১৩)	আবদুল লতিফ	,,
১৪)	আবদুল গফুর	,,
১৫)	মহিউদ্দিন	,,
১৬)	নূর আমেদ	,,
১৭)	আবদুল কুলাম	,,
১৮)	মজিবুল ইসলাম	,,
১৯)	আবদুল রোফ্	,,
২০)	আবদুল হক্	,,
২১)	জাফর আমেদ	,,
২২)	রাহুল আমিন	,,

২৩)	আবদুল গফুর	বাংলাদেশ
২৪)	কবীর আহম্মেদ	
২৫)	আমীনুল হক	
২৬)	মনির আহম্মেদ	
২৭)	মহাম্মেদ আলি	
২৮)	নিত্যরঞ্জন কর্ম্মকার	
২৯)	আবদুল ফারুক	
৩০)	সামসুল হক	
৩১)	সফিউল্লা	
৩২)	অবেদুল আলী	
৩৩)	জামালোদ্দিন	
৩৪)	নজ্রুল করিম	
৩৫)	ফিরোজ মিঞা	
৩৬)	আবুবসার	
৩৭)	নেপাল রায়	
৩৮)	অটল দেবনাথ	রাধানগর, (থানা—পি, আর, বাড়ী)
৩৯)	নারায়ণ সাহা	বেতাগা (থানা বাইকুরা)
৪০)	নির্ম্মল সাহা	
৪১)	গৌরাঙ্গ মজুমদার	বল্লমুখ (থানা বিলোনীয়া)
৪২)	মঙ্গল মজুমদার	বল্লমুখ, (বিলোনীয়া)
৪৩)	শ্রীদাম দেবনাথ	

৪৪)	নিখিল দাস	বল্লমুর বিলোনীয়া
৪৫)	নারায়ণ নন্দী	,, ,,
৪৬)	গৌরাঙ্গ দেবনাথ	,, ,,
৪৭)	রসরাজ দেবনাথ	,, ,,
৪৮)	মোহান্ত চৌধুরী,	ডোল বাড়ী (থানা সাব্রুম)
৪৯)	হেমন্ত চক্রবর্ত্তী সাব্রুম	,,
৫০)	সুকুমার দেব, কৈলাসহর টাউন	(থানা কৈলাসহর)
৫১)	বুলু মিঞা	বাংলাদেশ
৫২)	তাহের আহম্মেদ	,,
৫৩)	আবদুল করিম	,,
৫৪)	হরি দেবনাথ	,,
৫৫)	বাদসা মিঞা	,,
৫৬)	নুরুল মিঞা	,,
৫৭)	সুজা মিঞা	,,
৫৮)	আবদুল রসিদ	,,
৫৯)	মাসিন মিঞা	,,
৬০)	সাতু মিঞা	,,
৬১)	আবদুল মন্নান	,,
৬২)	ইউনিস মিঞা	,,
৬৩)	বাহার মিঞা	,,
৬৪)	ত্রিপত ত্রিপুরা	,,
৬৫)	ভবেন্দ্র ত্রিপুরা	,,
৬৬)	তাজুল হক	,,

৬৭) মোহাম্মদ ইদ্রিস ,,

৬৮) রফিকুল আহমেদ ,,

৬৯) নির্মল কান্তি দে ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 193

By—Shri Sudhanwa Deb Barma.

Will Hon'ble Minister-in-charge of Civil Supply Deptt. be pleased to state—

QUESTION

1) What are the commodities enlisted in the list of "Essential Commodity" in Tripura what are the commodities brought under Control ?

and

2) What quantity of each of these controlled commodities were imported in Tripura in 1972 ?

ANSWER

1) (a) As per Section 2 of the Bssential Commodities Act, 1955 the following classes of article are declared as Essential Commopities throughout Indian inclnding Tripura

i) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates ;

ii) coal, includingcoke and other derivatives ;

iii) component parts and accessories of automobiles ;

iv) cotton and woolen textiles ;

v) foodstuffs, including ebible oilseeds and oils ;

vi) iron and steel, including manufactured products, of iron and steel ;

vii) paper including newsprint, paper board and straw board ;

viii) petroleum and petroleum product ;

ix) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed ;

x) raw jute ;

xi) jute Textiles ;

xii) Drugs ;

xiii) non-ferrous metals ;

xiv) Organic heavy chemicals ;

xv) inorganic heavy chemicals ;

xvi) cinema fiims (Raw) ;

xvii) warp knitting machines including Raschael knitting machines worked by power :

xviii) embroidery machines, other than sewing type of embroidery machinet, worked by power and used for decorating the textile fabrics with designs formed with any type of tread by the help of needles ;

xix) lace making machines worked by power and used for production of fabrics of open mesh or net formed by crossing and inter-twisting threads ; and

xx) machines worked by power and used for printing of the cloth by means of engraved rollers or screens ;

xxi) cinema carbons ,

xxii) cement ;

xxiii) textiles made from silk ;

xxiv) textiles made wholly or in part from man-made cellulosic and non-cellulosic spun fibres, and

xxv) tetiles made wholly or in part from man-made cellulosic and non-ceilulosic filament yarns ;

xxvi) spinibg frames ;

xxvii) powerlooms ;

xxviil) side frames of powerlooms ;

xxix) spare parts of—spinning fremes, powerlooms and side frames of powerlooms ;

xxx) soap ;

xxxi) maches ;

xxxii) cycle tyres and tubes (including cycle riskshaw tyres and tubes)

xxxiii) General lighting service lamps ;

xxxiv) fluorescent tubes ;

xxxv) ferro-silicon ;

xxxvi) ferrow-chrome ;

xxxvii) ferro-vanadium ;

xxxviii) ferro-phosphorus ;

xxxix) ferro-molybdenum ;

xxxx) ferro-tungsten :

xxxxi) ferro-manganese ;

xxxxii) ferro-titanium ;

xxxxiii) ferrous-scrap containing more than (b) 0.50 percent Nickel or (b) 0.20 percent Molybdenum or (c) 1.00 percent tungsten or (d) 0.20 percent vanabium or (e) 1.00 percent cobalt ;

xxxxiv) soda ash ;

xxxxv) Dry cells for torches ;

xxxxvi) Hurricane lanterns.

b) There is no commodity in Tripura that is fully controlled.

2. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 235

By—Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

QUESTION

১) কণ্টিনজেণ্ট অথবা দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কতজন কর্ম্মচারী ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করে।

২) তন্মধ্যে কতজন তৃতীয় শ্রেণীর কতজন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কতজন কাজ করে।

৩) উক্ত কণ্টিনজেণ্ট বা দৈনিক হাজিরার কর্ম্মচারীদের নিয়মিত করার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ?

ANSWER

১) ১,৮২৫ জন লোক কণ্টিনজেণ্ট অথবা দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করিতেছে। উহার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২) তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ১৬৬ জন ও চতুর্থ শ্রেণীর ১,৬৫৯ জন কাজ করে।

৩) কন্টিনজেন্ট অথবা দৈনিক হাজিরার কর্মীদের নিয়মিত খালি পদ সৃষ্টি হইলে নিয়োগ বিধি অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়মিত পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

Sl. No.	Name of Department	No. of contingent or daily rated employees.	No. of persons working as Class III	No, of persons working as Class IV
1.	Civil Secretariat.	39	1	38
2.	Directorate of Tribal Research.	3	1	2
3.	Directorate of Welfare of Sch. Castes and Sch. Tribes.	12	—	12
4.	Public Works Department.	25	—	25
5.	Statistical Department.	1	—	1
6,	Directorate of Food & Civil Supplies (Food Sec.)	20	10	10
7.	Directorate of Animal Husbandry and Vety. Services,	120	—	120
8.	Election Department.	2	1	1
9.	Directorate of Health Services.	55	10	45
10.	Labour Department-	2	1	1
11.	Deptt. of Co-operation,	6	—	6
12.	L. S. G. Department.	2	—	2
13.	Forest Department.	25	—	25
14.	Directorate of Pilot Research			

1	2	3	4	5
	Project in Growth Centres.	2	1	1
15.	Office of the D. M. & Collector, North Tripura Distt.	43	13	30
16.	Directorate of Fire Services.	11	3	8
17.	D. M. & Collector (West Tripura)	58	15	43
18.	Directorate of Panchayate.	32	24	8
19.	Directorate of Public Relations and Eourism.	26	—	26
20.	Education Deparment.	521	—	521
21.	Directorate of Settlement and Land Records.	9	—	9
22.	Printing & stationary Deptt.	16	15	1
23.	Governor's Secretariat.	1	—	1
24.	Refugee Relief Department.	34	9	25
25.	Agriculture Department.	316		
26.	D. M. & Collector (South Tripura).	37	1	36
27.	District Registrar (West Tripura).	3	—	3
28.	Inspector General of Police.	306	—	306

29.	Directorate of Village Industries and Handicrafts.	37	13	24
30.	Employment Exchange Org.	3	4	2
31.	Directorate of Industries.	58	4	54
	TOTAL :	1,825	166	1,659

UNSTARRED QUESTION NO. 261.

By—Shri Samar Choudhury

QUESTION

গত ১লা এপ্রিল ১৯৭২ হইতে ৩১শে অক্টোবর ১৯৭২ পর্যন্ত ত্রিপুরা বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের আঞ্চলিক সরকারী সফরে কোন্ মন্ত্রী বাবদ কত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার পৃথক পৃথক হিসাব।

ANSWER

১।	শ্রী, এস, এম, সেনগুপ্ত চীফ মিনিষ্টার—	কিছুই না
২।	শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী অর্থ মন্ত্রী—	৩৬৪·২৫
৩।	শ্রীমনোরঞ্জন নাথ স্বাস্থ্য মন্ত্রী—	৪৭০·০০
৪।	ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস বন মন্ত্রী—	১২১০·২৫
৫।	শ্রীহরিচরণ চৌধুরী উপজাতি মন্ত্রী—	১২৮০·৭৫
৬।	শৈলেশ চন্দ্র সোম উপমন্ত্রী, শিক্ষা	৪৯৩·৫০

৭। মনসুর আলী
উপমন্ত্রী, কৃষি ৮৯১·২৫

৮। শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী
উপমন্ত্রী, সমাজ শিক্ষা ৪৩৪·৭৫

UNSTARRED QUESTION NO. 256.

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTION

১) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় যে সব Senior Basic School কে High School এ এবং যে সব Junior Basic School কে Senior Basic এ উন্নীত করনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মহকুমা ভিত্তিক সেই সব স্কুলের নাম এবং উহাদের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা কত ?

ANSWER

১) বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 324.

By—Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন ডেপুটেসানিষ্ট অফিসার আছেন ?

২) তাঁদের প্রত্যেকের নাম, কোন পদে চাকুরী করিতেছেন এখানে কত বেতন পাইতেছেন এবং ডেপুটেশান এলাউন্স কত পাইতেছেন ?

ANSWER

১) ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৫২ জন ডেপুটেসনিষ্ট অফিসার আছেন।

২) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

STATEMENT SHOWINC THE NAMSS, DESIGNATION; PAY & DEPUTATION ALLOWANCE OF DEPUTATION IN TRIPURA.

Sl. No.	Name and Deslgnation of deputationists.	Pay	Deputation allowance.	Remarks
1	2	3	4	5
	CIVIL SECRETARIAT, TRIPURA			
1.	Shri S. Chakraborty, Judicial Secretary.	Rs. 1,500.00	Rs. 36.00	The officers drew deputation allowance at the rate mentioned agaist their names upto 27.10.72. Further continuances of deputation allowsance beyond 27.10.72 is under consideration of Governmet as Govt. of India
2.	„ R. Badrinath, Joint Secretary,	Rs. 900.00	Rs, 270 00	
3.	„ A. Bhattacharjee, Under Secretary (Law)	Rs. 1,150 00	Rs. 345.00	

1	2	3	4	5
4.	Shri S. K. Das Purkayastha, Finance Officer.	Rs. 500.00	Rs. 150.00	communicated similar terms of deputation to IAS(UT)/IPS (UT) officers.
5.	,, M. Bhattacherjee Accountants Officer.	Rs. 300.00	Rs. 90.00	Also entitled to concessional rent free accommodation.
	OFFICE OF THE D. M. & COLLECTORS			
6.	Shri Ganga Dass, D. M. & Collector (South)	Rs. 900.00	Rs. 270.00	
7.	,, Ashok Nath, D. M. & Collector (West)	Rs. 900.00	Rs. 270.00	
	POLICE DEPARTMENT			
8.	Shri B. K. Mukherjee, Inspector General of Police, Tripura.	Rs. 1,600.00	Under consideration.	
9.	,, P. S. Bewa, Supdt. of Police, West Tripura District.	Rs. 860.00		
10.	,, Kartar Singh, Addl. I. G. P.	Rs. 820.00		

1	2	3	4	5
11.	Shri P. K. Roy Mukherjee, Asstt. Comdt. TAP Bn.	Rs 690.00		Under consideration
	REFUGEE RELIEF DEPARTMENT			
12.	Shri A. K Shome, Account Officer.	Rs. 701.00	Rs. 112.50	
13.	,, S. B. Choudhury, Account Officer.	Rs. 682.00	Rs. 108.00	
14.	,, N. C. Paul, Account Officer.	Rs. 762.00	Rs. 117.00	
15.	,, R. N. Choudhury, Account Officer.	Rs. 745.00	Rs. 120.00	
	EDUCATION DEPARTMENT			
16.	Shri B. K. Nandy, Account Officer.	Rs. 590.00	Rs. 177.00	
	COOPERATIVE DEPARTMENT			
17.	Shri J. M. Das, Account Officer,	Rs. 865.00	Rs. 240.00	
	AGRICULTURE DEPARTMENT			
18.	Shri Biditmoy Das,			

1	2	5	4	5
	Accounts-cum- Administrative Officer.	Rs. 62 .00	Rs. 186.00	
	ANIMAL HUSBANDRY & VETY SERVICES			
19.	Shri A. R. Chakraborty, Accounts Officer.	Rs. 800.00	Rs. 240.00	
	FOREST DEPARTMENT			
20.	Shri M. Gangopadhya. Asstt. Engineer,	Rs. 325.00	nil	
	PUBLIC WORKS DEPARTMENT			
21.	Shri T. S. Vedagiri, Chief Engineer & Secretary.	Rs. 1,800.00	Rs. 360.00	
22.	„ O. P. G el, 2nperintendent Surveyor of Works. (Civil)	Rs. 1,508 00	nil	
23.	„ N. Veerabadhu, Svperintendin8 Engineer (Civil).	Rs. 1,500.00	nil	
24.	„ R. K. Roy Choudhury, Supzrintending Fngineer (Elec)	Rs. 1,300.00	Rs. 360,00	

1	2	3	4	5
25.	,, S. Ganeean, Surveyor of Works (Civil).	Rs. 740.00	Rs. 222 00	
26.	,, S. G. Balasubrahmanian, Surveyor of Works (Civil).	Rs. 740 00	Rs. 222.00	
27.	,, J. N. Sendhi, Surveyor of Works (Civil).	Rs. 700.00	Rs. 210.00	
28.	,, O. P Join, Surveyor of Works (Civil).	Rs. 1'060.00	Rs. 318.00	
29.	,, N. D. Gupta, Surveyor of Works (Elac).	Rs. 1,050.00	nil	

PUBLIC WORKS DEPARTMENT (CONTD)

1	2	3	4	5
30.	Shri P. K. Ratho, ,, Executive Engineer, (Civsl)	Rs. 740.00	Rs. 222.00	
31.	,, J. P. Singhal. Executive Engineer, (Civil)	Rs. 700,00	Rs. 210.00	

1		2	3	4	5
32.	„	J. M. Laul, Ezecutive Engineer, (Civil)	Rs. 700.00	Rs. 210.00	
33.	,,	D. R. Sircar, Eeecntive Engineer, (Civil)	Rs. 820.00	nil	
34.	„	S. R. Narasimhan, Executive Engineer; (Elec)	Rs. 870.00	nil	
35,	,,	B. V. Narayana-suamy, Executive Engineer, (Civil)	Rs. 845.00	Rs. 253.50	
36.	„	M.V. Chandrasekhar, Executive Engineer, (Civil)	Rs. 845.00	Rs. 253.50	
37.	,,	R. V. Godbole, Asstt. Executive Enoineer,/ASW (Civil)	Rs. 635.00	Rs. 190.50	
38.	,,	V. K. Gupta, Asstt. Executive			

1		2	3	4	5
		Engineer,/ASW (Civil)	Rs. 600.00	Rs. 180.00	
39.	,,	B. S. Murthy, Asstt. Executive Engineer,/ ASW (Civil)	Rs. 635.00	Rs. 190.50	
40.	,,	K. K. Aneja, Asstt. Executive Engineer, (Elec)	Rs. 635.00	Rs. 190.50	
41.	,,	S. G. Chakraborty, Asstt. Engineer (Civil)	Rs. 740.00	nil	
42.	,,	R. C. Gilotra, Asstt. Engineer, (Civil)	Rs. 530.0	Rs. 159,00	
43.	,,	A. B. L. Gupta, Asstt. Engineer, (Civil)	Rs. 500.00	Rs. 150.00	

1	2	3	4	5
44. ,,	K. Sreenivasaiah, Asst. Engineer, (Civil)	Rs. 650·00	Rs. 195·00	
45. ,,	S. C. Datta, Asst. Engineer, (Civil)	Rs. 590·00	Rs. 177·00	
46. ,,	S. N. Das Gupta, Asst. Engineer, (Civil)	Rs. 680·00	Rs. 204·00	
47. ,,	M. N. Sen, Asst. Engineer, (Civil)	Rs. 590·00	Rs. 177·00	
48. L.	K. Wasnik, Elect. Engineer, (Civil)	Rs. 400·00	Rs. 120·00	
49. ,,	R. Datta, Asst. Enginaer, (Civil)	Rs. 740·00	Rs. 216·00	
50. ,,	D. K. Basu. Asst. Engineer, (Civil)	Rs. 720·00	Rs. 216·00	

1	2	3	4
51. Shri A. C. Chakraborty, Administrative-cur-Accounts Offiicer,		Rs. 900·00	Rs. Nil
52. ,, H. C. Deb, Accounts Offiicer		Rs. 900·00	Rs. Nil

UNSTARRED QUESTION NO. 340

By—Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

QUESTION

১। এ বছর (১৯৭২-৭৩ ইং আগরতলা প্রি-মেডিকেল কোর্সে, ভর্ত্তির জন্য যে সব শিক্ষার্থীরা নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাদের এইচ, এস/এস, এফ বা সমতুল্য পরীক্ষার নম্বর ও ডিভিশনের বিবরণ ;

২। নির্ব্বাচনের ব্যাপারে প্রার্থী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোন প্রকার বিক্ষোভ আছে কি না ; এবং

৩। বিক্ষোভ থাকিলে কি ধরণের এবং এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

ANSWER

১। তথ্য সঙ্গীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

২। এখন নাই।

৩। কতিপয় ছাত্র প্রায়োপবেশন করিয়াছিল। সরকার সমস্ত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া ৬৮ জনকে ভর্ত্তির জন্য নির্ব্বাচন করেন ; সেই অনুসারে ভর্ত্তি চলিতেছে।

১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী

(প্রশ্ন নং ৩৪০)

ক্রমিক নং	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	হায়ার সেকেণ্ডারী/প্রি ইউনি-ভার'সিটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বর (হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় মোট নম্বর ১০০০এবং প্রি-ইউনিভারসিটি পরীক্ষায় মোট নম্বর ৬৫০)	ডিভিশন
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	শ্রীকালী পদ চৌধুরী	৬৪৫ (এইচ এস)	১ম
২।	,, বিজন কুমার সাহা	৬৪৯ ঐ	১ম
৩।	,, সমীর কান্তি দেব	৫৪০ ,,	২য়
৪।	,, পৃথ্বীশ গুহ	৫৪১ ,,	২য়
৫।	শ্রীমতী মন্দিরা শর্ম্মা	৬৩৪ ,,	১ম
৬।	,, ভারতী ভট্টাচার্য্য	৬২২ ,,	১ম
৭।	শ্রীবিবেকানন্দ মজুমদার	৬৩৮ ,,	১ম
৮।	,, তপন চন্দ্র লস্কর	৫৮৫ ,,	২য়
৯।	,, বিদ্যুৎ কুমার দাস	৪৯৪ ,,	২য়
১০।	অমিতেশ কর	৬৫২ ,,	১ম
১১।	,, অশোক বিজয় সেনগুপ্ত	৫৮৩ ,,	২য়
১২।	শ্রীমতী অর্পনা গোস্বামী	৬৫৪ ,,	১ম
১৩।	,, তনী ভট্টাচার্য্য	৫৪৭ ,,	২য়
১৪।	শ্রীসমীর রঞ্জন দত্ত চৌধুরী	৩১৯ (প্রি, ইউ)	২য়
১৫।	,, অনিল বিকাশ পাল	৬৩৫ (এইচ, এস)	১ম
১৬।	,, রথীন্দ্র লস্কর	৫২৯ ,,	২য়
১৭।	সত্যরঞ্জন দেবশর্ম্মা	৫৪০ ,,	২য়

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৮।	সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী	৫২৫	২য়
১৯।	শ্রীবরদী লাল চক্মা	৪৫০	২য়
২০।	,, অজিত কর	৫৭৫	২য়
২১।	,, দেব প্রসাদ চক্রবর্ত্তী	৫৬৪	২য়
২২।	শান্তিরঞ্জন পাল	৬৫৮	১ম
২৩।	বিধান চন্দ্র রায়	৬৬৮	১ম
২৪।	,, সৌমেন পাল মজুমদার	৬২২	১ম
২৫।	,, রমেন্দ্র লস্কর	৫১৬	২য়
২৬।	,, অরুনাভ সিংহ	৫১৭ ৯০০	২য়
২৭।	,, তপন কুমার চৌধুরী	৫৭৭	২য়
২৮।	,, তরুন পালিত	৬৫৬	১ম
২৯।	,, দ্বিজেন্দ্র দেববর্মা	৪৯২	২য়
৩০।	শ্রীমতী স্বপ্না ভৌমিক	৫৮২	২য়
৩১।	শ্রীমৃনাল ভট্টাচার্য্য	৫৮৮	২য়
৩২।	রজত কান্তি চক্রবর্ত্তী	৬৬০	১ম
৩৩।	,, অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য	৬৪৯	১ম
৩৪।	,, মৃন্ময় দাসশর্ম্মা	৫৯৭	১ম
৩৫।	,, প্রদীপ সরকার	৫২৫	২য়
৩৬।	,, বিজন সাহা	৬২১	১ম
৩৭।	,, নারায়ণ ভৌমিক	৫৫২	২য়
৩৮।	,, গৌতম বসু	৬২১	১ম

(১)	(২)	(৩)		(৪)
৩৯।	,, সঞ্জয় নাথ	৬২০	,,	১ম
৪০।	,, অজয় সাহা	৬৫০	,,	১ম
৪১।	,, রনজিৎ বিশ্বাস	৬৫০	,,	১ম
৪২।	,, কৃষ্ণ পদ দত্ত	৬৬৮	,,	১ম
৪৩।	শ্রীমতী সোমা ঘোষ	৫৭৪	,,	২য়
৪৪।	শ্রীবিনয় বিহারী গোস্বামী	৬ ৮	,,	১ম
৪৫।	বিষ্ণুপদ সাহা	৬১০	,,	১ম
৪৬।	,, অশোক মজুমদার	৬২৫	,,	১ম
৪৭।	,, তপন সাহা	৬৭৬	,,	১ম
৪৮।	,, প্রদীপ কুমার ঘোষ	৬৭৪	,,	১ম
৪৯।	,, দুলাল কান্তি চৌধুরী	৬০২	,,	১ম
৫০।	,, পরিমল চক্রবর্ত্তী	৬৪৬	,,	১ম
৫১।	,, দেব ব্রত রায়	৩৭৩ (প্র. ইউ)		১ম
৫২।	,, সজিৎ সাহা	৬৪৭ (এইস, এস)		১ম
৫৩।	,, নীলরতন মজুমদার	৬৮৫	,,	১ম
৫৪।	,, অজয় কুমার দাস	৫৫২	,,	২য়
৫৫।	,, মানস কুমার ভট্টাচার্য্য	৫৬৭	,,	২য়
৫৬।	,, যুধিষ্ঠির দাস	৫৪০	,,	২য়
৫৭।	,, দিলীপ কুমার ভৌমিক	৬৬৮	,,	১ম
৫৮।	,, সিদ্ধার্থ পুরকায়স্থ	৬০৭	,,	১ম
৫৯।	,, রমেশ চন্দ্র দাস	৫৭৭	,,	২য়
৬০।	,, বিশ্বজিৎ লাল	৫৮৬	,,	২য়

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬১।	,, অশোক কুমার চৌধুরী	৫৭৬ ,,	২য়
৬২।	,, শংকর রায়	৪৪৫/৭০০ (এইস,এস, কেমব্রিজ)	
৬৩।	,, রামদাস ভট্টাচার্য্য	৬২৬ (এইস, এস)	১ম
৬৪।	,, দীপক চক্রবর্ত্তী	৫৪৭ ,,	২য়
৬৫।	,, মোহন নিনান	৩৫৬ (প্র, ইউ)	২য়
৬৬।	,, দীপক সাধন পাল মজুমদার	৬০৮ (এইস, এস)	১ম
৬৭।	,, সোম নাথ ভরদ্বাজ	৫৮৯ ,,	২য়
৬৮।	,, শেখর শীলশর্ম্মা	৫৬৫ ,,	২য়

UNSTARED QUESTION NO. 411

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Educntion Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ট্রিপল বেনিফিট স্কীম চালু হওয়ার পর ত্রিপুরার বে-সরকারী বিদ্যালয়ের কয়জন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেছেন ?

২। এইসব অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে কয়জনের পেনসান এ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে ?

৩। এখনও ফাইনেলাইসড্ হয়নি এমন পেনসান প্রপোজালের সংখ্যা কত ? এইসব প্রপোজাল সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কোন কত তারিখ রিটায়ার করেছেন (বিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষকদের নাম ও রিটায়ারমেণ্টের তারিখ সহ) ?

ANSWER

১। ২৩ জন শিক্ষক।

২। ২ জন শিক্ষককে।

৩। ২১টি।

(ক) নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন।	১। ৺উষারঞ্জন বর্দ্ধন, ৩১।১২।৬৫ ইং
	২। শ্রীউপেন্দ্রকুমার সাহা, ৩১।১২।৬৭ ইং
ঐ, সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিভাগ।	৩। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ৩১।১।৬৭ ইং
(খ) প্রগতি বিদ্যা ভবন।	৪। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৩১।৭।৬৬ ইং
	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, ৩২।৫।৬৯ ইং
ঐ, সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিভাগ।	৬। শ্রীকৃষ্ণপদ শর্মা, ৩১।১২।৬৭ ইং
(গ) ডি. এন, বিদ্যামন্দির।	৭। শ্রীগিরিজানাথ ভট্টাচার্য্য, ২৫।২।৬৬ ইং
	৮। শ্রীসুরেশচন্দ্র কর, ৩১।১।৬৮ ইং
	৯। হরিকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, ৩১।১০।৭১ ইং
(ঘ) বিশালগড় বিদ্যাপীঠ।	১০। শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৮।১।৬৮ ইং
	১১। শ্রীবীরেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী, ৩০।৪।৬৯ ইং
	১২। শ্রীহরিকৃষ্ণ দত্ত, ২৯।৯।৭১ ইং
(ঙ) রানীর বাজার বিদ্যামন্দির।	১৩। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শর্মা, ৩১।১২।৭০ ইং

(চ) রমেশ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।	১৪।	শ্রীদীনবন্ধু মজুমদার, ৩১।১২।৭০ ইং
	১৫।	শ্রীএলাহী বক্স, ৩১।১২।৭১ ইং
(ছ) আর, কে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	১৬।	শ্রীরাধিকারঞ্জন শর্মা, ৩১।১২।৭০ ইং
(জ) প্রাচ্য ভারতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭।	শ্রীজগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩১।১০।৭১ইং
	১৮।	শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ২৯।২।৭২ ইং
(ঝ) হরচন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।	১৯।	শ্রীসুখদারঞ্জন পুরকায়স্থ, ৩১।৫।৬৯ ইং
(ঞ) এম, জি, এম সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক	২০।	শ্রীঅখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩১।১।৬৯ ইং
	২১।	শ্রীইন্দ্রেশ্বর সাহা, ৩১।১।৭২ ইং

UNSTARRED QUESTION NO. 439

By—Sri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be please to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরায় কোন মাদ্রাসা আছে কিনা ;

২। থাকিলে কোন সাব-ডিভিশনে কয়টি এবং ঐ মাদ্রাসার বাবত সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় কিনা ; এবং

৩। হইলে কোন মাদ্রাসায় বাৎসরিক কত দেওয়া হয় ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। কৈলাসহরে ৭টি এবং ধর্মনগরে ৪টি। এই মাদ্রাসাগুলিকে Graint-in-aid rules অনুসারে অনুদান দেওয়া হয়।

৩। কৈলাসহর মহকুমা

১।	রাংগাউটি মাদ্রাসা—	টা ৬০০০০০
২।	গৌরনগর মাদ্রাসা—	টা ৬০০০০০
৩।	ইরাণী মাদ্রাসা—	টা ৬০০০০০
৪।	টীলাবাজার সিনিয়র মাদ্রাসা—	টা ১২০০০০০
৫।	কাছের গুল মকতব—	টা ৬০০০০০
৬।	কোব্জহার মাদ্রাসা—	টা ৬০০০০০
৭।	ইয়াজী পাওরা প্রাইমারী মাদ্রাসা—	টা ৬০০০০০

ধর্মনগর মহকুমা

১।	ফুলবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসা—	টা ১৫০০০০০
২।	কুর্ত্তী মাদ্রাসা—	টা ১৫০০০০০
৩।	ঝরঝেরী ইসলামিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা—	টা ১২০০০০০
৪।	বিলথৈ রফি-উল আসেথ আলিয়া মাদ্রাসা—	টা ১২০০০০০

UNSTARRED QUESTION NO, 462

By—Shri Kalidas Deb Barma.

QUESTION

১। সদর মান্দাই বাজার এস, বি স্কুলে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বোর্ডিং আছে কিনা?

২। যদি না থাকে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

৩। না থাকিলে কারণ?

ANSWER

১। না।

২। না।

৩। চলতি আথিক বৎসরে মান্দাইবাজার এস, বি স্কুলে বোর্ডিং নির্ম্মাণ করায় প্রয়োজনীয়তা আছে বলে সরকার মনে করেন না।

UNSTARRED QUESTION NO. 165

By—Shri Pakhi Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Civil Supply Deptt. be please to state—

QUESTION

১। এবার দুর্গাপূজার সময়ে ত্রিপুরার কোন ডিলারকে কত কেজি চিনি দেওয়া হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। এই চিনি বিক্রি সম্পর্কে সরকার কোন দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েছেন কি?

৩। পেয়ে থাকলে তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

ANSWER

১। সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টে প্রদত্ত হইল।

২। হঁ্যা।

৩। প্রত্যেক মহকুমা শাসকের তদন্তাধীনে আছে।

Name of the Sub-Division :—Sabroom.

Sl. No.	Name/No. of F. P. Shop	Quantity allotted in bag.
1	2	3
1	Swapan Kr. Saha ; Manubazar	10 bags
2	Haridas Saha, Mugurchara	2 bags
3	Swapan Kr. Saha, Fulchari	2 bags
4	Satya Dutta, Harina	4 bags
5	Santosh Majumder, Sinduk	1 bag
6	Dulu Deb Barma Bhuratali	1 bag
7	Amal Saha	2 bags
8	Amal Saha' South Kalapani	1 bag
9	Amal Saha, Uttar Taichama	2 bags
10	Amal Saha, Gurdhag	2 bags
11	Nishi Debnath, Sathchand	1 bag
12	Khitish Paul, Manu—Bankul	2 bags
13	Sudhir Banik, Sagmara	1 bag
14	Ramesh Nath, Chatiachara	2 bags
15	Chitta Nath, Krishnanagar	1 bag
16	Srinath Bhowmik, Srinagar	2 bags
17	Jogendra Debnath, Madhabnagar	1 bag
13	Sudhir Raha, Amlighat	1 bag
19	Madhusudhad Mag, Bishnupur	2 bags

1	2	3
20	Batakrishna Choudhury, Ghorakapa	2 bags
21	Khitish Bhowmik, Sabroom proper	15 bags
22	Dhirendra Das, Derelabari	5 bags
23	K. C. Bhowmik Chotakhil	5 bags
24	Jatindra Debnath Jalafa	4 bags
25	Hiralal Bhowmie, Haria	2 bags
26	Haripada Ghosh, Purba Sabroom	1 bag
27	Nilkamal Tripura, Sonaichara	1 bag
28	Narayan Ch. Saha (S L C)	2 bags
29	Jitendra Debnath, Sathchand	1 bag
	BUFFER STOCK SUGAR.	
1	Khitish Ch. Bhowmik	15 bags

Name of the Sub-Division :—Kamalpur

			BUFFER STOCK SUGAR
1	Kamalpur Shop No 1	10 bags	1) Deptt. Shop
2	Kamalpur Shop No. 2	6 bags	5 bags
3	Kamalpur Shop No. 3	10 bags	2) Nalahali
4	Departmental Shop	8 bags	2 bags
5	Manik Bhandar Shop No. 1	14 bags	8) Salema No. 1
6	Manik Bhandar Shop No. 2	10 bags	2 bags
7	Halahali	10 bags	4) Ambasa No. 1
8	Debichara	4 bags	2 bags

1	2	3
9	Santirbazar	9 bags
10	Selema Shop No. 1	8 bags
II	Selema Shop No. 2	9 bags
I2	Kulai	12 bags
I3	Ambassa Shop No. 1	6 bags
I4	Ambassa Shop No. 2	7 bags
I5	Nailahabari	4 bags
I6	Harinchara	I bag
I7	Kathalbari	I bag
18	Murachara	8 bags
	Name of the Sub-Dlvision :—Amarpur	
I	Amarpur	7I bags
2	Ampi	7 bags
3	Taidu	6 bags
4	Nutanbazar	7 bags
5	Jatanbari	7 bags
6	Carbook	2 bags
7	Challagang	6 bags
8	Gandachara	5 bags
9	B/Basa	4 bags
I0	Raima	5 bags

1	2	3
	BUFFER STOCK SUGAR	
I.	Haridas Saha	10 ba
	Name of the Sub-Division :— Kailashahar.	
I.	K. Roy, Fatikroy	350 K.Gs.
2	Kailashahar Marketing Co-operative Society. Kumarghat	250 K.Gs.
3	Kamala Deb, Kanchanbari	475 kg
4	Paramesh Roy, Ratacharra	175 kg
5	Khirode Paul. Masli	100 kg
6	Khirode Paul, Dhumacharra	100 kg
7	Jamini Roy, Manu	175 kg
8	Makhan Paul, Chailengta	200 kg
9	Purendu Barua, Chawmanu	150 kg
10	Amulya Bhusan Chakraborty, Kailashahar	950 kg
11	M. G. Das, Kailashahar	800 kg
12	BLC. Kailashahar	1000 kg
18	Syndicate, Kailashahar	550 kg
	BUFFER STOCK SUGAR	
1	Bharulal Choudhury, Kailashahar Town	20 bags

1	2	3
2	Co-operative Society, Fatikroy	3 bags
	Name of the Subdivision—Udaipur	
1	Udaipur Shop No. 1	29 bags
2	Udaipur Shop No. 2	33 bags
3	Udaipur Shop No. 3	39 bags
4	Udaipur Shop No. 4	3› bags
5	Udaipur Shop No. 5	25 bags
6	Kakraban	20 bags
7	Gakulpur	20 bags
8	Bagma	20 bags
9	Kupilong	6 bags
10	Sa gara	2 bags
II	Amtali	4 bags
12	Tulamara	8 bags
13	Mirja	21 bags
14	Duptali	9 bags
15	Chandrapur	13 bags
16	Garji	8 bags
17	Tainani	4 bags
18	Mugpuskarani	5 bags

1	2	3
19	Jamjuri	14 bags
90	Maharani	8 bags
21	Pitra	10 bags
22.	Killa	10 bags
23	Photamati	8 bags

BUFFER STOCK SUGAR

1.	Udaipur Pry. Marketing Co-Operatioe Society—	25 bags.

Name of the Sub-Division :— Sonamura.

1	Sonamura	10 bags
2.	Rabindranager	8 bags
3	Melaghar Shop No. 1	23 bags
4	Melaghar Shop No. 2	15 bags
5	Bairagibazar	15 bags
6	Kamrangatali	9 bags
7	Taijaling	16 bags
8	Baxanagar	10 bags
9	Kathalia	7 bags
10	Dhanpur	7 bags
11	Nidaya	4 bags

1	2	3
12	Durlabnagar	10 bags

BUFFER STOCK SUGAR

1	Nandalal Saha, Sonamura	15 bags
2	Melaghar Pry. Marketing Co-operative Society	2 bags

Name of the Sub-Division :— Belonia.

1	Belonia Shop No. 1	30 bags
2	Belonia Shop No. 2	20 bags
3	Belonia Shop No. 3	20 bags
4	Belonia Shop No. 4	14 bags
5	Sarasima	4 bags
6	Tiprabazer	5 bags
7	Soaniobarri	4 bags
8	Matai	8 bags
9	Gazaria	4 bags
10	Hrishamuk	12 bags
11	Krishnanagar	5 bags
12	Nalua	4 bags
13	Barpathari	8 bags
14	Sonapur	4 bags

1	2	3
15	Durgapur	2 bags
16	Rajnagar	6 bags
17	Radhanagar	3 bags
18	Siddhinagar	2 bags
19	Gabtali	3 bags
20	Chortrakhela	3 bags
21	Ekimpur	3 bags
22	Rangamura	2 bags
23	Niharcharra	2 bags
24	Ajgarrahamanpur	1 bag
25	Kalabaria	2 bags
26	North Bharatnagar	2 bags
27	Kanchannagar	4 bags
28	Santirbazar	16 bags
29	Betaga	4 bags
30	Baokora	8 bags
31	West Charrakbil	4 bags
32	Laxmicharra	2 bags
33	Moharipur	10 bags
34	Jolaibori	12 bags
35	Debghara	2 bags
36	West Porag	2 bags

1	2	3
37	Thakuranitilla Bazar	2 bags
38	Ramaibari	2 bags
39	Kalashi	3 bags
40	Manubazar	2 bags
41	Birchandranagar Bazar	2 bags
42	Rajpur	2 bags
43	Laugang	4 bags
44	Kathalcharra	2 bags
45	Chittamura	1 bags

BUFFER STOCK SUGAR

1	Belonia Pry. Marketing Co-operative Society—	25 bags

Name of the SubsDivision :— Sadar

1	F. P. Shop N. 1	16 bags
2	„ 2	16 bags
3	„ 3	12 bags
4	„ 4	14 bags
5	„ 5	15 bags
6	„ 6	21 bags
7	„ 7	20 bags

1			2	3
8	,,	8		16 bags
9	,,	9		16 bags
10	,,	10		24 bags
11	,,	10A		24 bags
12	,,	12		18 bags
13	,,	12A		11 bags
14	,,	12B		4 bags
5	,,	13		11 bas
16	,,	15		15 bags
17	,,	16		20 bags
18	,,	17		18 bags
19	,,	18		12 bags
20	,,	19		14 bags
21	,,	20		14 bags
22	,,	21		15 bags
23	,,	22		12 bags
24	,,	23		14 bags
25	,,	24		9 bags
26	,,	25		16 bags
27	,,	27		16 bags
28	,,	28		14 bags
29	Shop No.	29		13 begs

1	2		3
30	,,	30	13 bags
31	,,	31	15 bags
32	,,	32	17 bags
33	,,	33	13 bags
34	,,	34	18 bags
35	,,	35	18 bags
36	,,	37	16 bags
37	,,	30	8 bags
38	,,	39	13 bags
39	,,	40	15 bagr
40	,,	6 AR	20 bags
41	,,	2 R	16 bags
42	,,	2 RA	16 bags
43	,,	GE I	20 bags
44	,,	GE II	20 bags
45	,,	GE III	18 bags
46	,,	GE IV	20 bags
47	Madhuban—I		17 bags
48	Amtali		12 bags
49	Amtali P L Camp		10 bags
50	Arundhutinagar 5R		12 bags
51	Beltali		14 bags

1	2	3
52	Dukli	11 bags
53	Durjoynagar	15 bags
54	Lankamura	9 bags
55	Maloynagar	11 bags
56	Jogendranagar	16 bags
57	Khayarpur	14 bags
58	Kashipur	12 bags
59	Indranagar	17 bags
60	Narsingarh	16 bags
61	Nutannagar	14 bags
62	Lake Chawmauhani	7 bags
63	Jagaharimura	5 bags
64	West Bhubanban	9 bags
65	Abhicharranbazar	12 bags
66	Amtali (Bishramganj)	8 bags
67	Amtali (Lalshlnmura)	12 bags
68	Anandanagar	12 bags
69	Amligarh Murza	4 bags
70	Amtali (Takarjala)	4 bags
71	Parkathal	8 bags
72	Pattalabazar	4 bags

1	2	3
73	Bishramganj Shop No. 1	8 bags
74	„ „ No. 2	12 bags
75	Barjala	12 bags
76	Brajapur	12 bags
77	Bishalgarh Co-operative	12 bags
78	Brajanagar	10 bags
79	Brighudasbari	8 bags
80	Baidyadighi	8 bags
81	Bidyanagar	12 bags
82	Burakha	2 bags
83	Chachubazar	8 bags
84	Charllam	12 bags
85	South charilam	12 bags
86	Chawmauhunibazar	12 bags
87	Champaknagar East	8 bags
88	Champaknagar bazar	8 bags
89	Champamura	10 bags
90	Chakmapara	4 bags
91	Dheirathal	8 bags
92	Durganagar	8 bags
93	Digalia	8 bags
94	East Mohanpur	12 bags

1	2	3
95	Phatikcharra	8 bags
96	Gandhigram	12 bags
97	Golagathi	8 bags
98	Gakulnagar	8 bags
99	Hajamara	8 bags
100	Easanpur	8 bags
101	Jangalia	12 bags
102	Jagatpur	8 bags
103	Jaruibachi	12 bags
104	Jampaijala Coloney	8 bags
105	Jampaijala Bazar	8 bags
106	Jirania R/C	12 bags
107	Purbajiranla	12 bags
108	Paschim Jirania	12 bags
109	Jirania Main	12 bags
110	Katlamara	6 bags
111	Kamalghat—1	12 bags
112	,, —2	12 bags
113	Kobrakamar	14 bags
114	Kalabagan	8 bags
115	Kanchanmala	12 bags
116	Kalagachia	12 bags

1	2	3
117	Kunban	8 bags
118	Mohanpur Co-operative	12 bags
119	Mandhainagar	8 bags
120	Murabari	12 bags
121	Madhupur– I	12 bags
122	Madhupur—2	12 bags
123	Nalgaria	19 bags
124	Nripendranagar	8 bags
125	N. C. Nagar Bazar	8 bags
126	Pathaliaghat	8 bags
127	Purbanowgaon	4 bags
129	Prabhapur	8 bags
129	P. L, Bill	12 bags
130	Patni	4 bags
131	Ratannagar	12 bags
132	Ranirbazar Cooperative	12 bags
133	Ranirbazar Shop No. 1	12 bags
134	,, ,, No. 2	10 bags
133	Rangutla	8 bags
136	Simnacharra	8 bags
137	Sonatala	8 dags

1	2	3
138	Sekarkot	12 bags
139	Sundhartilla	4 bags
140	Tulaban	8 bags
141	Tabaria	8 bags
142	Takariala	8 bags
143	Tamakari	4 bags
144	Sambaranbazar	4 bags
145	Bashkhola	4 bags
146	Tolakona	4 bags
147	Galiraibazar	4 bags
148	Ramkrishnapara	4 bags
149	Ghattamara	4 bag
150	Pramodnagar	4 bags
151	Nowabadi	1 bag

Statement showing the dealerwise allotment of BUFFER STOCK SUGAR during Durga Puja weeks commencing from 7. 10, 72 and 14. 10. 72

S.L. No.	Name of the dealer	Total quantity alloted	Remarks
1	M/S Gour Gobinda Bhander, Battala, Agartala	23 bags	
2	M/S. Rai Mohan Saha, Central Road, Agartala	22 bags	

1	2	3
3	Shri Lakhmi Kanta Bhattacharjee, Sankar Choumohani, Agartala	5 bags
4	Shri Narayan Chandra Saha,. Govt 'F. P. Shop dealer, Jirania Pachim Bazar	3 bags
5	Secy Ranir Bazar S. S. S. S. Ltd., Govt. F. P. Shop dealer, Ranirbazar	2 bags
6	Manager, Bishalgarh Pry. M. Co-Op. S. Ltd., Govt. F. P Shop dealer, Bishalgarh	2 bags
7	Shri Meghendra Deb Barma, Govt. Amtali F P. Shop, Bishramganja	1 bag
8	Shri Pranballav Saha. Deoler, F. P. Shop, Sekerkot	1 bag
9	Shri Dharani Mohan Biswas, Dealer Madhupur F. P. Shop No. II	1 bag
10	Shri Premananda Bhattacharjee, Dealer, Kamalghat F. P. Shop	1 bag
11	Manager, Mohanpur Pry. M Co-Ops. Ltd., M5hanpnr Govt. F. P. Shop.	2 bags
12	Shri Jamini Mohan Roy, Dealer, Isanpur F. P. Shop	1 bag
13	Secy. Gaudhigram S. S. S. S. Ltd., Dealer Gandhigram F. P. Shop	1 bag

1	2	3
	Name of the Sub-Divisiou :— Dharmanagr	
1	Durgesh Ch. Deb, Town Shop No. 1	16 bags
2	Niresh Ch. Deb, Town Shop No. 2	18 bags
3	Kethaki Ranjan Paual, Town shop. 3	16 bags
4	Rabindralal Roy, Town Shop No. 4	7 bags
5	T. Choudhury, Shop No. 5	16 bags
6	Rajani Nath' Tcwn Shop No. 6	16 bags
7	Consumers Co-operative Society, Town Shop No. 7	16 bags
8	A. Sen Choudhury, Anandabazar	4 bags
9	Nishikanta Dey, Tarakpur	6 bags
10	Sitish Ch. Roy, Ranibari	3 bags
11.	Kanailal Deb Choudhury, Kadamtala	7 bags
12	Dhirendra Kr Dey, Sanicharra	12 bags
13	Damcharra Co-operative, Damchrra	4 bags
14	— do — , Khedacharra	4 bags
15	Bidhubhusan Sarma, Jalabasa	8 bags
16	Monoranjan Debnath, Tilthai	8 bags
17	Debendra Ch Deboath, ,,	12 bags
18	Modanlal Parakh, Pacharthal	12 bags
19	Mabanlal Agarwal, Kanchanpur	14 bags
20	Soumendra Chakraborty, Masmara	7 bags

1	2	3
21	Prafulla Debnath, Laljuri	4 bags
22	Aiandabazar Service Cooperative Society, Anandabazar	4 bags
23	—do— , Setudwar	4 bags
24	Sukumar Das, Satnala	4 bags
25	Tagia Vanga, Sakansermun	4 bags
26	Bikkanga Phuldungsar	4 bags
27	Sunil Kr Dey, Dasda	14 bags
28	M. Debnath, Dasda	24 bags
29	Jyotish Purkayasta, Uptakhali	4 bags
30	Matilal Teli, Haflangcharra	6 b gs
31	Paritosh Roy, Kameswargaon	8 bags
32	Gobinda Bhattacharjee, Churaibari	8 bags
33	Phanibhusan Das, Simlong	3 bags
30	R. Feleangoilangsang	3 bags
35	Taisama	4 bags
36	[illegible]icharri	4 bags
37	Upananda Nath	4 bags
38	Bangmun	4 bags
39	Amulya Sutradhar, Padmabil	7 bags
40	Suli Debnath, Diglong	6 bags

1	2	3
	BUFFER STOCK SUGAR.	
1	Dhirendra Kr Dey, Dharmanagar	15 bags
2	M/S Gobindapur L S Co-Oparative Society Ltd.	10 bags
	Name of the Sub-Division—Khowai.	
1.	Khowai fair price shop No. 1	1300 kg
2	Khowai fair price shop No. 2	1200 kg
3	Khowai fair price shop No. 3	1200 kg
4	Khowai fair price shop No. 4	1500 kg
5	Khowai fair price shop No. 5	150 kg
6	Paschim Singcherra	700 kg
7	Belcherra F. P. Shop	200 kg
8	Chhankhala F. P. Shop	200 kg
9	Baijalbari F. P, Shop	200 kg
10	Bachaibari F. P. Shop	200 kg
11	Paharmura F. P. Shop	350 kg
12	Samatal Padmabil F. P. Shop	350 kg
13	Ampura F. P. Shop	250 kg
14	Ramchandra Ghat F P. Shop	250 kg
15	Ratanpur F. P. Shop	100 kg
16	Chabi F. P. Shop	300 kg
17	Sonatola F. P. Shop	300 kg

1	2	3
18	Asharambari F. P. Shop	200 kg
19	Champahour F. P. Shop	350 kg
20	Teliamura, E. P. Shop No. I	1000 kg
21	Teliamura F. P. Shop No. 2	1500 kg
22	Teliamura F. P. Shop No. 3	900 kg
23	Kalyanpur F. P. Shop No. I	1200 kg
24	Kalyanpur F. P, Shop No. 2	1000 kg
25	Kalyanpur F. P Shop No. 3	1200 kg
26	Chhankhalabari F. P. Shop	400 kg
27	Luprai	200 kg
28	Baganbazar	1300 kg
29	Laxmipur	600 kg
30	Icharbil	700 kg
31	Ghilatali	900 kg
32	Moharchara F. P. Shop No. I	900 kg
33	Nunachara F P Shop No. 1	900 kg
34	Khasiamangal	200 kg
35	Tuisingdrai	400 kg
36	Bilaikongccherra	800 kg
37	Taikongcherra	100 kg
38	Howaibari	400 kg

1	2	3
39	Khirode Choudhury Para	100 kg
40	Dulucherra	50 kg
41	Haludia	50 kg
42	Krishnapur	700 kg.
	BUEFER STOCK SUGAR	
1	Khowai F P Shop No. 3	1000 kg.
2	Teliamura F P Shop No. 1	1000 kg.

UNSTARRED QUESTION NO. 32.

By—Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭২ এর ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মোটর শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোন মহকুমায় কতটি over load এর মামলা পুলিশ দায়ের করেছেন এবং তার মধ্যে কতটি কতদিন ধরে বিচারাধীন আছে ; এবং

২) দীর্ঘকাল বিচারাধীন থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১। সদর মহকুমা

১৯৬৫ ইং সাল হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত সদর মহকুমায় পুলিশ মোট ১৪,৩৯৭টি

over load (M. V. Act.) মোকদ্দমা দায়ের করেছে। মোকদ্দমাগুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল।

১৯৬৫ দায়েরী কোন মামলা বিচারাধীন নাই।

১৯৬৬ " ঐ

১৯৬৭ " ২৮৮টি মামলা বিচারাধীন আছে ৬ বৎসর যাবতবিচারাধীন আছে।

১৯৬৮ " ২০৯৪টি " " " ৫ " " " "

১৯৬৯ " ৯৩৩টি " " " ৪ " " " "

১০৭০ " ৩৭১৯টি " " " ৩ " " " "

১৯৭১ " ১১৪৫টি " " " ২ " " " "

১৯৭২ " ১২৬০টি " " " ১ " " " "

(১৫ই আগষ্ট পর্যান্ত ৯৪৩৯ অর্থাৎ ৪৯৫৮টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

খোয়াই মহকুমা

১৯৬৫ ইং সাল হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত খোয়াই মহকুমায় পুলিশ মোট ৩১৭৫টি over load (M. V. Act.) মামলা দায়ের করেছে। মামলাগুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১৯৬৫ ইং

১৯৬৬ ইং কোন মামলা বিচারাধীন নাই

১৯৬৭ ইং

১৯৬৮ ইং দায়েরী ১৭টি মামলা বিচারাধীন আছে ৫ বৎসর যাবত বিচারাধীন আছে।

১৯৬৯ ইং " কোন মামলা বিচারাধীন নাই

১৯৭০ ইং " ৪১টি মামলা বিচারাধীন আছে ৩ " " " "

১৯৭১ ইং " কোন মামলা বিচারাধীন নাই।

১৯৭২ ইং " ১৭০টি মামলা বিচারাধীন আছে

(১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)

২৮৮টি " " "

অর্থাৎ ২৯৪৭টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

সোনামুড়া মহকুমা

১৯৬৫ ইং সাল ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত সোনামুড়া মহকুমায় পুলিশ মোট ১৪৬০টি

over load (M. V. Act.) মামলা দায়ের করেছে। মামলাগুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১৯৬৫ ইং	
১৯৬৬ ইং	
১৯৬৭ ইং	কোন মামলা বিচারাধীন নাই।
১৯৬৮ ইং	
১৯৬৯ ইং	

১৯৭০ ইং দায়েরী ৫টি মামলা বিচারাধীন আছে ৩ বৎসর যাবৎ বিচারাধীন আছে।
১৯৭১ ইং ,, ৪৩টি ,, ,, ,, ২ ,, ,, ,, ,,
১৯৭২ ইং ,, ৮৬টি ,, ,, ,, ১ ,, ,, ,, ,,
(১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)

১৩৪টি ,, ,, ,,

অর্থাৎ ১৩২৬টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

উদয়পুর মহকুমা

১৯৬৫ ইং সাল হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত উদয়পুর মহকুমায় পুলিশ মোট ২৯৩২টি Over lood (M V. Act) মামলা দায়ের করেছে। মামলাগুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১৯৬৫ ইং	
১৯৬৬ ইং	
১৯৬৭ ইং	কোন মামলা বিচারাধীন নাই
১৯৬৮ ইং	
১৯৬৯ ইং	

১৯৭০ ইং দায়েরী ২৩৫টি মামলা বিচারাধীন আছে ৩ বৎসর যাবত বিচারাধীন আছে।
১৯৭১ ইং ,, ১৮২টি ,, ,, ,, ২ ,, ,, ,,
১৯৭২ ইং ,, ১৯২টি ,, ,, ,, ১ ,, ,, ,,
(১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)

৬০৯টি ,, ,, ,,

অর্থাৎ ২৩২৩টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

অমরপুর মহকুমা

১৯৬৫ ইং হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং পর্যন্ত অমরপুর মহকুমায় পুলিশ মোট ৪০৯টি Over load (M. V. Act) মামলা দায়ের করেছে। মামলাগুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল।

১৯৬৫ ইং	কোন মামলা বিচারাধীন নাই	
১৯৬৬ ইং		
১৯৬৭ ইং		
১৯৬৮ ইং		
১৯৬৯ ইং	১৬টি মামলা বিচারাধীন আছে	৪ বৎসর যাবত বিচারাধীন আছে।
১৯৭০ ইং	৭টি	৩
১৯৭১ ইং	৭৫টি ,, ,,	২
১৯৭২ ইং (১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)	৭৭টি	১
	১৫৫টি	

অর্থাৎ ২৫৪টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

সাব্রুম মহকুমা

১৯৬৫ ইং হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত সাব্রুম মহকুমায় পুলিশ মোট ২৬২টি Over load (M. V. Act) মামলা দায়ের করেছে। মামলাগুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল।

১৯৬৫ ইং	কোন মামলা বিচারাধন নাই।
১৯৬৬ ইং	
১৯৬৭ ইং	
১৯৬৮ ইং	
১৯৬৯ ইং	

১৯৭০ ইং দায়েরী ৫টি মামলা বিচারাধীন আছে ৩ বৎসর যাবত বিচারাধীন আছে।

১৯৭১ ইং " ১২টি ,, ,, ,, ২ ,, ,, ,, ,,

১৯৭২ ইং " ৬১টি ,, ,, ,, ১
(১৫ ইং আগষ্ট পর্য্যন্ত)
৮১টি ,, ,, ,,
অর্থাৎ ১৮১টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

বিলনীয়া মহকুমা

১৯৬৫ ইং হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত বিলনীয়া মহকুমায় পুলিশ মোট ২০০১টি Over load (M. V. Act) মামলা দায়ের করেছে। মামলা-গুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল।

১৯৬৫ ইং
১৯৬৬ ইং
১৯৬৭ ইং　কোন মামলা বিচারাধীন নাই।
১৯৬৮ ইং

১৯৬৯ ইং দায়েরী ৬৩টি মামলা বিচারাধীন আছে ৪ বৎসর যাবত বিচারাধীন আছে।
১৯৭০ ইং ,, ৩৮৬টি ,, ,, ,, ৩ ,, ,, ,, ,,
১৯৭১ ইং ,, ১৪১টি ,, ,, ,, ২ ,, ,, ,, ,,
১৯৭২ ইং ,, ১৭১টি ,, ,, ,, ১ ,, ,, ,, ,,
(১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)
৭৬১টি ,, ,, ,,
অর্থাৎ ১২৪০টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

কমলপুর মহকুমা

১৯৬৫ ইং হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত কমলপুর মহকুমায় পুলিশ মোট ২৪৬২টি Over load (M. V. Act) মামলা দায়ের করেছে। মামলাগুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১৯৬৫ ইং
১৯৬৬ ইং
১৯৬৭ ইং　কোন মামলা বিচারাধীন নাই।
১৯৬৮ ইং

১৯৬৯ ইং দায়েরী ১১টি মামলা বিচারাধীন আছে ৪ বৎসর যাবত বিচারাধীন আছে।

১৯৭০ ইং ,, ১৩৪টি ,, ,, ,, —৩ ,, ,, ,, ,,

১৯৭১ ইং ,, ১৯২টি ,, ,, ,, —২ ,, ,, ,, ,,

১৯৭২ ইং ,, ১৮৫টি ,, ,, ,, —১ ,, ,, ,, ,,
(১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)

৫২২টি ,

অর্থাৎ ১৯৪০টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

কৈলাসহর মহকুমা

১৯৬৫ ইং হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত কৈলাসহর মহকুমায় পুলিশ মোট ৩১৫২টি Over load (M V Act) মামলা দায়ের করেছে। মামলাগুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১৯৬৫ ইং
১৯৬৫ ইং কোন মামলা বিচারধীন নাই
১৯৬৭ ইং

১৯৬৮ ইং দায়েরী ২০টি মামলা বিচারাধীন আছে ৫ বৎসর যাবত বিচারাধীন আছে।

১৯৬৯ ইং ,, ৪০টি ,, ,, ,, —৪ , ,, ,, ,,

১৯৭০ ইং ,, ২৮৬টি ,, ,, ,, —৩ ,, ,, ,, ,,

১০৭১ ইং ,, ২১টি ,, ,, ,, —২ ,, ,, ,, ,,

১৯৭২ ইং ,, ৩৭টি ,, ,, ,, —১ ,, ,, ,, ,,
(১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)

৩০০টি ,, ,, ,,

অর্থাৎ ২৭৫৩টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

ধর্ম্মনগর মহকুমা

১৯৬৫ ইং হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ ইং ধর্ম্মনগরম মকুমায় পুলিশ মোট ২৬৭১টি Over load (V M Act) মামলা দায়েয় করেছে। মামলাগুলির অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১৯৬৫ ইং	দায়েরী	৭২টি	মামলা	বিচারাধীন	আছে	৮	বৎসর	যাবত	বিচারাধীন আছে।
১৯৬৬ ইং	"	৯৭টি	"	"	"	৭	"	"	" "
১৯৬৭ ইং	"	৪৪টি	"	"	"	৬	"	"	" "
১৯৬৮ ইং	"	৬৫টি	"	"	"	৫	"	"	" "
১৯৬৯ ইং	"	১৭৫টি	"	"	"	৪	"	"	" "
১৯৭০ ইং	"	৫৮টি	"	"	"	৩	"	"	" "
১৯৭১ ইং	"	৮৭টি	"	"	"	২	"	"	" "
১৯৭২ইং	"	৪০টি	"	"	"	১	"	"	" "

(১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)

৬৩৮টি " " "

অর্থাৎ ২০৩৩টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

২। আসামী ও সাক্ষীদের শুনানীর দিন উপস্থিত না থাকাই মোকদ্দমা গুলি দীর্ঘদিন ধরিয়া বিচারাধীন রহিয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

TUESDAY, DECEMBER, 12, 1972.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Tuesday, the 12th December, 1972 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmick) in the Chair, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 48 Members.

Mr. Speaker—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.

STARRED QUESTIONS

Mr. Speaker—Shri Samir Barman.

শ্রীসমীর বর্মন—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪০০।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪০০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সমগ্র ত্রিপুরাতে ১৯৭১-৭২ইং সনে গড় পড়তা মাসিক অতিরিক্ত সময়ের খাটুনি ভাতা বাবত খরচ।	১) ১৯৭১—৭২ ইং সনে গড়ে মাসিক ১,৩৪,৪১২·৭৯ পয়সা অতিরিক্ত খাটুনি ভাতা বাবত খরচ হইয়াছে।
২) অতিরিক্ত সময়ের খাটুনি ভাতা বাবত যে টাকা ব্যয়িত হয় তার পরিবর্তে লোক নিয়োগ করিয়া বেকার সমস্যা-সমাধানের বিষয় কি সরকার বিবেচনা করিবেন।	২) অতিরিক্ত খাটুনি ভাতার বিধান ভিন্নরূপ বলিয়া অতিরিক্ত খাটুনি ভাতা কোন ক্রমেই বেকার সমস্যার সংগে জড়িত করা যায় না।

শ্রীসমীর বর্মন—সাপলিমেন্টারী স্যার, জানতে চেয়েছি এই যে ১,৩৪,৪১২·৭৯ টাকা ১৯৭১-৭২ সালে গড় পড়তা মাসিক এখানে খরচ করা হয়েছে। বেকার সমস্যার এখানে একুরেইট প্রবলেম সেটা দূর করার জন্য অভারটাইম বন্ধ করা হবে কি না। এবং সেখানে বেকারদের নেওয়া যাবে কি না?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে খাটুনি-ভাতা যেখানে না কি, কোন ইমারজেন্সী থাকে এবং তাড়াতাড়ি কোন জিনিষের উত্তর দিতে হয় সে জন্য তাকে অফিসের অতিরিক্ত সময়ের জন্য কাজ করতে হয় এবং সেই হিসাবে তার জন্য সেখানে একজন নূতন লোক নিয়োগ করা ঠিক হবে বলে আমরা মনে করি না।

শ্রীসমীর বর্মন—সাপলিমেন্টারী স্যার, এই অতিরিক্ত খাটুনি বেকারদের দিয়ে করানো যায় কি না। শিক্ষিত বেকারদের দিয়ে অতিরিক্ত খাটুনি করানো যায় কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষিত বেকারদের দিয়ে অতিরিক্ত খাটুনি করানো যায় না। কারণ ডিপার্টমেন্টের কাজ কোন সময়ে ইমারজেন্সী আসে কখন কতটা কাজ হবে তা পূর্ব থেকে কিছুই বলা যায় না এবং সারা বৎসরে একটা লোকের পক্ষে সে কাজ নির্বাচিত করাও সম্ভব নয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে অবগত আছেন কি যে, ত্রিপুরার কোন কোন অফিসে সমস্ত কর্মচারীর বেতনের এক তৃতীয়াংশ এই অভারটাইম বাবত ড্র করে, কোন কোন অফিসের প্রতিটি কর্মচারী তার বেতনের এক তৃতীয়াংশ, রেগুলারলি প্রতি

মাসেই বিল করেন। এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মশায় কিছু জানেন কি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তো বললামই, যদি কোন ইমারজেন্সীর জন্য কোন কর্মচারীকে অতিরিক্ত খাটুনি খাটতে হয় তবে তাকে বিল করতেই হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জ্জী—সাপলিমেন্টারী স্যার, কর্মচারী স্বল্পতার জন্যই কি এই অভারটাইম দেওয়া হচ্ছে। কর্মচারী স্বল্পতার জন্যে, কাজ করানোর জন্যে এই অভারটাইম দেওয়া হচ্ছে। আরও কর্মচারী হওয়া উচিত কি না। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানেন কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যদি এই রকম আমাদের কাজ থাকে যা না কি সারা বৎসরে একটা কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ক বলা যাবে তারজন্য হয়তো কর্মচারী আমরা রাখতে পারি! কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট দপ্তরে হঠাৎ কাজ যদি বেশী হয়ে পড়ে কিংবা হঠাৎ একটা আরজেন্ট কাজ হয় তারজন্য হয়তো তাকে কিছু অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। সারা বৎসরের কাজের সঙ্গে সেটার কোন সামঞ্জস্য নেই। কয়েকদিন রাত্রিবেলা অতিরিক্ত কাজ করতে হয় তারজন্য আলাদা কর্মচারী সারা বৎসরের জন্য নিয়োগ করা যায় না। সেটা আমি আগেই বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানেন কি যে পুলিশ দপ্তরে ক্লাস থ্রি, ফোর তাদের অনেককেই অভারটাইম দেওয়া হয় না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আইনমত যেখানে অভারটাইম পাওয়ার সেখানে সব জায়গাকেই দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কোয়েশ্চানটার উত্তর হলোনা। আইনমতই, পুলিশ দপ্তরের অনেকেই অভারটাইম পাচ্ছে না। এইটা সত্য কি নয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সেই রকম কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রের কথা যদি বলেন সেটা তদন্ত করে দেখতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সাপলিমেন্টারী স্যার, ওয়ান মোর সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টে যারা অভারটাইমের কাজ করে তারা অভারটাইমের জন্য কোন কিছু পায় না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—স্থায়ী কর্মচারী না হলে ওরা ওভারটাইম ওয়ার্ক পাবে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে চৌকিদার যারা

স্থায়ী কর্মচারী তারাই অভারটাইম করার জন্য কোন অভারটাইম পেমেণ্ট তাদের দেওয়া হয় না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—চৌকিদারদের কাজের যা নাকি নিয়ম আছে. সে নিয়মমত ওরা কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং অতিরিক্ত ভাতার কোন প্রশ্নই আসে না।

শ্রীসমীর বর্ম্মন—মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে ইমারজেন্সী হলে অভারটাইম দেওয়া হয় তাহলে প্রতি মাসেই ইমারজেন্সী থাকে কি না। প্রতি মাসের খরচ মন্ত্রী মশায় দেখিয়েছেন প্রায় ২ লক্ষ টাকার মত। তাহলে কি প্রতি মাসেই ইমারজেন্সি থাকে, সেটা জানতে চেয়েছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—প্রতি মাসে ইমারজেন্সি থাকাটা আমার মনে হয় স্বাভাবিক। কারণ কোন সময় কখন কোন ডিপার্টমেণ্টে কখন ইমারজেন্সি হয় কিংবা অতিরিক্ত কাজের হিসাবটাতো কেউ বলতে পারে না।

শ্রীসমীর বর্মন—সাপলিমেন্টারী স্যার, প্রতি মাসেই যদি ইমারজেন্সি থাকে তাহলে সেখানে রেগুলারলি ষ্টাফের বেতন দিতে কি বাধা আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আজকে যা না কি করা প্রয়োজন সেটা ভাগ করে ২/৩ দিনে করা যায় কিন্তু এমন কাজও তো আছে যত না কি ওকেই করতে হবে সেই দিনে।

শ্রীসমীর বর্মন—সাপলিমেন্টারী স্যার, যেখানে নাকি প্রতি মাসেই ২ লক্ষ টাকা খরচ হয়, পাতি ডিপার্টমেণ্টে একজন করে লোক নিলেও বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে ইমারজেন্সি প্রতি মাসেই থাকে না কি স্যার।

মিঃ স্পীকার—প্রশ্নটা ভাল করে বুঝে উত্তরটা দিবেন দয়া করে। তাহলে তারা আর প্রশ্ন করবেন না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে আজকে যেখানে যার কাজ করবার জন্য আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি সে কাজটাই যদি বেশী কাজ হয় যখন ওকে একটু বেশী কাজ করতে হয় সে কাজটার জন্যই আর একজন এসে কাজটা করতে পারে না। সুতরাং এই প্রশ্ন আসে না এখানে।

শ্রীসমীর বর্মন—প্রতি মাসেই যদি স্যার, অভারটাইম হয়, প্রতি মাসেই যদি কাজ করানোর জন্য একজনকে অভারটাইম দিতে হয় তাহলে সেখানে একজন লোকের এপয়েন্টমেন্ট দিতে আপত্তি কি, স্যার। তিনি বলেছেন যে একটি কাজের জন্য একটি লোককে অভারটাইম

দিতে হয়। প্রতি মাসেই উনি বলেছেন প্রায় ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে সেখানে রেগুলার ষ্টাফ আনতে আপত্তি কি স্যার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—কাজের নেচার অনুযায়ী যা না কি আমি করবো আমাকে সে কাজটা করতে হবে, অন্যকে দিয়ে সে কাজটা করানো যায় না কাজেই আমাকে অভারটাইম করতে হয়।

শ্রীসমীর বর্মন—কেউ ইন-বরন্ কেপাসিটি নিয়ে জন্মায় না কি। প্রত্যেকেই যেখানে এপয়েন্টমেন্ট হয় স্যার, আমি গিয়ে ডিপার্টমেন্টের কাজ বুঝে শুনে কাজ করতে হয় স্যার। এইটা তো রিপ্লাই হলনা স্যার। আমি আপনাকে বলছি স্যার, আপনি আমাকে ক্লিয়ার করে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মশায় বিষয়টা আাকজামিন করে দেখবেন বললেই মনে হয় বিষয়টা শেষ হয়ে যাবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সেখানে আমরা যদি দেখি যে, নূতন কর্মচারী নিয়ে সে কাজ ডিভাইড করে তারজন্য নূতন কিছু কাজের বন্দোবস্ত করতে পারি তাহলে সরকার সেইটার চেষ্টাও করবেন।

শ্রীসমীর বর্মন—এই প্রশ্ন আমি লাস্ট সেসনে করেছিলাম। এত দিনে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা করা উচিত ছিল না, স্যার?

মিঃ স্পীকার—দিস, ইজ এ কোয়েশ্চান অব ইনফরমেশান। শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বাংলা দেশের শরণার্থী শিবিরের অর্থব্যয় সম্পর্কে উদয়পুর ও কমলপুর মহকুমা অফিস ও ত্রিপুরা দক্ষিণের এ, ডি, এম, অফিসের হিসাব পত্র কি অডিট করা হইয়াছে?	১। হাঁ।
২। যদি অডিট হয়ে থাকে তার	২। অডিট রিপোর্টের কতক পরিমাণ

রিপোর্টের সারমর্ম	
	খরচ নিয়মানুসারে হয় নাই এবং কিছু পরিমাণ ত্রাণ কার্যের সাথে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট নহে বলিয়া উল্লেখ আছে।
৩। ইহা কি সত্য যে এই রিপোর্টের কয়েক লক্ষ টাকা অপচয়ের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।	৩। ত্রাণ কার্য্যের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যায়ের পরিমাণ ১৯,৪৮,১৮৪ টাকা, ইহাকে অপচয় বলিয়া অভিহিত করা যায় না।
৪। যদি সত্য হয়, সরকার তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?	৪। অডিট রিপোর্ট সরকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

পরিপূরক তথ্য

অডিট রিপোর্টগুলি সর্বশেষ ১১-৩-৭২ইং তারিখে অত্র বিভাগে আগত হইয়াছে। এইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হইতেছে। সংশ্লিষ্ট অফিসারগণের নিকট উত্তর প্রদানের জন্য অডিট রিপোর্টের কপি পাঠান হইয়াছে। সমস্ত উত্তর এখনও আগত হয় নাই। মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য অত্র সঙ্গে অডিট রিপোর্টের নকল দেওয়া গেল। অনিয়মিত খরচাদি সংক্রান্ত অডিটের রিপোর্টগুলি 'ক' 'খ' নিশানাভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

'ক'—অনিয়মিত হিসাব পত্র।

'খ'—ত্রাণ কার্য্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নহে এমন সব হিসাব পত্র!

সমস্ত ব্যাপারটি এন্টিকরাপশানের Investi gation এ আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অডিট রিপোর্টে এই কথা আছে কিনা যে যেখানে একজন শরণার্থী ১ টাকা ১০ পয়সা করে পায় ইন ক্যাশ অ্যাণ্ড, ইন কাইণ্ড সেখানে কমলপুর এস, ডি, ও, অফিস থেকে ১ টাকা ১৬ পয়সা করে খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—অডিট রিপোর্টে আছে যে ১ টাকা ১০ পয়সার জায়গায় ১ টাকা ১৬ পয়সা খরচ করেছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমি তো আগেই বলেছি তারা যেখানে ঠিকমত খরচ করেনি

সেখানে অবজেকশন হয়েছে। সমস্ত অডিট রিপোর্ট না দেখে এটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই এস, ডি, ও অফিস থেকে ৬ পয়সা করে খরচ হয়েছে, এই অভিযোগ সরকারের কাছে লিখিতভাবে পেশ করা হয়েছে যে মাথা পিছু ৬০ পয়সা করে খরচ করা হয়েছে এবং সেখানে ১ টাকা ১৬ পয়সা করে বিল করে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সরকারের কাছে আরও খবর এসেছে এইরূপ, সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি এবং যারা এইরকম করেছে তাদের শাস্তির বিধান আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে এ. ডি, এম, অফিসের যিনি ভারপ্রাপ্ত অফিসার, শ্রীএস. ব্যানার্জী এবং এস, ডি, ও, অফিসের যিনি ভারপ্রাপ্ত শ্রীদীঘল, তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দুর্নীতির সরকারের কাছে রয়েছে এবং তার কোন তদন্ত হয় নি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—এই তদন্তের রিপোর্টটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত করবেন কি ? আজকে না হোক যে কোন সময় জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সরকার প্রয়োজন মনে করলে নিশ্চয়ই উপস্থিত করবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় স্পীকার, স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার কোঃ নং ৬১।

প্রশ্ন

১। গত ১৯৬৫ সাল হইতে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে অম্পি তহশীলাধীনে পাঁচটি গাঁও সভার কতজন জুমিয়া ভূমিহীন পুনর্বাসনের দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কোন সনে কতজনকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২। ইহা কি সত্য যে, যাহারা পুনর্বাসন পাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশকে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর দ্বিতীয় টাকা দেওয়া হয় নাই, সত্য হইলে কতজন এবং ইহার কারণ।

৩। যাহাদের এখন পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই তাহাদিগকে এই সনে দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। গত ১৯৬৫ সাল হইতে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে অম্পি তহশীলাধীনে পাঁচটি গাঁও সভার মোট ২৯৫ টি জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসনের দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ১৮৩ জনকে ১৯৬৬ সাল হইতে ১৯৭২ সাল পর্যান্ত পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে (১৯৬৭-৬৮ সনে ১৩৫ পরিবার, ১৯৬৮-৬৯ সনে ১৭ পরিবার ও ১৯৬৯-৭০ সনে ৩১ পরিবার)

২। ইহা সত্য নহে। তবে ২৩ জন প্রথম কিস্তির টাকা পাইয়া যথাযথভাবে খরচ না করিয়া এলটি ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছে বিধায় দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পায় নাই এবং বাকী জুমিয়া উভয় কিস্তির টাকা পাইয়াছে।

৩। এই বৎসর ও জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হইবে, মহকুমা শাসক (অমরপুর) তদন্তক্রমে প্রস্তাব দাখিল করিবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে প্রথম কিস্তি এবং দ্বিতীয় কিস্তি কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—প্রথম কিস্তিতে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হয়, আর দ্বিতীয় কিস্তিতে ২০০ টাকা করে দেওয়া হয়। এটা পুরাতন স্কীমে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ৩০০ এবং ২০০ টাকার ব্রেক আপটা বলতে পারবেন কি যে, কি কি বাবতে দেওয়া হয় ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এটা তো সেপারেট প্রশ্ন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ৩০০ টাকা কোন জুমিয়া পুনর্বাসন হতে পারে কিনা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—ভূমিহীন আদিবাসীদের ৩০০ টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে সরকার থেকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভুলে গেছেন যে আগের স্কীমে ৩০০ টাকা ফাষ্ট ইনষ্টলমেণ্টে।

শ্রীমনসুর আলী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা হয় নি বলেই আমরা একটা নূতন স্কীম—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—স্যার, সেটা আমার জানা আছে, আমার বক্তব্য হচ্ছে জুমিয়াদের যে ফাষ্ট ইনষ্টলমেন্ট দেওয়া হত এটা কি সত্যি যে পরবর্ত্তী ইনষ্টলমেন্ট দেওয়ার দেরীর জন্য জুমিয়ারা ডেজার্ট করে চলে যেত ?

শ্রীমনসুর আলী—এটা সত্যি নয়। যে সকীমে ৩০০ টাকা ফাষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট দেওয়া হত সেই সকীম অনুযায়ী যদি কাজ করা হত তা হলে ২০০ টাকা দ্বিতীয় কিস্তিতে দেওয়া হত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জুমিয়াদের জমি ঠিক ঠিক মত তৌজীভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীমনসুর আলী—যারা জমি পেয়েছে তারা সবাই পেয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অবগত আছেন কি যে ত্রিপুরার অধিকাংশ জায়গাতে এই সমস্ত জুমিয়াদের জমি ঠিকমত অ্যালট করে দেওয়া হয় নি, তৌজিভুক্ত করা হয় নি, তাদের নামজারী করা হয় নি এবং এই জন্য জমি তারা ডেজার্ট করে চলে গেছে?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এই কথা ঠিক নয় যারা এক জায়গায় বসবাস করেন জমি দখল করে আছেন তারা পর্চা পেয়ে থাকেন আর যারা ভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান তারা পেতে পারে না।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি অমরপুর মহকুমায় কতজন এর নামে পুনর্বাসন প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছে।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—তিনি নোটিশ চাইছেন। শ্রীরাধারমন দেবনাথ।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ—প্রশ্ন নং ৯৬

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—প্রশ্ন নং ৯৬

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরায় মোট কতজন ট্রেইণ্ড নার্স বেকার আছেন।	বর্ত্তমানে আনুমানিক ৩৮ জন Auxiliary Nurse cum-Midwife বেকার আছেন।
২। এই বেকার নার্সদের সরকার কাজ দিবেন কি?	বর্ত্তমানে কোন শূন্য পদ নাই। নূতন পদ হইলে বিবেচনা করা হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জি, বি, হাসপাতালে যে সংখ্যক আমাদের সিট আছে তার চেয়ে বেশী রোগী ভর্তি হচ্ছে এবং তার জন্য সেখানে নার্সের যথেষ্ট অভাব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে আমাদের যে পরিমিত বেড আছে এবং তার চেয়ে বেশী রোগী ভর্তি হয়ে থাকে সেই বেশী রোগীর অনুপাতেও আমাদের নার্স পরিমিত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি হারে মানে কয়টি বেডের জন্য কজন নার্স জি, বি, হাসপাতালে এবং অন্যান্য হাসপাতালে আজ পর্যন্ত রাখা হয়েছে অর্থাৎ রেসিওটা কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—১ : ৫

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—জি. বি, হাসপাতালে ১ : ৫ এই হারে নার্স আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—হ্যাঁ, আছে।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাতে পারেন যেখানে নার্সের শূন্য পদ নাই সেখানে আবার নার্সের ট্রেনিং এর জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আরও প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার খোলা হবে এবং ফিফ্থ প্লেনে আরও প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার খোলা হবে তখন আমাদের আরও নার্স দরকার হবে। যদি ট্রেনিং না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা হঠাৎ করে নার্স পাব না।

শ্রীসুশীল সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জি, বি, হাসপাতালে যতটা সিট আছে তার মধ্যে অতিরিক্ত কি পরিমাণ রোগী সেখানে ভর্তি হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারি কত পরিমাণ নার্স আমরা ইউটিলাইজ করতে পারব.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোন হাসপাতালে কত রোগী ভর্তি হয়েছে সেটি আমি বলতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার—এভারেজ কত ভর্তি হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার—৩৮ জন ট্রেইণ্ড নার্স আছে তাদের কাজ দিতে পারছিনা আমরা এখন আবার নার্সদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার খোলা হবে তখন তাদের এবজর্ব করা হবে। কিন্তু আমার মনে হয় পোষ্ট ক্রিয়েট না করে কোন নার্সের ট্রেনিং নেওয়া ঠিক হবে না যেহেতু অনেক নার্স আমাদের হাতে আছে

তাদের কাজ দিতে পারছি না আমরা, এটা তিনি মনে করেন কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করছি শিক্ষিত হলেই আমরা তাদের চাকুরী দিব তার কোন অর্থ নেই।

মঃ স্পীকার—প্রশ্নের উত্তর দিন (গণ্ডগোল)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমরা নার্সদের ট্রেনিং যদি দেই তাদের চাকুরী দিতে হবে এমন কোন কথা নেই (গণ্ডগোল)

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার—আমরা সিচুয়েশান এই রকম করতে পারি নাই যে, ভি, এল, ডব্লিও'র ট্রেনিং নিয়ে গ্রামে গিয়ে কৃষি কাজ করবে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে গ্রামে গিয়ে নার্সিং করবে (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—বক্তৃতা স্বরু করে দিয়েছেন উনি;

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমাদের ৩৮ জন অকজিলারী নার্স-কাম-মিডওয়াইফ বেকার আছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ১৩ জন '৭১ সাল থেকে এবং ২৫ জন ৭২ইং থেকে বেকার আছে সুতরাং এমন কোন দীর্ঘদিন হয়ে যায় নাই তারা বেকার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি সাব্রুমে মনু প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারে নার্সের অভাব আছে এবং এস, ডি, এম, ও, আমার কাছে রিপোর্ট করেছে নার্সের অভাব আছে তদন্ত করে দেখবেন কি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জিরানিয়া প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারে নার্সের যে রেসিও আছে সেই অনুপাতে নার্স আছে কি না তিনি সেটি তদন্ত করে দেখবেন কি না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যতটুকু জানি জিরানিয়া প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারে প্রয়োজনীয় নার্স আছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—ট্রেণ্ড অকজিলারী নার্স-কাম-মিডওয়াফ ৩৮ জন আছে তারা এখনও বেকার কিন্তু স্পেশাল ডিউটি দেওয়ার জন্য অনেক সময় নার্সের দরকার হয় সেই খবর তারা পায় কি? সেই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—যারা বেকার আছে তাদের যদি হাসপাতালে প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই খবর দেওয়া হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—স্পেশাল নার্স হিসাবে অনেক পেশেন্টের দরকার হয় সেখানে তারা সেই সুযোগ নিতে পারে কিনা এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—নো দিস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীসুশীলরঞ্জন সাহা ঃ—কত রোগী ভর্তি হয়, এবং আমরা কত নার্স দিতে পারি এবং আদৌ দিতে পারি কিনা, সেটা তদন্ত হওয়া দরকার মনে করেন কি না ?

মিঃ স্পীকার ঃ—নো, এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, জি, বি, হাসপাতালে ১ঃ৫, এই হারে নার্স আছে, মফঃস্বল প্রাইমারী হেল্থসেন্টারগুলির সবগুলিতে এই রেসিওতে নার্স আছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—আমি আগেই বলেছি যে সর্বত্র এই রেসিওতে আছে।

শ্রীসুশীলরঞ্জন সাহা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করেন কি না যে সেখানে মাত্র ১৮ জন না আরও বেশী নার্স আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি ?

মিঃ স্পীকার ঃ—উনার প্রশ্ন হল, অতি বক্ত রোগী ভর্তি হচ্ছে, তার জন্য আরও নার্স প্রয়োজন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—যে পরিমাণ রোগী ভর্তি হচ্ছে সেই অনুপাতে নার্স আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ –শ্রীঅজয় বিশ্বাস। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ছাওমনু ব্লকের সরকারী কর্মচারীদের এক অংশ দুর্গম এলাকায় ভাতা পান না, ইহা কি সত্য	১। দুর্গম এলাকা নির্ধারিত সীমান্তভুক্ত কর্মচারীরা ঐ ভাতা পেয়ে থাকেন, এই নির্ধারিত সীমানার বহির্ভূত

এলাকার কেহই এ ভাতা পান না।

২। যদি না পেয়ে থাকেন তার কারণ, এবং   ২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। তাদের এই ভাতা দেওয়ার কথা সরকার
কি বিবেচনা করিবেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গত অধিবেশনে মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দুর্গম ভাতা যেখানে যেখানে দুর্গম এলাকা সত্বেও দেওয়া হচ্ছে না, সেইগুলি পুনর্বিবেচনা করবেন, সেইগুলি পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে দুর্গম এলাকায় দুর্গম ভাতা পাননা, আমরা বলেছি দুর্গম এলাকায় দুর্গম ভাতা পান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি দুর্গম এলাকা বলতে কিভাবে কি কি চরিত্রে এলাকাকে চিহ্নিত করেছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—দুর্গম এলাকা বলে যেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, সেইগুলিকেই দুর্গম এলাকা বলি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, দুর্গম এলাকা বলতে কি কি চরিত্র সেই এলাকা কিভাবে চিহ্নিত করেছেন তার ক্রাইটারীয়া কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা মুসকিলের কথা স্যার, যে এলাকাকে দুর্গম এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন, কি করে দুর্গম এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন বলবেন না ? প্রশ্ন হচ্ছে দুর্গম এলাকায় —সেখানে কর্মচারীদের দুর্গম ভাতা দেওয়া হচ্ছে, একই জায়গায় একটা সেকশানের কর্মচারী সেটা পাচ্ছেন, সেম জায়গায়, সেম টাইপ অব ওয়ার্ক, এর জন্য, আরেকটা সেকশান পাচ্ছেন না, গতবার এই হাউসে প্রশ্ন উঠেছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা বলেছিলেন তদন্ত করে দেখবেন। এটা এমপ্লয়ীজদের পক্ষে অত্যন্ত গ্রীভেন্সের ব্যাপারে. কাজেই এই সম্পর্কে জানতে চাইছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এটা কে করেছে, কি ভিত্তিতে করেছে, কি কি চরিত্র— এই তথ্যগুলি পরিবেশন করবেন কি না এই হাউসের সামনে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটু আগে বলেছি কিভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার ঃ—ফি ডিম্যাণ্ডস নোটিশ।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ—এই ছামনু এলাকাটা দুর্গম এলাকা বলে কোন সালে ঘোষণা করা হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমধুসুদন দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই দুর্গম এলাকায় থেকে একটা বিভাগের কর্মচারী দুর্গম ভাতা পাচ্ছেন, অন্যবিভাগের কর্মচারীরা পাচ্ছেন না, তার কারণ কি ?

মিঃ স্পীকার—এটা তিনি আগেই বলেছেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যতনবাড়ী, শিলাছড়ি ইত্যাদি জায়গায় কর্মচারীরা পাচ্ছে মাঝখানে আইলামুড়া. জলেয়া এইসব অংশের কর্মচারীরা পাচ্ছেনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইগুলি বিবেচনা করবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেরকমভাবে এই দুর্গম এলাকার সীমানা তৈরী করুক না কেন, চার আঙ্গুল এদিকে এবং চার আঙ্গুল ওদিকে পাবেনা, প্রত্যেক জায়গায়ই সেই রকম হবে। যে এলাকা নির্ধারিত হয়েছে দুর্গম এলাকা বলে সেখানে দুর্গম ভাতা পাবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে এলাকার লোক পায়না আর যে এলাকায় পায়, সেটা ঐ এলাকা থেকে বেশী দুর্গম কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বেশী দুর্গমের কথা হচ্ছেনা, দুর্গম এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যে সব জায়গা, সেই এলাকার লোকেরা দুর্গম ভাতা পান।

শ্রীমধুসুদন দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দুর্গম ভাতা কোন শ্রেণীর কর্মচারী কত করে পান জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ক্লাস-১ কর্মচারী শতকরা ২৫ টাকা। ক্লাস-২ কর্মচারী শতকরা ২৫ টাকা, ক্লাস-৩ কর্মচারী শতকরা ২৫ টাকা। এর পরে যারা আছেন, তাদের ৩৫ টাকা ফিক্সড।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

নিরঞ্জন দেব—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩।

শ্রীহরি চরণ চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯-চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের রংমালা মৌজাতে জুমিয়া পুণর্বাসনের জন্য দরখাস্তকারীর সংখ্যা কত?	১। ১৫৫টি পরিবার দরখাস্ত করিয়াছেন
২) তৎ সন্নিকটবর্ত্তী রামনগরে যাদের পুণর্বাসন বাবদ ৩০০'০০ (তিন শত) টাকা করে দেওয়া হয়েছিল তাদের সংখ্যা কত?	২। ২৬টি পরিবার।
৩) তাহাদের ১৯১০.০০ (উনিশশত দশ) টাকা স্কীমে অন্তর্ভূক্ত করা সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করবেন কি?	৩। না

শ্রীনিরঞ্জন দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, ট্রাইবেল ইনস্পেক্টার তদন্ত না করার আগে সেখানে আমিন পাঠিয়েছিল?

মিঃ স্পীকার—এটা সংগতিহীন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—১৫৫টি পরিবার দরখাস্ত দিয়েছিল, ট্রাইবেল ইন্সপেক্টার প্রথমেই সেখানে তদন্ত করবেন, তারপর সেখানে সার্ভে করার জন্য আমিন পাঠান হবে, কিন্তু ট্রাইবেল ইনাস্পক্টার প্রথমেই সেখানে আমিন পাঠিয়েছিলেন কি না?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এই রকম কোন অবজেকশান আমাদের সরকারের কাছে এসে পৌছায় নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এই রকম অভিযোগ আমার সরকার পান নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—যদি এইরকম অভিযোগ আসে, তাহলে তদন্ত করে দেখবেন কি।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—আসলে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৭।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৭ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের আম্পুরা, হাতকাটা, ও রতনপুরের জনসাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন ?	হ্যাঁ।
খ) যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত স্থানগুলিতে ১৯৭২ ইং সনে প্রাথমিক চিকিৎসা খোলা হইবে কি ?	না।

শ্রীতাপস দে—না খোলার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমানে ত্রিপুরায় ২৩টি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, চতুর্থ পরিকল্পনায় ছামনু কৈলাসহর স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সম্ভাবনা আছে। ভবিষ্যতে প্রতি ৩৫ হাজারে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সম্ভাবনা আছে, তখন সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীমধুসূদন দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ত্রিপুরার জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেগুলি আছে, সেগুলির সংখ্যা খুবই কম।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—গভঃ অব ইণ্ডিয়ার যে পেটার্ণ আছে, সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এলাকার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ খোয়াই পশ্চিম পাহাড় এলাকার লোক সংখ্যা কত এবং বর্ত্তমান প্লেনে কত লোক সংখ্যা অনুপাতে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার দেওয়া হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—প্রতি ব্লকে একটি করে দেওয়ার কথা। যেখানে আমাদের ১৭টি ব্লক আছে, সেখানে আমরা এই পর্য্যন্ত ২৩টি প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার করেছি।

শ্রীতাপস দে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে ১৭টি জায়গাতে ২৩টি দেওয়া হয়েছে বলে বললেন, তা কি নিয়মে দেওয়া হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—সেই সমস্ত এলাকার কথা এবং জনগণের অসুবিধার কথা কন্সিডারেশানে নিয়ে, সেগুলি করা হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জায়গাতে বললেন যে ১৭টি ব্লকে একটি করে দেয়ার কথা, সেখানে ২৩টি হেল্‌থ সেন্টার দিয়েছেন, কাজেই আমাদের ডম্বুর নগর যে একটা ব্লক আছে, সেখানে কোন প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার আছে কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এটা আমাকে জেনে বলতে হবে।

শ্রীতাপস দে—স্পীকার স্যার, আমাদের ১৭টি ব্লকে ১টি করে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার দেওয়ার কথা, কিন্তু সেখানে ২৩টি প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার দেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, কাজেই এই যে ২৩টি দিলেন, এটা কোন নিয়মে দেওয়া হল সেটা আমি জানতে চেয়ে ছিলাম, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিলেন তাতে আমি খুসী হতে পারিনি বা উনার উত্তরে আমি ক্লিয়ার হতে পারি নি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে আপনার প্রশ্নটাও তাঁর কাছে ক্লিয়ার নয়।

শ্রীতাপস দে—উনি বলেছেন এক একটা ব্লকে একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকবে, এখানে আমাদের ১৭টি ব্লক আছে অথচ এই ১৭টির স্থলে ২৩টি প্রাথমিক হেলথ সেন্টার খোলা হয়েছে। তাই এই যে অতিরিক্ত আরও খোলা হল, তার বেসিস্‌টা কি, সেটাই আমি জানতে চেয়ে-ছিলাম।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এটা তো আমি বলেছি যে লোক সংখ্যা এবং সেই জায়গার অবস্থা বিবেচনা করে, সেটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে—স্যার, উনার এই জবাবটাও আমার কাছে ক্লিয়ার হ'ল না……

মিঃ স্পীকার—উনি যে উত্তরই দেন না কেন, তাতে আপনি খুসী হবেন না বা উনি আপনাকে উত্তর দিয়ে খুসী করতে পারবেন না, সেজন্য কি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাবেন?

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—স্যার, মন্ত্রী মহোদয় যদি সঠিক উত্তর দেন, তাহলে খুশী না হওয়ার নেই।

শ্রীতাপস দে—স্যার, যেখানে মূল প্রশ্নটা রয়েছে, খোয়াই পশ্চিম পাহাড়ে কেন প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার হল না, তার কারণ কি তিনি বলতে পারেন না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি তো বলেছি যে ৫ কিলোমিটারের মধ্যেই একটা হসপিটাল রয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনায় ত্রিপুরার জন্য সর্ব্ব সাকুল্যে ৩৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেগুলি এখন পর্যান্ত কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এটার কিছুই আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে এই খোয়াইর পশ্চিম পাহাড় যেটা নাকি অ'রজিন্যাল কো'য়েশ্চানে আছে, তার সমগ্র এলাকাটাই ট্রাইবেলদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, এটা স্বীকার করেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এটা ফিফ্‌থ ইয়ার প্লেনে বিবেচনা করা যাবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—স্যার, আমি বলতে পারি যে ডম্বুরনগরে কোন প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার নেই। ১৯৬৫ সালে সরকার থেকে টেণ্ডার কল করা হয়েছে যাতে করে সেখানে একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার খোলার প্রয়োজনীয় বিল্ডিং অন্যান্য জিনিষ হতে পারে সেখানে প্রায় সমস্ত কিছুই কম্‌প্লিট হয়ে গেছে, সামান্য কিছু কাজ হয়তো বাকী থাকতে পারে এবং সেটা না হলেও যে কোন মুহূর্ত্তে সেখানে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার ষ্টার্ট করা যেতে পারে, অথচ কেন যে সেটা করা হচ্ছে না বুঝতে পারছি না! কাজেই আর কতদিনের মধ্যে বা কখন এটা ষ্টার্ট করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, এখনও সেটার কনষ্ট্রাকশান কম্‌প্লিট হয় নি, এটা এখনও আণ্ডার কনষ্ট্রাকশান আছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—স্যার, ১৯৬৫ সালে এর কনষ্ট্রাকশান শুরু হয়েছে, অথচ এখনও কনষ্ট্রাকশান শেষ হল না। কাজেই আর কতদিনের মধ্যে সেখানে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার ষ্টার্ট করতে পারে, সেটাই আমরা জানতে চাইছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—স্যার, উনি একজন সদস্য হয়ে বলছেন যে এট এ্যানি টাইম সেটা ষ্টার্ট করা যেতে পারে। ষ্টার্ট না করার পক্ষে এমন কোন কনষ্ট্রাকশান বাকী নেই। যেটা আছে, সেটা হচ্ছে একটা কিচেন মাত্র, এটা একটা টেম্পোরারী এরেঞ্জমেন্ট করেও করা যেতে পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—তাহলে আমরা চেষ্টা করব, যাতে অবিলম্বে সেটা ষ্টার্ট হতে পারে।

শ্রীতাপস দে—মাননীয় সদস্য সুশীল রঞ্জন সাহা বললেন যে এটার কনষ্ট্রাকশানের কাজ ১৯৬৫ সালে শুরু করা হয়েছে, অথচ আজকে ১৯৭২ সাল শেষ হতে চল্‌ছে এখনও

কন্‌ষ্ট্রাকশানের কাজ কম্‌প্লিট হয় নি। এর কারণটা তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—কবে টেণ্ডার কল করা হয়েছে, তা আমার এক্ষুনি জানা নেই, কাজেই কোন তদন্তের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে গত ৭ বছর ধরে কাজ চলছে অথচ এখন পর্যান্ত শেষ হচ্ছে না, এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে কেন কাজ শেষ হচ্ছে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—কোন বছরে কাজ শুরু হয়েছে, তা আমার জানা নেই, এটা তো আমি আগেই বলেছি।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নলছর এলাকায় জনসাধারণ ঠিকমত চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না, এটা আপনি অবগত আছেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—হয়তো প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারের সুবিধা পাচ্ছেন না, তবে যদি কাছে কোন ডিস্‌পেন্সারী থেকে থাকে, তাহলে সেটার সুবিধা তো পাচ্ছেন।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ ডিসপেন্সারীতে কোন ডাক্তার আছে কিনা এবং না থাকলে গত কয় বছর যাবত নেই জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, এটা তো সেপারেট কোয়েশ্চান।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস—স্যার, আমরা জানতে চেয়েছি যে সেখানকার জনসাধারণ চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে কিনা? —উনি বলেছেন যে সেখানে ডিসপেন্সারী আছে, আর আমি বলছি সেই ডিস্‌পেন্সারীতে কোন ডাক্তার নেই। কাজেই ডাক্তার ছাড়া লোকে কি করে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পেতে পারে?

মিঃ স্পীকার—ডাক্তার ছাড়াও তো চিকিৎসা হতে পারে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস—তাহলে আমরা কি ধরে নেব, যে ডাক্তার ছাড়াই চিকিৎসা হতে পারে এবং সেই ভাবে জনসাধারণকেও বলতে পারব?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমাদের ডাক্তারের অভাব আছে, এটা তো সকলেরই জানা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—স্যার, বাইরে ডাক্তারেরা চাকুরীর জন্য ষ্ট্রাইক করছে, অথচ আমরা এখানে বলছি যে আমরা ডাক্তার পাচ্ছি না, এটা কোন কথা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ডাক্তারেরা কোন দিনই বেকার থাকেনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—তাহলে আমি চেলেঞ্জ করছি যে তামিলনাড়ুতে, অন্ধ্রে কত বেকার ডাক্তার আছে, সেটা একবার তদন্ত করে দেখুন।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস—ডাক্তারেরা কোন সময়ে বেকার থাকে না যদি তারা নিজেরা প্রেক্‌টিস করতে চায়, কিন্তু যারা চাকুরী করতে চায়, অথচ চাকুরী পায় না তাদেরকে কি বেকার বলা যায় না ?

মিঃ স্পীকার—অনেক সাপ্লিমেন্টারী হয়েছে, আর নয়। এবার মাননীয় সদস্য সুবল বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে জলাই (কৈলাসহর) এলাকায় একটি ফিডিং সেণ্টার আছে ?	হ্যাঁ।
২) যদি থাকে, তবে তার পরিচালনার ভার কাহার উপর ?	কওলীকোরা গাঁও সভার গাঁও প্রধানের অনুমোদন ক্রমে নিযুক্ত অর্গানাইজারের মাধ্যমে উক্ত সেণ্টার পরিচালিত হইতেছে।
৩) উক্ত ফিডিং সেণ্টারে রোজ কত শিশু খাবার পায় ?	৪০ হইতে ৮০।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভিটামিন বললেই তো হোল না স্যার। যে সব খাদ্য দেওয়া হয় সেখানে ভিটামিন আছে কিনা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—যে সব খাদ্যে ভিটামিন আছে সেই সব খাদ্যই সরকার দিচ্ছেন।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভিটামিন খাদ্য বলতে আমরা কি কি বুঝি। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ডাক্তার নন। কাজেই তিনি বলতে পারবেন না।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—যেহেতু তিনি ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের মন্ত্রী, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নটা অতি সোজা স্যার, উনি বলেছেন যে আমরা পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করার জন্য একটি স্কিম নেওয়া হয়েছে এবং বিতরণ করার জন্য টাকা ব্যয় হচ্ছে সে পুষ্টিকর খাদ্য কোন কোন জিনিসকে ধরা হয়েছে সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেটা আলাদা প্রশ্ন হয়ে গেছে।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি পুষ্টিকর খাদ্য বলেছেন পুষ্টিকর খাদ্য বলতে কি বুঝায়?

মিঃ স্পীকার—পুষ্টিকর খাদ্য কি কি দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা সরকার সাব্যস্ত করেছেন, সে পুষ্টিকর খাদ্যই দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, উনার প্রশ্ন হচ্ছে কি কি খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। এখানে উত্তর দিয়ে দিন। কি কি খাবার দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসকে একটু সিরিয়াস হওয়া দরকার। তিনি কি কি খাদ্য দিচ্ছেন তিনি বলবেন না?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, খিচুরি ৬০ গ্রাম, বড়দের, শিশুদের জন্য ৩০ গ্রাম। তরকারীসহ, এবং তার মধ্যে ২০০ কেলোরী আছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন খাদ্যে ডাল ইত্যাদি আছে এই ব্যাপারে কোন অভিযোগ আছে কি যে ওখানকার লোকেরা বা ছেলেরা খাদ্য পাচ্ছে না। এই রকম কোন অভিযোগ সরকারের কাছে এসেছে কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এই রকম কোন অভিযোগ সরকারের কাছে আজ পর্য্যন্ত আসে নাই।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি স্যার, বিধানসভার সদস্য হিসাবে বলছি একটা অভিযোগ এসেছে এবং আমি তার প্রমাণ দিতে পারি। সেখানকার ছেলেরা তাদের খাবার পাচ্ছে না এবং কাজটা যে পরিচালনা করছেন তিনি একজন গাঁও প্রধান তার

একটি অভিযোগ আছে। আমি একজন বিধানসভার সদস্য হিসাবে বলছি তদন্ত করবেন কি না।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে সেখানে গাঁও প্রধান ছিল গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, গাঁও সভার প্রধানকে প্রধান সভাপতিরূপে একটা কমিটি গঠন করা হয়। এবং সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট হলো গাঁও প্রধান।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এম, এল, এ, একজন দায়িত্বশীল এম, এল, এ যখন বলেছেন সেটা আমরা তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—তদন্ত এখানে ডাইরেক্টরেইট থেকে করা হবে কি এই এসেম্বলি থেকে করা হবে। সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—বললাম তো তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত। কোয়েশ্চান নং ২৭৪।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৭৪।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৭৪।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আগরতলা শহরে সরকারী অফিসাদির জন্য মোট কতটি বাড়ীভাড়া নেওয়া হয়েছে?	ক ও খ প্রশ্নের উত্তর নিম্ন ছকে দেওয়া হয়েছে।
খ) ঐসকল বাড়ীর জন্য বিগত ১৯৬৮-৬৯, ১৯৬৯-৭০, ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭১-৭২ইং আর্থিক বৎসরে ভাড়া বাবদ বাৎসরিক মোট কত টাকা সরকারী ব্যয় হইয়াছে।	

আগরতলা শহরে ভাড়া করা বেসরকারী বাড়ীর সংখ্যা				বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকারের ব্যয়িত টাকার পরিমাণ			
৬৮-৬৯	৬৯-৭০	৭০-৭১	৭১-৭২	১৯৬৮—৬৯	১৯৬৯—৭০	১৯৭০—৭১	১৯৭১—৭২
৫৯	৫৭	৫৮	৬৫	১,৭৪,৫৪৩.৪১	১,৭৬,৫৯১.৬৭	১,৭৪,৯৭৮.৩০	২,২৩,৪৭২.৭০

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই চার বৎসরে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মত সরকারের বাড়ী ভাড়া বাবত ব্যয় হয়েছে। এই টাকায় ব্যয়টা বাড়ী তৈরী করে অফিস স্থাপন করা সম্ভব পর ছিল। তাতে বোধ হয় আমাদের যে অর্থ খরচ হচ্ছে সেইটার জন্য সরকার এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে নিজেদের অফিস নিজেরাই তৈরী করলে ভাল হতো। এইটা সরকার করবেন না কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যে ৮ লক্ষ টাকার হিসাব দিলেন এই ৮ লক্ষ টাকা আমাদের এক বৎসরে খরচ হয় নি। ৪ বৎসরে ব্যয়িত হয়েছে। এবং ৪ বৎসরে টাকাটা আমাদের এক সংগে কোন উপায়ে ছিল না। তবে আমাদের সরকার থেকে ব্যবস্থা করছি আমরা যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ীঘর করে আমাদের নিজেদের অফিস সংকুলান করবো।

শ্রীমধুসূধন দাস—মাননীয় মন্ত্রীমশায় বললেন সরকার বেসরকারী বাড়ী ভাড়া নিচ্ছেন অথচ সরকারী ঘর খালি পরে আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এই রকম তথ্য আমাদের জানা নেই।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বাড়ীগুলি ভাড়া নেওয়া হয়েছে সেগুলি হাউসিং লোন নিয়ে নিজেরা থাকার জন্য বাড়ী করেছেন সেই রকম বাড়ীই সরকার ভাড়া নিয়েছেন। সে তথ্য নিয়ে মন্ত্রীমশায় সরকারকে জানাবেন কি এবং সেখানে সর্ত অনুযায়ী যারা হাউসিং লোন নেবেন তারা, ভাড়া দিতে পারবেন না নিজেরা সেখানে থাকবেন। এইভাবে হাউসিং লোন নিয়ে বাড়ী করেছেন অথচ সেখানে সে সরকারকে আবার ভাড়া দিয়েছেন। এই কথাটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এইটা আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব স্যার।

মিঃ স্পীকার—Question hour is over. There are 24 Nos. of un-starred questions to day, the Minister may lay on the table of the House, the replies to the un-starred questions and also to the starred question which are not answered orally.

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেক দিনেই আমাদের অনেকগুলি কোয়েশ্চান বাদ যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত কাল যখন আমি এই ব্যাপারে আলাপ করি তখন স্পীকার মহোদয় তাঁর চেম্বারে আমাকে বলেছিলেন যে, এইগুলি ব্যালট করে করা হবে। এইভাবে যদি আমাদের প্রশ্নগুলি বাদ পড়ে যায়, আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি এখানে এসেছি জনসাধারণের উপকারার্থে—

মিঃ স্পীকার—এই অধিবেশনে নয়, আগামী অধিবেশনে ব্যালটিং এর ব্যবস্থা আমরা করব।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়—আমাদের মিনিষ্টারদের কাছ থেকে যদি এই প্রশ্নগুলির উত্তর না পাই তাহলে আমরা জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকব এবং তারা যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমরা তাদের কি জবাব দেব ? ৭ তারিখ থেকে আজকে ১২ তারিখ পর্যন্ত সম্ভবত প্রত্যেক দিনই আমার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু প্রত্যেক দিনই আমি ডিপ্রাইভ হয়েছি, একদিনও আমার প্রশ্নের উত্তর হয় নি।

মিঃ স্পীকার—প্রথমতঃ আমি ব্যালট করে প্রশ্ন লিষ্ট করার ব্যবস্থা আগামী অধিবেশন থেকে করব বলেছি। দ্বিতীয়তঃ আপনার প্রশ্ন শেষের দিকে থাকার কারণ হচ্ছে আপনি প্রশ্ন পাঠান দেরীতে। কাজেই যারা আগে দেন তাদের প্রশ্ন আগে থাকে। তৃতীয়তঃ আপনি বলেছেন উত্তর পান নি। কিন্তু উত্তর পাচ্ছেন। তার কারণ যে সমস্ত প্রশ্ন ষ্টার্ড আনষ্টার্ড হয়ে যায় তার রিপ্লাই দিয়ে দিচ্ছেন মন্ত্রীরা, তা পাবেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—স্যার, আপনি বলেছেন যে ব্যালট করে দেবেন। তাতে জাস্টিস্ ফিনিষটা ঠিক হবে না। তাতে ইনডিভিজুয়েল মেম্বারদের গ্রাজ ফুলফিলমেণ্ট হবে না। আর যেটা বলছেন মেম্বারদের কেন গ্রাজ হচ্ছে, আমি বলছি এই যে রিপ্লাই হচ্ছে আন-ষ্টার্ড কি ষ্টার্ড কোয়েশ্চান সেটা মেম্বারদের পাওয়ার কোন উপায় নেই। অন্য জায়গায় সিষ্টেম হচ্ছে পরের দিন মেল ব্যাগে ষ্টার্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের রিপ্লাইগুলি মেম্বারদের বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হয়। অথবা লবীতে প্রশ্নগুলি লেইড ডাউন করা হয়। আমাদের এখানে লেইড ডাউনের প্রসিডিউর নেই। তার জন্য মেম্বাররা মনে করছেন যে তারা রিপ্লাই পাচ্ছেন না। যদি এক কপি রিপ্লাই হাউসে লেড ডাউন থাকত তাহলে অভিযোগ থাকত না। দুই নম্বর কথা হল যে, যে সমস্ত মেম্বারদের কোয়েশ্চান ষ্টার্ড এবং আনষ্টার্ড থেকে যাচ্ছে সেগুলি পরের দিন মেলব্যাগে যদি পৌঁছে দেওয়া হয় মেম্বারদের আগরতলার ঠিকানায় তাহলেও এই অভি-যোগ থাকে না এবং আপনি যদি বলেন স্যার, অফিস থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য তাতে অনেক-ক্ষণ সময় লাগে। অনেক সময় আমাদের অফিসারদের কাছে যেতে হয়, তাদের বিরক্ত করতে হয়। কাজেই এই সিষ্টেমটা যদি ইনট্রডিউস করেন তাহলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা আমি এই ব্যাপারে আপনাদের সংগে আলোচনা করব।

শ্রীমধুসূদন দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম এবং আপনি বলেছিলেন আপনি আমাদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেবেন। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করার পরে আর সাপ্লিমেণ্টারী করার সুযোগ পাচ্ছি না। আমার মনে হয় এতে আমাদের

ডিগনিটি কমে যাচ্ছে এবং অধিকারও খর্ব হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনারা তো প্রশ্ন করছেন সাপ্লিমেণ্টারী এবং কোনটাই কমছে না, অধিকারও কমছে না, ডিগনিটিও কমছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৫ই ডিসেম্বর আপনার একটা চিঠি পেয়েছি। সেটাতে একটা কোয়েরী আছে যে এই যে ৫ই ডিসেম্বর থেকে আগরতলা মিষ্টান্ন কর্ম্মচারীদের ধর্মঘটীরা ৫ জন অনশন সত্যাগ্রহ করছেন সেই সম্পর্কে আমি অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন দেওয়াতে দেরীতে হলেও আপনি একটা সুযোগ দিচ্ছেন আগামী ১৩ ডিসেম্বর একটা আলোচনা হবে। আমি জানতে চাইছি যে আমি যে একটা মোশণ দিয়েছিলাম যে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হোক সেই মোশনটা অ্যালাও করেছেন কিনা?

মিঃ স্পীকার—অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—না, এমনিতে একটা মোশন দিয়েছিলাম যে অ্যাসেমব্লী ডিস্কাশন করবে। সেটা যদি আপনি আনেন তাহলে আমি খুশী হব।

মিঃ স্পীকার—সেটা আগামী কাল আলোচনা হবে। আমি অ্যাডমিট করছি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ আছে।

মিঃ স্পীকার—সেটা ডিস-এলাও হয়েছে।

I have received Calling Attention Notice from the Hon'bl Member Shri Tapas Dey. I have given consent to the Motion of Shri Dey. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ১৫ই ডিসেম্বর এর উত্তর দেব।

কালীপদ ব্যানার্জী—কিসের উপর সেটা তো বলেননি স্যার।

মিঃ স্পীকার—গত ১১।১২।৭২ইং তারিখে তুলসীবতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

বিনা ষ্ট্যাম্পে টিকিট বিক্রয় এবং সরকারী কর ফাঁকি সম্পর্কে।

Mr. Speaker—I have received a notice from Shri Jatindra Kumar Majumder, Member, desiring to raise discussion on—ত্রিপুরা সরকারের Aided H/S. স্কুলগুলির সঙ্গে সরকারের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের ক্রমাবনতির ফলে অচলাবস্থার সম্ভাবনা সম্পর্কে।

I have admitted the notice and discussion would be held on 13th December, 1972.

Mr. Speaker—Next business of the House, the Tripura (Courts) Order Amendment Bill. 1972 (Tripura Bill No 9 of 1972) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Monoranjan Nath—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura (Courts) Amendment Bill, 1972 (Tripura Bill No. 9 of 1972) is to be taken into consideration.

Shri. T. M. Dasgupta—Sir, I would like to take part in this discussion. স্যার আমি ডিস্কাশন করার আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা যখন একটা বিল ইনট্রডিউস করেন তখন তার একটা প্রিলিমিনারী ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি বলছি। আগেও বলেছি এবং এবারও বলছি। আমরা হাউসের মধ্যে ডিস্কাশনটা কিভাবে গাইড করব। একটা বিল এলে সরকার এই বিলকে কি কারণে রাখছেন সেটা যদি তিনি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে না বলেন তা হলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বল্লে আমি দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার—উনার বলা শেষ হলে আপনি বলুন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—স্যার, এটা যদি কারোর বুঝতে অসুবিধা হয় তা হলে এর ভিতর থেকে এর আইডিয়াটা তিনি নিতে পারেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—সত্যি কথা এখানে আমাদের হাউসে সিষ্টেম হয়েছে আই বেগ টু ইনট্রোডিউস দি বিল পরে যদি হাউসের কনসেন্ট নেওয়ার পরে মিনিষ্টারদের বক্তৃতা করতে হয় এটা যদিও ছোট কথা কিন্তু বড় বিল হলেও হয় না কাল মিউনিসিপ্যালিটি বিলের উপরে

ইনট্রোডাকশানের পর কোন ভাষণ দেননি মিনিষ্টার।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মিনিষ্টাররা যদি একটি ইনট্রোডাকশান দেন তাহলেই সেই পয়েন্টস্‌গুলি আমাদের বলার দরকার নাও পরতে পারে।

মিঃ স্পীকার—(শ্রীযতীন্দ্র মজুমদারকে উদ্দেশ্য করে) আপনি বলুন।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার—আমি কোন বক্তৃতা করছি না এবং এই বিলের উপরও কোন বক্তব্য রাখব না আমি শুধু বলছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন বক্তৃতা করবেন যেটি মাননীয় সদস্য উল্লেখ করলেন ষ্টেটমেন্ট অব অবজেকশান অব রিজনস ইংরাজীতে হওয়ায় আমার মনে হয় যারা ইংরাজী জানেননা তারা বুঝতে পারবেন না সেজন্য ভবিষ্যতে কোন বিল আনার আগে রিজনস্‌গুলি বাংলাতে থাকার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে আমি ত্রিপুরার কোর্ট অর্ডার অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৭২ উত্থাপন করছি। এই বিলের উদ্দেশ্য হয় ত্রিপুরা কোর্ট অর্ডার বিল ১৯৫০ পেরাগ্রাপ ৩০তে ছিল কোন আপিল মুনসেফের কোন আপিল— মুনসেফ বলতে আদালত বুঝায়— মুনসেফের কোন আপিল যার জুরিসডিকশান পাঁচ হাজার পর্যন্ত বা সাব জজের কোন আপিল সেই ডিক্রির বিরুদ্ধে ডিষ্ট্রিক্ট জাজের কাছে আপিল করবার বিধান ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে তারপর জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ল্যাণ্ডের ভেলুয়েশান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সেই কনসিডারেশান করে দেখা গেল ডিষ্ট্রিক্ট জাজের আপিলেট জুরিসডিকশান আরো বৃদ্ধি করা দরকার। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আসাম হাই-কোর্ট বেঞ্চ আগরতলা রিকম্যাণ্ড করেছেন যে ৫ হাজারের স্থলে ১০ হাজার করা হউক। সেই অনুযায়ী এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি হাউসের সামনে উত্থাপন করছি। আগে এমন ছিল হাই কোর্টে কেইস করতে গেলে মানুষ অযথা খরচান্ত হন এবং হাইকোর্টের উপরও অনেকসময় ওভার বার্ডেন হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ৫ হাজারের স্থলে ১০ হাজার হয়েছে কাজেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করছি। আশা করি হাউস তার অনুমোদন দেবেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে বিলটি এসেছে আমি তা সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আগে যেখানে ৫ হাজার মাত্র সীমা ছিল মুনসেফ কোর্টের সেটি বেড়ে ১০ হাজার করা হয়েছে আপিলেট জুরিসডিকশান। জিনিষ পত্রের দাম বেড়েছে কাজেই সেটি সময়োচিত হয়েছে তাই আমি সমর্থন করছি। কিন্তু আমি পরের যে ব্যবস্থা আছে সেটির ইম্পলিকেশানটি বুঝতে পারলাম না। "Nothing in this Act shall affect appeals against any decrees passed by a Munsif or Subordinate

Judge before the commencement of this Act and such appeals may be preferred or, as the case may be, continued as if the amendment by section 2 to sub-paragraph (a) of paragraph 30 of the Tripura (Courts) Order, 1950 had not been made. কারণ এখানে ক্ষমতাটা বাড়ানো হয়েছে এর দ্বারা কোন প্রভাব বিস্তার করছে না। যদি এটা কমানো হতো উল্টোটি হতো তাহলে বুঝা যেতো যেহেতু ক্ষমতাটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সেজন্য তারা অতিরিক্ত ক্ষমতার জন্য কাজটি করছেন তার জন্য তার আইনগত প্রোটেকশান দেওয়া দরকার। কিন্তু সেখানে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার করা হয়েছে। এতদিন তারা ৫ হাজার টাকার কাজই করছেন কাজেই আইনটা পাশ হলে তাদের কাছে ১০ হাজার টাকার কাজ যাবে কাজেই ৫ হাজার টাকার এতদিন যে কাজ করে যে তার জন্য ট্রেডিং ক্লজ-এর আর কি প্রয়োজন আছে আমার মনে হয় এর প্রয়োজন নেই। কারণ ৫ হাজার টাকার কেইস করছেন এখন থেকে ৫ হাজার থেকে বেড়ে ১০ হাজার টাকা হল এখন তারা ১০ হাজার টাকার কেইস করবে তারা। উপরের কোর্টে না গিয়ে নিচের কোর্টে যেতে পারে অর্থাৎ হাইকোর্টে সরাসরি যাওয়ার দরকার নেই। সেই ক্ষেত্রে এই যে সেভিংসটা দেওয়া হল তার দরকার নাই। এটার দ্বারা আপিল বা অন্য কোন দিক এফেক্‌ট করছে সেটা আমার কাছে স্পষ্ট নয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি সেটাকে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেন তাহলে আমি বাধিত হব। কিন্তু আমার কোন আপত্তি নেই। এই অতিরিক্ত জিনিষটা কেন ঢোকানো হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিস্কার করে বলেন তাহলে ভবিষ্যতে আইনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করার সুবিধা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার কোথায় গেলেন ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিল সমর্থন করে বলছি ডিষ্ট্রীক্ট-জাজের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে লোকের যাতে সুবিধা হয়, তিনটি ডিষ্ট্রীক্ট ত্রিপুরাতে হয়েছে কিন্তু ডিষ্ট্রীক্টগুলিতে জাজের অফিস হয়নি, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর জবাবী-ভাষণে বলে দেবেন যে লোকের সুবিধার জন্য যে তিনটি জেলা হল, অর্ডার বদলাতে হচ্ছে সেই ডিষ্ট্রীক্টের লোকেরা সেই সুবিধা কবে থেকে পাবেন এবং কিভাবে পাবেন তিনি সেটা বলবেন আশা করি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীতড়িৎ বাবু যে বলেছেন, তিনি হয়তো লক্ষ্য করেননি—এ্যাপীল জুরিসডিকশান বলছে সাব-জাজের, পাঁচ হাজারের উপর যে এ্যাপীলগুলি আছে, তার জন্য তাদের এ্যাপীলগুলি হাইকোর্টে করতে হয় না—এটা সেখানে লেখা আছে। ওরিজিন্যাল যে জুরিসডিকশান তাতে সাব-জাজের কোর্টে পাঁচ হাজার পর্যন্ত এ্যাপীল চলে, পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার যেখানে আছে, তারজন্য আমাদের যেতে হচ্ছে

হাইকোর্টে। এই আইন পাশ করার পর সিক্স থাউজেণ্ড ডিস্ট্রিক্ট জাজের কাছেই আমরা পারব। সুতরাং উনি যে আরগুমেণ্ট দিচ্ছেন, তা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। আমি যে কথাটা বলছি, এখানে শেষের দিকে লেখা আছে—

"Nothing in this Act shall affect apeals against any decrees passed by the Munsif .....

এখানে কি ভেবে সেভিংস ক্লজ দিতে হল ? পাঁচ হাজার বাড়িয়ে ছয় হাজার করলাম, সেখানে দশ হাজার করে দিলেন, এখন যে পেণ্ডিং কেস্ আছে, সেভিংস্ ক্লজ দেওয়ায় সেটার কি হল, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চাইছি। যে যে কেস্ পেণ্ডিং আছে, সেইগুলি এ্যাফেক্ট করছে, কিভাবে এ্যাফেক্ট করছে, সেভিংস ক্লজ যার জন্য দেওয়া হল, সেটা আমি জানতে চাইছি।

Shri Monoranjan Nath :—Nothing in this Act shall affect appeals against any decrees passed by a Munsif.........

মুনসেফ যে এ্যাপীল পাশ করেছেন, তার এ্যাফেক্ট—এই এ্যাক্টে কোন বার নাই।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—সেই জিনিষটা এখানে পরিষ্কার কিছু নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পরিষ্কারই আছে। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কালিপদ বাবু বলেছেন যে ডিষ্ট্রিক্ট জাজ সম্পর্কে—ডিষ্ট্রিক্ট জাজ সম্পর্কে আমরা যেমন ডিষ্ট্রিক্টে রেভিনিউ কোর্ট করেছি, সেইরকম জাজ অফিস করার চিন্তা ধারা আমাদের আছে। অনেক চিউজ এক্সপেনডি-চারের প্রশ্ন এবং এবং বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশান ইত্যাদির প্রশ্ন আছে, সেইজন্য সরকার সেইভাবে চিন্তা করছেন।

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in charge that the Tripura (Courts) Order Amendment Bill· 1972)Tripura Bill No. 9 of 1972) be taken into consideration at once.

The Motion was put to voice vote and agreed to.
The Motion was carried.

Mr. Speaker : —cl_2 do stand part of the Bill.

The clause was put to voice vote and agreed to.

Ma. Speakər :—Cl_3 do stand part of the Bill.

The clause was put to voice vote and agreed to.

Mr. Speaker :—Cl_1 do stand part of the Bill.

The clause was put to voice vote and agreed to.

Mr. Speaker : –The title do stand part of the Bill.

The title was put to voice vote and agreed to.

Mr. Speaker :—Next Business is the Passing of the Tripura (Courts) Order Amendment Bill, 1972 (Tripura Bill No. 9 of 1972) I shall request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for passing of the Bill.

Shri Monoranjan Nath :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura (Courts) Order Amendment BIll, 1972 (Tripura Bill No. 9 of 1972) as settled in the Assembly be Passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that the Tripura (Courts) Order Amendment Bill, 1972 (Tripura Bill No. 9 of 1972) as settled in the Assembly be Passed.

The Motion was put to voice vote and agreed to.

The Bill was passed.

GOVERNMENT BUSINESS (FINACIAL)

VOTING ON DEMAND FOR SUPPLIMENTARY GRANTS

FOR 1972 73.

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business 5 Demands.

Do you want to start the discussion just now or after Recess (towards the members present in the House) ?

The House stands adjourned at 12-30 till 2 P. M.

Next buisness (Financial) Voting on demands for Supplementary Grants for 1972–73.

To-day in the list of business 5 demands viz. Demand Nos.9-General Administration, 10-Administration of Justice, 29-Famine Relife, 43-Capital Outlay on Schemes of Government Trading and 45-Loans and Advances by the State/Union Territory Government are to be disposed of.

Members have received the list of Buisness along with the Apendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standig in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demand and the Cut Motions. There after, when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demad Nos: 9-General Administration & 10-Administration of Justice together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course, I shall dispose of the demands separately.

Now. I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 9-General Administration & 10-Administration of Justice, together.

Shri Debendra Kishore Choudhury—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 2-10 000 [exclusive of charged expenditure of Rs. 1,27,000], be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 9-General Administration.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I further beg to move that a further sum not exceeding Rs. 23,000 be granted to defray the additional charges which will come incours. of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 10-Administration of Justice.

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই বিধান সভায় আমি যে ডিমাণ্ড নাম্বার নাইন পেশ করলাম, তাতে আমার সরকারের বক্তব্য হল যে কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি নূতন করে বিচার বিবেচনা করার জন্য আমাদের এখানে একটা পে-কমিশন গঠন করার দরকার আছে আর তারই জন্য ব্যয় সংকুলানের জন্য আমাদের এই বরাদ্দটা দরকার আছে। ১৯৭০ সালে যখন নাকি থার্ড পে কমিশন গঠিত হয়, তখন কথা ছিল যে সেটা ইউনিয়ন টেরিটরিগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এবং আমরাও সেই সংগে আশা করেছিলাম যে সেই থার্ড পে-কমিশনের রিকমেনডেশান আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আমাদের ষ্টেটহুড পাওয়ার পর ঐ থার্ড পে-কমিশন ডিসিশান নিয়েছে, যে সব ইউনিয়ন টেরিটরি ষ্টেটহুড পেয়েছে, সেগুলি আর তাদের আওতার মধ্যে থাকতে পারবে না। তাই আমাদের নিজেদের ষ্টেটের জন্য আমাদের নূতন করে একটা পে-কমিশন গঠন করতে হবে। এই পে কমিশন গঠন করার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের দুই দুইটি ইন্টারিয়েম রিলিফ দিয়েছে, তাদের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে, যেটা ঐ থার্ড পে-কমিশন শুধু মাত্র সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কর্মচারীদের জন্য রিকমেন্ডেশান করেছিল। কাজেই আমাদের পে-কমিশন করতে হলে এমন একজন লোককে পেতে হবে যিনি নাকি এই কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা বেশ কয়েকজন রিটার্ড আই, সি এস, অফিসারকে অফার দিয়েছি, যেমন— এস, কে, দত্ত, রিটার্ড, আই, সি, এস, কে, কে, হাজরা, রিটার্ড আই, সি এস্। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কে, কে, হাজরা মহাশয় ইতিপূর্বে পরলোক গমন করেছেন এবং শ্রী এস, কে, দত্ত মহাশয় ও অন্যান্যরা এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তারপরে বি, মুখার্জি আই, সি, এস, তিনি এখন পর্য্যন্ত কিছুই আমাদেরকে জানান নি। আমরা তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমরা পে কমিশন খুব তাড়াতাড়ি গঠন করতে চাই। কাজেই আমরা যাতে নূতনভাবে আমাদের সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো, এ্যালউন্স, এবং স্পেশাল-পে ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করতে পারি, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেজন্য আমরা বিশেষভাবে সচেষ্ট আছি। আর সরকারী কর্মচারীদের সংগে সংগে আমাদের সরকারের সংঙ্গে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির শ্রমিকেরাও যাতে এই পে-কমিশনের সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, সেটা আমরা নূতনভাবে চিন্তা করে দেখছি। তাই আশা করি মাননীয় সদস্যগণ, এইসব জিনিষটা ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে আমার ৯নং ডিমাণ্ডটিকে অনুমোদন দিবেন। আর ১০নং ডিমাণ্ড যেটা আছে, সেটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বার লাইব্রেরী যেগুলি ছিল, সেগুলিতে তাদের আইন এবং নানারকম ম্যাগাজিন যা নাকি মাননীয় সদস্যদের দরকার হয় সেগুলি তুলনায় খুব

অপ্রতুল তাই আমাদের সরকার স্থির করেছেন প্রত্যেক বার লাইব্রেরীকে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হবে—যাতে নাকি উনারা আইনের বই এবং নানারকম ম্যাগাজিন যা নাকি উনাদের কাজের প্রয়োজন হয় সেগুলি যাতে কিনতে পারেন। আর এটা আমরা প্রথমেই বাজেটে ধরেছিলাম, তখন থেকেই আমরা সেটি চিন্তা করছি তাই আপনাদের সম্মুখে রাখছি যাতে আপনাদের অনুমোদন লাভ করতে পারা যায়।

মিঃ স্পীকার :—Cutmotion on Demand for Grant No. 9 to be moved by Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার কাটমোশান হচ্ছে that the Demand be reduced to Re. 1/-. প্রথমে কাট মোশানটা আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সরকার কর্মচারীদের এই থার্ড পে কমিশন গঠনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে আশংকা করা যাচ্ছে যে, সরকার এ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি তারা পে স্কেল রিভিসন সম্পর্কে, এনোমেলিজ দূর করা সম্পর্কে তারা দিয়েছিলেন সেগুলি সরকার বাই-পাশ করার চেষ্টা করেছেন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্যার, এই পে-কমিশন যে কি ভাবে কাজ করে কেন্দ্র থেকে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি। '৭০ সালে কমিশন হয়েছে এবং '৭২ সালে তারা যে রিপোর্ট দিতে পারছেন সেই ভরসা কর্মচারীরা রাখেন না। যার জন্য একটা ইনটিরিম রিপোর্ট চেয়েছিলেন সেটিও আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কারণ স্যার, এটা অত্যন্ত বিরাট ব্যাপার—পে-ষ্ট্রাকচার রিভিও করে এখানকার অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয়গুলির সংগে সামঞ্জস্য রেখে র‍্যাশনালাইজ করে আমাদের সেগুলিকে নিয়ে আসা অনেক বিতর্কের ব্যাপার সেগুলির মধ্যে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু গত '৬১ সাল থেকে যখন আমাদের এটা সেন্ট্রালি এডমিনিষ্টার্ড এরিয়া ছিল সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রতিশ্রুতি সরকারী কর্মচারীদের কাছে দিয়েছিলেন এই সরকার কি সেই প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে পারেন আমি মনে করি তারা তা করতে পারেন না। স্যার আমি এখানে সরকারী নীতি সম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, '৬৩ সালে আমরা দেখেছি যে শ্রীপাণ্ডে, যিনি জয়েন্ট সেক্রেটারী টু দি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে এখানকার যিনি এডমিনিষ্ট্রেটর তিনি পে স্কেল রিভাইজ করবেন from time to time to being them on part or the scale of pay which may be sanctioned by the Punjab or Assam or West Bengal Government. Sir এর পরে আর একটি চিঠি যেটি শ্রীজে, এল, হাতি দিয়েছিলেন '৬৬ সালে আমাদের তৎকালীন চিফ মিনিষ্টার-এর কাছে তাতে আমরা দেখেছি ফর দিস পারপাস ত্রিপুরা ইজ ট্যাগড্ টু ওয়েষ্ট বেঙ্গল পে স্কেল। রিভিসনের ব্যাপারে ত্রিপুরাকে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে ট্যাগ করা হয়েছে। আমি মনে করি এখানকার সরকার সেটি অস্বীকার করবেন না। '৬১ সাল থেকে পে রিভিসন করার এনোমেলিজ দূর করার চেষ্টা চলছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই জিনিষটা হয়নি। এবং আজ পর্যন্ত হয়নি

এটি আমি কতগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব। আমি প্রথমে তাদের কথা বলতে চাই সরকারী কর্মচারীরা সাধারণভাবে তাদের সংগঠন যা ট্রেড ইউনিয়ন যার মধ্য দিয়ে তারা ফ্রম টাইম টু টাইম তাদের বক্তব্য রেখেছে। আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু কিছু সরকারী কর্মচারী আছেন যারা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার পান নি বা করেনি। যেমন পুলিশ। ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ দপ্তরে কম কর্মচারী নেই আমরা কি বলতে পারব ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্কেল ত্রিপুরা পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে চালু করা হয়েছে, খুব কম ক্ষেত্রেই করা হয়েছে। ত্রিপুরার পুলিশ কর্মচারীদের তুলনায় পশ্চিম বাংলার যারা পুলিশ কর্মচারী তারা অনেক বেশী সুবিধা ভোগ করে থাকে অথচ যেখানে বলা হয়েছে ট্যাগ করতে হবে ওয়েষ্ট বেংগলের সাথে। আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি সেখানে সরকার কনজিউমার্স ষ্টোর্স করে সেখানে তাদের সস্তায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরা সরকার কি বলতে পারবেন তার পুলিশ ষ্টাফের জন্য কনজিউমার্স ষ্টোর্স করেছেন পশ্চিম বাংলায় যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় এখানে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে পুলিশের যে সমস্ত কর্মচারী তাদের জন্য হাসপাতালে বেড সংরক্ষিত থাকে তাদের জন্য আলাদা হাস-পাতালও আছে। আমরা কি বলতে পারব যে তাদের সংখ্যার অনুপাতে হাসপাতালে বেড সংরক্ষিত আছে। অসুখ হলে মেডিকেল রিইমবার্সমেন্ট বিলের কথা বলা হয়েছে সেটি একটি জঘন্য ব্যাপার। যারা অফিসার তাদের বেলায় রিইমবার্সমেন্ট বিল পেতে দেরী হয় না কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বেলায় বছরের পর বছর পরে থেকেও মেডিকেল রিইমবার্সমেন্ট হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এনোমেলিজ সম্পর্কে কতগুলি কথা বলছি যখন সরকারী কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়েতে এনোমেলিজ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন তখন আমরা দেখেছি যে বেশী দিনের কথা নয় '৭১ সালে আমরা দেখেছি যে ১৮ই সেপ্টেম্বর এখানকার তত্কালীন চিফ সেক্রেটারী নির্দেশ দিলেন এনোমেলি দূর করে পে স্কেল বিভাইজ করা হবে! স্যার এর পরেও আমরা দেখছি সেই এনোমেলিগুলি দূর হয়নি। আমরা দেখছি একই পোষ্টে বিভিন্ন স্কেল যেমন সার্ভেয়ার অব ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশান ১৭৫-৩২৫, পি, ডাবলিও, ডি'তে ১৫০-২৫০, ১২৫-২০০, ১০০-১৪০ কায়দা করে একটা বার রেখে দিয়েছে। ডিসক্রিমিনেট করার একটা সুযোগ সেখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। সার্ভিলিয়েন্স ওয়ার্কার্সদের ক্ষেত্রে সেখানে ফিকসড করে রাখা হয়েছে তারা ১৯৪৯ সালের স্কেলও পাচ্ছেন না '৬১ সালের সেটিও পাচ্ছেন না এবং তাদের পে স্কেল কোন সময়েই বের করা হয়নি এবং তাদের পে স্কেল কোন সময়েই রিভাইজড করা হয়নি। ওয়েষ্ট বেংগলে আমরা দেখছি যে, পে রিভিসান হয়েছে ১,৪, ৭০ইং এবং সেখানে দেখেছি হেড ক্লার্করা ৩০০-৪৫০, ২৫০-৪০০, ২০০-৩০০ রিভাইজড হয়ে ৩৩০-৫৫০ হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ২০০-৩০০। মাননীয় স্পীকার স্যার, অফিস সুপারিন্টেণ্ডেটদের দুই রকম সেখানে স্কেল রয়েছে। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে

দেখেছি ওয়েষ্ট বেংগলে হেডক্লার্কদের ৬০০-৮৬০ এটা ১, ৪, ৭০ ইং থেকে রিভাইজড হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে আমরা দেখছি ৩৫০-৫২৫ রয়ে গেছে। ডিফারেন্সটা দেখবেন স্যার। যেখানে ৬০০-৮৬০ সেখানে ৩৫০-৫২৫ রয়ে গেছে। ক্লাস ফোরদের ৬০-৭৫, ৬৫-৮৫ অথচ রিভাইজড স্কেল যেটা ১৩৫—১৮০, ১৪৫—২৩০। ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী যার দুই বেলা অন্ন জোটে না আজকে তাদের পে-রিভিশন পর্যান্ত এমন করে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি রেকর্ড কীপারদের, জাজ কোর্টের সিভিল স্যুট ক্লার্কদের, নাজিরদের ১২৫—২০০ টাকা, ২০০—৩০০ ইত্যাদি স্কেল। আমরা সেখানেও দেখছি রিভাইজড স্কেল হচ্ছে ওয়েষ্ট বেংগলে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সমস্ত স্কেলগুলি রিভিশান কেন হচ্ছে না আমরা সরকারের কাছে জানতে চাই। সার্ভে এবং সেটেলমেন্টে একই কাজ, একই ধরণ অথচ সেখানে আমরা দেখছি বিভিন্ন রকমের স্কেল রাখা হয়েছে। অ্যাসিস্টেন্ট আমিন ৮০—১০৫ পাচ্ছে, আমরা দেখছি অ্যাসিস্টেন্ট তহশীলদারদের ৮০ থেকে ১০৫, বেঞ্চ ক্লার্ক মেট্রিক পাশ ১০০—২০০ টাকা, নন্ মেট্রিক ১০০—১৪০ টাকা অথচ ঐ সমস্ত কাজের জন্য জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টে আমরা দেখছি ১২৫—২০০ পাচ্ছে এবং নন্-মেট্রিক, হায়ার পোষ্টে আমরা দেখছি সেখানেও ওয়েষ্ট বেংগল স্কেল হচ্ছে ২০০—৪০০। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডুকেশনে আমরা দেখছি যে ডিগ্রি কলেজের লেকচারারদের ক্ষেত্রে ইনিসিয়াল স্টার্টিং হচ্ছে একই স্কেল—২৭৫ থেকে ৬৫০ টাকা এবং ১৮।১২।৬৯ এর আগে যেখানে ছিল সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে বৈষম্য দূর হয় নি। বৈষম্য ১৮।১২।৬৯ থেকে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও বৈষম্য দূর হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মাত্র কয়েকটা এখানে উল্লেখ করছি। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত অ্যানোমেলিজ আছে সেটা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এটা ১৯৬১ সাল থেকে আমরা দেখছি। কোন ক্ষেত্রেই যে করা হচ্ছে না তা নয়। এই মন্ত্রীসভা মন্ত্রীত্বে আসার পর অন্তত একটি ক্ষেত্রে তারা করেছেন। তুলসীবতী গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের মিউজিক টিচার, নন্-মেট্রিক। তাকে ১৯৬১ সাল থেকে হায়ার গ্রেডে প্রমোশন দিয়ে তার পেরিভিশন করে তার সমস্ত বকেয়া সহ দেওয়া হয়েছে। এবং একটা এমপ্লয়ীর পে-রিভিশনের জন্য একটা আলাদা অর্ডার করতে হয়েছে। ঠিক তার মত আরও মিউজিক টিচার আছে মেট্রিক, নন্-মেট্রিক, তাদেরটা রিভাইজড হল না। কারণ তাঁরা তো আর মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়া নন্। কে রিভাইজড করবে তাদেরটা ? এই যে একটা বাছাই করে করে কিছু লোককে করলাম না, কিছু লোকের করলাম এটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করছে এবং যখনি সরকারী কর্মচারীরা প্রতিবাদ করে তখনি ভিণ্ডিকটিভ অ্যাটিচিউড নেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিভিন্ন জায়গাতে ট্রেন্সফার করতে শুরু করেছে— ধর্মনগরে, সাব্রুমে বিভিন্ন জায়গায়। তাদের অপরাধ কি ? না তারা সরকারী কর্মচারীদের যে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেই সমস্ত দাবী নিয়ে আন্দোলন করছে। স্যার, আজকের দিনের কথা মনে রাখতে হবে যে সময়ে জিনিষপত্রের দাম

বাড়ছে, যে সময়ে দুর্ভিক্ষ ত্রিপুরাতে সেই সময়ে সরকার তার লেজিটিমেট পাওনা, এটা তো তাদের খয়রাতির কথা নয়, এইগুলি কমিটমেন্ট, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই রাজ্যসরকার পর্য্যন্ত যেগুলি কমিটমেন্ট করেছে, ওরা তো আপনাদের শত্রু নয়, যত নোংরা কাজ তো ওদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন, তাদের খেতে দেবেন না? তাদের দাবীর বেলাতে তারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলে। এটা চিন্তা করে দেখা উচিত। আমি আশা করব যে সরকার ভিন্‌ডিকটিভ অ্যাটিচিউড বন্ধ করবেন, ওদের কথা শুনবার চেষ্টা করবেন। ওরা যে আইন সম্মত আন্দোলন করছে সেটা সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে। যদি এ কথা হত যে শুধু ত্রিপুরায় হচ্ছে, তা তো নয়। আজকে সরকারী কর্মচারীরা বোনাস দাবী করছে। এটা কি অন্যায়? কই অন্যায় তো বলেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন আমরা চিন্তা করে দেখছি। বোনাস যদি ডেফার্ড পেমেন্ট হয়, আমি কাজ করেছি এই সরকারের এবং এটা তো আমার কথা নয়, এটা তো সুপ্রীম কোর্টের কথা যে বোনাস মুনাফার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, ডেফার্ড পেমেন্ট। আমি কাজ করেছি, আমার পাওনা, সেই পাওনার টাকা আমি দাবী করছি। আজকে কি করে কর্মচারীরা দাবী করছে? আজকে কর্মচারীরা দাবী করছে। মানতে হবে সেটা। আজ হোক কাল হোক, আমরা জানি যে সরকারের মানতে হবে সেই দাবী। মুখে গরীবি হঠানোর কথা বলা বড় সহজ। মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ী ১৯৬১ সন থেকে বঞ্চিত। ডেপুটেশান দিলে সেই ডেপুটেশান অ্যাক্সেপ্ট করেন না। আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় যে ত্রিপুরার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা যাদের দিয়ে বাসার চাকরী করানো হয় এই ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ীদের ৬ জনও একজন অফিসারের বাসায় কাজ করে। আমি নাম বলতে পারি। যিনি পাব্লিসিটি অফিসার, তদন্ত করে দেখুন যে তার বাসায় ৬টি ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ী কাজ করে। আবার ইণ্ডাষ্ট্রি আর একটা বাগানো হয়েছে। মানে সরকারী দলের যদি গোলামী করা যায়—

Mr. Speaker—The Officer is not present in the House.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—এই রকম তো হয় নি। এস, আর, চক্রবর্তীকে তো ন্যাংটা করা হয়েছে এখানে এবং আপনিই তখন স্পীকার ছিলেন। একবারও তো আপত্তি করেন নি। আমি ভেবেছিলাম আপত্তি করব। কিন্তু দেখলাম মাননীয় স্পীকার যখন এলাও করছেন যে অফিসার এই সময়ে উপস্থিত নেই এই বিধানসভার আলোচনায় সেখানে তাকে যদি না কি করা যায়—

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, দি এক্সপ্রেশান ন্যাংটা করানো এটা ডেকরেটিভ নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—যে অফিসারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এই বিধানসভার আলোচনায় সেখানে যদি তাকে নেংটা করা যায়, এই কথাটার বাংলা বলতে আপনার কানে লাগছে, আচ্ছা তাহলে

ইংরাজীতে এক্সপোজ বললাম। স্যার- এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে ক্লাস ফোর এপ্লোইরা যদি মন্ত্রীর বাড়ীতে যায়, যদি মন্ত্রী না পারেন তাদেরকে একটা চিঠি দিলে পারেন যে আমি ছিলাম না। তোমাদের ডেপুটেশান গ্রহণ করবো। আমি তোমাদের বক্তব্য শুনবো। কিন্তু সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। কোন কথা তাঁরা জানতে পারে নি। এ করে তো সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না। কাজেই আমি আশা করবো এই যে প্রস্তাবটা এখানে নেওয়া হয়েছে যে পে কমিশান গঠন করা হবে। পে কমিশান গঠন করতে তিন বছর তো লাগবে চেয়ারম্যান খোঁজে বার করতে। কারণ কেউ তো ওকে চাচ্ছে না স্যার। ত্রিপুরাকে তো তারা চেনেন, এখানকার সরকারকেও চেনেন। কাজেই চেয়ারম্যান পাইতেই প্রায় ৪ বছর লাগবে। এবং তারপরে সে চেয়ারম্যান বসবেন, তার অফিস ঠিক হবে, তার ফাইল ঠিক হবে, তার কোয়েশ্চানার ঠিক হবে, সে কোয়েশ্চান সরকারের কাছে যাবে এবং তার জবাব আসবে। আমরা তো জানি প্রসিডিউর। স্যার, হাউসের তো এইটা না জানার কথা নয়। এই সময়টায় কি হবে আমরা ভাবছি। এই যে তিন বছর, তিন বছরে কি তাদের এনোমেলিস দূর হবে। এই তিন বছরে তাদের যে সমস্ত পাওনা টাকা সেগুলি কি তারা বকেয়াসহ পাবে সে প্রশ্নের জবাব আজকে ষ্টেইট গভর্ণমেণ্টকে দিতে হবে। এই টুকু বলে আমি আশা করবো যে সরকারী কর্মচারীর প্রতি সহৃদয়তার সহিত তাদের অবস্থার কথা বিবেচনা করা হবে এবং এখানকার সরকার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

মিঃ স্পীকার—নো ওয়ান ফ্রম দিস সাইড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, দশের উপর আমার কিছু বক্তব্য ছিল সেটা কি এক সঙ্গে বলে দিব। স্যার, আমি খুশী হলাম যে বার লাইব্রেরীর জন্য কিছু টাকা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে আমি এইটা সমর্থন করি। সমর্থন করে আমি বলতে চাই যে বার লাইব্রেরীর কিছু বই কিনলেই তো হবে না, রাখবার জায়গাটাতো চাই।

কেউ যদি আগরতলা বার লাইব্রেরীতে যান, বা অন্যান্য মফঃস্বলের বার লাইব্রেরীতে যান, সেগুলতো গোয়াল ঘরের মত। সেখানে তারা না পারে বসে কাজ করতে না যারা আমাদের গ্রামের কৃষকরা আসেন তারা সেখানে বসবার জায়গা পান। এইটা কি উচিত। আমি আশা করবো যে সরকার বার লাইব্রেরীগুলিকে পুনর্গঠন করবেন। টাকা বরাদ্দ করুন তাদের বসবার ঘরের জন্য, লাইব্রেরীকে আরও উন্নত করার জন্য। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তাদের যা একান্ত দরকার তাদের থেকে খোঁজ নেন। সেখানে তো বার লাইব্রেরীর এসোসিয়েশান আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। শুধু এখানে আগরতলায় করলেই চলবে না। তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার আছে, আমি শুনেছি সেখানে ডিষ্ট্রিক্ট জাজদের অফিসও সেখানে ট্রেন্সফার করা হবে। কাজেই এই ২/৪ টাকার বইয়ের জন্য বরাদ্দ করলেই হবে না।

এইটা আগামী বাজেটে তাদের জন্য ভাল বরাদ্দ যাতে রাখা হয়, এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ৯ এবং ১০ এই সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আমি চেষ্টা করছি। এখানে যে আমাদের সাপলিমেন্টারী বাজেটটা এই যে রাখা হয়েছে এতে ডিমাণ্ড নং ৯ এ যে টাকা চেয়েছেন সেটা আমি সমর্থন করছি। অনুমোদন দিচ্ছি আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা তিনি যে কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তার মধ্যে অনেক কিছু চিন্তা করার আছে, আমি অস্বীকার করছি না। কারণ এনোমেলীস, রিভিশান অব পে স্কেল ইত্যাদি ব্যাপারে কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ থাকা স্বাভাবিক। কারণ তারা আমাদের দেশের লোক, তারা আমাদের জন্য কাজ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্যও কাজ করছেন যেমন তারা যদি আমাদের পরিবারভূক্ত লোক হয়ে থাকেন, যদি তারা দেশের জন্য কাজ করে থাকেন, তাদের পরিবারও সেই ফল ভোগ করে থাকেন। সেইটুকু কাজ করে থাকেন। অঙ্গাঙ্গিভাবে সেটা জড়িত, আড়াআড়িভাবে সেটা পান। কাজেই তাদের আমাদের আলাদা করলে চলবে না। এইটা আমি আশা করবো যে তাদের যে ন্যায্য দাবী, তাদের যে ন্যায্য পাওনা সরকারের দেওয়া উচিত। যে কোন গণতান্ত্রিক এইটা মেনে নেবেন তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি। তাই আমরাও তা মেনে নেই। ত্রিপুরা সরকার তাই মেনে নিচ্ছে। তবে কোথায় কোথায় এনোমেলিস আছে, কোথায় কোথায় বৈষম্য আছে সেগুলি দূর করবার জন্যই সরকার চেষ্টা করছেন বলেই আজকে পে কমিশনে গঠন করার প্রচেষ্টা চলেছে। পে কমিশান গঠন করার জন্য বরাদ্দও রেখেছেন। সেইটা এসটাবলিশ করতে যে খরচ হবে সে দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকে এই বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কাজেই এই বরাদ্দকে আমি সমর্থন করছি তার সঙ্গে সঙ্গে এই কথা উল্লেখ করতে চাই যে বিরোধী দলের নেতা এইটার সমালোচনা করেছেন, এইটার আমি কনষ্ট্রাকটিভ কিছু আছে আমি স্বীকার করি, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই বরাদ্দটাকেও তিনি সমর্থন করেন নি, কারণ এইটা কেন করা হচ্ছে কেন টাকা চাওয়া হয়েছে, আজকে পে কমিশান গঠন করা, আজকে কর্মচারীদের বেতনের তারতম্য আছে, বৈষম্য আছে, তাদের স্কেলকে রিভাইজড করতে হবে, অবস্থা দেখে, কর্মচারী ভেদে ডিপার্টমেণ্ট ভেদে অথবা র‍্যাংক অথবা পোষ্ট ভেদে। তারজন্য আজকে পে কমিশান গঠন করা হচ্ছে। তার জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে। কাজেই তিনি যেমন কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান রেখেছেন তেমনি সে বরাদ্দটাকে সমর্থন করে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, তিনি সমর্থন করেও এই কথা বলতে পারতেন। এই বরাদ্দটাকে সমর্থন করবো না এই কথাও উনি বলেন নি কিন্তু সমর্থন করেছেন এই কথাও বলেন নি। কাজেই আমরা যদি শুধু এইটা বলে থাকি, আমরা এই করতে চাই, সেই করতে চাই তার সঙ্গে সঙ্গে

সাজেশনের সংগে সংগে তার যে বরাদ্দ সেটাকে মেনে নেওয়া উচিত আমাদের সকলের, তবে এর মধ্যে ফাঁক রয়েছে, এর মধ্যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি যদি থাকে তাহলে তার প্রতিকারের উপায়ও আমাদের আছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এইটুকু আমরা দেখছি বিরোধী দলের নেতা এই মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার পর কিছু হয় নাই, বলেছেন, কিছু হয় নাই বলাটা ঠিক হবে না। আমরা এই যে গেল বাজেট সেশানে, আমরা দেখেছি যে স্কুল মাষ্টারদের বেতন সংশোধনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, আমরা যখন বলেছিলাম, তাঁরাও তখন বলেছিলেন, আমরা এই ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলাম, তখন স্কুল মাষ্টারদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে আমরা যে এই এসেম্বলীতে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি এবং সেটা রিভাইজড হয়েছে, যেখানে ১০ টাকা তারা পেত, তারা আজকে সেখানে ৮০ টাকা পাচ্ছে। কাজেই কিছুই পায় না, সরকারের সেদিকে দৃষ্টি নেই, সেটা বলা ঠিক নয়। (মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফর ইনফরমেশান অব দি অপজিশন মেম্বার বলছি যে আমরা কিছু লেখাপড়া করে বক্তৃতা করছি।) তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একথা বলতে চাই যে এখানে কেন টাকাটা চাওয়া হয়েছে, উদ্দেশ্য কি, ফিনান্স মিনিষ্টার এটা সংক্ষেপে লিখে রেখেছেন এবং এটার রীজনস, অবজেক্ট সব সেখানে লিখা রয়েছে, এই বিষয়ে শুধু সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হতে চাই না। আমি এটাও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আজকে পে-কমিশন গঠন করার জন্য, কালকে যেটা শুনেছি, হাউসে ফিনান্স মিনিষ্টার বলেছেন যে যত শীঘ্র সম্ভব সেটা গ্রহণ করা হবে-তবে চেয়ারম্যান পাওয়া যাচ্ছে না। এখনে চেয়ারম্যান পাওয়া যাওয়ার জন্য আমাদের সরকার থেকে, তাড়াতাড়ি যাতে পাওয়া যায়, তাড়াতাড়ি পে-কমিশন গঠন হতে পারে, পে কমিশন গঠণ হলে পরে সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া, ন্যায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে অতি সত্বর কার্যে রূপদান দেওয়ার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি আপনার মাধ্যমে। আরেকটা হচ্ছে ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ীদের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে—যদি ঠিক হয়ে থাকে, মাননীয় বিরোধি দলের সদস্যরা যা বলেছেন, যে ক্লাস ফোর, এমপ্লয়ীজরা তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশান দিতে চাইছেন, মাননীয় মন্ত্রীরা তা নিতে চাইছেন না, আমি জানিনা এর মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, যদি সত্য হয়ে থাকে, মানুষ ন্যায্য দাবী পাওয়ার জন্য ডিপুটেশান দেবে, তাদের ন্যায্য দাবীর কথা বলবে, তাতে পিছ পা হওয়া, তাতে আগ্রহ না দেখানো এটা দুঃখের কথা এবং দৃষ্টি কটু। গণতান্ত্রিক কোন সরকার এর পক্ষে এটা সমীচিন নয়। আমি এর উপর বিশেষ কিছু বলতে চাইনা, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯—ফেমিন রিলিফ সম্পর্কে বলার আশা রেখে, মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৯'এ পে-কমিশন গঠন করার ব্যাপারে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পে-কমিশন ত্রিপুরার জন্য গঠন করা হবে না,

এমন বক্তব্য আমার নয়। কিন্তু যে ব্যাপারটি নৃপেন বাবু এখানে তুলেছেন, পে-কমিশন যখন গঠণ করা হবে, তার রিপোর্ট বেরুতে তিন চার বছর লাগবে, জানা কথা, কারণ তার নানারকম প্রসিডিউর আছে, কাজেই ত্রিপুরার কর্মচারীদের যে পে-এ্যানমলীজ রয়ে গেছে, তা দূর হতে আরও তিন চার বছর লেগে যাবে। পে-এ্যানমলীজ ত্রিপুরার কর্মচারী-দের মধ্যে রয়ে গেছে, বেতন হারের মধ্যে যেসব এ্যানমলীজ রয়ে গেছে, সেগুলি এতদিন ধরে দূর করা হচ্ছে না। কর্মচারীরা আন্দোলন করেছে প্রচুর, তারা সরকারকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে পে-এ্যানমলী ব্যাপারে, কিন্তু পে-এ্যানমলী সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কোন সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে না এটা আমরা দেখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার একটা জিনিষ-যখন পে-কমিশন তাদের পে রিভিশন 'এর দিক ঠিক করেছেন, তখন এ্যানমলী দূর হয়ে যাচ্ছে তা নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেমন সারভেয়ার 'এর পে-স্কেল, একই পোষ্টে বিভিন্ন স্কেল 'এর কথা উল্লেখ করেছেন নৃপেন্দ্র বাবু। ডিসট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রে-শনে—১৭৫—৩২৫, পি, ডব্লিউ, ডি'তে তিন রকম স্কেল— ১৫০—২৫০, ১২৫-২০০, ১০০-১৪০ এই ক্ষেত্রে যখন পে-কমিশন রিভিশন করতে যাবেন, তারা ১৭৫ 'এর ক্ষেত্রে এরকম রিভি-শন করবেন, এবং ১৫০'এর ক্ষেত্রে অন্যধরণের রিভিশন করবেন। কারণ একটা হায়ার স্কেল, আরেকটা হচ্ছে লোয়ার স্কেল। সুতরাং একই পোষ্টে বিভিন্ন স্কেল থাকায়, একইভাবে রিভিশনে না আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়ে গেছে। এর আগে যে পে-কমিশন হয়েছে, সেই পে-কমিশন-গুলিতে এ্যানমলী দূর হয় নি। কাজেই এ্যানমলী দূর করার প্রয়োজনীয়তা আগে স্বীকার করে কিভাবে এ্যানমলী দূর করা যায় সেটা প্রথমে চিন্তা করে পে রিভিশনে হাত দিতে হবে। নিতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে পে-কমিশনের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করে আরও তিন চারবছর ডিলে করার কোন কারণ এতে আমি দেখছিনা। বর্ত্তমানে যে মূল্য স্তরের কাঠামো সেখানে পে-রিভিশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলেছেন যে তাঁরা ইনটারিম রিলিফ দিয়েছেন, হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে, ১৯৭২ ইং সালের আগষ্ট মাস থেকে সাড়ে সাত টাকা, সাড়ে আট টাকা, দশ টাকা এইভাবে ইন্টারিম রিলিফ দেওয়া হয়েছে ঠিকই, এই রিলিফের অর্থ এই নয় যে এ্যানমলীজ যে রয়ে গেছে এমপ্লয়ীজদের পে-স্কেলের মধ্যে, সেগুলি দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে, এর অর্থ এই নয়। এনটারিম রিলিফ আমরা দেখছি এমন একটা রিলিফ যেটা বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা সাহায্য করার জন্য এটা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এ্যানমলী দূর করার ব্যাপারে এটা সাহায্যকারী নয়। সুতরাং প্রথমে এ্যানমলী দূর করার জন্য একটা দিক চিন্তা করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পে এ্যানমলী ব্যাপারে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত এখানে নৃপেন বাবু তুলে ধরেছেন, যে ত্রিপুরার ষ্টেনোগ্রাফার ক্যাডারের মধ্যে যে পে এ্যানমলী আনা হয়েছে, সেটা রিমুভ করা হচ্ছে না। নূতন হায়ার স্কেল ইনট্রডিউস করার কথা যেটা আছে সেটা তারা এখন পর্য্যন্ত পায় নি। রিমু-ভেল অব এ্যানমলীজ হয় নি। আগে রিমুভেল অব এ্যানমলীজ করে পে-কমিশন গঠন

করার কথা চিন্তা করুন, তাহলে এটা সহজতর হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে ত্রিপুরাকে ট্যাগ করার কথা, অন্তত: পে স্কেলের ব্যাপারে যে কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এই জিনিষটা পরিষ্কারভাবে আছে, ত্রিপুরাকে পে-স্কেলের ব্যাপারেও ওয়েষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে ট্যাগ করা হয়েছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যখন যেভাবে পে-রিভিশন হবে, তখন তা ত্রিপুরায় দিতে হবে। ইউনিয়ন টেরিটোরীর সময় সেটা বলা হয়েছিল, ইউনিয়ন টেরিটোরী থাকার সময় ও সেটা দূরীভূত হয় নি। সেখানে তখন বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় কনপেনসেটারী এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হচ্ছে সেন্ট্রালের প্যাটার্ণে। কিন্তু আমরা দেখছি এ্যানমলীজ নট ইয়েট বীন রিমুভড। পে-কমিশন গঠন করে এ্যানমলীজ রিমুভ করার কথা যেটা সরকার পক্ষের কোন কোন সদস্য-এর মুখে শুনেছি, সেটা ডিলে করার টেণ্ডেন্সী নয় কি? সেই প্রশ্ন স্বভাবতই আসছে। এতদিন এটা রিমুভ করা যায় নি, সেটা আরও চার পাঁচ বছর পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসা হবে। ধরুন মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে ক্লাশ—৪ এমপ্লয়ীজ, তাদের ৬০—৭৫ টাকা এক ধরণের স্কেল, আরেকটা হচ্ছে ৬৫—৮৫ টাকা। ওয়েষ্ট বেংগলে ১৩৫—১৮০ টাকা। ওয়েষ্ট বেংগলের পে-স্কেল যদি ক্লাশ—৪ এমপ্লয়ীদের ক্ষেত্রে আরো আগে থেকে দেওয়া হত, তাহলে আজকে যে পে-কমিশন আসছে তাকে চিন্তা করতে হত, ১৩৫ টাকা থেকে আবার রিভাইজ করা যায় কিনা, কিন্তু আজকে পে-কমিশন চিন্তা করবে ৬০ টাকা থেকে কতটুক রিভিশন করা যায়। এদিকে একটা বৈষম্য লক্ষ্য করতে পারছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অন্যান্য কোন দৃষ্টান্ত না তুলে, এইটুকু অনুরোধ রাখব যে পে-কমিশন গঠন করুন, এর মধ্যে আপত্তি করার নেই, কিন্তু পে-কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার জন্য, যাতে পে এ্যানমলীজ দূর করার ক্ষেত্রে আরও তিন চার বছর অপেক্ষা করতে না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখুন। চীফ সেক্রেটারীর যে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল— যে আঠারটি ক্যাটাগরীর কথা যে উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে এ্যানমলীজ রয়ে গেছে, সেখানে বলা হয়েছে— Reorganisation of subordinate Agricultural Service with pay scales on the pattern of West Bengal. Reorganisation of Subordinate Health Service with pay scales on the pattern of West Bengal. Reorganisation of service of all Stenographers under the Government of Tripura with a pay scales on the pattern of West Bengal Revision of the pay scale of store keepers under the Directorate of Food and Civil Supplies. Revision of the pay scales of Binders and Inkmen in Tripura Government Press. Revisions of the pay scales of Head clerks and office Superintendent in all Directorate/District Level Offices. 7. Revision of the pay scale of Kanungoes of the Settlement Department. 8. Revision of the pay scale of Classical Teachers— such as Pandits and Maulvis, 9. Revision of the pay scale of Mechanics, Polytec-

hnic Institution, 10. Revision of the pay scale of Inspector, Tribal Welfare Department, 11, Revison of the pay scale of Panchayet Secretaries of the Panchayet Department. 12. Special pay for the post of Head clearks and Accountant in the sub-divisional Offices under District Administration. 13. Special pay for the posts of Head cleark in Directorate of Food & Civil Supplies. 14. Special pay for the posts of Head clerk in the Offices of Superintendents of Police, 15. Revision of the pay scale of Project Officer, Industries Department, 16. Revision of pay scale of Sub-Inspector of Excise. 17. Special pay for the T. C. S. post of—

1. District Controller of supplies,
2. Controller of supplies & Distribution,
3. Tribal Welfare Officer,
4. Land Acquisition Officer,
5. District Panchayat Officer.

and 18. Revision of the pay scale of the employees in the Court establishment of the Judicial Commissioner, Tripura.

এর মধ্যে মাত্র একটা কেস রিভাইজড করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে বাইণ্ডার ইঙ্কম্যান, গভর্ণমেণ্ট প্রেস। এটা ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালের চিঠি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অন্য কেসগুলির জন্য তাদের পে-স্কেল রিভাইজড করা হয়নি বা তাদের এনামলী দূর করা হয়নি। সুতরাং আমি এই দিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আপনাদের আগেই এগুলি দূর করতে হবে, তারপর পে-কমিশনের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে বলবেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুবলচন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার নাইন সম্পর্কে আমাদের ফাইনান্স মিনিষ্টার এই হাউসের সামনে যে অনুমোদন চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করে কিছু বলতে চাই। বিশেষ করে পে কমিশন সম্পর্কে যে কথাটা এখানে উঠেছে, যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এখন একটা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে, সেহেতু সব কিছু ভেবে চিন্তে কাজ করার দায়িত্ব আমাদের সবারই উপর এসেছে আর এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ত্রিপুরা সরকার একটা পে-কমিশন গঠন করতে চাইছেন। এটা সত্যি আনন্দের বিষয় যে আমরা একটা পে-কমিশন গঠন করে আমাদের সরকারী কর্মচারীদের যে আশা আকাঙ্খা, সেটাকে কার্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতে চলেছি, তাতে আমাদের কর্মচারী ভাইরা তাদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে এবং নূতন যারা আসবে তাদের নিয়োগ সম্পর্কে কি করা উচিত বা কি কার্যক্রম অবলম্বন করলে

পরে তারা সত্যি উপকৃত হতে পারে, সেটা আমাদের পে কমিশন ভাল করে ক্ষতিয়ে দেখবেন। তবে একটা কথা আমি হাউসে শুনতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে পে কমিশনের জন্য নাকি একজন চেয়ারম্যানকে খোঁজ করা হচ্ছে। আমরা পে কমিশন গঠন করতে যাচ্ছি, অথচ একজন চেয়ারম্যান আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, এটা সত্যি আমাদের কাছে একটা দুঃখের ব্যাপার, বিশেষ করে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৬ লক্ষ লোক বাস করছি এবং ২৫টি বছর বিগত হতে চললো আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষার দিক দিয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা একজন যোগ্য চেয়ারম্যান খুঁজে পাচ্ছি না। এখানে অবশ্য বলা হয়েছে যে আমরা খুঁজে দেখছি, এবং যোগ্য কোন ব্যক্তিকে পেলেই আমরা সেই কমিশনের কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি। কাজেই আমি মনে করি এই কথাটা বলা ঠিক নয়, কেন না, এই কথা বললে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ লোকের পক্ষে একটা অসম্মানজনক উক্তি করা হয়। অর্থাৎ দীর্ঘ এতদিনের মধ্যেও আমরা পে কমিশনের মত একটা সংগঠন করার লোক তৈরী করতে পারি নি, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তারপরে মাননীয় স্পীকার স্যার, পে-এনামলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শর্মা মহাশয় বলেছেন যে পে-কমিশন গঠন করার আগে কর্মচারীদের পে-এনামলী যেগুলি আছে, সেগুলি আগে দূর করা উচিত। আজকে যেখানে পে-কমিশন গঠন করার কথা বলা হচ্ছে, সেই পে-কমিশন গঠন করে কর্মচারীদের বেতন যাতে ঠিক ঠিক ভাবে নির্ধারিত হতে পারে, সরকার থেকে সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। কাজেই পে-কমিশন গঠন করার আগে কি ভাবে পে-এনামলী দূর করা হবে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তবে আমাদের পে-কমিশন গঠন করতে হলে, একটা সময়ের দরকার আছে, এবং সেই জন্য কিছু সময় লাগবেও, কিন্তু সময় লাগবে বলে কর্মচারীদের পক্ষে অসুবিধা হবে, সেটা আমি মানতে পারি না, কেন না পে কমিশন গঠন করলেও তার রিপোর্ট বের হওয়ার আগে কর্মচারীরা যাতে ন্যায্য বেতন পেতে পারে, সেজন্য তাদেরকে ইন্টারিম রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। কাজেই এনামলীর যে কথা উঠেছে, সেটা পে কমিশন গঠন করার আগে দূর করা হউক, এই ধরণের কোন কিছু বলা ঠিক হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে এখানে আরও একটা কথা উঠতে পারে, সেটা হল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের পের মধ্যে কি ভাবে এনামলী আসল ? বিগত দিনে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারী-দের স্কেল দিক দিয়ে অনেকগুলি কেটাগরী হয়ে গিয়েছে—যেমন এখানে নানা ধরনের অফিসারের পোষ্ট ক্রিয়েট হয়েছে, এমন কি ক্লাশ ফোর এপ্লয়িদের মধ্যেও কম করে ১৪/১৫টা কেটাগরী রয়েছে। অর্থাৎ এপ্লয়ীজদের মধ্যে এতবেশী রেঙ্ক হয়েছে এবং এই সব রেঙ্ক হওয়ার ফলে পে স্কেলে নানা ধরণের গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমাদের সরকার যেহেতু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে- সেহেতু সাধারণ মানুষ অর্থাৎ নিম্নমানের সরকারী কর্মচারীদের, আমি নিম্নমানের বলতে এখানে পয়সার দিক দিয়ে বলছি, আমাদের পে কমিশন যখন গঠিত হচ্ছে,

তখন আমাদের টোটাল যে কর্মচারী আছে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে, সেগুলিকে স্তরে স্তরে শ্রেণী বিন্যাস না করে যাতে অল্প সংখ্যক কেটাগরীতে নিয়ে তাদের মধ্যে বেতনের যে ফারাক আছে, সেটা যেন কমিয়ে নিয়ে আসে, তার ব্যবস্থা যদি করা হয়, তাহলে আমি মনে করব আমাদের পে কমিশন গঠন করা সার্থক হবে। তাই আমার সাজেশানটা আমি এখানে রাখতে চাই। আর এক কথা হচ্ছে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ট্রেন্সফার সম্পর্কে সরকারকে বিভিন্ন দিক দিয়ে আক্রমণ করে বলেছেন। কাজেই এই ট্রেন্সফার সম্পর্কে কিছু না বললেও ঠিক হবে না। এই ট্রান্সফার বিভিন্ন দিক চিন্তা করে করতে হয় সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে করতে হয় অফিস-এর কাজ কর্ম সুষ্ঠুভাবে চলছে কিনা সেই দিক দিয়ে চিন্তা করেও করা হয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে একটি কর্মচারী এক জায়গায় যদি দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে তাহলে একটা মনোটোনাস ভাব আসা স্বাভাবিক। কাজে কাজেই এই মনোটোনসকে দূর করার জন্য এবং সরকারী কর্মচারীরা যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারেন সেজন্যও ট্রান্সফার করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সরকার ইচ্ছা করে ট্রান্সফার করছে বা খামখেয়ালী করে ট্রান্সফার করছে বা দমন নীতির জন্য করছে এই কথা বলা সঠিক হবে না। সরকার তরফের ইমিডিয়েট ট্রান্সফারের দরকার হয় না এটাও ঠিক নয়। কারণ আমি দেখেছি বিভিন্ন কাজে একজন সরকারী কর্মচারী তাকে যে কাজ দেওয়া হচ্ছে সত্যিকারের সেই কাজ অনেক সময় তিনি করেন না সেই প্রমাণ আছে। আমি একটি প্রমাণ দিতে পারি কৈলাসহরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কৃষি ঋণের ব্যাপারে কতগুলি দরখাস্ত আসল জুলাই মাসে কতগুলি আগষ্ট মাসে কতগুলি সেপ্টেম্বর মাসে। তখন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে —

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এটা ঠিক কাইমেশান হচ্ছে না—

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি স্যার, সরকারী কর্মচারীর ট্রান্সফারের ব্যাপারে সরকার কর্মচারীকে জনসাধারণের কাজের জন্য রাখেন যদি সেই কাজ তিনি ঠিক ভাবে না করেন তাহলে স্বভাবতই সেখানকার মানুষের একটা সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠবে। যদি সেই কর্মচারীর জন্য সেখানকার জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পরে তখন সেই সরকারী কর্মচারীকে সেখানে রাখা সম্ভব হয় না তখন প্রয়োজন হয় ট্রান্সফারের। সরকারের উপর অহেতুক আক্রমণ করা উচিত হবে না। এবং ঐ এক তরফা গালাগাল দিয়েও কিছু লাভ হবে না।

মিঃ স্পীকার—আই থিংক ইউ হ্যাভ ফিনিস্ড্।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথার পর ডিমাণ্ড নং ৯ এবং ১০কে সমর্থন করে কথা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল ফিনান্স মিনিষ্টার যে গিভ হিজ রিপ্লাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ডিমান্ড নং ৯ এবং ১০ এর উপর বিরোধী দলের সদস্য নৃপেন বাবু যা বলেছেন তাতে আজকের পেকমিশান করে আমরা যে আমাদের সরকারী কর্মচারীদের যে সমস্ত অসুবিধাগুলি দূরীভূত করবার চেষ্টা করছি সেই প্রচেষ্টাকে স্বাগত না জানিয়ে তাতে যে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেগুলি উল্লেখ করেছেন। উনাকেও স্বাগত জানাই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দেখিয়ে দিলে আমাদের পক্ষেও সুবিধা হয়। কিন্তু দেখাতে গেলে ঠিক ভাবে দেখাতে হয় এবং সরকার কি করতে চাইছে তা ঠিক ভাবে জেনে নিলে ভাল হয় অহেতুক দোষারূপ করলে চলে না। কারণ আমরা দেখেছি যে আজকে উনারা এই একটা ভান করতে চান সরকারী কর্মচারীদের জন্য তাদের বুক ফেঁটে যায় আর আমরা যারা সরকার চালাচ্ছি আমরা যেন উদের মেরে ফেলতে চাই। কাল আপনারা দেখতে পেয়েছেন অহেতুক একটা কারণে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এই টুকু উনাদের বুঝা উচিত যে আজকে সরকারী কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা দিতে চেষ্টা করছি। আমরা চাই ওদের ভাল মন্দের বিচার করে যাতে তারা ভাল ভাবে বাঁচতে পারে তা করতে, আর উনারা কেবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে তাদের কাছ থেকে বাহবা নিতে চান। আজ আমাদের বিচার করতে হবে আমাদের অর্থের সংকুলান কি আমাদের বিচার করতে হবে কর্মচারীরা যে কাজ করছে তাতে তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা তাদের কতটুকু দিতে পারি। দুটোর মধ্যের সামঞ্জস্য রেখে তারপর আমাদের ঠিক করতে হবে আমরা কি করব না করব। আজকে আমরা পে কমিশান গঠন করেছি এই পে কমিশনের সঙ্গে এনোমেলির কোন সম্পর্ক নাই এই কথাটা উনারা আগে বুঝতে চেষ্টা করেন নি তো। আর উনারা দেখিয়েছেন যে আজকে এনোমেলি দূর করবার জন্য আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই সমস্ত ব্যাথা হল উনাদের। উনারা দেখিয়েছেন মধুচন্দা সেনগুপ্তা মুখ্যমন্ত্রীর কি এক আত্মীয়া বলে তার উপর স্পেশাল কনসিডারেশান দেখানো হয়েছে এবং আমাদের সরকার গঠনের পর একটি মাত্র কাজই সরকার করেছে। কিন্তু একটি বিষয়ের উপর বলতে গেলে কাজটির উপর দোষারূপ করতে গেলে প্রত্যেকটি জিনিষ ভাল করে না জেনে পার্টিকুলার কোন একটা গন্ধযুক্ত স্থানে যদি উনারা উড়ে যান তাহলে সরকারকে ক্রিটিসাইজ করতে হলে ভাল জিনিষটা দেখাতে হবে খরাপ জিনিষটা দেখাতে হবে এবং সমাধানের জন্য সাজেসানও দিতে হবে। উনারা জানেন না ট্যাকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান যাদের আছে এবং তারা যদি নন-মেট্রিক হয় উনাদের পে স্কেল ১০০-১৬০, ১২৫-২২৫ হয় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আমরা রিভিশান করবার চেষ্টা করছি। আজকে মিউজিক্যাল কলেজের অ্যামপ্লই হিসাবে তার ট্যাকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান যা আছে সেই ট্যাকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান বিচার করে উনার পে স্কেল রিভিশান করা হয়েছে। এবং শুধু উনার একার দেওয়া হয় নি। আপনার

মারফত বলছি উনাদের খোঁজ নিতে আজকে যে ক্রাফ ট্রেনিং স্কুল আছে সেখানে আরও অনেক সংখ্যক কর্মচারী ছিল তাদের স্কেল রিভিশান করবার জন্য হাতে এনেছি এবং সেটি প্রায় সমাপ্ত। এটা এনাউন্স করতে দেরী হচ্ছে কারণ ওখানে সংখ্যা ছিল কম এখানে সংখ্যা অত্যাধিক। তাই আজকে যা কিছু রুটিনাইজ করব আমরা ভাল করে খোঁজ না নিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে দাঁড়াই তাহলে আমাদের রুটিনাইজ করাটা সুন্দর হল না এবং যুক্তি যুক্ত হল না এবং যাদের করতে চাইছি তাদেরও মঙ্গল হবে না। তার পর উনারা বলেছেন আজ পর্যন্ত এনোমেলি দূর করতে পারি নাই। যদিও পে-কমিশনের সঙ্গে এনোমেলির কোন সম্পর্ক নাই তবু উনাদের কথা দিয়ে আমি বলতে পারি যদি উনারা ১৮টির কথা বলেছেন আর আমি ৫৪টির কথা বলতে পারি যদি উনারা একটা একটা করে জানতে চান।

আজকে ৫৪ রকমের ক্যাটাগরীর এ্যানোমেলি দূর করেছি। Public Relations Officer, Press Superintendent, Administrative cum Accounts Officer, P.W.D., Inspector of Police, Head Librarian, Library Sorter in Education Department, Accounts Clerk, Officer of the Director of Food & Civil Supplies, Stamp Clerk, Law Clerk, Sr. Clerk, Sr Sub-treasurer, Accountant, Bench Clerk, Additional Judge's Court, Suit Clerk, Librarian Cum U. D. Clerk, Sr. Accounts Clerk, Assistants-Office of the P.W.D. Head Clerk, Office of the P.W.D., Accountant II, Electrical Engineer, Jr. Accountant, Office of the Director of Panchayat Raj, Sr Accountant, Office of the Director of Settlement and Land Record, Settlement Officer, Peskar, Office of the Director of Settlement and Land Record, Store Keeper cum Clerk, Office of the Director of Education, Clerk cum Accountant, Accountant, Statistical Clerk, Cashier Officer of the P.W D. U.D.C. Cum Store Keeper, officer of the D. H. S. Asstt. Registrar Cum Accountant, Gestetner Operator, Industry Department, Social Education Organisor, Inspector, Weights and Measures, Instructor Drawing & Allied, Instructor designer, Mathematic Instructor, Landing Instructor, U. D. clerk in all Department outside Secretariat, Superintendent Secretariat, Assistant, Clerk, Binder, Inkmen, Power House, Chief Incharge, Head Line men, Line men, Assistant Line men Driver cum Switch Board Operator, Reader cum Bill Clerk, Head Fitter, Fitter, Hammer men, Leading Foreman, Process Server, District Session Judge's Offices, D. I. B. Clerk, Panchayat Secretary.

তাই আজকে এই ৫৪ ক্যাটাগরীর অ্যানামলিজ দূর করা হয়েছে এবং বিধানসভার সদস্যদের জানবার জন্য আমি বলছি যে পে-কমিশন বসাবার আগেই আমরা সমস্ত অ্যানোমেলী দূর করব, সেই দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি। তবে আজকে উনারা যে বলছেন অ্যানামেলী দূর করতে গেলে কতগুলি জিনিষ উনাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা ওয়েষ্ট বেংগলের সংগে অ্যাটপার করছি কোথায়? যেখানে নাকি—"The benefit of West Bengal pay scale is only admissible to employees of particular department of Tripura provided nature of duties, recruitment rules and the designations are same in that very department of West Bengal. One particular post can only claim West Bengal Scale of pay etc. with West Bengal Governmet provided the similar post exists in corresponding department." এই বাদে যে সমস্ত পোষ্ট আছে সেগুলিকে আমরা অ্যানোমেলী বলতে পারি না। এই বাদে যে সমস্ত পোষ্ট আছে তার জন্য আমরা পে কমিশন করব, তাদের যে খাটুনি হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না এখুন। তারজন্য আজকে আমাদের নিজস্ব পে কমিশন গঠন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই আজকে পশ্চিম বংগের সংগে যোগ রাখতে হবে। আজকে আমাদের সরকারী কর্মচারী যারা আছে তাদের জন্য উনাদের দরদ অত্যাধিক থাকার কথা নয়, কারণ আজকে মন্ত্রীরা কিংবা সরকার, আমাদের বিধানসভার সদস্যরা, আমাদের বিরোধী সদস্যরা উনাদের নিজের পক্ষ থেকে তাদের আর্থিক উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারবেন না। সরকারের সমস্ত কিছুর সংগে সামঞ্জস্য রেখেই তাদের কথা বিবেচনা করতে হবে এবং তার জন্য আমরা পে কমিশন বসাবার চেষ্টা করছি নিজস্ব উপায়ে। আর উনারা যদি বলেন ওয়েষ্ট বেংগলের কথা, উনারা যদি বলেন দিল্লীর কথা সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার সংগে অন্যান্য কোন রাজ্যের সঠিক মিল না থাকায় আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের এমপ্লয়ীদের দিল্লীর আগরতলা কিংবা অন্যান্য ষ্টেট থেকে অনেক বেশী অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আগরতলার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের অনেক বেশী অসুবিধা আছে নানা কারণে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য এবং দৈনন্দিন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ আমাদের দর দাম, অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশী এবং আমাদের অন্যান্য জিনিষের কথা বিবেচনা করতে গেলে তার সংগে দিল্লী বোম্বাই কিংবা বিহার কলকাতার সংগে তুলনা করলে চলবে না। আমার মনে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের যে সরকারী কর্মচারীদের বর্তমান পে স্কেল আছে তার চেয়ে অনেক বেশী পাবার যোগ্য, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যে কম হবে না সেই কথা আমরা বলতে পারি না। তাই আজকে আমরা দেখছি যে আমাদের যে সদিচ্ছা, যে সৎ প্রচেষ্টা, আজকে সেই সৎ প্রচেষ্টাকে যাতে নাকি আমরা রূপায়িত করতে পারি তার জন্য আজকে বিধানসভার কাছে আমরা অনুমোদন চাইছি। তারপর আমরা দেখি যে আমরা যাকে পে কমিশনের চেয়ারম্যান করব এইরকম কয়েকজন লোককে আমরা ভার দিয়েছি এবং এর মধ্যে আমরা আগেও বলেছি যে একজন বাদে সবাই

জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা আসতে পারবেন না, একজন তো মারাই গেছেন, তারপর আমরা চেষ্টা করছি যে যত শীঘ্র সম্ভব এবং এই বৎসরের মধ্যেই—

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—আপনারা আই. সি, এস, আনতে চান কেন?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—আমরা জানতে চাইছি যার অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের দিকে ভাল জ্ঞান আছে, যার জুডিসিয়ারীর দিকে ভাল জ্ঞান আছে যাতে নাকি সুবিচার হয়, একজন ভাল যোগ্য লোক আনবার জন্য এবং উনার বয়স অন্ততঃ ৫৮ বৎসর হবে, কারণ পে কমিশনে চেয়ারম্যান হবার পরে উনি আর অন্য কোথাও চাকরী করতে পারবেন না। সেটা বিচার বিবেচনা করে আনতে হবে এবং আমরা যতশীঘ্র সম্ভব চেষ্টা করছি এবং আমরা চেষ্টা করছি এই বৎসরের মধ্যে যাতে নাকি এটা কমপ্লিট করতে পারি এবং অ্যানোমেলির কথা আমরা বলেছি যে পে কমিশন গঠন করবার আগেই সেটা আমরা শেষ করব, সে দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। তাই আজকে আমাদের যে সদিচ্ছা, সেটাকে রূপায়িত করতে গেলে সরকারকে যদি গালাগালিই করা যায় এবং সরকারের সমস্ত কাজ কর্ম অনুধাবন না করে তাদের যদি শুধু গালাগালিই করা যায় তাহলে তো জিনিষটা সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে না। তাই বলছি উনাদের যদি কোন কিছু বলার থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। উনি বলেছেন ডেপুটেশনে এলে মন্ত্রীরা উনাদের সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই, কারণ যখনি আমরা সুযোগ পাই, যখনি উনারা ডেপুটেশান দেন নিশ্চয়ই আমরা দেখা করি, না হলে অন্ততঃ তাদের একটা ডেট দিয়ে দিই যে অমুক তারিখে আমরা দেখা করব। তার নজীর উনারা যদি অফিসে যান তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে পারব, কতবার আমরা দেখা করেছি এবং উনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করেছি। তাই অহেতুক একটা দোষারোপ করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে জনসাধারণের ন্যায্য দাবী থেকে বিচ্যুত করে উনারা যদি তাদের প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যান তাহলে সমস্ত প্রলোভন আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারব না। কিন্তু তাদের যা ন্যায্য পাওনা তাকে বাস্তবে রূপায়ন করতে নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব এবং এই যে সদস্যগণ, যারা নাকি আজকে নানা স্তরের লোকের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন উনাদের যে বক্তব্য এবং উনাদের যে সাজেশান সেই সাজেশান নিয়েই আমরা সরকার চালিয়ে যাব, এই জন্যই আমরা এসেছি। তাই আজকে বিধানসভার সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ আজকে এই ৯, ১০ যে ডিমাণ্ড আমি রেখেছি তাকে অনুমোদন দিয়ে আমাদের সরকারের কাজে সাহায্য আপনারা করবেন।

Mr. Speaker—Now discussion on Demand No.9 and 10 is over. I would now put the cut motions to vote first.

The Cut Motion of Shri Nripendra Chakraborty on the Demand No.

9 that the Demand be reduced to Re.1/-to discuss on-'Delaying pay revision of the State Govt. employees through setting up of a State Pay Commission, 'was then put and lost by voice vote.

Then the main motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 2, 10, 000/exclusive of charged expenditure of Rs.1, 27,000/be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March 1973 in respeet of demand No.9-General Administration was put and carried by voice vote.

As there was no cut motion on the Demand No.10-Administration of Justice moved by the Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 23, 000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 10-Administration of Justice was then put and carried by voice vote. Now Demand for Grant No.29. I will request the Hon'ble Finance Minister to move his demand for Grant No.29 and 43.

Shri Debendra Kishore Choudhury—Mr Speaker Sir,/on the recommendation of the Governor I beg to move that a further sum not exceeding Rs 1.18, 10,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 29-Famine Relief.

Mr Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No.43-Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আজকে ডিমাণ্ড আপনাদের কাছে প্লেস করে আমি আপনাদের বলছি আমি বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত, যে গ্রাডিসিয়াস রিলিফ, টেষ্ট রিলিফ, এগ্রিকালচার লোন, সীড, ফার্টিলাইজারস্ এবং আদার ইনপুটের জন্য এই সমস্ত টাকাগুলি ধরেছি এবং আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা সেই অবস্থার কথা বিবেচনা করে

আপনারা অনুমোদন দিবেন।

মিঃ স্পীকার—Demand No. 29 for grant, the first cut motion of the demand is moved by Sri Manindra Ch. Deb Barma.

শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, খরা জনিত মানুষের ত্রাণ কার্য্যের জন্য আমরা বার বার বলে এসেছি যে সরকারের নির্বাচিত পঞ্চায়েতের, গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন টেষ্ট রিলিফের কাজগুলি যাতে করানো হয়। কিন্তু সরকার এইটা করছেন না, যার ফলে ষ্টেট রিলিফের কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে টেষ্ট রিলিফের টাকা বা টেষ্ট রিলিফের কাজকর্ম, পঞ্চায়েত কমিটির সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রেখেই সেটা করা হচ্ছে এবং তারজন্য বিভিন্ন গাঁও প্রধান যে সব টেষ্ট রিলিফ পেয়েছে এবং যারা সোপার্ভিশান করে সরকারী পক্ষ থেকে উনারা তা আত্মসাৎ করার সুযোগ পেয়েছেন তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা উল্লেখ করে আমি বলতে চাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আশারামবাড়ী এলাকার যে রতীশ বিশ্বাস নামক একজন লোক যিনি কয়েকজন লোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে টেষ্ট রিলিফের টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং সুধীর দাস নামক, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী পশ্চিম লক্ষ্মীছড়া স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে, মাষ্টাররোলে টিপ সই করিয়ে নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। কাজেই এই সমস্ত ঘটনা আজকে গ্রামে বিভিন্ন গাঁওসভায় ঘটছে এবং সেসব টাকা আজকে জনসাধারণের সাহায্যে আসছে না। কাজেই টেষ্ট রিলিফের জন্য যে টাকা খরচ হচ্ছে সে সব টাকা আজকে বিভিন্ন দুর্নীতিকারীরা আত্মসাৎ করছে, তাদের কাজেই লাগছে। এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে আমরা খোয়াই এস, ডি, ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ফল পাইনি, আর একটা ঘটনা আপনার মাধ্যমে হাউসকে জানিয়ে দিতে চাই যে গত ৮ই আগষ্ট উত্তর রামচন্দ্রঘাটে ৯৫ জন লোক কাজ করেছিল আজ পর্যন্ত তাদের কোন পেমেণ্ট হয় নি। এবং সেই গাঁওসভাতে ১৬, ১৭ এবং ১৮ নভেম্বর ১৭৫ জনের পেমেণ্ট এখনও পর্যন্ত হয় নি। তারপরে কল্যাণপুর বাজারের নিকটস্থ গোবিন্দপাড়া হইতে খিলাতলী বাজার পর্যন্ত যে রাস্তা সেই রাস্তায় টেষ্ট রিলিফের কাজের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং পরে সেই রাস্তায় কিভাবে এই প্রতিশ্রুতির কাজ হয়েছিল, তারা টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে হাজার হিসাবে করেছিল এবং হাজার প্রতি ৩০ টাকা করে তাদেরকে দিয়েছে। তারপর কল্যাণপুর বাজারের নিকটস্থ গোবিন্দপাড়া হইতে খিলাতলি বাজার যে রাস্তা, এই যে রাস্তায় টেষ্ট রিলিফের কাজ প্রথমে ৪০ ব্যক্তিকে দিয়ে করানো হয়েছিল, তারপর হাজার ব্যক্তি হিসাবে করানো হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে আজও এখন পর্য্যন্ত কোন পেমেণ্ট পায়নি। এই যে অবস্থাগুলি চলছে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন অফিসে, বি, ডি, ও বা এস, ডি, ও'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্বেও তার কোন ফল আমরা পাই নাই। আজকে সাব্রুম-এর ফুলছড়ি গাঁওসভা পঞ্চায়েতের প্রস্তাব অনুসারে কোন কাজ করানো হচ্ছে না,

এবং আমরা সরকারকে একথা জানিয়েছি যাহাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, তাদের প্রস্তাব অনুসারে ঐসব এলাকায় টেষ্ট রিলিফের কাজগুলি হয়, তার জন্য সরকারকে বারবার আমরা বলেছি। কিন্তু কোন জায়গায় সেইভাবে, সেই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা হচ্ছে না। কাজেই সাক্রমের ফুলছড়ির পঞ্চায়েতের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কোন কাজ করা হচ্ছে না। সমগ্র বিশালগড় এলাকায় ত্রাণ কমিটি গঠন করে সেই ত্রাণ কমিটির মেম্বারদের মাধ্যমে সমস্ত টেষ্ট রিলিফের টাকা বিলি বন্টন হচ্ছে। পঞ্চায়েতের মধ্যে কোন কাজ কর্ম নাই। ত্রাণ কমিটির মেম্বাররা সেই সমস্ত টেষ্ট রিলিফের টাকা আত্মসাত করেছে। কাজেই সরকারকে আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে যাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টেষ্ট রিলিফের কাজগুলি হয় এবং পেমেন্ট ইত্যাদি যে সমস্ত আটকে আছে, সেটা যাতে ভবিষ্যতে না করা হয়। সাধারণ দুস্থ মানুষকে রক্ষা করার জন্য যে টাকা এই খাতে রাখা হয়েছে এবং ব্যয় করা হচ্ছে সেই টাকা তাহলে কাজে আসবে না কাজেই জনসাধারণকে রক্ষা করতে গিয়ে এইসব দুর্নীতিবাজী, দলবাজী করা ঠিক হবে না, এবং এটা চলতে থাকলে জনসাধারণ সেটা সহ্য করবেনা, করতে পারবে না। এই হাউসের মধ্যে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে এই ধরণের দলবাজী চলছে, দুর্নীতিবাজী চলছে বিভিন্ন জায়গায়, যারা পঞ্চায়েত সদস্য নয়, যারা সরকারী কর্মচারী নয়, তাদের সংগে পরামর্শ করে এস. ডি. ও বিভিন্ন জায়গায় কাজ করানো হচ্ছে এবং সেই জায়গায় তাদের ইচ্ছামত লোক নিয়োগ করা হচ্ছে, এবং যাদের কাজ পাওয়ার কথা, তাদের থেকে কিছু লোককে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি রিফিউজী কলোনী আছে, জুমিয়া কলোনী আছে, ভূমিহীন কলোনি আছে, সেখান থেকে কিছু সংখ্যক লোককে নেওয়া হচ্ছে, এবং কিছু সংখ্যক লোককে বাদ দেওয়া হচ্ছে, এভাবে দলবাজের সৃষ্টি করা হচ্ছে। এটা আজকে নূতন করে নয়, প্রথম যখন এই টেষ্ট রিলিফের কাজ সৃষ্টি হয়, তখন থেকে এই দুর্নীতিবাজী, দলবাজী চলে আসছে। কাজেই আপনার মাধ্যমে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে যদি দলবাজী এবং দুর্নীতি যদি বন্ধ না হয়, তাহলে এটা জনসাধারণ সহ্য করতে পারবে না, পারে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—রাধারমন দেবনাথ।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমে টেষ্ট রিলিফ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যখন টেষ্ট রিলিফের টাকায় মোহনপুরে কাজ করানো হয়েছিল, সেখানে মোহনপুর বাজারের কাজ যেখানে দেড় হাজার টাকায় করানোর কথা, সেখানে ৪০০ টাকার কাজ করিয়েই কাজ সম্পূর্ণ করা হয় এবং সেখানে কিছু দালালের

মাধ্যমে কাজ করানো হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত বা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি যারা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করেই সেই টাকা খরচ করে। তাছাড়া সেখানে এমন অনেক লোক আছে যাদের দিয়ে কাজ করানো হয়েছে, কিন্তু তাদের কোন টাকা পয়সা দেওয়া হয় নাই। এবং কোন কোন জায়গায় ৫০ জনকে দিয়ে কাজ করিয়ে, লিখে নেওয়া হয়েছে ১০০ জনকে কাজ করানো হয়েছে। একথা বি, ডি, ও-কে জানানো হয়েছে, কিন্তু সেখানে বি, ডি, ও কোন প্রতিকার করেন নাই। এইভাবে টেষ্ট রিলিফের টাকা দিয়ে লুটের রাজত্ব চলেছে। এদিকে মন্ত্রীরা বলেন যে গরীবি হটাচ্ছেন, ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কায়েম হচ্ছে, আর অন্য দিকে এই টেষ্ট রিলিফের টাকাও হাজার হাজার টাকা লুট করা হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার বর্ত্তমান খরা পরিস্থিতিতে মানুষ যখন অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, সেই সময়ে সময়ে সেখানে টেষ্ট রিলিফের টাকা নিয়ে একটা লুটের রাজত্ব চলছে। গঙ্গারিয়ায় একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, সেটা পরের দিনই ভেঙ্গে যায়, তার জন্য দেড় হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, সেখানে মাত্র ২০০/৩০০ টাকা খরচ করা হয়েছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। সেখানে যারা কাজ করছে, তারা অনেকেই আজ পর্যন্ত তাদের টাকা পায় নাই। সেখানে বি, ডি, ওকে জানান হয়েছে, বি. ডি, ও জানা সত্বেও কিছু করেন নাই। একদল দালালের মাধ্যমে সেখানে কাজ করানো হয়েছে। ত্রিপুরার সর্বত্র টেষ্ট রিলিফের টাকা নিয়ে একটা ছিনিমিনি খেলা চলছে।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা—বর্ত্তমানে যে খরা পরিস্থিতি চলছে, তার মধ্যেও লোকে ঠিকমত কাজ করে তাদের টাকা পাচ্ছে না। জগৎপুরে এক বাঁধের জন্য এক হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, সেখানে মাত্র চারশত টাকা খরচ করা হয়েছে, সেটা বি. ডি. ও.-কে জানান হয়েছে, বি. ডি. ও. জানার পরেও কোন প্রতিকার হয়নি। এবং সেখানে দালালের মাধ্যমে কাজ করানো হচ্ছে। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বা গাঁও সভার প্রতিনিধিদের সংগে যোগাযোগ না করে, দালালের সংগে যোগসাজসে এইসব কাজ করানো হয়। এইভাবে ত্রিপুরার সর্বত্র একটা দুর্নীতির আড্ডা-খানা চলছে। আমরা জানি যে যেখানে দুই টাকা টেষ্ট রিলিফে কাজ করানো হয়, সেখানে তাদের এক টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এই যে দুই টাকা রেট সেটা বিটিশ আমলে ছিল, আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরও সেই টেষ্ট রিলিফে দুই টাকাই আছে। সেটা বাড়ানো প্রয়োজন। এখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য সঙ্কট'এর মধ্যে পড়ে জনতা বাঁচতে পারে না। আমি এখানে বিশেষ কিছু বলব না, আমি শুধু একথা বলতে চাই যে টেষ্ট রিলিফের কাজ যাতে গ্রামে ব্যাপকভাবে কাজ করানো হয়, আজকে অনেক জায়গায় টেষ্ট রিলিফের কাজ কিছু করার পর, বন্ধ হয়ে গেছে, আগামী দিনে যাতে টেষ্ট রিলিফের কাজ ব্যাপক-ভাবে কাজ আরম্ভ করা হয় এবং যেখানে গত মন্ত্রী সভায় মন্ত্রীরা বলেছিলেন যে দরকার হলে নয় মাস পর্যন্ত টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু রাখবেন, কিন্তু সেটা করা হয়নি। কারণ আমরা

দেখছি যে ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। একদিকে খরা পরিস্থিতি, অন্যদিকে খাদ্যসংকট, এই সংকটের মধ্যে যদি টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু রাখতে পারেন, তাহলে কিছু লোক কাজ করে বাঁচতে পারবেন। আজকে যারা ফসল করছেন, তাদের ফসল খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, কাজেই বাঁধের এবং রাস্তাঘাটের কাজ যদি কিছু করানো হত, তাহলে ত্রিপুরার এই সংকট থেকে কিছু লোক বাঁচতে পারত। মন্ত্রীরা এখানে বড় বড় বুলি আওড়ান, সেখানে এই দেশের লোক টেষ্ট রিলিফের কাজও পাচ্ছে না। মন্ত্রীরা যেখানে দৈনিক ৫০ টাকা পান, খরচ করেন, সেখানে দুই তিন টাকায় টেষ্ট রিলিফের কাজ করতে জনগণকে বাধ্য করেন, তাদের জন্য তিন টাকা করতে পারেন না, বা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন না। কাজেই তাদের জন্য টেষ্ট রিলিফের কাজে যাতে তিন টাকা মজুরী করা হয়, তার জন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ২৯-এ গ্রেচুইটাস রিলিফ এবং টেষ্ট রিলিফের যে প্রভিশান সাপ্লীমেন্টারী বাজেটে রাখা হয়েছে, সেই প্রভিশন প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পতা সম্পর্কে আমার একটা কাটমোশান রেখেছি। এটা খুবই সুখের বিষয় যে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার পক্ষ যে সাধারণ বাজেট ১৯৭২-৭৩, সেই বাজেটের সংগে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট উপস্থিত করেছেন, টেষ্ট রিলিফ, গ্রেচুইটাস রিলিফ, এগ্রিকালচারেল লোন, টু কাল্টিভেটাস´, এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল বলে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই বরাদ্দ, গ্রেচুইটাস রিলিফের ক্ষেত্রেই হউক, আর টেষ্ট রিলিফের ক্ষেত্রেই হউক এবং লোন টু কাল্টিভেটারস্, এই ক্ষেত্রেই হউক, প্রয়োজনের তুলনায় কম ধরা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সাধারণতঃ পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে একটা সরকারী দল থাকবে, এবং তার একটা বিরোধী দল থাকবে এবং সরকার একটা বাজেট উপস্থিত করলেন, তার বিরোধীতা করে তার উপর কাট মোশান এনে বিরোধীতা করা, এই অর্থে আমি এই কাট মোশান উত্থাপন করতে চাই না, কারণ আজকের যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আমি একথা বলছিনা যে সরকার পক্ষ কিছু করছেন না, সরকার চেষ্টা করছেন, আমরা লক্ষ্য করছি, কোন কোন ক্ষেত্রে জিনিষপত্রের উর্ধ্বগতির মোকাবিলা করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বল অর্থনীতি, তার উপর এই খরা পরিস্থিতির ফলে অর্থনীতির উপর বিরাট ভাংগন, বিরাট একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে কর্মসংস্থান এবং আজকে এ কথা সত্য যে প্রতিটি কৃষককে কৃষিঋণ দেওয়া যায়, কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি, বাস্তব অবস্থাটা হল, প্রত্যেকটি কৃষক পাম্প-সেট হাওলাত করে যাদের গ্রামের মধ্যে পাম্পসেট আছে, তাদের থেকে একদিন,

দেড়দিন করে ভাড়া করে কৃষকরা দলবদ্ধ হয়ে সেইসব পাম্পসেট ভাড়া করে এনে, তাদের ছোট ছোট জমিতে আলু, মূলা, যে কোন ফসলের জন্য এ অঞ্চলের এই খরা পরিস্থিতিতে সমস্ত ফসলের জন্য পাম্পসেট ভাড়া করতে হচ্ছে। কাজেই যারা ভাড়া করতে পারেন, তারা সেই পাম্পসেট ভাড়া করে নিজেদের ছোটখাট জমিতে আলু, মূলা প্রভৃতি যে কোনফসল আজকের এই খরা পরিস্থিতির মধ্যেও করবার চেষ্টা করছে। তাই আজকে যদি জমিতে জলসেচ করার মত ব্যাপক ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে আজকে প্রত্যেককে কৃষিঋণ দেওয়ার প্রশ্ন উঠতো না এবং প্রত্যেককে ঋণ দেওয়ার কথাটা অন্ততঃ সুন্দর শুনায় না। কিন্তু অবস্থাটা এমনই জটিল যে লোকটা ঋণ পাচ্ছে, তার সমান অথবা তার চাইতে প্রয়োজন এমন আরও ১০ জন লোক সেখানে রয়ে গেছে। কাজেই আপনি কি ভাবে বা তাদের সম্পর্কে না বলে পারবেন যে তাদের কোন ঋণের দরকার নাই। তাদের ঋণের দরকার আছে, অন্ততঃ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার বিচার করে। কাজেই এই যে একটা অবস্থা, তাতে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভীষণ ভাবে একটা চাপ পড়বে, এবং তা কেউ রোধ করতে পারবে না। আমরা বিগত ২৫ বছর ধরে যা দেখে আসছি, তাতে আমাদের ভারতবর্ষের যে পরিমাণে উন্নত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেইভাবে হয়নি। এটা যে আমরা যারা বিরোধীপক্ষে তারাই স্বীকার করছি তা নয়, সরকার পক্ষও এটা স্বীকার করছেন। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও এটা স্বীকার করেছেন, যার থেকে আজকে 'গরীবী হঠাও' শ্লোগান উঠেছে। কাজেই আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারছি যে, এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন, তারা একচেটিয়া পুঁজির চাপের কাছে কোন কোন ক্ষেত্রে পশ্চাৎ অপসারণ করেছেন। কাজেই এই অবস্থার বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে এমন কি সমস্ত বামপন্থী শক্তিকে, এমন কি কংগ্রেসের মধ্যেও যে সব প্রগতিশীল শক্তি আছে, ভারতবর্ষের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজি বলতে যে ৭৭টি পুঁজিপতিকে মিন করে, যারা ভারতবর্ষের সমস্ত অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের ডেমোলিশ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এর দোদুল্যমানতার ফলে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সেই চাপের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চাৎ অপসারণ করার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কাজেই এইসব লক্ষণকে ডেমোলিশ করার জন্য সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার দরকার আছে এবং তা যদি না করা হয়, তাহলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। তাই বর্তমানের দুর্বল অর্থনীতির উপর এই যে একটা চাপ এসেছে .. ..

মিঃ স্পীকার—আপনি আপনার কাট মোশানের উপর বলুন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—স্যার, আমি কাট মোশানের উপর আলোচনা করছি। যেহেতু এই

জিনিষটা অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত, কাজেই আজকে ত্রিপুরার যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এটা যদিও স্বাভাবিক, আমাদের কর্মসংস্থানের সংকট যদি না থাকতো, যেমন আমাদের ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরাতে একটা পাট কল স্থাপন করার কথা বলেছিলেন, সেই অনেক দিন আগে থেকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটার কিছুই করা হচ্ছে না। কাজেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি যদি দ্রুত না ঘটত, তাহলে এই সমস্ত দৈব দুর্বিপাকের ফলে-- যেমন খরা, বন্যা এবং আরও অন্যান্য ঘটনার ফলে দ্রুত আমাদের একটা সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কাজেই এটা যদিও আমাদের একটা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট, তাহলেও এই সবের ফলে আমাদের অর্থনীতির উপর একটা চাপ এসে পড়েছে। বিশেষ করে আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে কর্মসংস্থানের অভাব। কাজেই ত্রিপুরা সরকারকে এই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যাতে করে ত্রিপুরার মানুষের স্থায়ী একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় এবং এর জন্য ষ্টেট রিলিফ এবং অন্যান্য যে সব ব্যবস্থা আছে সেগুলিকে আরও ব্যাপকভাবে কার্যকরী করতে হবে। আজকে আমাদের এটাও দেখতে হবে যে শ্রমিকেরা যেন ১৫ দিন কাজ করার পর ১ মাস ঘরে বসে না থাকতে হয় এবং এই বিষয়ে আমাদের এখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে সজাগ করে দেওয়ার দরকার আছে। কারণ আমাদের পৌষ ফসলে যে ঘাটতি তার ফলাফল দেখা দেবে সামনের দিকে। কাজেই ঐ সময়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, সেটাকে যাতে সরকার উপযুক্ত ভাবে মোকাবেলা করতে পারে, তার জন্য এখন থেকে আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং সেই সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করতে হবে। কাজেই এই যে প্রভিশান রাখা হয়েছে, এটা বিশেষ করে এই সবের ক্ষেত্রে, তা অত্যন্ত ইনএডিকোয়েট হয়েছে, বলে আমি মনে করছি। তাই আমি আমার এই কাট মোশানের দ্বারা সরকারকে সজাগ করতে চাই, সরকার যেন এগুলি বিচার করে দেখেন। আগামী দিনে আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছি, সেটাকে আমাদের শক্ত হাতে মোকাবেলা করতে হবে, এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ফোর্টি থ্রি উপর যে কাট মোশান এনেছি, সেটা হচ্ছে that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Fertilizers, seeds and pesticides বিলি বণ্টনে সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে। স্যার, এই সব জিনিষ বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে একটা অরাজক ব্যবস্থা চলছে। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের হাতে, এগুলি ঠিকমত পৌঁছায় না। অথচ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এগ্রিকালচার অফিস ভি, এল, ডব্লিউ অফিস অনেক আছে, সেগুলিতেও ঠিকমত স্যার, বীজ অন্যান্য কীটনাশক ঔষধ পৌঁছায় না। আজকে যদি কৃষকদের বীজধান এবং সার ইত্যাদি সেপ্টেম্বর মাসে বা অক্টোবর মাসে প্রয়োজন হয় তাহলে সেগুলি ঐ ভি, এল, ডব্লিউ অফিসে যাবে তার পরের মার্চ বা এপ্রিল মাসে। এর জন্য প্রশাসনিক খুটিনাটি নানা ধরণের জটিলতার সৃষ্টি করে, ফলে

কৃষকেরা সময় মত তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পায় না। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, সেটা হ'ল জমিতে যে সার দেওয়া হচ্ছে, তার আগে সয়েল টেষ্টিং করার কোন ব্যবস্থা নাই বা ব্যবস্থা থাকলেও কার্য্যক্ষেত্রে সয়েল টেষ্টিং করা হয় না। অথচ সেখানে ইউরিয়া সার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা এও জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে এ্যাসিডিটির ভাগ অনেক বেশী থাকে এবং এই এ্যাসিডিটি বেশী থাকার জন্য তারপর যদি ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে সেই জমিতে আর কোন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে জমিতে যে ফলন শক্তি, সেটা অনেকাংশে হ্রাস পায় এবং সেই সঙ্গে আমাদের যে অধিক ফসল ফলাবার কথা, সেটা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাই আমাদের জমিগুলি অনেক ক্ষেত্রে পতিত হয়ে যায়, তাতে আর কোন ফসল ফলানো যায় না। অথচ কোন ব্যবস্থা নাই সার ব্যবহার করার কোন প্রপোর্সানন্নাই কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান নাই বা কোন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন নাই এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, সার ব্যবহার করবে এই সরকার অপদার্থতার চূড়ান্ত দেখিয়েছে সার ব্যবহার সম্পর্কে আমি আমার কথা বলছি না আমি যে প্রশ্ন তুলেছি ১৯৭০-৭১ সালের পি, এ, সির যে রিপোর্ট তাতে পাবলিক্স অ্যাকাউন্টস কমিটি যে মন্তব্য করেন আমি তাই তুলে ধরতে চাইছি। পাবলিক্স অ্যাকাউন্টস্ কমিটি পরিস্কার করে বলেছেন যে চাষীরা সার ব্যবহার করবে জলসেচের যদি ব্যবস্থা না থাকে জমিতে যদি জলের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেই সার কি করে ব্যবহার করবে। কৃষক সার ব্যবহার সম্পর্কে উৎসুক হচ্ছে না এবং সরকারী রিপোর্টে নাকি পাবলিক্স অ্যাকাউন্টস কমিটি নাকি বলেছে কৃষক উৎসাহ পাচ্ছে না সারের ব্যাপারে কারণ জমিতে জল নাই। বছরের পর বছর এই সরকার কোন ব্যবস্থা করে নাই শুধু তাই নয় গত খরার সময় ৬ মাস ৮ মাস খরা প্রতিরোধের কিস্তী কারণ না আমরা দেখলাম। আমার কন্সটিটিউয়েন্সিতে আমার নির্বাচন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিজনেল বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। যেখানে ৮/৯ হাজার টাকা খরচ করলে একটি বাঁধ দিয়ে মোটামুটি জলসেচের ব্যবস্থা করা যেত কিন্তু এই অপদার্থ সরকার-এর ৪ হাজার ৩ হাজারের বেশী টাকা খরচ করার ক্ষমতা সেখানে হয় নি। তার ফলে একটার পর একটা বাঁধ ভেঙ্গেছে। এই সব নানা রকম টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীরা দৌড়াদৌড়ি করে নিজেরা ২/১টি বাঁধের সৃষ্টি করলেন তখন দেখা গেল ছড়ার জলই শুকিয়ে গিয়েছে এই হল অবস্থা। ওরা আবার এনেছে ফার্টিলাইজার বীজ এইগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা। এইগুলি সম্পর্কে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে বরাদ্দ চেয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফার্টিলাইজারের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু ফার্টিলাইজার ব্যবহার করার আগের ব্যবস্থাটা আগে সৃষ্টি করা উচিত। কিন্তু এই দুর্নীতি ভরা সরকার এই অপদার্থ সরকার এপেকসের সাথে যোগাযোগে সেখানে ১২৫ টাকা কুইন্ট্যাল সমস্ত পটেটো—আলুর বীজ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিল যেখানে সরকারী রেইট ছিল ১৯৭০-৭১ সালে আমি পি, এ, সি'র কথা উল্লেখ করছি কি বলছেন সেখানে পরিস্কারভাবে বলেছে এপেক্স কোপারেটিভ

সোসাইটির সাথে যোগাযোগে নিগোসিয়েশানে টেণ্ডার করে নয় ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাভাব সিডিউল্‌ড রেটে নিগোসিয়েশানে ঠিক করা হল। তারপর দলীয় স্বার্থে এই এপেক্সের মাতব্বররা আর শাসক কংগ্রেসের মাতব্বরদের দলীয় ব্যক্তিগত বুঝাপড়ায় তার ভিতর দিয়ে মন্ত্রীদের কাছ থেকে এবং ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে তারা আরও বাড়তি ব্যবস্থা করে নিল। শেষ পর্য্যন্ত ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাভাবে নয় তারা বলল ১২৫ টাকার কমে আমরা দিতে পারব না। তাই রাজি হল ডিপার্টমেন্ট এবং সেই ১২৫ টাকা করে নেওয়া হয়েছে তার জন্য আমাদের খরচ হয়েছে এক্সট্রা। এক্সপেণ্ডিচার হয়েছে ১,০৮ লক্ষ টাকা। এক্সট্রা এক্সপেণ্ডিচার হয়েছে সেই বাবদে আর সেই এক্সট্রা এক্সপেণ্ডিচার কোথায় গেল সেটি গিয়েছে ঐ এপেক্সের বিশিষ্ট দলীয় মাতাব্বরদের পকেটে এবং দলীয় শাসক কংগ্রেসের নেতাদের পকেটে। এইভাবে সমস্ত বীজ এবং সার নিয়ে খেলা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭০-৭১ সালের পি, এ, সি'র রিপোর্টে ৫৬ পৃঃ সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে "the Development Commissioner stated that in 1965 the Department called tenders for supply of potato seeds first. কিন্তু তারপর meanwhile Apex Co-operative Society came forward. After negotiation they agreed to supply @5% above the approved rate of previous year to which the Department agreed. After 2 days the Apex Marketing Co-operative Society informed that it was mistake on their part and they actually would not be able to supply @ i. e. 5% above and they wanted to enhance the rate @Rs. 125/-per quintal. This was examined with reference to the market rate and I demand the potato seed" ইত্যাদি ইত্যাদি এইভাবে বলেছেন। কাজেই এখানে পরিষ্কার কিভাবে নিগোশিয়েসানে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন। আমাদের সময় খুব কম।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, ব্যাপারটা অনেকগুলি ডিমাণ্ডের উপর এক সাথে মুভ করা হয়েছে কাজেই...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি বলেছেন এপেক্সের কর্মচারীরা এবং মন্ত্রীরা দুর্নীতি করে সেই টাকা পকেটস্থ করেছে। উনি তার প্রমাণ দিন আপনার মাধ্যমে বলছি!

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই অন পয়েন্ট অব অর্ডার বুঝিনি আমি ৫৬ পৃঃ

মিঃ স্পীকার—আপনি যে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন তার প্রমান কি হাতে আছে। তাই তিনি জানতে চেয়েছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়েছে অবিলম্বে একটি ফ্যাক্টস ফাইণ্ডিং কমিটি গঠন করার জন্য, এই সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য। আজ পর্যান্ত এই অপদার্থ সরকারের সাহস হয় নি যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে একটি ফ্যাক্টস ফাইণ্ডিং কমিটি গঠন করে সেটি সম্পর্কে তদন্ত করে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি আমার সমস্ত কথা পি, এস, সি, যে সব ফ্যাক্টস রেখেছে—

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এই সব তো জেনারেল বাজেটে আলোচনা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কাটমোশানের উপর বক্তব্য রাখছি। আমি দেখেছি ফার্টিলাইজার, সীডস এবং পেসটিসাইডের ব্যাপারে সরকারী অব্যবস্থা কি ভাবে চলছে; সেই সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি...

শ্রীমনছুর আলী—হাউসে একটা অসত্য পরিবেশন চলছে ১৯৭০–৭১ সালে আমরা আলু এপেক্স দিয়ে আনাই নাই আমরা সেই আলু আসাম সীড কর্পোরেশান দিয়ে আমরা এনেছি। যদি সেটি বলে থাকেন উনি সেটি ভুল বলেছেন। এই রিপোর্টটা হয়তো ১৯৭০-৭১ সালের হতে পারে কিন্তু আলু আমরা (গণ্ডগোল) উনি ভুল তথ্য পরিবেশন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন (গণ্ডগোল) উনি বলেছেন ১৯৭০-৭১ সালে আমরা এপেক্স কোপারেটিভ সোসাইটি দিযে আনাইয়াছি এবং সেই আলুতে আমরা ১,০৮ লক্ষ টাকা দুর্নীতি চলেছে আমি তার প্রতিবাদ করছি এই রিপোর্ট কোন কমিটি দিয়ে থাকতে পারে (গণ্ডগোল) ..

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—পয়েণ্ট অব অর্ডার হল, ফ্যাক্টস্ ফাইণ্ডিং কমিটি গঠন করার কথা যদি পি,এ,সি, রিকমেণ্ড করে থাকে তাহলে সেই কমিটির তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত উনি কি করে জানেন? তা হলে তো উনিই বিচারক। পি,এ,সি, এর দরকার কি?

মিঃ স্পীকার—ফ্যাক্টস ফাইডিং কমিটির রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তিনি আলোচনা করতে পারেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানে এই আলোচনা করি নি। আমি বলছিলাম ১·০৮ লক্ষ টাকা যে এক্সট্রা এক্সপেণ্ডিচার করা হল, এই এক্সট্রা এক্সপেণ্ডিচারটা হত না এইভাবে নেগোশিয়েশনে না গেলে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এই বিষয়টা কি ফ্যাক্টস্ ফাইণ্ডিং কমিটির বিবেচনায় আছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পি, এ, সি, এর রিপোর্টে যা আছে সেই সম্বন্ধে ফ্যাক্টস্ ফাইণ্ডিং কমিটির কি কাজ সেই সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করি নি। আমি শুধু এইটুকু বলেছি যে এই যে এক্সট্রা টাকাটা খরচ হল, এই টাকাটা গেল কোথায় ? আমার যথেষ্ট সন্দেহ করার কারণ আছে যে এপেক্স কো-অপারেটিভের নেতারা টাকাটা পকেটস্থ করেছেন।

শ্রী দেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—পকেটস্থ করেছে এটা প্রমাণ করতে হবে, না হলে উইড্রো করতে হবে।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যকে ইণ্টারফিয়ার করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য যাতে বলতে না পারেন সেজন্য মন্ত্রী এবং রুলিং পার্টির সদস্যেরা ইণ্টারফিয়ার করছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য পয়েণ্ট অব অর্ডার তুলেছিলেন। তিনি ইণ্টারফীয়ার করেন নি।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার করেছি। এই সম্পর্কে নিশ্চয়ই পয়েণ্ট অব অর্ডারের প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার—আমি পয়েণ্ট অব অর্ডারের সম্পর্কে রুলিং দিয়েছি। আপনি ফ্যাক্টস্ ফাইণ্ডিং কমিটির যেটা বিচার্য বিষয় রয়েছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকার নিজেই সমস্ত শাসন চালাচ্ছে। বীজধান বিলি চলছে। আউস বীজ, আমন বীজ গত বছরে দেখেছি প্রত্যেকটি ভি, এল, ডব্লিও, অফিসে এক কেজি যেখানে বিলি করা হল সেখান থেকে আট কেজি করে সুদ দিতে হবে। এই হচ্ছে ফিফটি পারসেণ্ট ইনটারেষ্ট। এইভাবে সরকার থেকে সমাজতান্ত্রিক শাসন চালানো হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ধানের দাম বাড়ানো হচ্ছে দ্রুত হারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই নভেম্বর মাসে ৮৫ পয়সা ছিল ইউরিয়া সার। হঠাৎ এই অল্প কয়েকদিন আগে আমরা জানতে পারলাম ৯৮ পয়সা কেজি হয়ে গেছে। যে ইউরিয়া সার একচেটিয়া ভাবে বিক্রি করছেন সরকার. সেটা ফ্রি মার্কেটে পাওয়া যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটার পর একটা দাম বাড়িয়েই যাচ্ছেন সরকার। ক্যালসিয়াম অ্যামনিয়াম সারটা অ্যাভেলেবেল নয়। এটা বেপাত্তা হয়ে গেছে। গ্রো মোর ফুড করে-চীৎকার করা হয়, অথচ নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট সেটা বেপাত্তা। মাননীয়

স্পীকার, স্যার, সুপার ফসফেট সার বেপাত্তা। কোন খোঁজ খবর নেই, কোথায় গেল, কি হল এবং বলা হচ্ছে সুপার ফসফেটের পরিবর্তে র' ফসফেট। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপর পটাসিয়াম সার বর্তমানে ৬০ পয়সা করে বিক্রি হচ্ছে যেটা নাকি গত নভেম্বরে ৫৬ পয়সা ছিল। এইভাবে সারের দাম বাড়িয়েও আস্তে আস্তে কৃষক যাতে না কিনতে পারে সেইভাবে কৃষককে ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আবার দেখানো হচ্ছে আমরা গ্রো মোর ফুডের বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছি এবং এইভাবে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে সমস্ত জনসাধারণের সামনে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মেডিসিনের ব্যাপারে পার লিটার ৫।৭ টাকা ছিল আগে সাবসিডি। এখন সেই সাবসিডি বন্ধ হয়ে ১৭ টাকা ১৮ টাকা করা হয়েছে। এইভাবে পার লিটার বিক্রি হচ্ছে। ২৫০ গ্রামের যে মেডিসিনস (রেড লাইট)—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি। আর দুমিনিট মাত্র এবার খরায় আমি নিজে দেখেছি সামান্য যে ফসল ছিল, সামান্য যেটুকু মাঠের ভিতর শেষ পর্যন্ত কৃষক নিজে পিঠে করে জল বয়ে এনে সারাদিন রাত পরিবার শুদ্ধ খেটে জল দিয়ে সামান্য কিছু ফসল রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল তাও সমস্ত শেষ করে দিলে লেদা পোকা। এখন আলু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধসা রোগে। কিন্তু কোন ঔষধের ব্যবস্থা নেই। অ্যালড্রিন ঔষধ, যে অ্যালড্রিন দশগুণ দিয়েও ঐ রোগ সারানো যাচ্ছেনা। সেই ঔষধ এখন দেওয়া হচ্ছে। অন্য কোন ঔষধের কোন খবর নেই। খালি সাপলিমেন্টারী বাজেট এটা ওটা চীৎকার করে কি আশা করতে পারি এই অপদার্থ সরকারের কাছ থেকে? খালি একটার পর একটা বিভ্রান্তির চেষ্টা করছে যে এইভাবে আমি শুনতে চাই আমাদের কৃষি মন্ত্রী ঘন ঘন বক্তৃতা শোনান। তিনি ২৫ বছরের হিসাব মুখস্থ করে রেখেছেন, আবার বলছেন সহযোগিতা কর। যে সরকার সার কিভাবে ব্যবহার হতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে না তারা আবার হিসাব শোনায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর জন্যই আমি এই কাটমোশন উপস্থিত করেছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুধন্ব দেববর্মা। প্লীজ স্পীক ফর ফাইভ মিনিটস্।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ফোরটি ফাইভে আমার কাটমোশন আছে। সেটা হল—"কৃষিঋণ মঞ্জুর করার ব্যাপারে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত গ্রহণ না করা সম্পর্কে।"

মাননীয় স্পীকার, স্যার, নির্বাচিত যে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে তাদের কোন রকম সহযোগিতা বা মতামত না নিয়ে স্থানীয় দালালদের এবং বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মীদের সহায়তা নিয়ে কৃষিঋণ মঞ্জুর করা হয়। কাজেই শুধু দলবাজীতেই পরিণত করা হয়েছে এবং দুর্নীতির বাসা বেঁধেছে; আমি বিভিন্ন এলাকায় কতগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। ঘটনাটি কিসে পরিণত

হয়েছে তাতেই প্রমাণিত হবে। প্রথমে জম্পুই জলার কথা বলছি। সেখানকার যে প্রধান তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বারদের নিয়ে অনেক লিষ্ট বের করেছেন কারা কারা পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু তাদের লিষ্টের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং এমন কতগুলি লোকের মারফৎ লোক বাছাই করা হয়েছে যে এই কৃষিঋণ মঞ্জুরের ব্যাপারে যারা পাওয়ার উপযুক্ত তারা পায় নি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত যে লিষ্ট তৈরী করেছেন এবং সেটা দাখিল করেছেন বি, ডি, ও, এর কাছে তার লিষ্ট থেকে লোকে পায় নি। জানতে পেরেছি কৃষিঋণ, দাদন ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে অনেক টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন বলে অনেক অভিযোগ উঠেছে। এইটা আমরা শুনেছি। ওখানে ইতিমধ্যে যে কিছু লোককে কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে জানা গেছে যেমন অধীর কুমার দেববর্মা, নীলমণি দেববর্মা আরও অনেক লোককে। এই কৃষি-ঋণ তাদেরে ৫০/৬০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আরও খবর পেয়েছি যেমন গোলাঘাটিতে মঙ্গল দেববর্মা এবং সমরেন্দ্র দেববর্মা কৃষিঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং একটা খুব দুঃখের বিষয় এমন কি এস, ডি, ও নাকি তাদের বলেছেন, এপোয়েন্টও দিয়েছেন, এই গোলাঘাটিতে যিনি কংগ্রেসের কর্মী বলে পরিচিত, সুমন্ত দেববর্মা এবং সত্যবাবু তাদের কাছে তোমরা যাও এবং তাদের সুপারিশ তোমরা নিয়ে এসো এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন কথাই নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের কোন মতামত নেওয়া হয়নি এবং তাদের কোন সুপারিশ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না তাদের কাছ থেকেই সুপারিশ নেওয়ার জন্য বলেছেন। এবং সেই জন্যই তারা মংগল দেববর্মা এবং সমরেন্দ্র দেববর্মা তারা কৃষিঋণ পান নি। আমার মনে হয় যারা নাকি পেয়েছেন তারা এই দালালদের হাতে ৫০/৬০ টাকা এমন কি ৭০ টাকা পর্যান্ত তাদের সেলামী দিয়েছেন। এই রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত আমি মাননীয় স্পীকার স্যার, দিতে পারি, যেমন অমরপুর মহকুমাধীন নতন বাজার সেখানে যারা কৃষিঋণ পেয়েছেন তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই প্রায় ৩৪ টাকা রাখা হয়েছে। সেখানে যেমন গোপী, নূতন বাজারের কর্মকার এবং নীল মোহন সরকার তাদেরকে ১০ টাকা করে দিতে হয়েছে। উকিল, মোহরী যারা বিল করে তাদেরকে ১৮ টাকা, পিওনকে ২ টাকা করে দিতে হয় এবং ডিপার্টমেন্টতো রয়েছেই সেখানে লেবার করা বাবত ২০ বা ৩৪ টাকা তাকে সেলামী দিতে হয়েছে। এই রকম উকিল মোহরী এবং পিওন তাদের জন্য আরও অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। এই রকম বামুটিয়া তহশীলেও ত্রাণ কার্য্য করেছেন। সেখানে তারা শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু নিয়ে তারা পাঠিয়েছে লিষ্ট এবং সেই লিষ্টের কোন পাত্তা নেই। এবং লিষ্টে যাদের নাম ছিল তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হয় নি। সিমনাতেও আমরা দেখেছি সেখানে যে পঞ্চায়েত থেকে লিষ্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই লিষ্টে যাদের নাম আছে তারা পায় নি পেয়েছেন যাদের এই লিষ্টে নাম ছিল না। এবং পঞ্চায়েত যে লিষ্ট করেছেন সে লিষ্টে একজন লোকও পায়নি। ছামনুতে সেখানে আমরা দেখেছি সারা ব্লকে প্রায় ২৫টা কি ৩০টা গাঁওসভা হবে তার মধ্যে মাত্র পেয়েছে ৪টি। অথচ এই এলাকায় মৃত্যুর খবর হিসাব নিলে দেখা যায় প্রায় ৩৭ জন

লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে। আমরা এই রকমই সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু সেখানে এই কৃষিঋণ খুব কম দেওয়া হয়েছে, মাত্র ৪ জন পেয়েছেন। আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি। খোয়াইয়ে বেলছড়া সব চাইতে ওয়ারচট এফেক্টিভ এরিয়া, মাননীয় স্পীকার স্যার, অথচ সেখানে এস, ডি, ও নাকি ১৫ই নভেম্বর একটা নোটিশ দিয়েছে যে সেখানে যারা ভূমিহীন কৃষক তাদের ৭ দিনের মধ্যেই সরকারের দেয় টাকা না দেয় তবে তাদের উচ্ছেদ করা হবে। পশ্চিম বেলছড়ার কথা বলছি সখানে যে গাঁও প্রধান আছেন তিনি কাজ করবেন। ব্লকের যে ডি, ভি,সি, কমিটি আছে, কংগ্রেসের কমিটি তাদের মতে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা লিষ্ট তৈরী করেছেন। এবং সেটা ডি,ভি,সি,কমিটির সাথেই এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সভার পুনরাবৃত্তি করেছেন। অথচ সেই পঞ্চায়েতকে গ্রাহ্য করে নাই। সঙ্গেই আছে রেভিনিউ অফিসার তারই নির্বাচিত লোকদের দেওয়া হয়েছে। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েতকে তাদের কোন লিষ্ট তৈরী করার কথাই বলেন না। আর আমরা শুনেছি যে আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজপ্রসাদ চৌধুরীর ছেলে রামকেশব চৌধুরী নাকি গাঁও প্রধান এবং উনি তার বাছাই করা লোক জামিনী রিযাং তাকে নাকি দিয়েছেন। কৃষিঋণ ২০০ টাকা দাদন তাকে দেওয়া হয়েছে ৩০ টাকা। তিনবার তাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে অন্য কোন লোককে তিনি পেলেন না। এবং সায়াভাই রিয়াং, উৎকল চাকমাকে ৩০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে এবং কৃষিঋণও দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতি, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের প্রাক্তন রাজপ্রসাদ চৌধুরী, আমরা দেখেছি যে তিনি এই সভাতেই কৃষিঋণ এবং বিভিন্ন খয়রাতি দাদন ও ইত্যাদির উপর যে বক্তব্য রাখতেন, আমাদের বর্তমান মন্ত্রীরা যদি সে সব এলাকায় যান এই কথাই ঠিক যে উনারা জনসাধারণের উপকার করেন কিন্তু আসলে সেটা কিছুই নয়, প্রাক্তন মন্ত্রী যে শোষণ নীতি করে ছিলেন ঠিক যেন সে নীতিই এখন চালু আছে।

মিঃ স্পীকার—পাখী মোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কাটমোশান হচ্ছে—'আগুনে ক্ষতি-গ্রস্থদের ঋণদানে দুর্নীতি।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে আমার এলাকার কয়েকটি আগুনে পোড়ায় যে সমস্ত গরীবদের ক্ষতি হয়েছে, তাদের প্রতি সরকারের ব্যবহারের কয়েকটা দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইলেকশানের কিছুদিন আগে রাইমা বাজার পুড়া গেল, পুড়ে যাওয়ার পর ইলেকশান যখন সামনে, তখন রিলিফ বাবদ দুই হাজার টাকা নিয়ে, সেখানকার পি, ও অর্থাত ডম্বুরনগর টি, ডি, ব্লকের পি, ও কিছু ভোট ভিক্ষা করে বললেন যে এই টাকা দিলে আপনারা ভোট দেবেন, এটা প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে তিনি বলেছেন। এটা রাজ প্রসাদ চৌধুরীর বিধান সভার ইলেকশান। পি, ও সাহেব তাঁর ইলেকশান ওয়ার্কার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দশ মাস হয়, এক দুই মাস

করে অনেক আবেদন নিবেদন ঐ পি, ও, সাহেবের কাছে করা হল, এস, ডি, ও সাহেবের কাছে করা হল। ওখানকার রাইমার ৫৪টি পরিবার, তাদের সব শেষ হয়ে গেছে পুড়ে, এমন কি তাদের স্নান করে যে কাপড় পড়বে, সেটা পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে, সেই সমস্ত আদিবাসীদের সেই অঞ্চলে সম্পত্তি নাই বলে তাদের সরকারী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গণ্ডাছড়া, বলংবাসায় বৈরী মিজোদের আক্রমণের ফলে যে সমস্ত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের মধ্যে, যে সমস্ত গরীবরা সরকারের কাছে আবেদন করেছিল যে আমাদের কিছু সাহায্য চাই, (ঋণ), প্রথমে যে ঋণ পরিবেশন করা হয়েছিল এমন কি তখনকার প্রাক্তন এম, এল, এ রবি দেব রাংখল পর্যন্ত সেই মিজো আক্রমণের সময় সেখানে ছিল. অনেক মন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন, অনেক লেখালেখি পর্যান্ত দিল্লীতে হয়েছিল, তার প্রমাণ সেই আবেদনের প্রতিটি কপি এখনও আবেদনকারী-নের নিকট আছে, কিন্তু সেই সাহায্য অনেকেই পায় নাই। কিছু অংশ পেয়েছে। আর যারা বাকী আছে, গরীব তাদের মধ্যে গণ্ডাছড়ায় ১৫টি পরিবার পায় নি, নিলমনি নোয়াজাপাড়া, সম্পূণ্যপাড়া, রাজধন চৌধুরী পাড়া, জয়রাম চৌধুরী পাড়া তাদের কেউ পায় নি। বলংবাসায় দুইটি পরিবার তারা পায় নি। এমনিভাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অমরপুর বাজার যখন পুড়ে গিয়েছিল, পুড়ে যাওয়ার পর অনেক মন্ত্রী গিয়ে সেখানে কুম্ভীরাশ্রু ফেলে-ছিলেন, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, এমনভাবে মাঠে একটা ফাঁকা আওয়াজ ছুটিয়ে দিলেন যে আমরা সব করছি, (রো লাইট) কিন্তু এটা যে তাঁদের মনের মধ্যে কোন দাগ কাটে নি সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। কারণ আজকে ঐখানে যে কিছু রিলিফ দেওয়া হয়েছিল, ঐ রিলিফের ব্যাপারে সেখানে অনেক দুর্নীতি চলেছে, দুর্নীতি এমনভাবে চলেছে যে দিল্লীতে বসে ইন্দিরাজী'র শ্লোগানের মত। তা কি করে হল? একটা দল ছাড়া, দ্বিতীয় কোন দল এখানে থাকতে পারে না, আমাদের দেশে তা চলতে পারে না। যেমন ধরুণ টিন এবং সিমেন্টের বিলির বেলায় আমি এখানে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট পেয়েছি যে এই সমস্ত টিন এবং সিমেন্ট এখানকার একজন সদস্য শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহার কিছু আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে নাম আসতে পারে না! নাম মেনশান করলে পরে প্রমাণ দিতে হবে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি এখানে উপস্থিত আছেন তাই নাম বলছি।

মনোরঞ্জন সাহা, মাননীয় সদস্য 'এর মামা, উনি দুই বাণ্ডিল টিন পেয়েছেন, জগত হরি সাহা, তিনি দুই বাণ্ডিল টিন পেয়েছেন, এই জগত হরি সাহা যে দুই বাণ্ডিল টিন

পেয়েছিলেন, ঐ টিনটা নিয়ে মাননীয় সদস্য এর রুম অর্থাৎ উনার চেম্বর তৈরী করেছেন। এক ঘরে ছয়জন লোক, তাদের প্রতিটি লোককে দুই বাণ্ডিল করে টিন দেওয়া হয়েছে। রমেশ সাহা, ক্ষিতীশ সাহা, সতীশ সাহা, গণেশ সাহা, প্রত্যেকে একই ঘরের লোক, প্রত্যেককে দুই বাণ্ডিল করে টিন দেওয়া হয়েছে। আরেকটা সাংঘাতিক খবর মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেটা হচ্ছে সেখানকার (সিমেণ্ট) বিলির মালীক হচ্ছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা। কাজেই অনেক গরীব লোক সেখানে টিন এবং সিমেণ্ট কিছুই পায় নাই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন। আপনার আর সময় নেই।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা—আর এক মিনিট স্যার।

উদয়পুরেও ঠিক একই ঘটনা স্যার। উদয়পুর যখন বাজার পুড়ে গেছে, সেখানে বড় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সমস্ত বাড়ী পুড়া গেছে তাদের মধ্যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, যারা গরীব তারা এস ডি. ও, ডি. এম'এর কাছে আবেদন নিবেদন করার পরও তাদের কোন সাহায্য সহযোগিতা সরকার থেকে পায় নাই। এমন কি রিলিফের ব্যবস্থাও তাদের জন্য নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই দুর্নীতি মূলক ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার দিকে মাননীয় স্পীকার'এর মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে আমাদের দেশে এমন কোন নজীর, এইরকম দুর্নীতির অভিযোগ এই হাউসের মধ্যে না আসে, তার ব্যবস্থা যেন সরকার গ্রহণ করেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৫'এর উপর আমার একটা কাট মোশান এনেছি, সেই কাট মোশানটা হল—

'কৃষি ঋণ হইতে বকেয়া সরকারী ঋণ অতিরিক্ত সরকারী খরচ কর্তন সম্পর্কে।'

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ফোর্টি ফাইভের উপর আমার কাট মোশানটা হচ্ছে—কৃষিঋণ হতে বকেয়া সরকারী ঋণ ও অতিরিক্ত সরকার খরচ কর্তন সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের একজন কৃষককে যদি সরকারী সাহায্য বা ঋণ ইত্যাদি পেতে হয়, তাহলে তারজন্য যে খরচ হয়, সেটা সে বহন করতে পারে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত ঐ কৃষককে সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে বাধ্য হয়ে ঋণ নিতে হয়। তারফলে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক ঋণ পেল, সেই ঋণ পাওয়ার সংগে সংগে তার সমুদয় টাকা ঐ মহাজনের কাছে চলে যায়, সেই মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে। কাজেই এই যে সরকারী সাহায্য বা ঋণ কৃষক পাচ্ছে, তাতে তার তেমন কোন উপকারে লাগছে না। তাই একজন কৃষককে কৃষিঋণ পেতে হলে কি কি বাবতে খরচ করতে হয়, তার একটা মোটামুটি হিসাব এখানে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে প্রথমে তাকে দরখাস্ত লেখাতে মুহুরীকে দিতে হবে ৫/১০ টাকা, অবশ্য সেই কৃষক যদি

চালাক চতুর হয়, তাহলে ৫ টাকাতেও সে সেরে যেতে পারে। তারপরে আছে এভিডেভিট করার খরচ, এর জন্যও ২/৩ টাকা দিতে হয়, তারপরে আছে বণ্ড ফর্ম ৩ টাকা, তারপরে আছে রেজিষ্ট্রেশান ফি এবং এ্যাডভোকেট সার্টিফিকেট ফি ইত্যাদি বাবতে আরও ৪/৫ টাকা। অর্থাৎ এভাবে তাকে কমপক্ষে ১৭ টাকা খরচ করতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ে, তারপরে আছে, অফিসে অফিসে ধর্না দেওয়ার একটা খরচ। কাজেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, তার ২৫০ টাকা ঋণ পাওয়ার জন্য ৫০ থেকে ১০০ টাকা খরচ হয়ে যায়, আর বাকী ১৫০ টাকার বেশী সে কোন রকমে পেতে পারে না। কাজেই এই রকম একটা অবস্থা চলছে, তাই আমি এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। তারপরে আর একটা আছে, সেটা হচ্ছে সরকারের বকেয়া ঋণ আদায়। যদিও এই বকেয়া ঋণ আদায় সম্পর্কে গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় মন্ত্রী আমাদের এ্যাসুরেন্স দিয়েছিলেন, যে কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিঋণ পাওয়ার বাবতে তাদের বকেয়া টাকা কেটে রাখা হবে না। অথচ কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখছি তার উল্টো জিনিষ। কাজেই তারা শুধু প্রতিশ্রুতিই দিতে পারেন, কিন্তু সেটা কি ভাবে কার্যকরী হবে, সেই বিষয়ে আর কোন খোঁজ খবর রাখেন না। আমার কাছে এই ধরণের কতগুলি অভিযোগ আছে, সেগুলি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, সেগুলি হচ্ছে জোলাইবাড়ীতে একজন আছেন, তার নাম হচ্ছে যোগেন্দ্র সরকার, সে কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু সে দরখাস্তমূলে যে টাকার প্রার্থনা করেছিল, সেই টাকা পায়নি, তার থেকে, সরকারের বকেয়া পাওনা কেটে রেখে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে সেখানকার বেলুরাম বিশ্বাস, সুখেন্দু মজুমদার, অন্নদা চরণ মজুমদার, মনিন্দ্র মজুমদার এবং আরও অনেকে এর কাছ থেকে সরকারের বকেয়া পাওনা টাকা কর্তন করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের পুরাণো ঋণ আছে, সেটা নূতন ঋণ যেটা দেওয়া হল, তার থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে শেষ নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষিঋণ পেতে হলে তহশীল অফিসের তহশীলদার থেকে একটা সার্টিফিকেট নিতে হয় তার কারণ হল সে যে জমি দিয়ে ঋণ নিচ্ছে, সেটা আসলে ঠিক আছে কি না, সেটা দেখে তহশীলদার একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করেন। কাজেই এই ক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে যে তোমাদের পুরাণো ঋণ যদি কিছু থাকে সেটা যদি পরিশোধ না করা হয়, তাহলে তহশীল অফিস থেকে কোন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে না, কাজেই তোমরা যে সরকার থেকে কৃষিঋণ পেতে চাইছ, সেটা পাওয়ার জন্য আমরা কোন সাহায্য তোমাদের করতে পারছি না। এই সম্পর্কে বহু উদাহরণ আমি এখানে দিতে পারি। তবে সবগুলির কথা লাভ বলে নেই, ২/১টা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন অম্পির তদুই এলাকায় রামচন্দ্র দেববর্মা কৃষিঋণের জন্য দরখাস্ত করে এবং সেই দরখাস্ত দীর্ঘ এক মাস পরে তহশীল কাছারীতে যায়, সেখানে কাছারীর যে তহশীলদার তাকে জিজ্ঞাস করে, তোমার কাছে পুরাণো যে ঋণ আছে, সেটা যদি পরিশোধ না কর, তাহলে আমরা তোমার দরখাস্ত ফরওয়ার্ড করতে পারব না। অবশ্য এই ব্যাপারে আমি সরকারের ডিপার্টমেন্টে

একটা চিঠি দিয়েছিলাম এবং মন্ত্রী মহাশয়কেও সেই সঙ্গে ব্যাপারটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম কিন্তু মন্ত্রী মশাই বা তার ডিপার্টমেন্ট সেই চিঠির উত্তর দেওয়ার যে একটা প্রয়োজন ছিল, সেটা পর্য্যন্ত করে নাই। তাই এই সমস্ত ব্যাপারে যে সব দুর্নীতি চলেছে, তার মধ্যে কৃষকদের যাতে পড়তে না হয়, সেজন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে এই হাউসের কাছে জিনিষটা বলছি এবং তার সংগে সংগে মন্ত্রী মশাইকে অনুরোধ করব যাতে এই ব্যাপারে সরকারের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে একটি হুসিয়ারী দেওয়া হয়, বিশেষ করে আজকে এই খরা পরিস্থিতিতে কৃষকদের কৃষিঋণ পেতে যেন কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন, সেগুলি যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ি, তাহলে বুঝতে পারব যে তারা একটা বিরোধীতা করবার জন্যই এগুলি এনেছেন। আর এই বিরোধীতা করে বা সমালোচনা করে সস্তায় নাম কেনার মত একটা দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কিছু এর মধ্যে নেই। তারপরে তারা আরও বলেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মচারীর নাকি ১০/২০ টাকা ঘুষ নিয়ে থাকেন, কিন্তু এই রকম যদি কেউ নিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত ভাবে জানাতে পারেন। তারা যেমন মনে করেছেন, আমরা সেই রকমই মনে করছি যে দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীদের সাস্তি হওয়া দরকার তারপরে আর একটা কথা তারা বলেছেন, সেটা হচ্ছে গাঁও প্রধানের এবং কোন কোন কংগ্রেস কর্মী নাকি এই সব ব্যাপারে কিছু কিছু টাকা খান। কিন্তু আমি বলব, তারা এটা প্রমাণ করতে পারবে না.... .

শ্রীবাজুবন রিয়াং--স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে, সেটা হচ্ছে আমরা একটা কংক্রিট উদাহরণ দিয়েছিলাম যে উনার এলাকায় নূতন বাজারে যে একটা তহশীল কাছারী আছে, তার তহশীলদার যতগুলি দরখাস্ত অনুমোদন করেছেন, তার প্রত্যেকটির কাছ থেকে ১০ টাকা করে নিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার--এটা তো পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা—স্যার, আমার কাছে এই রকম কোন কম্‌প্লেইন করা হয় নি, তাছাড়া নিজে কোন সরকার নয় যে সেই কম্‌প্লেইনের প্রতিকার করব। সেখানে সরকারের লোক আছে যেমন তহশীলদারের উপর রেভিনিউ ইন্‌পেক্টার আছে, তার উপর রেভিনিয়ু অফিসার আছে, তাদের কাছে সেই কম্‌প্লেন করতে হয়, এই জ্ঞানটা তাদের থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। আর আমার কাছে কম্‌প্লেন করলে সেটার আমি কিছু করতে পারব না। আমি মনে করি যদি

বিধানসভার কোন সদস্য সেই রকম কিছু করেন তাহলে তার সাথে সেই যোগসাজস আছে। কাজেই আমার বক্তব্য হল এই যে গাঁও সভার প্রধান তারাও জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত হয়েছেন, যেমন আমরা বিধানসভার সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছি। সেখানে তারা কেউ শুধুমাত্র কংগ্রেসের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসে নি, তারা সেখানে সবার ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের সম্পর্কে কোন রকম করাপশানের কথা অত্যন্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার। তারা সেখানে কংগ্রেসের প্রতিনিধি নয় জনসংঘের প্রতিনিধি নয় তারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তাই আমি মনে করি প্রত্যেকটি গাঁও সভা তাদের যত মেম্বার আছেন তারা একত্রিত হয়ে তাদের গ্রামে কে কে কৃষি ঋণ পাবে সেখানে কংগ্রেস কর্মী বা অন্য কোন দলের প্রশ্ন আসতে পারে না তা তাদের জেনে রাখা উচিত সেজন্য আমাদের সরকার তাদের নির্ব্বাচিত গাঁও প্রধানদের এবং মেম্বারদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক মহকুমার এস, ডি, ও, এবং বি, ডি, ও, রা সার্কুলার দিয়েছেন তাদের সাহায্য করবার জন্য। তাই আমাকে বলতে হচ্ছে আজকে আমার পাখী ত্রিপুরা ভাই যে বক্তব্য রেখেছেন উনার যে মা'র চেয়ে মাসীর দরদ বেশী দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। প্রত্যেকটি বাজারে সিলেক্ট করা হয়েছিল যাদের ছনের ঘর আছে তারা ২ বাণ্ডিল করে পাবেন যাদের দোকান ঘর আছে তারা ১বা: করে পাবেন। তাই মনোরঞ্জন সাহা প্রভৃতির তিন জনের লস অপ প্রপার্টি এসেস করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের আলাদা ভিট আছে তাদের প্রত্যেকেই পেয়েছে (গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু উনার বাবা শশীকান্ত সাহার নামে কোন লস অব অব প্রপার্টি নেই সেই শশী সাহার নামে ১বা: টিন এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার (গণ্ডগোল) তাই বক্তব্য রাখার আগে অনুসন্ধান করা উচিত বলে মনে করি আমি। তারপর টৈন্দুর কথা এখানে গাঁও প্রধান আছে প্রত্যেকটি মেম্বারের সাথে আলোচনা করে তারপর তারা আসেন এবং এস, ডি, ও, মহোদয় প্রত্যেককে জানিয়ে দেন আপনারা অমুক দিন আসবেন আমি দাদন দিয়ে যাব। সেখানে এমন কোন তাদের এ্যারাঙ্গমেন্ট করা হয় নি। তাই আমি মনে করি তারা হাউসের কাছে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে হাউসকে মিসলিড করেছেন। তারপর পাখী ত্রিপুরা ভাইরা যা বলেছেন গণ্ডাছড়ার বৌলংবাসার কথা উনার জানা থাকা দরকার সেখানে মিনিমাম ১০০ টাকা পর্যন্ত সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য হিসাবে ঋণ দিয়েছেন তার নিচে আর কত ঋণ দেওয়া যায়। আর যাদের কোন ভূমি নাই কোন ডকোমেন্টস নাই তাদেরও বণ্ডে পর্যন্ত টাকা দিয়েছে সরকার থেকে। দেওয়া হয়নি এই কথা বলতে পারেন না। উনি বিশেষ করে বৃন্দাবন বাবুর কথা বলেছেন আমরা জানি যে সেখানে মানিক সরকার মহাশয় থাকতে এক দিনে ৪৮ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। যেখানে সরকারী কর্মচারীরা ন্যায়নিষ্ঠভাবে কাজ করেন তাদের প্রতি যদি এমনভাবে অপমানসূচক কথা বলেন তাহলে তাদের মনের অবস্থা কি হয় আপনারা চিন্তা করে দেখুন

আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাই আমি বলছি আমরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছি এবং গাঁও প্রধানরাও জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন তাই তাদের সম্পর্কে কথা বলার আগে চিন্তা করে বলা উচিত।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই হাউসে যত রকম যাত্রাগান নাচ চপ যাত্রা দেখালেন বিরোধী পক্ষ তার উপর আমার আর বলার বিশেষ কিছু নাই (গণ্ডগোল) আমি শুধু একটি কথাই বলব যে উনারা যে আদর্শ এবং লম্বা চৌরা বক্তৃতা সমস্ত ত্রিপুরা বাসীকে দিয়ে এই হাউসে এসেছে আমাদের জানা থাকা উচিত কি বিরোধী পক্ষ কি সরকার পক্ষ আমরা যে পক্ষের প্রতিনিধিই হই আমাদের সবাইর স্মরণ থাকা উচিত আমরা ত্রিপুরার সমস্ত জনসাধারণের প্রতিনিধি আমাদের দায়িত্ব সমান। কিন্তু আজকের কাটমোশান এসেছে এবং যেসব কাটমোশান বিরোধী পক্ষ থেকে এনেছেন তাতে আমি দেখতে পাচ্ছি মন্ত্রীকে আর সরকারকে গালাগাল ছাড়া উনারা আর কোন কন্সট্রাক্টিভ প্রোগ্রাম দিতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি না। কারণ আমি দেখতে পেয়েছি যতই কাটমোশান আনুন না কেন তার পিছনে লেজ রেখেছেন অমুক মন্ত্রীর অমুক অমুক মন্ত্রীর মা অমুক মন্ত্রীর বাবা অমুক মন্ত্রীর বোন (গণ্ডগোল) আমি শুধু বলতে চাই এই হাউসে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যারা আছেন উনাদের আত্মীয় ভাই, ভাইয়ের মেয়ে, বোন তারাও সরকারী চাকুরী করেন তাহলে তাদের মনে রাখা উচিত তারা এই হাউসে বড বড় কথা বলে সরকার পক্ষের নিন্দা করছেন তাদের স্মরণ থাকা উচিত যে আমাদের আত্মীয় স্বজন ১৪ পুরুষের সরকারের কাছে ধর্ণা দেওয়া উচিত নয় (গণ্ডগোল) যেখানে অর্ধশিক্ষিত যেখানে আমাদের উপজাতি ভাই বোনেরা আছেন যেখানে সিডিউল্ড কাষ্ট ভাই বোনেরা আছেন সেখানে গিয়ে অর্ধশিক্ষার সুযোগ নিয়ে উনারা কাল বিধান সভা অভিযান চালিয়েছিলেন উল্টা পাল্টা বুঝিয়ে—এই বলে এনেছিলেন তোমাদের রিয়ার দেওয়া হবে, দাদন দেওয়া হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলছি রিয়ার দাদন দেওয়া হবে সব চল। কিন্তু রিয়ার দাদন কোথায় আমি নিজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাইরে গিয়ে ভাই তোমরা কেন এসেছো ওরা বলল টাকা পাইব, বহু টাকা, রিয়ার পাইব দাদন পাইব। কিন্তু আমি এই হাউসে বলতে চাই উনারা এমনিভাবে ত্রিপুরার জনসাধারণের কতগুলি ভাওতা দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। সুতরাং আমি বলতে চাই উনারা যে কাটমোশান এনেছেন তার কোন গুরুত্ব নাই (গণ্ডগোল) সবাই বড়লোক হবেন তা নয়, বড়লোক হওয়ার একটি পথ আছে মাননীয় স্পীকার স্যার, তা হল কালো পথ। সেই পথ যদি অবলম্বনকরি তাহলে ১৪ পুরুষ আর সরকারের কার্যে আসার দরকার হয় না। তাই আজকের এই হাউসে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না আমার সময়ও নেই এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল ডেপুটি মিনিষ্টার।

শ্রীমনসুর আলী—বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশান রেখেছে তার সঙ্গে সত্যতা আছে এই কথা আমি স্বীকার করতে পারি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এক জায়গায় বলেছেন আমরা টেষ্ট রিলিফ করতে গিয়ে দল বাজী করছি। এই যে কথাটা আমি জানি না উনি কোথা থেকে বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গ্রামের মানুষ টেষ্ট রিলিফের কাজ করে—যারা অভাবগ্রস্থ মানুষ তারাই করেন সেখানে দলের কোন প্রশ্ন আসে না। তারা দল বেধে কাজ করে এটা সত্যি কিন্তু দলবাজীতে কি বুঝায় আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেষ্ট রিলিফের কাজ দল দিয়ে হয়, ২০/৩০ জন কাজ করে, সেটা যদি দল হয়ে থাকে তাহলে আমার বলার কিছু নাই। মোহনপুরের অবনীমোহন নাকি নাম, উনার মাধ্যমে কাজ করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি তিনি প্রধান হয়ে থাকেন, আর তার মাধ্যমে যদি কাজ করে থাকে তাহলে সেটা সরকারের নির্দেশ আছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়েছে। তারা কি দু'একটা রাস্তা এবং পথের কথা বলেছেন যেখানে দলবাজী হয়েছে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লক্ষ লক্ষ টাকায় কাজের মধ্যে দু'য়েকটা কাজ, আমি অস্বীকার করি না, হয়ত হতে পারে। আমি আর একটা কথা বলতে চাই। উনারা যেকথা অ্যাসেম্ব্লীতে বলেছেন, এইরকম কোন রিপোর্ট সরকারের কাছে দিয়েছেন কিনা যে এইরকম ভাবে কোথায় এক হাজার টাকার কাজ করে চারশ' টাকা মেরে দিয়েছে? যে সমস্ত কথা বলেছেন এই সমস্ত কথার লিখিত কোন রিপোর্ট আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে আমি মনে করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে যে এটা সম্পূর্ণ অসত্য। তারা শুধু মানুষকে ভাওতা দেওয়ার জন্য এখানে এসেছে। আমাদের যেমন দায়িত্ব আছে দুর্নীতি বন্ধ করার তেমনি তাদেরও দায়িত্ব আছে এইরকম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওনার বক্তৃতায় বলেছেন যে, আমরা যে তথ্য দিয়েছি, তিনি বলেছেন এইগুলি সম্পূর্ণ অসত্য। এইগুলি কি তদন্ত করে বলেছেন না তদন্ত করে বলেন নি? আমরা হাউসে যা বলেছি সব জিনিষ যদি অসত্য মনে করেন তাহলে আমাদের বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

মিঃ স্পীকার—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না, প্লীজ টেক ইওর সীট।

শ্রীমনসুর আলী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথাটা পরিষ্কার। আমি বলেছি তারাও জনসাধারণের ভোটে এসেছেন, আমরাও জনসাধারণের ভোটে এসেছি। যদি কোথাও দুর্নীতি করে থাকে সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্যের কমপ্লেন করা উচিত ছিল। যদি করে থাকে তা হলে ঠিকই আছে, যদি না করে থাকে তাহলে আমি মনে করি তারা অসত্য পরিবেশন করেছেন, কারণ যখন কথা হল যে মানুষের টাকা গেল, আমি জানি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হতে পারে। সবাই সাধু পুরুষ নয়। হতে পারে। হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার যদি বিচার না হয়

তারা সবাই এটা করেছেন আমরা মনে করি না সত্যি, কিন্তু চার মাস ছয় মাস আগে কাজ হয়েছে, আজকে অ্যাসেমব্লীতে বলছেন যে দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু আগে তারা কোন লিখিত কমপ্লেন করেন নি, ওখানকার লোকের মাধ্যমে পারেন নাই। সেজন্য আমি বলি আমরা যে সমস্ত কাজ করি সেটা দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে, আর কিছু বলার নাই, তাই মানুষকে অসত্য পরিবেশন করে তাদের দিকে টেনে নেওয়ার একটা পরিকল্পনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও একটা অসত্য আমি প্রমাণ করে দেব। আমার এক বন্ধু রাধারমন বাবু বলেছেন যে বৃটিশের আমলে যে টেক্স রিলিফ ২ টাকা ছিল আজকেও সেটা রয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বৃটিশ ছিল কিনা জানি না, আমরা যখন অ্যাসেমব্লী করি তখন আমরা দেখেছি ১ টাকা ৬ আনা ছিল। দ্রব্যমূল্য বাড়ার সাথে সাথে ২ টাকা করা হয়েছে এই অ্যাসেমব্লীর মাধ্যমে, এই কংগ্রেসের মাধ্যমে। কেন করা হয়েছে? যেহেতু মানুষের প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে সেজন্য ১ টাকা ৬ আনার পরিবর্তে ২ টাকা করা হয়েছে। এটাও অসত্য পরিবেশন। এই অসত্য পরিবেশনের প্রমাণ কাগজের মধ্যে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য আমার পাশের বাড়ীর বন্ধু সমর চৌধুরী বলেছেন যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টে আমাদের দুর্নীতি এবং আমরা পকেট পুরি টাকাতে। আমি জানি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনাকে বইটা দেখাব এবং আমি বলব এই বইয়ের উল্টা অর্থ করেছেন। আমি বলব যে এই যে অসত্য পরিবেশন করেছেন মাননীয় সদস্য লিখিত বই সামনে রেখে তারা কিরকম ধরণের দলবাজী সেটা যেন বোঝেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন ইরিগুলারিটিজ হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারকে বলেছেন কৃষি দপ্তরের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য যাতে ইরিগুলারিটিজ না হয়, সেজন্য এই কমিটি রিপোর্ট দিয়েছেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, উনি পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির রিপোর্ট, এটা কি অস্বীকার করছেন নাকি?

মিঃ স্পীকার—তিনি অস্বীকার করেননিতো।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—এখানে বলা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির রিপোর্ট, ১০-৭১ সনের। সেটা উনি অস্বীকার করেন কি না?

শ্রীমনসুর আলী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নিজে দেখুন। দুর্নীতির কথা বইয়ের মধ্যে নেই। শুধু আছে ইরিগুলারিটিজ হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার মধ্যে যারা বলতে পারে আমরা দুর্নীতিবাজ অপদার্থ সরকার তার জন্য আমি আমার পাশের বাড়ীর বন্ধুকে বলব যে উনি যেন সত্যকে স্বীকার করতে শিখেন, তা না হলে সোনামুড়ার মানুষকে হেয় করা হবে। সেজন্য আমি উনার কাছে আবেদন করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পাশের বাড়ীর

বন্ধু বলেছেন দাদন আমরা সুদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি সোনামুড়া যখন ফ্লাডে সমস্ত ধ্বংস হয়ে যায় তখন হাজার হাজার মন বীজ ধান আমরা পাঠাই। তখন গাঁও প্রধানদের সংগে কথা হয়েছিল যে এই বীজধান আমরা দেব না। তোমরা ধর্মগোলা করে বীজ ধান রাখ। আবার যখন বিপদ আসবে তখন আমরা দেব। এই সত্যটাকে বিকৃত করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য আমার বন্ধু সুধন্বাবু বলেছেন যে আমরা বলেছিলাম যে খাজনা এখন লওয়া হবে না। এবং সরকারের কোন দেনা আমরা তাগিদ দিয়ে নেব না। এই কথা সত্যি। আমরা বলেছি যে এবার খরার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার মানুষ অর্থহীন হয়ে পড়েছে এবং যদি তারা খাজনা এবং ঋণ ইচ্ছা করে না দেয় তাহলে আমরা কারো কাছ থেকে সেটা আদায় করব না, তারা নিজেরা না দিলে সরকার তাগিদ দিবে না। যদি কোন লোক কৃষি ঋণ নিয়ে তার পূর্বের ঋণ দিতে চায় তাহলে তাকে বাধা দেওয়ার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা পরিষ্কার বলেছি কোন লোক থেকে তাগিদ দিয়ে এই অবস্থার মধ্যে আমরা খাজনা এবং ঋণ আদায় করব না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বন্ধু সগর বাবু বলেছেন যে সমস্ত সার দি সে সমস্ত সারের বিলি বন্টনের অব্যবস্থার দরুণ সাধারণ কৃষক কাজ করতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তিনি কোথা থেকে বলেছেন জানি না। ত্রিপুরাতে আমাদের দুইশ'টি সীড স্টোর আছে। ঐ সমস্ত সীড স্টোরের মাধ্যমে আমরা সেই সার বিলি করি এবং শুধু তাই নয়, আমরা যখন সার আসে—

Mr. Speaker—The time is over. If the House agrees, I may extend the duration of the House for the half an hour to-day the just to dispose to-day's business.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—স্যার, আমাদের একটা ডেপুটেশান ফিক্সড আপ করা আছে। আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় স্যার, আই, ক্যান নট অ্যাগ্রি।

মিঃ স্পীকার—তাহলে এই ডিমাণ্ড এবং কাটমোশন ভোটে দিয়ে শেষ করে নিই। এইটুকু সময় আপনারা অ্যালাও করবেন তো ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—হ্যাঁ, তা করব।

মিঃ স্পীকার—জাস্ট ফিনিশ ইওর স্পীচ। আপনি বলবেন না ?

শ্রীমনসুর আলী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটি কথা বলতে চাই এক মিনিট সময় আমাকে দিন। তিনি বলেছেন যে সারের দাম বাড়িয়েছি। আমরা সারের দাম বাড়াই নি।

আমরা সারের দাম হাফ পেকেট সারের মধ্যে ২৫ পয়সা সাবসিডি দেই এবং নাইট্রোজেন সারের মধ্যে আমরা ১৫ পয়সা সাবসিডি দেই এবং তার মধ্যে ট্রেইন ভাড়াও কম। আর একটি কথা বলেছেন যে আমরা যেখানে ইউরিয়া সার যে সমস্ত জায়গায় দিয়ে আমরা চাষবাস করি সেখানে না কি চাষবাস হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বড় দুঃখের সংঙ্গে বলছি খুব খারাপ প্রপাগাণ্ডা আমরা সমস্ত দেশে যখন গ্রো মোর ফোড করতে যাচ্ছি, তখন তাদের যে এই অপপ্রচার দেশের পক্ষে, জনসাধারণের পক্ষে একটা সাংঘাতিক ক্ষতিকর। আমি সেই জন্য অনুরোধ করবো এই রকম প্রপাগাণ্ডা থেকে মুক্ত যাতে থাকে। কারণ যেখানে ভারত সরকার আজকে ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের মাধ্যমে আমরা টেষ্টিং করে কাজ করি তারা সেখানে এই অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি মনে করি এইটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা টেষ্ট করেই এই সমস্ত কাজ করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—Now discussion on the demand Nos. 29, 43 & 45 is over.

Now I am putting the cut motions on demand No. 43—124-Capital Outlay on schemes of Govt. Trading'

Yhe questions before the House is the motion moved by Sri Samar Choudhury that the demand be reduced to Rs. $1/\frac{3}{4}$ to discuss on—'ফার্টিলাইজার সিড এবং পেষ্টিসাইডস বিলি বন্টনে সরকারী অব্যবস্থা'।

(The motion was put to voice vote & lost)

Mr. Speaker—Now I am putting the main motion to vote. The question before the House is the moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1972 in respect of Demand No. 43—Capital Outlay on schemes of Govt. Trading.

(The motion was put to voice vote & passed)

Mr. Speaker—Now I am putting the cut motions on demand No. 29—Famine Relief to vote.

The questions before the House is the motion moved by Sri Manindra Chandra Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on.

'গ্রাম পঞ্চায়েত মাধ্যমে Drought Relief-এর টাকা ব্যয় না করা সম্পর্কে।'

(The motion was put to voice vote & lost)

Mr. Speaker—Next question before the House is the motion moved by Sri Radha Raman Debnath that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'Misuse of money budgeted for Famine Relief.)

(The motion was put to voice vote & lost.)

Mr. Speaker—Next question before the House is the motion moved by Sri Jitendra Lal Das that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

i) 'Inadequacy of provision for gratutious relief.'

ii) 'Inadequacy of provision for Test Relief Works.'

(Both the motions were put to voice vote & lost.)

Mr. Speaker—Now I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,18,10,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April,1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 29—Famine Relief.

(The motion was put to voice vote & passed)

Mr. Speaker—Now I am putting the cut motion on demand No. 45—'Q-Loans and Advances by the State/Union Territory Governments !'

The question before the House is the motion moved by Sri Sudhanwa Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—'কৃষি ঋণ মঞ্জুর করার ব্যাপারে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত গ্রহণ না করা সম্পর্কে '।

(The motion was put to voice vote & lost)

Mr. Speaker—Nex question before the House is the motion moved by Sri Pakhi Tripura that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণদানে দুর্নীতি।'

(The motion was put to voice vote & lost.)

Mr. Speaker—Next question before the House is the motion moved by Sri Bulu Kuki that the demand be reduced by Rs, 100/- to discuss on—'কৃষিঋণ হইতে বকেয়া সরকারী ঋণ ও অতিরিক্ত সরকারী খরচ কর্তন সম্পর্কে'।

(The motion was put to voice vote & lost.)

Mr. Speaker—Next Question before the House is the motion moved by Sri Jitendra Lal Das that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'Inadequacy of provision of Loans to Cultivators.'

(The Motion was put to voice vote & lost.)

Mr. Speaker—Now I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 9,40,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 45—'Loans and Advances by the State/Union Territory Governments.

(The Motion was put to voice vote & passed)

Mr. Speaker—The House stands adjoured till 11 A. M, on 13-12-72.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "A"

STARRED QUESTION NO. 211

By—SHRI BIDYA CH. DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning

Department be pleased to state :—

QUESION

১। ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর হাসপাতালে sweeper এবং পানীয় জলের অভাবে রোগীদের অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে বর্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত অসুবিধাগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

ANSWER

১। পানীয় জলের কোন অসুবিধা নাই। কিছুদিনের জন্য সুইপারের একটু অসুবিধা হইয়াছিল।

২। একজন সুইপার নিয়োগ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO.206

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Deyartmen be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে বেহালাবাড়ীতে কোন প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকার ফলে উক্ত এলাকার লোকের চিকিৎসার জন্য খুব অসুবিধা হইতেছে ?

২। উক্ত জায়গায় ১৯৭২ইং সনে প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

১। সরকারের কাছে এমন কোন খবর নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 126

By—Shri AJOY BISWAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning

Department be please to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে জি, বি, হাসপাতালের টি,বি, ওয়ার্ডের রোগীরা তাদের খাদ্য বরাদ্দ কমানোর প্রতিবাদে সম্প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কি ? এবং

২। যদি করে থাকেন, বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 492

By—Shri NARESH ROY

প্রশ্ন

১। আগরতলা এয়ারপোর্ট (সিঙ্গারবিল) রাস্তার পার্শ্বে বিদ্যুৎসাহী সংঘের সংলগ্ন রিলিফ ডিপার্টমেন্টের নির্ম্মিত কয়েকটি পুরাতন গৃহে একদল উদ্বাস্তু আছে, ইহা সরকারের জানা আছে কিনা ?

২। তাহারা কখন, কিভাবে এখানে আসিয়াছে এবং তাহাদের দৈনন্দিন খাদ্যের ব্যবস্থা কি ?

৩। তাহাদের দায়ীত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। তাহারা পুরাতন বাস্তুত্যাগী (১৯৬৪ইং) বাংলা দেশাগত শরনার্থী নহে। মধ্য প্রদেশের নানা ক্যাম্প হইতে বিনানুমতিতে চলিয়া যায় এবং ১৯৭২ইং মার্চ্চ মাসে অত্র ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতঃ এখানে বাস করিতেছে।

তাহাদের কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হইতেছে না। পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় দিনমজুরী দ্বারা জিবীকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

৩। না।

STARRED QUESTION No. 530

By—Shri ANANTAHARI JAMATIA,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত উদ্বাস্তু আগমনের সময় ত্রাণকার্যে নিয়োজিত এবং উদ্বাস্তু প্রত্যাবর্তনের পর ছাটাই করা কর্মীদের সংখ্যা কত ?	১) ত্রাণকার্যে নিয়োজিতের সংখ্যা—৩১৮ জন, ছাটাইয়ের সংখ্যা—২৮৭ জন।
২) এই ছাটাই কর্মীদিগকে সরকারী ঘোষিত ২ (দুই) হাজার চাকুরী বা কর্মসংস্থানের মধ্যে তাহাদের সুযোগ দেওয়া হবে কি ?	২) রিফিউজি রিলিফ বিভাগের ছাটাই কর্মচারী সহ অন্যান্য লোককে বিভি বিভাগের শূন্য পদে সাক্ষাৎকার ও নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্তির জন্য সরকার একটি নির্বাচক কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে সরকার ত্রাণ বিভাগের কর্মীদিগকেও অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

STARRED QUESTION NO. 459.

By—Shri KALIDAS DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :

QUESTION

১। সদর অভিচরণ বাজারে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ঐ এলাকার জনসাধারণ থেকে সরকার কোন স্মারক লিপি পাইয়াছেন কি ?

২। পাইয়া থাকিলে উক্ত বাজারে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। থাকিলে বর্তমানে আর্থিক বৎসরে তাহা স্থাপন করা হইবে কি ?

ANSWER

১। হঁ্যা।

২। এক্ষণে নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 125

By—Shri AJOY BISWAS

QUESTION

১। তপশীলী জাতি বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন গরীব টি, বি রোগীদের সরকার কোন সাহায্য দেন কি ?

২। যদি না দেন, তার কারণ।

৩। তপশীলী জাতি, উপজাতির টি, বি রোগীদের সাহায্য মঞ্জুর হইতে অনেক বিলম্ব হয়—ইহা কি সত্য ?

৪। সত্য হইলে বিলম্ব কমানোর জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে ?

ANSWER

১। উদ্বাস্তু টি, বি রোগীদেরও সাহায্য দেওয়া হয়।

২। তপশীলী সম্প্রদায়ের রোগীরা Tribal Welfare এর প্রকল্প অনুযায়ী এবং উদ্বাস্তু রোগীরা পুনর্বাসন প্রকল্প অনুযায়ী সাহায্য পায়। অন্যদের জন্য এমন কোনও ব্যবস্থা নাই।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 77

By—SHRI BULU KUKI

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকারের তইদুবাজারে ডিস্পেন্সারী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। যদি থাকে সেখানে Dispensary করে দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। এক্ষণে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 401

By—SHRI AMARENDRA SHARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরার Trained Surveillance Workers (Anti-Malaria Unit)-দের প্রমোশন এর নিয়ম কি ?

২। কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর service হয়েছে এমন Surveillance Workers-দের সংখ্যা কত ?

৩। এদের মধ্যে কয়জন এ পর্যান্ত promotion পেয়েছেন ? এবং

৪। যারা promotion পায়নি তাদের কথা কি বিবেচনা করা হচ্ছে ?

ANSWER

১। Trained Surveillance Worker বলে কেউ নাই। সবাই কাজ করতে করতে শিখে। যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তাদের উচ্চতর পদে নিয়োগের সুবিধা সেইসব পদের নিযুক্তির নিয়মাবলী আছে।

২। ২৪৪ জন।

৩। ৭ জনকে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

৪। যাদের যোগ্যতা আছে তাদের পদোন্নতির ব্যাপার যথাসময়ে বিবেচনা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 127

By—SHRI AJOY BISWAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Health and Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

১। আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে যারা ইনডোরপেশেন্ট তাদের কি ঔষধপত্র নিজেদের ক্রয় করতে হয় ?

২। ইহা কি সত্য যে তাদের দুধ ও অন্যান্য খাদ্য বরাদ্দ কমানো হয়েছে ? এবং

৩। যদি সত্য হয় তার কারণ ?

ANSWER

১। না। কিন্তু যখন কোন বিশেষ ঔষধ হাসপাতালে থাকে না তখন রোগীর অভিভাবক-দের জোগার করতে বলা হয়।

২। বরাদ্দ কমানো হয় নাই। দুধের জোগান কিছুটা নির্ভর করে ডেয়ারী (Dairy) হইতে সরবরাহের উপর।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. I01

By—SHRI RADHA RAMAN DEBNATH

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ধর্মনগর জম্পুই-এর ডাক্তারখানার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে পড়েছে, সেটা সরকার জানেন কি ?

২। যদি জানেন, তা মেরামত করছেন কবে ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। পূর্ত বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং পূর্ত বিভাগ হইতে ঠিকাদারকে কাজের

ভারও দিয়ে দেওয়া হইয়াছে— খুব শীঘ্রই কারস্থ হইবে।

STARRED QUESTION NO. 76

By—SHRI BULU KUKI

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে অম্পি সার্কেলে চারটি NMEP কেন্দ্র আছে ?

২। সত্য হইলে এই কেন্দ্রগুলি হইতে ১৯৭২ সালে কতজনের রক্ত পরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছে ?

৩। রক্ত পাঠান হইলে কতজনের রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া গিয়াছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১৩৪২ জনের রক্ত পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে।

৩। এই ১৩৪২ জনের মধ্যে ১৬৩ জনের রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া গিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 507

By—SHRI AJIT RANJAN GHOSH

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleasad to state :—

QUESTION

১। বর্ত্তমানে কাকড়াবন Primary Health Centreটি expansion করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে, তবে তার কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭৩—৭৪ সনে আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

STARRED QUESTION No. 508

By—Shri Ajit Ranjan Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

১। উদয়পুর মহকুমায় পালাটানার Medical unitটি কোন্ বৎসর খোলা হয়েছে?

২। উক্ত Medical unitটি করার জন্য জনসাধারণ কোন ভূমি দান করেছে কি

৩। যদি করে থাকেন তবে উক্ত ভূমির পরিমাণ কত?

৪। বর্তমানে পালাটানার Medical unitটি Dispensaryতে উন্নতি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি।

ANSWER

১। ১৯৬৫—৬৬ সালে।

২। তেমন কোন দলিলের খবর সরকার অবগত নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। এক্ষনে নাই।

STARRED QUESTION NO. 316

By– SHRI KALIPADA BANNERJEE

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be Pleased to state :—

QUESTION

ক) মহকুমা হাসপাতালগুলিতে X-Ray Plant বসানোর ব্যবস্থা আছে কিনা ?

খ) যদি থাকে তবে বর্তমানে কোন্ কোন্ হাসপাতালে এই ব্যবস্থা রহিয়াছে ?

গ) যে সব হাসপাতালে ইহার ব্যবস্থা নাই সেখানে তাহা না থাকার কারণ কি ?

ANSWER

ক) হ্যাঁ, আছে।

খ) বর্তমানে ১। উদয়পুর, ২। মেলাঘর, ৩। খোয়াই ৪। কমলপুর ৫। কৈলাশহর ও ৬। ধর্মনগর এ X-Ray plant রহিয়াছে।

গ) ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পর্য্যায়ক্রমে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে X-Ray Plants দেওয়া হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 23

By—SHRI NRIPENDRA CHAKRABARTI

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

১। অমরপুর হাসপাতালের মিটসেফ ও অন্যান্য আসবাবপত্র পুরানো বলে পাল্টাবার, পানীয় জলের জন্য পাম্পিং সেট বসানোর এবং পায়খানার সেফটি ট্যাঙ্ক মেরামতের ব্যবস্থা হয়েছে কি ?

২। উক্ত হাসপাতালের জন্য একটি এম্বুলেন্স পাঠান হয়েছে কি ?

৩। যদি ১নং ও ২নং প্রশ্নের জবাব না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 520

By—SHRI SUNIL CHANDRA DUTTA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

ক) কমলপুর হাসপাতালে X-Ray করার ব্যবস্থা আছে কি?

খ) থাকিলে X-Ray যন্ত্রপাতি কবে খরিদ করা হইয়াছিল।

গ) না থাকিলে তাহার কারণ?

ANSWER

ক) হ্যাঁ, আছে।

খ) ১৯৬২—৬৩ সনে।

গ) প্রশ্ন উঠে না.

STARRED QUESTION NO. 339

By—SHRI ABHIRAM DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Wolfare Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সদর বিভাগের গুরুপদ ট্রাইবেল কলোনীতে পানীয় জলের জন্য কয়টি রিংওয়েল ও টিউব ওয়েল দেওয়া হইয়াছে।

২। এবং ঐ রিং ওয়েল ও টিউব ওয়েলগুলি চালু আছে কিনা?

উত্তর

১। ৪টি রিংওয়েল ও ১টি টিউব ওয়েল সদর বিভাগের গুরুপদ ট্রাইবেল কলোনীতে দেওয়া হইয়াছে।

২। ৪টি রিংওয়েল কাজের যোগ্য, একটী টিউব ওয়েল চালু নাই।

STARRED QUESTION No. 335

By—SRI ABHIRAM DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

QUESTION

1. How many Jhumia families have been settled under Sadar Sub-Division from 1965 to 1972.
2. What are the number of Jhumia families who have been received 1st & 2nd Instalment of Jhumia grant and No. of families who have not yet received 2nd instalment of Jhumia grant.

ANSWER

1. 1520 Jhumia families have been settled during the year 1965 to 1972. Out of which 602 families have been settled under Old Jhumia settlement scheme and remaining 918 families have been settled under revised Jhumia settlement scheme.
2. 566 families have been paid 1st & 2nd instlement under old Jhumia settlement scheme and 36 families have not yet paid 2nd Instlement of grant as they have not properly utilised 1st Inst. of grant. Out of 918 families, 450 families have been paid 2 instalement under revised Jhumia settlement scheme. Proposals for further grant for 468 families under enquiry.

STARRED QUESTION No. 354

By—SRI MADHUSUDAN DAS

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। তপশীলভুক্ত জাতির লোকদের সরকারী অফিসে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করার জন্য ত্রিপুরাতে কোন Sch. Caste receiption cell আছে কি? এবং

২। থাকিলে তা হবার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, তপশীলভুক্ত জাতি ও তপশীল উপজাতির লোকদের সরকারী অফিসে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করার জন্য উপজাতি ও তপশীল জাতির কল্যাণ অধিকারের অধীন একটি অভ্যর্থনা কেন্দ্র আছে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 352

By—SHRI MADHU SUDHAN DAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:—

QUESTION

1) Is there any Advisory Committee constituted with the members of Tripura Lesislative Assembly for the Welfare of Sch. Castes & Sch. Tribes ?

2) If so, the names the members of the Committee ?

3) If not, is there any plan of the Govt. to form such Committee ?

ANSWER

1) The Tribal Advisory Committee and the Harijan Advisory Committee have been constituted consisting of some M. D. As and other as members.

2) The name of the members of the Tribal Advisory Committee are as below :—

1) Shri S. M. Sen Gupta, Chief Minister — Chairman.

2)	" H. C. Choudhury, Minister for T.W.	—	Vice-Chairman
3)	" Kshitish Das, Minister for Labour etc.	—	Member
4)	" Munsur Ali, Deputy Minister	—	
5)	" Raimani Reang Choudhury, M.L.A.	—	
6)	" Mangchubai Mog Choudhury, M.L.A.	—	
7)	" Gopinath Tripura, M.L.A.	—	
8)	" Anantahari Jamatia, M.L.A.	—	
9)	" Pakhi Tripura, M.L A.	—	
10)	„ Purnamohan Tripura, M.L.A.	—	
11)	" Achaichi Mog, M.L A.	—	
12)	" Hanghsdwaj Dewan, M.L.A.	—	
13)	" Benoy Bhusan Banerjee, M.L A.	—	
14)	" Jatindra Kr. Majumder, M.L.A.	—	
15)	" Benoy Deb Barma (Mohanpur)	—	
16)	„ Basanta Reang (Belonia)	—	
17)	„ Birendra Tripura (Jarulcherra)	—	
18)	" Anju Mog Choudhury (Mani)	—	
19)	" Mahendra Deb Barma	—	
20)	„ Manmohan Deb Barma	—	
21)	" Ring Thanga, Jampui	—	
22)	The Secretary (Tribal Welfare)	—	
23)	Development Commissioner, Tripura, Agartala		
24)	The Conservator of Forest, Tripura.	—	
25)	The Director of Tribal Research, Tripura, Agartala.	—	
26)	The District Magistrate & Collector, South Tripura.	—	
27)	The District Magistrate & Collector, North Tripura.	—	
28)	The District Magistrate & Collector, West Tripura.	—	

29) The Director of Welfare for Sch. Castes & Sch, Tribes, Tripura. — Member Secretary

The names of member of the Harijan Advisory Committee are as follows :—

1)	Shri S. M. Sen Gupta, Chief Minister	—	Chairman
2)	" H. C. Choudhury, Minister for T. W.	—	Member
3)	" Manoranjan Nath, Minister for Health etc.	—	"
4)	" Kshitish Das, Minister for Labour etc.	—	"
5)	" Mangchubai Mog, M.L.A.	—	"
6)	" Anantahari Jamatia, M.L.A.	—	"
7)	" P. K. Das, M.L.A.	—	"
8)	" Madhu Sudhan Das, M.L.A.	—	"
9)	Dr. B. Das, M.L.A.	—	"
10)	Shri Chitta Ranjan Deb, Secretary Harijan Sevak Sangha	—	"
11)	Shri Khirode Ch. Deb, President, Harijan Sevak Sangha.	—	"
12)	Shri Sankar Harijan, Indranagar, Harijan Colony		"
13)	" Megha Harijan, " " "		"
14)	" Nitai Dhanuk	—	"
15)	" Amar Gupta, Old Thana Road, Agartala.	—	"
16)	District Magistrate & Collector, West Tripura.	—	"
17)	District Magistrate & Collector, North Tripura.		"
18)	District Magistrate & Collector, South Tripura.		"
19)	The Administrator, Agartala Municipality.	—	"
20)	The Director of Welfare for Sch. Tribes & Sch. Castes.		Member-Secretary.

3) Does not arise.

STARRED QUESTION No. 355

By—SHRI MADHUSUDHAN DAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State—

Question

1) What is the Total Number of Government Employee in the various Departments.

2) Among them what is the number of Scheduled Caste Government Employees.

Answer

1) Total number of Government Employee is 27,128.

2) Among them number of Schedule Caste Employees is 1,936.

STARRED QUESTION No. 531

By—SHRI ANANTA HARI JAMATIA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State—

Question

1) Was there any proposal for settlement of Jhumia and landless during the last financial year under Khowai Sub-Division.

2) If so, how many families have been given settlement and financial assistance in what plaçes.

Answer

1) No.

2) Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 482

By—Shri NARESH ROY

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। ঈশানচন্দ্র নগরের বিধান সভা নির্ব্বাচনী এলাকায় নিউট্রেশন প্রোগ্রাম অনুযায়ী কয়টি ফিডিং সেন্টার আছে এবং সেইগুলি কোন কোন জায়গায় ?

উত্তর

১। ৪ (চারটি) ফিডিং সেন্টার আছে এবং সেইগুলি—

i) মধুবন।

ii) ঝর ঝরিয়া ও নগাছের।

iii) টাকার জলা (উদয় জমাদার পাড়া)

iv) পশ্চিম টাকারজলা (গোরু ঠাকুর পাড়া)

STARRED QUESTION NO. 228

By—Shri ANIL SARKAR

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family planning Department be pleased to state :

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে গত ২৮শে অক্টোবর মিনতি মজুমদার নামে জনৈকা প্রসূতি বিকাল ৪টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্ত্তি হয়েছিল।

২। এবং ইহা কি সত্য যে এই দিনই রাত ৯টায় উক্ত প্রসূতিকে আগরতলা ভি, এম হাসপাতালে পাঠান হয়।

৩। যদি তাহা সত্য হয় তবে উক্ত প্রসূতিকে পাঠানোর জন্য সরকারী এম্বুলেন্স দেয়া হয়েছিল কিনা ?

ANSWER

১। হঁা।

২। স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে পাঠান হয় নাই।

৩। এম্বুলেন্স দেওয়া যায় নাই কারণ রোগীর অবস্থা খারাপ ছিল না।

PAPERS LAID ON THE TABLE
ANNEXURE "B"

UNSTARRED QUESTION No. 640

By—Shri KALIDAS DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state.

QUESTION

১। সরকার কি অবগত আছেন যে, সদর নৃপেন্দ্রনগর কলোনীতে ডিস্পেন্সারী গৃহ ভাংগিয়া গিয়াছে ? এবং

২। যদি অবগত থাকেন তবে বর্তমান আর্থিক বছরে গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হবে কিনা ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। চেষ্টা করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION No. 267

By—Shri SUBAL CH. BISWAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৭১-৭২ সনের বাজেটে তপশিলী জাতির জন্য Fishery grant-এ কত টাকা বরাদ্দ

ছিল। এবং

২। কতটাকা ঐ খাতে খরচ হয়েছে এবং কে কে পেয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা ?

উত্তর

১। ১৯৭১-৭২ সনের বাজেটে তপশিলী জাতির জন্য Fishery grant বাবদ ২৬‧০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল।

২। ঐ খাতে ২৫‧২১৯ টাকা খরচ হইয়াছে। যাহারা পাইয়াছেন নাম ও ঠিকানা অত্র সঙ্গে দেওয়া হইল :

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১।	শ্রীঅবনী দাস, ডুকলী (বাঁধার ঘাট) পোঃ মধুবন, আগরতলা. ত্রিপুরা।	
২।	,, অমর চাঁদ দাস, পিং গুরুদয়াল দাস, আড়ালিয়া।	
৩।	,, নিরঞ্জন দাস, পিং নিবারণ দাস, আগরতলা।	
৪।	,, নিবারণ চন্দ্র দাস, পিং, নবিন চন্দ্র দাস, আড়ালিয়া।	
৫।	,, মনমোহন দাস, পিং মৃত নবদ্বীপ দাস, আড়ালিয়া।	
৬।	,, মহেন্দ্র দাস, পিং ৺নবিন দাস, আড়ালিয়া।	
৭।	” মনমোহন দাস, পিং গুরুদয়াল দাস, আড়ালিয়া।	
৮।	,, চন্দ্র মোহন দাস, পিং ৺রবি দাস, আড়ালিয়া।	
৯।	,, অশ্বিনী কুমার দাস, পিং ৺নবীন চন্দ্র দাস, আড়ালিয়া।	
১০।	,, ক্ষির মোহন দাস, পিং ৺ ক্ষেত্রমোহন দাস, আড়ালিয়া।	
১১।	,, হরিশ দাস. পিং মৃত নিবারণ দাস, আড়ালিয়া।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১২।	,, নিবারণ চন্দ্র বর্মণ, পিং শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র বর্মণ	আগরতলা।
১৩।	,, নকুল বর্মণ, পিং রামদয়াল বর্মণ,	আগরতলা।
১৪।	,, ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্মণ, পিং ৺নন্দ কুমার বর্মণ,	আগরতলা।
১৫।	,, হরেন্দ্র কুমার বর্মণ, পিং ৺রাজকুমার বর্মণ,	আগরতলা।
১৬	,, প্রসন্ন কুমার বর্মণ; পিং ৺শচিরাম বর্মণ,	আগরতলা।
১৭।	,, মণীন্দ্র কুমার বর্মণ পিং ৺রজনী কুমার বর্মণ।	
১৮।	,, রাম কৃষ্ণ বর্ম্মণ, পিং গুরুদাস বৈষ্ণব,	আগরতলা।
১৯।	,, নরেন্দ্র বর্মণ, পিং অবিরাম বর্মণ,	আগরতলা।
২০	,, অখিল চন্দ্র বর্ম্মণ, পিং ৺ হরিদাস বৈষ্ণব,	আগরতলা।
২১।	,, নিশি কান্ত বর্মণ, পিং নব কুমার বর্ম্মণ,	আগরতলা।
২২।	,, চিত্ত রঞ্জন দাস, পিং যজ্ঞেশ্বর দাস,	আগরতলা।
২৩।	,, হরেন্দ্র কুমার দাস, পিং মহেন্দ্র চন্দ্র দাস	আগরতলা।
২৪।	,, মনোরঞ্জন দাস, পিং যজ্ঞেশ্বর দাস,	আগরতলা।
২৫।	,, সুরেশ চন্দ্র দাস, পিং ৺ মহিম চন্দ্র দাস।	ভট্টপুকুর
২৬।	,, প্রিয় রঞ্জন দাস, পিং যজ্ঞেশ্বর দাস,	আগরতলা।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
২৭।	,, রাইহরণ দাস, পিং ৺ জগৎ চন্দ্র দাস, আগরতলা।	
২৮।	,, রমেশ চন্দ্র দাস, পিং যজ্ঞেশ্বর দাস, আগরতলা।	
২৯।	,, অটল বিহারী দাস, পিং অধর চন্দ্র দাস আগরতলা।	
৩০।	শ্রীদীনেশচন্দ্র দাস, পিং ৺যজ্ঞেশ্বর দাস আগরতলা।	
৩১।	,, উমেশচন্দ্র দাস, পিং অদ্রেন্দ্র দাস আগরতলা।	
৩২।	,, গোপালচন্দ্র দাস, পিং গোবিন্দ দাস ভট্ট পুকুর।	
৩৩।	,, রবীন্দ্রচন্দ্র বর্মণ, পিং রজনী বর্মণ, লালছড়া, পোঃ খোয়াই।	
৩৪।	,, গিরেন্দ্র নাথ দাস, পিং নিদণচন্দ্র নাথ দাস, চরগণকী পোঃ গণকি।	
৩৫।	,, রাসমোহন বর্মণ, পিং ভক্তচন্দ্র বর্ম্মণ, তৈস্বরমুড়া, মেলাঘর।	
৩৬।	,, ধনেন্দ্র দাস, পিং রবীন্দ্রচন্দ্র দাস, ঠাকুর মুড়া, মেলাঘর।	
৩৭।	,, কৃষ্ণসুন্দর বর্মণ, পিং রাধাকৃষ্ণ বর্মণ, ঠাকুরমুড়া, মেলাঘর।	
৩৮।	,, ললিতমোহন দাস, পিং রামচন্দ্র দাস, চন্দ্রমুড়া, মেলাঘর।	
৩৯।	,, দেবেন্দ্রকুমার বর্মণ, পিং নিত্যানন্দ বর্ম্মণ, মেলাঘর।	
৪০।	" সুনীলচন্দ্র দাস, পিং প্রকাশচন্দ্র দাস, মেলাঘর।	
৪১।	,, তেজেন্দ্রকুমার দাস, পিং মৃত জয়কৃষ্ণ দাস, মেলাঘর।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
৪২।	,, লালমোহন দাস, পিং সূর্য্যমালী দাস,	মেলাঘর।
৪৩।	,, হৃদয়কুমার দাস, পিং অমরকুমার দাস.	মেলাঘর।
৪৪।	" সুরেন্দ্রকুমার দাস, পিং কৃষ্ণকুমার দাস,	মেলাঘর।
৪৫।	,, নিলমণি দাস, পিং অভনন্দ দাস,	মেলাঘর।
৪৬।	,, রাধাশ্যাম বর্মণ, পিং ৺ বিশ্বম্ভর বর্মণ,	মেলাঘর।
৪৭।	" বিপিনচন্দ্র দাস, পিং রাজমোহন দাস,	মেলাঘর।
৪৮।	,, যুবরাজ দাস, রামানন্দ দাস,	চন্দ্রমুড়া, মেলাঘর।
৪৯।	,, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, পিং মৃত ঈশ্বরচন্দ্র দাস,	মেলাঘর।
৫০।	,, মধুসূদন দাস, পিং আনন্দচন্দ্র দাস,	মেলাঘর।
৫১।	,, উষারঞ্জন দাস, পিং আনন্দচন্দ্র দাস,	মেলাঘর।
৫২।	,, সুরেন্দ্রকুমার দাস, পিং নবীনচন্দ্র দাস,	মেলাঘর।
৫৩।	,, তরনী দাস পিং মৃত রবীন্দ্রচন্দ্র দাস,	খোয়াই।
৫৪।	,, মনমোহন দাস, পিং মৃত মহেন্দ্র নমদাস	খোয়াই।
৫৫।	,, জিতেন্দ্র নমদাস পিং মৃত রাসবিহারী দাস	খোয়াই।
৫৬।	,, অমূল্য দাস পিং অর্জ্জুনচন্দ্র দাস,	গণকী, খোয়াই।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
৫৭।	„ ধরণী দাস পিং মৃত হরচরণ দাস, গণকী, খোয়াই।	
৫৮।	„ অশ্বিনী নমস্ূদ্র পিং মৃত অতুল নমস্ূদ্র, গণকী, খোয়াই।	
৫৯।	„ রূপচাঁন্দ দাস পিং মৃত নগরবাশি নমদাস, গণকী, খোয়াই।	
৬০।	„ গোপালচন্দ্র দাস পিং মৃত কানাইচন্দ্র বৈশ্যদাস, গণকী, খোয়াই।	
৬১।	„ হেমভূষণ নমদাস পিং মৃত হারাণচন্দ্র দাস, গণকী, খোয়াই।	
৬২।	„ করুণাচন্দ্র বর্মণ পিং শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বর্মণ, রাঙ্গাঘাট, মেলাঘর।	
৬৩।	„ ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস পিং মৃত বিপিন দাস, মেলাঘর।	
৬৪।	শ্রীমতী শিশু বালা দাস পতি দেবেন্দ্র নম দাস চরগণকী, খোয়াই।	
৬৫।	শ্রী মুকুন্দ কৈবর্ত্য দাস. পিং মৃত লালমোহন দাস চরগণকী, খোয়াই।	
৬৬।	শ্রীসুকুমার নমঃ দাস পিং মৃত চণ্ডী নমঃ দাস চরনন্কী খোয়াই।	
৬৭।	শ্রীসোনাতন নমঃ দাস পিং মৃত নগরবাসী নম দাস, চরগন্কা খোয়াই।	
৬৮।	শ্রী উমেশ চন্দ্র নমঃ দাস, পিং মৃত কৈলাশ নম দাস, চরগন্কী খোয়াই।	
৬৯।	শ্রীহরিমোহন দাস পিং মৃত গিরীশ চন্দ্র দাস. চরগন্কী, খোয়াই।	
৭০।	শ্রীকুঞ্জ বিহারী নমঃ দাস পিং মৃত হেম চন্দ্র নমঃ দাস চরনন্কী, খোয়াই।	
৭১।	শ্রীচন্দ্র মোহন দাস পিং মৃত কৈলাশ চন্দ্র দাস, চরগন্কী, খোয়াই।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা

৭২। শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দাস,
পিং শ্রীজয়দেব দাস, সোনাতলা খোয়াই।

৭৩। শ্রীমতি প্রিয়বালা দাসী
পতি শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বৈশ্যদাস সোনাতলা খোয়াই।

৭৪। শ্রীমতি তরঙ্গ বালা বর্মণ,
পতি সুরেন্দ্র বর্মণ, সোনাতলা, খোয়াই।

৭৫। শ্রীমতি ললিতা বর্মন. উত্তর দুর্গানগর খোয়াই।
পতি ভৃগু চন্দ্র বর্মন

৭৬। শ্রীমতি প্রতিমা দেবী
পতি মৃত নীরেন্দ্র বর্মন, লালছড়া খোয়াই।

৭৭। শ্রীপরিমল দাস
পিং মৃত হরচরণ দাস, গন্কী খোয়াই।

৭৮। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নমদাস
পচরমুড়া, পোঃ পদ্মবীল, খোয়াই।

৭৯। শ্রীসুরেশ চন্দ্র নমঃ পিং মৃত রজনী নম
চরগন্কী পোঃ গণকী।

৮০। শ্রীমতি সুশীলা দাস পতি মৃত ভরত দাস
চরগন্কী পোঃ গন্কী।

৮১। ,, নগেন্দ্র নম দাস
চরগন্কী, খোয়াই

৮২। ,, ক্ষিরোদ চন্দ্র নমঃ দাস পিতা মৃত শরৎ চন্দ্র নম দাস
চরগন্কী খোয়াই।

৮৩। ,, অমূল্য চন্দ্র দাস পিং শ্রী নিপং চন্দ্র দাস
চরগন্কী খোয়াই।

৮৪। ,, রাজেশ্বর নম দাস পিং মৃত শরৎ চন্দ্র দাস
চরগন্কী খোয়াই।

৮৫। ,, মাতি কমলা সর্দ্দার পতি রাজেশ্বর সর্দ্দার
চরগন্কী খোয়াই।

৮৬। শ্রীহরিচরণ দাস, পিং বিশ্বেশ্বর দাস
জিরানীয়া।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
৮৭।	” অবনী মোহন দাস,	পিং দীনদয়াল দাস গজারিয়া, বিশালগড়।
৮৮।	” রমনীমোহন দাস,	পিং দীনদয়াল দাস, গজারিয়া, বিশালগড়।
৮৯।	” শশীমোহন দাস,	পিতা মৃত বনমালী দাস, লক্ষীবিল, বিশালগড়।
৯০।	” ঈশ্বর চন্দ্র দাস,	পিতা মৃত দিগাম্বর দাস, রাজনগর, আগরতলা।
৯১।	” রাইমোহন মল্ল বর্মণ,	পিং রামকৃষ্ণ মল্ল বর্মণ, আনন্দনগর, বিশালগড়।
৯২।	” সদাই দাস,	পিতা মৃত নইদার চন্দ্র দাস।
৯৩।	” অবনী দাস,	পিং কৃষ্ণ দাস, জিরানীয়া।
৯৪।	” বনমালী দাস,	নলগরিয়া।
৯৫।	” রামেশ্বর দাস,	পিং চন্দ্রমণি দাস, আশ্রমপাড়া।
৯৬।	” কৃষ্ণধন দাস,	পিতা মৃত মেমন্ত দাস, জিরানীয়া।
৯৭।	” জলধর দাস,	আশ্রম, জিরানীয়া।
৯৮।	” হরিচরণ সরকার,	পিং সূর্য্যমণি সরকার, হরিণাখলা, মোহনপুর।
৯৯।	” ঠাকুরধন সরকার,	পিতা মৃত কৈকুই সরকার, হরিণাখলা, মোহনপুর।
১০০।	” ধীরেন্দ্র সরকার,	পিং মহেন্দ্র সরকার, হরিণাখলা।
১০১।	” শিশিররঞ্জন সরকার,	মোহনপুর।
১০২।	” অনিল চন্দ্র সরকার,	মোহনপুর।
১০৩।	” যতীন্দ্র বিশ্বাস,	মোহনপুর।
১০৪।	” প্রফুল্ল কুমার দাস,	মোহনপুর।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১০৫।	" ঠাকুর চাঁদ দাস,	ঐ
১০৬।	" মনমোহন ভদ্র,	ঐ
১০৭।	" মহেন্দ্র মালাকার, তুয়াবাড়ী, তেলিয়ামুড়া।	
১০৮।	" লক্ষিকান্ত দাস, পিতা মৃত কৃষ্ণধন দাস, পোঃ বড় কাঁঠাল, দিগলিয়া, মোহনপুর।	
১০৯।	" রাসবিহারী দাস, পিং দিগাম্বর দাস, মোহনপুর।	
১১০।	" রমেন্দ্র দাস, পিতা মৃত চন্দ্র কুমার দাস, মোহনপুর।	
১১১।	" প্রেমানন্দ দাস, পিং চন্দ্র কুমার দাস, মোহনপুর।	
১১২।	" দুর্গাধির দাস, পিং রামধন দাস, মোহনপুর।	
১১৩।	" গুরুচরণ দাস, পিং নইদার চন্দ্র দাস, মোহনপুর।	
১১৪।	" লালবিহারী দাস, পিং রাজনারায়ণ দাস, মোহনপুর।	
১১৫।	" ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিতা মৃত মহিম চন্দ্র দাস, মোহনপুর।	
১১৬।	" ভূবণ জয় দাস, পিং বীরেন্দ্র চন্দ্র দাস, মোহনপুর।	
১১৭।	" রামলাল দাস, মণিন্দ্র চন্দ্র দাস, দিগলিয়া, পোঃ বড়কাঁঠাল।	
১১৮।	" গোপাল চন্দ্র দাস, পিং যামিনী দাস, জিরানীয়া।	
১১৯।	" ধনঞ্জয় দাস, পিং অনুকুল দাস, জিরানীয়া।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১২০।	” বিপিন দাস, পিং অনুকুল দাস, জিরানীয়া।	
১২১।	” সাধন চন্দ্র দাস, পিং অমৃত দাস, জিরানীয়া।	
১২২।	শ্রীমনোরঞ্জন দাস, পিং মৃত ঈশ্বরচন্দ্র দাস, মেলাঘর।	
১২৩।	,, যামিনিকুমার দাস, পিং মৃত গোপালকুমার দাস, মেলাঘর।	
১২৪।	,, পরেশচন্দ্র দাস, পিং কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বটতলা, মেলাঘর।	
১২৫।	,, উমেশ চন্দ্র দাস, পিং কৃষ্ণচন্দ্র দাস বটতলা, মেলাঘর।	
১২৬।	,, তারিণী নমঃ, পিং ৺আনন্দ নমঃ মেলাঘর।	
১২৭।	,, নরেশ চন্দ্র নমঃ, পিং ৺আনন্দ নমঃ মেলাঘর।	
১২৮।	,, লালমোহন নমঃ, পিং আনন্দ নমঃ মেলাঘর।	
১২৯।	,, জয়চন্দ্র দাস, ৺রামকুমার দাস মেলাঘর।	
১৩০।	,, সুবলচন্দ্র দাস, পিং উদয় চন্দ্র দাস মেলাঘর।	
১৩১।	,, যামিনী নমঃ, পিং মৃত মাতুর চন্দ্র নমঃ মেলাঘর।	
১৩২।	,, অমর চান্দ দাস, পিং মৃত শরৎ চন্দ্র দাস মেলাঘর।	
১৩৩।	,, যোগেশ চন্দ্র নমঃ, পিং শ্রীনিত্যানন্দ নমঃ মেলাঘর।	
১৩৪।	,, ব্রজেশ্বর দাস, পিং রাজ্যেশ্বর দাস মেলাঘর।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১৩৫।	,, গৌরচান্দ নমঃ, পিং নিত্যানন্দ নমঃ	মেলাঘর।
১৩৬।	” হরিচরণ নমঃ, পিং মৃত গগন চন্দ্র নমঃ	মেলাঘর।
১৩৭।	,, নগেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিং মৃত মহেন্দ্র দাস	জিরানীয়া।
১৩৮।	,, বিপিন চন্দ্র দাস, পিং অনুকুল দাস।	জিরানীয়া।
১৩৯।	,, ধনঞ্জয় দাস, পিং অনুকুল দাস	জিরানীয়া।
১৪০।	,, শশীমোহন দাস, পিং অনুকুল দাস	জিরানীয়া।
১৪১।	,, তারাধন দাস, পিং অনুকুল দাস	জিরানীয়া।
১৪২।	,, অতুল দাস, পিং অনুকুল দাস	জিরাণীয়া।
১৪৩।	,, যোগেন্দ্র দাস, পিং মৃত সতু দাস	জিরানীয়া।
১৪৪।	,, সহদেব দাস. পিং মৃত জগবন্ধু দাস।	জিরানীয়া।
১৪৫।	,, জগদেব দাস, পিং মৃত জগবন্ধু দাস	জিরানীয়া।
১৪৬।	,, সবল দাস, পিং মৃত বনমালী দাস	জিরানীয়া।
১৪৭।	,, নিশিকান্ত দাস, পিং ৺ভাগালন দাস	গ্রাঃ ভাটিলাসমুড়া, পোঃ লক্ষ্মীবিল, বিশালগড।
১৪৮।	,, দেবেন্দ্র চন্দ্র নমঃ, পিং মৃত সোনাতন নমঃ	পোঃ লক্ষ্মীবিল, বিশালগড়।
১৪৯।	শ্রীসাধন দাস, পিং অনন্ত দাস	জিরানীয়া।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১৫০।	,, নিবারণ বর্মন, পিং মৃত জলধন বর্মন পোঃ লক্ষ্মীবিল, বিশালগড়।	
১৫১।	,, শশীমোহন দাস, পিং মৃত বনমালী দাস পোঃ লক্ষ্মীবিল, বিশালগড়।	
১৫২।	,, বিপিন দাস (নমঃ), পিং মৃত বীরচন্দ্র নমঃ পোঃ লক্ষ্মীবিল, বিশালগড়।	
১৫৩।	,, লালমোহন নমদাস, পিং মৃত মোহনবাশী নমঃ পোঃ লক্ষ্মীবিল, বিশালগড়।	
১৫৪।	,, হরেন্দ্র চন্দ্র নমদাস, পিং মৃত অশ্বিনী নমঃ পোঃ লক্ষীবিল, বিশালগড়।	
১৫৫।	,, রজনী কুমার বর্মন, পিং মৃত গৌরমোহন বর্মন আনন্দনগর, বিশালগড়।	
১৫৬।	,, গোপাল চন্দ্র দাস, পিং মৃত রাধাকান্ত দাস উত্তর চড়িলাম।	
১৫৭।	,, গোপাল চন্দ্র দাস, পিং মৃত যোগেশ চন্দ্র দাস, উত্তর চড়িলাম।	
১৫৮।	,, অবনীমোহন দাস, পিং দীনদয়াল দাস, বিশালগড়।	
১৫৯।	,, কৃষ্ণ চন্দ্র দাস, পিং মৃত হরিশ চন্দ্র দাস, বিশালগড়।	
১৬০।	, নিত্যানন্দ দাস, পিং মৃত কৃষ্ণচন্দ্র দাস বিশালগড়।	
১৬১।	,, হারাধন দাস, পিং মৃত কামিনী চন্দ্র দাস বিশালগড়।	
১৬২।	,, হরেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিং মৃত বনমালী দাস বিশালগড়।	
১৬৩।	,, সাধু দাস, পিং মৃত সজনী কুমার দাস বিশালগড়।	
১৬৪।	,, জগদীশ চন্দ্র দাস মোহনপুর।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১৬৫।	„ রঞ্জিৎ চন্দ্র দাস মোহনপুর।	
১৬৬।	” সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস, মোহনপুর।	
১৬৭।	„ জিতেন্দ্র চন্দ্র দাস, মোহনপুর।	
১৬৮।	„ অনাথ চন্দ্র দাস, মোহনপুর।	
১৬৯।	„ রাজমোহন দাস, পিং মৃত রাম কুমার দাস বিশালগড়।	
১৭০।	„ বনমালী দাস, পিং মৃত গোপীনাথ দাস বিশালগড়।	
১৭১।	„ প্রকাশ দাস, পিং মৃত রাজমোহন দাস বিশালগড়।	
১৭২।	„ অনিল চন্দ্র দাস, পিং মৃত অশ্বিনী দাস বিশালগড়।	
১৭৩।	„ রূপচান্দ দাস, পিং দীনদয়া দাস গ্রাঃ গঙ্গারিয়া, পোঃ কে, কে, নগর।	
১৭৪।	„ রমনী মোহন দাস, পিং শ্রীদীনদয়া দাস বিশালগড়।	
১৭৫।	„ অন্নদা দাস, পিং মৃত জয়চন্দ্র দাস বিশালগড়।	
১৭৬।	„ প্রভাত চন্দ্র দাস, পিং মৃত কার্তিক চন্দ্র দাস বিশালগড়।	
১৭৭।	„ রমনী দাস, পিং মৃত মহিষ দাস বিশালগড়।	
১৭৮।	„ লালমোহন দাস, পিং মৃত তিলক চন্দ্র দাস বিশালগড়।	
১৭৯।	„ শুকুরী দাস, পিং মৃত শিবরাম দাস বিশালগড়।	
১৮০।	„ সাধন চন্দ্র দাস, পিং মৃত দীনবন্ধু দাস বিশালগড়।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১৮১।	" অবনী দাস, পিং মৃত যামিনী দাস বিশালগড়।	
১৮২।	,, নগেন্দ্র দাস, পিং মৃত পরমেশ্বর দাস বিশালগড়।	
১৮৩।	,, বাসুদেব নমসুদ্র, এবং তার দলের ১০ জন সদস্য, গ্রাম ও পোঃ মাছমারা, কাঞ্চনপুর।	
১৮৪।	,, হরেন্দ্র মালাকার, পেচাঁরথল, কাঞ্চনপুর।	
১৮৫।	,, নদীয়ারাম মৎস্য দাস, লালজুড়ী	ঐ
১৮৬।	,, পঞ্চানন্দ মালাকার, সুব্রতনগর,	ঐ
১৮৭।	,, হরমণী নমঃ, উরিছড়া।	ঐ
১৮৮।	" রমেন্দ্র মালাকার, সুখনাছড়া।	ঐ
১৮৯।	,, আগুননী নমঃ ভূএগছড়া।	ঐ
১৯০।	,, ভগবান দাস এবং তার দলের ১০ জন সদস্য চাঁনকাপ, সেলেমা।	
১৯১।	,, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস এবং তাহার দলের ১০ জন সদস্য, ঠরং, সেলেমা।	
১৯২।	,, সুধীর চন্দ্র মালাকার এবং তাহার দলের ১০ জন সদস্য। দেবীছড়া কলোনী, সেলেমা।	
১৯৩।	,, যদুকুমার নমদাস, এবং তাহার দলের ১০ জন সদস্য, চানকাপ, সেলেমা।	
১৯৪।	,, বিশ্বতোষ মালাকার, এবং তাহার দলের ১০ জন সদস্য, দেবীছড়া, সেলেমা।	
১৯৫।	,, গৌরীকান্ত দাস এবং তাহার দলের ১০ জন সদস্য, চিহ্নগড, সেলেমা।	
১৯৬।	সেক্রেটারী, সাধক মহারাণী সমবায় সমিতি লিমিটেড, মরাছড়া, সেলেমা।	
১৯৭।	,, ভগবান দাস, অভঙ্গ, সেলেমা।	
১৯৮।	,, গোপাল চন্দ্র দাস, অভঙ্গ, সেলেমা	

ক্রমিকনং	নাম	ঠিকানা
১৯৯।	,, হরেন্দ্র কুমার দাস,	ঐ ঐ
২০০।	,, ধীরেন্দ্র কুমার দাস,	পঞ্চমী- সেলেমা।
২০১।	,, কান্তিলাল দাস,	সিংহগড়, ঐ
২০২।	,, অমূল্য দাস.	কালাছড়ি ঐ
২০৩।	,, মতিলাল দাস,	পঞ্চমী ঐ
২০৪।	,, রসময় দাস,	সুব্রতনগর ঐ
২০৫।	,, শুভময় দাস,	শুকনাছড়া, কাঞ্চনপুর।
২০৬।	,, হরিলাল দাস এবং তাহার দলের ১০ জন সদস্য,	কুমারঘাট
২০৭।	,, সুনীল কুমার দাস এবং তাহার দলের ১০ জন সদস্য,	ছাওমনু।
২০৮।	,, শ্যামা চরণ দাস,	ছইলেংটা
২০৯।	,, বিনোদ নম,	রাজনগর, কুমারঘাট।
২১০।	,, ঠাকুর চাঁন্দ দাস	ঐ ঐ
২১১।	,, শৈলেশ চন্দ্র মৎস দাস	ফটিকরাই ঐ
২১২।	,, গোপেশ চন্দ্র দাস,	রাজনগর ঐ
২১৩।	,, সুবল চন্দ্র দাস,	কচুছড়া, সেলেমা।
২১৪।	,, রসময় নম দাস,	কুচিনালা, ঐ
২১৫।	,, ললিত মোহন দাস	ঐ
২১৬।	,, নরেশ চন্দ্র দাস	মিদুড়া ঐ
২১৭।	,, রামেশ্বর দাস,	সিঙ্গীনালা ঐ
২১৮।	,, মেঘুচরণ দাস,	ছুটোসরমা ঐ
২১৯।	,, রমনী মালাকার,	হালাহালি, ঐ
২২০।	শ্রীঅতুলাল দাস	সিংহগড়, সেলেমা।
২২১।	,, সুখলাল দাস	পঞ্চমী সেলেমা
২২২।	,, গোপিকা রঞ্জন দাস	ছইলেংটা।
২২৩।	,, গোপাল মহিম্যদাস	ভাগ্যপুর পানিসাগর।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
২২৪।	" হরেন্দ্র মহিষ্যদাস	ঐ ঐ
২২৫।	" কাটাগ মহিষ্যদাস	ঐ ঐ
২২৬।	" কর্ণজিং মহিষ্যদাস	ঐ ঐ
২২৭।	" সুরেশ চন্দ্র মহিষ্যদাস	ঐ ঐ
২২৮।	" গোকুল মহিষ্যদাস	ঐ ঐ
২২৯।	রেবতী মোহন নম, বগাফা	
২৩০।	" রবিবন্ধু নম পিং মৃত দ্বারিকা নম বগাফা	
২৩১।	" ভরত চন্দ্র নম পিং মৃত কৈলাশ চন্দ্র নম, কাঞ্চননগর বগাফা।	
২৩২।	" ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তইমুড়া, বগাফা।	
২৩৩।	" মনলাপ্রু মগ, পিং মৃত মধুহাম মগ পাতিছড়া	
২৩৪।	" মনমোহন নম, পিং মৃত মাধব নম বগাফা	
২৩৫।	" কঞ্জুং মগ, পিং মৃত মংবাই মগ বগাফা	
২৩৬।	" যোগেশ চন্দ্র সরকার, পিং মৃত নবদ্বীপ সরকার। ২নং বিলিয়ানগর কলোণী উদয়পুর	
২৩৭।	" ক্ষেত্রমোহন দাস, পিং শ্রীগোবিন্দ মোহন দাস, ৪নং বিপিননগর কলোনী উদয়পুর।	
২৩৮।	" নিবারণ চন্দ্র সরকার, পিং মৃত ভগবান সরকার, ৪নং বিপিননগর কলোনী উদয়পুর।	
২৩৯।	" অশ্বিনী কুমার দাস, কাকড়াবন।	
২৪০।	" নগেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিং মৃত কুঞ্জমোহন দাস, বসন্তনগর, উদয়পুর।	
২৪১।	" হরিমোহন দাস, সারবং, অমরপুর।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা

২৪২। ,, অমর লাল দাস, পিং মৃত পরশুরাম দাস,
রাঙ্গামাটি, অমরপুর।

২৪৩। ” জয়দেব দাস, পিং মৃত জয়কুমার দাস,
রাঙ্গামাটি, অমরপুর।

২৪৪। ” হুকুম চান্দ দাস, পিং পরশুরাম দাস,
রাঙ্গামাটি, অমরপুর।

২৪৫। ” কামদেব দাস, পিং মৃত জয়দেব দাস,
রাঙ্গামাটি, অমরপুর।

২৪৬। ” হরিমোহন দাস, পিং মৃত মুকুন্দ দাস,
রাঙ্গামাটি, অমরপুর।

২৪৭। ” হরিধন ত্রিপুরা, পিং চন্দ্রমোহন ত্রিপুরা,
গারধং, সাঁতচান্দ।

২৪৮। ” বিক্রম চন্দ্র ত্রিপুরা, পিং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা,
গারধং, সাতচান্দ।

২৪৯। ” ক্ষেত্রমোহন নমঃ, পিং শোভারাম নমঃ,
দউলবাড়ী, সাঁতচান্দ।

২৫০। ” সারদা নমঃ, পিং মৃত নিশি নমঃ,
দউলবাড়ী, সাঁতচান্দ।

২৫১। ” অবিনাশ জোয়ালা দাস, পিং মৃত দীনবন্ধু জোয়ালা দাস,
পূববগাফা, সাঁতচান্দ।

২৫২। ” গৌরমোহন নমঃ, পিং মৃত কালীদাসচন্দ্র নমঃ,
গোয়াচান্দ।

২৫৩। ” কৃষ্ণমোহন নমঃ, পিং মৃত ক্ষেত্রমোহন নমঃ,
গোয়াচান্দ, সাঁতচান্দ।

২৫৪। ,, কানু নমঃ, পিং— মৃত ক্ষেত্র নমঃ,
ঠাকুরছড়া, বগাফা এবং তাহার
গ্রুপের ১০ (দশ) জন সদস্য।

২৫৫। ,, কালাচান্দ নমঃ, ও তাহার
গ্রুপের ১০ (দশ) জন সদস্য, বগাফা ব্লক।

২৫৬। ,, হেমেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিং— তারিনী চন্দ্র দাস, এবং
তাহার গ্রুপের ১০ (দশ) জন সদস্য, উদয়পুর।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
২৫৭।	,, যজ্ঞেশ্বর দাস, পিং— শ্রীদীনবন্ধু দাস, সুভাষ কলোনী, এবং তাহার গ্রুপের ১০ (দশ) জন সদস্য, উদয়পুর।	
২৫৮।	,, ক্ষীরোদ চন্দ্র দাস, পিং— মৃত ক্ষেত্র মোহন দাস। অমরপুর এবং তাহার গ্রুপের ১০ জন সদস্য।	
২৫৯।	,, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিং—মৃত মনিরাম দাস। অমরপুর এবং তাহার গ্রুপের ১০ জন সদস্য।	
২৬০।	,, আনন্দ চরণ জালা দাস, পিং— মৃত কালীচরণ দাস। পশ্চিম জলেফা. সাব্রুম, এবং তাহার গ্রুপের ১০ (দশ) জন সদস্য।	
২৬১।	,, মাধব লাল দাস, পিং— মৃত উমেশ চন্দ্র দাস, নূতন মনু কলোনী, সাতচান্দ, এবং তাহার ১০ (দশ) জন সদস্য।	
২৬২।	শ্রীশীতল চন্দ্র দাস, পিং মৃত নন্দলাল দাস, দক্ষিন বিলোনীয়া, রাজনগর এবং তাহার গ্রুপের ১০ (দশ) জন সদস্য।	
২৬৩।	,, কানাই লাল দাস, পিং মৃত তুনারাম দাস, দক্ষিন বিলোনীয়া, রাজনগর ব্লক এবং তাহার গ্রুপের ১০ (দশ) জন সদস্য।	
২৬৪।	,, থিুথা সোম কাইপেং, পিং মৃত ধনঞ্জয় কাইপেং, ধালিথা।	
২৬৫।	,, সুবল চন্দ্র দাস, মাইলাক।	
২৬৬।	,, অমলেন্দু দাস, পিং মৃত সতীশ চন্দ্র দাস, খাঙ্গামাটি।	
২৬৭।	,, মনমোহন দাস, পিং মৃত অশ্বিনী কুমার দাস।	

সাতচান্দ ব্লক

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
২৬৮।	শ্রীইন্দ্র মোহন সরকার, পিং মৃত ভরত চন্দ্র সরকার উত্তর মাধবনগর।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
২৬৯।	,, ভগবান চন্দ্র দাস, পিং মৃত শীতল চন্দ্র দাস, শান্তিপল্লী।	
২৭০।	,, হেমন্ত ত্রিপুরা, পিং মৃত কোশল চন্দ্র রোজা, হারজচলি	
২৭১।	,, ধর্ম্মন দাস বৈষ্ণব, পিং মৃত হরিমোহন বৈষ্ণব, বড়খোলা।	
২৭২।	,, সূর্য কুমার ত্রিপুরা, পিং মৃত নিশিকান্ত ত্রিপুরা শ্রীনগর (পানীঘাট)	
২৭৩।	,, মেঘচন্দ্র ত্রিপুরা, পিং মৃত বাওয়ন চন্দ্র ত্রিপুরা	
২৭৪।	,, রাজ মোহন রায়, পিং মৃত হরগোবিন্দ রায়, সারধং	
২৭৫।	,, দত্ত কুমার ত্রিপুরা, পিং মৃত রামবারি ত্রিপুরা। ভুরাতলী।	

বগাফা ব্লক

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
২৭৬।	শ্রীসতীশ নমঃ, পিং মৃত মাধব চন্দ্র নমঃ	
২৭৭।	,, বির্যা কুমার রিয়াং, পিং মৃত লকৃজয় রিয়াং, পূর্ব্ব বগাফা, শান্তিরবাজার।	
২৭৮।	,, হরিহর দাস, পিং মৃত মহেন্দ্র কুমার দাস, রাধাকিশোর গঞ্জ, লাউগাঙ্গ।	
২৭৯।	,, অনঙ্গ মোহন ত্রিপুরা, পিং শ্রীঅনন্ত কুমার ত্রিপুরা, পূর্ব্ব পিলাক	
২৮০।	,, মধুসুদন নমঃ, পিং মৃত গগন চন্দ্র নমঃ, বরখোরা।	
২৮১।	,, ব্রজেন্দ্র কুমার নমঃ, পিং মৃত মহেশ চন্দ্র নমঃ। পশ্চিম জোলাইবাড়ী।	
২৮২।	,, দেবেন্দ্র কুমার রিয়াং, পিং শ্রীরাম চন্দ্র রিয়াং, লক্ষীছড়া।	
২৮৩।	,, গিরীশ চন্দ্র নমঃ, পিং মৃত গোলক চন্দ্র নমঃ	
২৮৪।	,, দীনবন্ধু নমঃ, পিংমৃত বংশীবাদন পূর্ব জোলাইবাড়ী।	

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
২৮৫।	,, দনং মহাজন, পিং শ্রীওরাং মহাজন, কলসী।	
২৮৬।	,, রাশমনি দাশ খিলপারা	
২৮৭।	,, কামিনী দাশ উদয়পুর	
২৮৮।	,, সুরেন্দ্র কুমার দাস ফুলকুমারী	
২৮৯।	,, রমেশ দাশ উদয়পুর	
২৯০।	,, মনমোহন দাশ উদয়পুর	
২৯১।	,, সেক্রেটারী সিংগাগড় কো-অপারেটিভ সোসাইটি	
২৯২।	,, সেক্রেটারী সাধক মহারানী সমবায় সমিতি মারাছড়া।	
২৯৩।	,, আনন্দ চন্দ্র মালাকার পানীসাগড় ব্লক, গ্রাম দেওছড়া	
২৯৪।	,, অশ্বিনী চন্দ্র মালাকার গ্রাম কৃষ্ণপুর	
২৯৫।	,, সুরেন্দ্র মালাকার গ্রাম কৃষ্ণপুর।	

UNSTARRED QUESTION NO. 160 (Prospond)

By—Shri ANIL SARKAR

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৭১-৭২ সালে তেলিয়ামুড়া ব্লকে কতজন উপজাতি জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য আবেদন করেছেন ?

২। ১৯৭২ মার্চ্চ পর্য্যন্ত তেলিয়ামুড়া ব্লকে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য কত টাকা কোন কোন জুমিয়া কলোনীতে, কোন কোন খাতে খরচ হয়েছে ?

৩। ১৯৭২ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐ ব্লকের কতজন জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছে, তাদের নাম ?

ANSWER

১। ১৯৭১-৭২ ইং সালে ১১৮টি পুনর্বাসনের দরখাস্ত তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত উপজাতীয় জুমিয়াদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২। ১৯৭২ ইং সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ১২৫৬ পরিবারের জন্য পুনর্বাসনের বাবদ ৫,৬১,২৫০ টাকা খরচ করা হইয়াছে। জুমিয়া কলোনীর প্রকল্প ভিত্তিক খরচ এতদসঙ্গে প্রযুক্ত করা হইল।

৩। ১৯৭২ ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তেলিয়ামুড়া ব্লকে মোট ১,২৫৬ জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়া পরিবারের নাম এতদসঙ্গে প্রযুক্ত করা হইল।

ANNEXURE—"A"

মহারাণীপুর আদর্শ জুমিয়া কলোনীর ১৯৭২ ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত খরচ নিম্নে প্রদত্ত করা হইল :—

১। (ক) জুমিয়া গ্র্যান্ট ২২০ পরিবারকে ৫০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে — ১,১০,০০০·০০

(খ) " " ১৬ " ৩০০ " " " " — ৪,৮০০·০০

(গ) " " ১৫ পরিবারকে মাত্র ভূমি প্রদান করা হইয়াছে এবং কোন গ্র্যান্ট দেওয়া হয় নাই।

মোট— ২৫১ পরিবার মোট— ১,১৪,৮০০·০০

২। পানীয় জলের খাতের খরচ :—

(ক) ৮টি আর, সি, সি, কুপ করা বাবদ— ২৫,৫১০·০০

(খ) ২টি টিউবওয়েল করার বাবদ— ১,৭২৮·০০

৩। যোগাযোগ খাতের খরচ—
আসাম আগরতলা রাস্তার ৩৭ মাইল হইতে মহারাণীপুর বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করা বাবদ (তিন গ্রুপে বিভক্ত)— ১১,৮১১·০০

৪। উৎলা ও পতিত ভূমিতে খাল খনন এবং সংস্করণের জন্য গ্র্যান্ট দেওয়া হইয়াছে— ৩৭৫·০০

৫। দুই পরিবারকে ৩০০ টাকা হিসাবে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য গ্র্যান্ট দেওয়া হইয়াছে— ৬০০০০০

৬। সিজনেল্ বাঁধ করা বাবদ— ১,০৮৮·০০

৭। সুপারভাইজারের কোয়াটার এবং রান্নাঘর নির্মাণ করা বাবদ— ৫,৩৪৬·০০

মোট— ১,৬১,২৫৮·০০

গঙ্গানগর আদর্শ জুমিয়া কলোনীর ১৯৭২ ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত খরচ নিম্নে প্রদত্ত করা হইল।

১। (ক) জুমিয়া গ্র্যান্ট ৯৫ পরিবারকে ৫০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে— ৪৭,৫০০·০০

(খ) " " ৩ " ৩০০ " " — ৯০০·০০

মোট— ৯৮ পরিবার মোট— ৪৮,৪০০·০০

২। যোগাযোগ খাতে (জুম পুড়া দেওয়া বাবদ)— ১৮,৫৬১·০০

৩। মৎস্য চাষের জন্য লেইক এবং জল সেচ করা বাবদ বাঁধ দেওয়ার জন্য মোট খরচ— ৮,৫৪২·০০

৪। ফলের বাগানের বাবদ— ২,০৮৪·০০

মোট— ৭৭,৫৮৭·০০

রামকৃষ্ণপুর আদর্শ জুমিয়া কলোনীর ১৯৭২ ইং সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত খরচ নিম্নে প্রদত্ত করা হইল :—

১। (ক) জুমিয়া গ্র্যান্ট ১২৭ পরিবারকে ৫০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে— ৬৩,৫০০·০০

(খ) " " ১৬ " ৩০০ " " " ৪,৮০০·০০

(গ) " " ১৭ পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে এবং কোন গ্র্যান্ট দেওয়া হয় নাই।

মোট— ১৬০ পরিবার মোট— ৬৮,৩০০·০০

২। পানীয় জল খাতের খরচ :—

(ক) ১২টি টিউবওয়েল করা বাবদ—	৮,১২৭·০
(খ) ৯টি আর, সি, সি, ওয়েল করা বাবদ—	২৫,২১০·০

৩। যোগাযোগ খাতের খরচ :—

কলোনীর ভিতরের রাস্তা ও পুল করা বাবদ—	১০,৯৪১·৪
৪। সুপারভাইজারের কোয়ার্টার ও রান্নাঘর নির্ম্মাণ করা বাবদ—	৫,১১৭·০০
৫। ২০ একর টীলাভূমি আবাদ করা বাবদ—	২,০০০,০০
৬। ফলের বাগান করা বাবদ—	২,০০৩·০০
মোট—	১,২১,৬৮৮·৪০

UNSTARRED QUESTION NO. 140.

By—SHRI PURNA MOHAN TRIPURA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

Question

১। ত্রিপুরার কোন কোন হাসপাতাল, প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার এবং ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার নাই বা কতভাগ কম আছে তার নাম এবং কোথায় জনজন ডাক্তার কম আছে ?

২। ডাক্তারের শূন্য পদগুলি পূরণের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

ANSWER

১। ডাক্তার নাই এমন কোন হাসপাতাল বা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র নাই।

টাকারজলা, ঋষ্যমুখ, শিলাছরি, নূতন বাজার ও অম্পিনগর এই পাঁচটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে একজন করিয়া ডাক্তার আছে।

যে সব ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার নাই তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

২। শূন্য পদগুলি পূরণের চেষ্টা করা হইতেছে।

ডাক্তার বিহীন ডিসপেন্সারীর তালিকা

১। ঈশানচন্দ্রনগর ডিসপেন্সারী
২। মনতলা ”
৩। চাম্পামুড়া ”
৪। জিরানীয়া ”
৫। উত্তর দেবেন্দ্রনগর ”
৬। বামুটিয়া ”
৭। পি, এল, বিল ”
৮। আমতলি ”
৯। নৃপেন্দ্রনগর ”
১০। জম্পুইজলা ”
১১। দেবীপুর ”
১২। চাচুবাজার ”
১৩। গোপাল নগর ”
১৪। গোলাঘাটি ”
১৫। মতিনগর মেডিকেল ইউনিট
১৬। নিদয়া ”
১৭। বালুছড়া ডিসপেন্সারী
১৮। গণ্ডাবস্তি ”
১৯। কৃষ্ণপুর ”
২০। হাওরবাজার ”
২১। ইরানী মেডিকেল ইউনিট
২২। মানিকপুর ”
২৩। ব্রজেন্দ্রনগর ডিসপেন্সারী
২৪। উপতাখালি ”
২৫। মাছমারা মেডিকেল ইউনিট
২৬। দসদা ”
২৭। আনন্দ বাজার ”
২৮। ভাটি মাছমারা ”
২৯। শেরমান ডিসপেন্সারী
৩০। কৃষ্ণটিলা ডিসপেন্সারী
৩১। লালজুরী ”
৩২। সালেমা ”
৩৩। মরাছড়া ”
৩৪। টেনানিয়া ”
৩৫। মহারানী মেডিকেল ইউনিট
৩৬। নয়াবাড়ী কিল্লা ”
৩৭। গরজি ”
৩৮। পালাটানা ”
৩৯। বাগমা ডিসপেন্সারী
৪০। পুরাজ রাজবাড়ী ”
৪১। কলসী ”
৪২। কাঠালিয়াছড়া ”
৪৩। বড় পাথারী ”
৪৪। মতাই মেডিকেল ইউনিট
৪৫। একিনপুর ডিসপেন্সারী
৪৬। খোড়াকাপা ”
৪৭। সাতচান্দ ”
৪৮। হরিনা ”
৪৯। শ্রীনগর ”
৫০। মনুবস্কুল মেডিকেল ইউনিট
৫১। জলেফা ডিসপেন্সারী
৫২। চেলাগাঙ ”
৫৩। রাইমাসরমা ”
৫৪। জলেয়া মেডিকেল ইউনিট
৫৫। নগরাই ডিসপেন্সারী
৫৬। গকুল নগর
৫৭। বক্সনগর

UNSTARRED QUESTION NO. 182

By—SHRI NIRANJAN DEB

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চড়িলাম বিধান সভা কেন্দ্রে অবস্থিত রাঙ্গা পানীয়াতে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য কতজন আবেদন করেছিল এবং কতজনের নাম তদন্ত ক্রমে তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল ।

উত্তর

১। একজন জুমিয়া নেতা ৪৬৪ জনের জন্য ও দ্বিতীয় জুমিয়া নেতা ২৯৩ জনের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন। তদন্তক্রমে দেখা যায় যে মোট ৭৫৭ জনের মধ্যে ৩৭৯ জন নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য এবং মহকুমা শাসক ৩৭৯ জনের নাম তালিকাভূক্ত করিয়াছেন ও ১৬৪ জনের প্রস্তাব তৈয়ার করা হইয়াছে ; বাকিগুলির জরিপি কাজ চলিতেছে।

UNTSARRED QUESTION NO 445.

By—SHRI AJOY BISWAS

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fiance Department be pleased to state :—

Question

১। ত্রিপুরা সরকারের কতজন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর (নন্ গ্রেজেটেড্) কর্মচারী বেতন হারের উর্দ্ধতম সীমায় পৌঁছিয়াছেন এবং তন্মধ্যে কতজন ২ বৎসর, ৩ বৎসর ৪ বৎসর ও ৫ বৎসর পূর্বে উক্ত সীমায় পৌঁছিয়াছেন ?

২। কেন্দ্রীয় সরকারের বিধি অনুযায়ী ঐ সব কর্মচারীদের এক কালীন বেতন বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব সরকার পাইয়াছেন কি ? যদি পাইয়া থাকেন তবে উক্ত বিষয়ে প্রতি বিধানের জন্য সরকার কি প্রচেষ্টা নিয়েছেন ?

ANSWER

(১ এবং ২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 29.

By—Shri NRIPENDRA CHAKRABARTY

Will the Minister-in-charge of the Law Departmen be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭২ এবং ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন আদালতে কত মামলা বিচারাধীন আছে ; এবং

২। দীর্ঘদিন বিচারাধীন থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ১৫,৪৬৫ টি মামলা ; দেওয়ানী—২,২১৯টি ফৌজদারী—১৩,২৪৬ টি

২। বিলম্বে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির কতকগুলি কারণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক) আসামী তথা সাক্ষীর অনিয়মিত হাজিরা ;
খ) সমন/ওয়ারেন্ট জারির বিলম্ব (বিশেষতঃ দুর্গম অঞ্চলে) ;
গ) আপিল আদালতের স্থগিতাদেশ এবং ;
ঘ) পক্ষদের মুলতুবির আবেদন মঞ্জুর।

UNSTARRED QUESTION NO. 363

By—Shri Amarendra Shrma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Trible Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। পানী সাগর ব্লকের অধীনে কয়টি ফিডিং সেণ্টার আছে (সেণ্টারগুলির নাম সহ) ?

২। ইহা কি সত্য যে গত ১৯৭২ ইংরাজীর সেপ্টেম্বর মাস হইতে ঐ ব্লকের অধীনে ৮টি ফিডিং সেণ্টারের কাজ বন্ধ হয়ে আছে ? সত্য হলে কোন কোন ফিডিং সেণ্টারের কাজ বন্ধ হয়ে আছে ?

৩। এই ফিডিং সেণ্টারগুলির কাজ বন্ধ হওয়ার কারণ কি ?

৪। এইগুলির কাজ তাড়াতাড়ি চালু করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। পানী সাগর ব্লকের অধীনে ৮টি ফিডিং সেণ্টার আছে। সেণ্টারগুলির নাম :—

১। পানী সাগর।	২। তিলথৈ।
৩। জৈথাং বাড়ী।	৪। নবীন ছড়া।
৫। পশ্চিম পানী সাগর।	৬। রাণী বাড়ী।
৭। বৈথাং বাড়ী।	৮। পূর্ব্ব কৃষ্ণপুর।

২। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে সাময়িক ভাবে সেণ্টারগুলি বন্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সবগুলি সেণ্টারই চালু আছে।

৩। প্রয়োজনীয় স্টাফের অভাবে সাময়িক ভাবে বন্ধ ছিল।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 110

By– SHRI ANIL SARKAR

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। যে সকল গেজেটেড অফিসার সরকারী কোয়ার্টারে থাকাকালীন বকেয়া বাড়ী-ভাড়া এখন পর্যন্ত দেন নাই তাহাদের নাম ;

২। প্রত্যেকের কাছে কত টাকা বকেয়া আছে ;

৩। বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

ANSWER

১। এতৎ সঙ্গীয় তালিকা 'এ' তে সংস্থৃষ্ট অফিসারগণের নাম দ্রষ্টব্য ;

২। উপরোক্ত তালিকায় বকেয়ার পরিমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩। সেণ্ট্রাল ট্রেজারী-রুলের ২২৩ ধারা অনুযায়ী সংস্থৃষ্ট সরকারী কর্মচারীর বেতনের বিল হইতে সরকারী বাড়ী ভাড়ার টাকা আদায় যোগ্য। বকেয়া বাড়ী ভাড়া আদায়ের জন্য পূর্ত বিভাগ কর্তৃক যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ANNEXURE 'A'

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF GAZETTED OFFICERS FROM WHOM HOUSE RENT STANDS ARREAR UPTO JULY 1972 FOR OCCUPYING GOVT. QUARTERS.

Sl.No.	Name of the Gazetted officers.	Amount shown by the P.W.D. Arrear Rent upto July. 1972	Remarks if any
1.	2	3	4
1.	Sri R. S. Bindra	2,160.00	
2.	„ I. P. Gupta	624.50	
3.	„ V. K. Kalia	2,942.00	
4.	„ R. Badrinath	450.00	
5.	„ J. N. Gupta	846.45	
6.	„ K. Kipgen	573.75	
7.	„ M. P. Nawani	447.00	
8.	„ A. K. Sen	6,916.71	
9.	„ S. B. Laskar	672·50	
10.	„ C. R. Paul	395·00	
11.	„ P. S. Bawa	390·00	
12.	„ Kartar Singh	790·05	
13.	„ C. Das Gupta	770 00	
14.	„ K. Venchinathan	1,435·00	
15.	„ K. P. Datta	1,760·00	

1	2	3	4
16.	„ A. K. Ghosh	3,408·00	
17.	„ D. Roy	790·05	
18.	„ S. Bhattacharjee	792·00	
19.	„ H. Ghosh	772·00	
20.	„ H. Mukherjee	552·00	
21.	„ R. P. Sen Gupta	760·50	
22.	„ S, R. Chakraborty	687·50	
23.	„ P. C. Banerjee	405·00	
24.	„ M. M. Chakraborty	567·00	
25.	„ S. C. Das	1,540·00	
26.	„ H. S. Ray Choudhury	872·97	
27.	„ S. P. Bose	1,056·00	
28.	„ M. J. Bhatt	786·50	
29.	„ N. K. Chakraborty	558·00	
30.	„ N. N. Choudhury	546·60	
31.	„ B. K. Majumder	896·13	
32.	„ R. Datta Choudhury	445·80	
33.	„ S. K. Ghosh	440·40	
34.	„ S. Sen Choudhury	1,169·50	
35.	„ B. V. Joseph	636·90	
36.	„ S. Banerjee	583·00	
37.	" Sukumal Ghosh	650·00	
38.	" J. Saha	450·00	
39.	" N. Bhattacharjee	421·20	
40.	" A. M. Majumder	1,264·00	
41.	" S. K. Dey	1,101·00	
42.	" C. Acherjee	567·00	
43.	" P. Das Gupta	486·00	
44.	" N. R. Majumder	236·50	
45.	" Mrs. Ila Choudhury	1,018·50	
46.	" Mrs. Shila Ghosh	630·63	

1	2	3	4
47.	" Dr. D. N. Choudhury	1,062·00	
48.	" Dr. Sujit Dey	896·75	
49.	" Dr. R. M. Banik	1,062·00	
50.	" Dr. D. K. Choudhury	2,324·05	
51.	Sri S. Bhattacherjee	768.00	
52.	Dr. R. K. Mandal	1,199.00	
53.	Miss. Arati Patra, Headmistress	875.45	
54.	Sri J. C. saha, Lecturer	540.00	
55.	" N. Chakraborty	161·00	
56.	" A. B. Datta ; S. T, O	115·00	
57.	" D. K. Bhattacherjee, P. E ,O	17·30	
58.	" M. C. Chakraborty, S. D. O. PWD	51.28	
59.	" M. C. Das Majumder —do—	71·30	
60.	" N. C. Dey, Food Controller	340·60	
61.	" S. R. Das	440·00	
62.	" P. P. Choudhury	110·32	
63.	" P. K. Bhattacherjee	103·90	
64.	" P. Deb Choudhury	236 00	
65.	" M. Chakraborty	321·25	
66.	" Jitendra Barman	569·70	
67.	" N. K. Paul	756·76	
68.	" R. K. Chakraborty	164·50	
69.	" S. N. Chakraborty	404·55	
70.	" B, C. Deb Barma	834·95	
71.	" A. K. Roy	191·75	
72.	" S. N. Jeardar	355·15	
73.	" M. P. Bhattacherjee	196·00	
74.	" Bir Hari Dey	985·28	
75.	" Roshan Lal	235·24	
76.	" Ashok Sen Gupta	2,073·20	
77.	" S. Sen Gupta	208·00	

I	2	3	4
78.	" H. N. Mitra	203·71	
79.	" S. N. Bardhan	242·65	
80.	" S. Deb	245·99	
81.	" J. C. Paul	1,411·73	
82.	" S. D. Gulhari	1,154 25	
83.	" J. C. Majumder	20·80	
84.	" Raj Kumar	672·50	
85.	" S. D. Thakur	402·50	
86.	" S. Basuli	600·00	
87.	" Ganendra Kr. Chakraboty	800 00	
88.	" J. C. Das	326·20	
89.	" S. Biswas	503·21	
90.	" S. Ghosh	386·10	
91.	" S. C. Choudhury	12·72	
92.	" A. Mitra	911·95	
93.	" A. Datta	596·99	
94.	" Dipak Ranjan Bhattacherjee	84·24	
95.	" N. B. Chakraborty	617·48	
96.	" R. N. Chakraborty	395·94	
97.	" Volanath Roy	1,413.96	
98.	" Bhupesh Ghosh	1,053·52	
99.	" S. Bhattacherjee	825·47	
100.	" P. C. Bhattacherjee	291·18	
101.	" A. K. Banerjee	144·00	
102.	" S, P, Sen Gupta	491·02	
103,	" Smti Niva rani Raha	430·15	
104,	" Shri N, C, Deb	300·00	
105,	" J, K, Kar,	2,200·00	
106,	" L, C, Das	1,200·00	
107,	" S, R, Paul	100·00	
108.	Sri B. L. Saha.	765·00	

1	2	3	4
109.	„ H. Bhattacharjee.	100·00	
110.	„ N. Das Gupta.	35·00	
111,	„ M. K, Choudhury.	51·49	
112.	„ S. K· Khan.	187·98	
113.	„ L. C. Lura.	47·50	
114.	„ B. Chakraborty.	211·43	
115.	„ A. C. Deb Nath	652 65	
116,	„ H, C, Dey. C. O.	337·86	
117.	„ M. R. Goswami S. T. O.	88.57	
118.	" R. K. Choudhury.	76 97	
119.	„ B. K. Goswami. Sr. Lecturer.	6·00	
120.	„ H. S. Dhar, Inspector of Schools	1,686·16	
121.	„ S. K. Modak. Hd. Master.	200·00	
122.	" N. C. Paul. Head Master,	258·86	
123,	Smti. Jogamaya Raha. Head Mistress.	2008·42	
124.	Sri D, K. Roy. B. D. O.	165·92	
125.	" T. Paul, Agri. Inspector.	1,058·43	
126.	" P. K. Das Gupta. Tech. Officer.	442·66	
127.	„ S. R, Das Gupta. Health Officer	3,226·41	
128.	„ B, S, Rikhi, Engg, College.	105·00	
129.	" A, T, Bhowmik S,D,O, Elce,	164·00	
130.	„ S. Ganguly, S. T. O.	36·00	
131.	„ R. C. Chakraborty, S.D.O. P.W.D.	155·00	
132.	„ P. S. Misra, Head Master	48·00	
133.	„ Gangadhar Chakraborty, T.W. Officer	101·00	
134.	" A. K. Mallick, Lecturer	84·00	
135.	„ S. K. Chakraborty, B.D.O.	59 00	
136.	„ A. B. Biswas, S.D.O. P.W,D,	45·00	
137,	„ B, K, Bhattacharjee, Munsiff	206·08	
138,	Smt. N. R. Raha Ghosh, Head Mistress	36·00	
139.	Shri D. K. Roy, S. D. O. Elec.	271·00	

1	2	3	4
140.	„ B. B. Nandi Choudhury, Works Manager	368·00	
141.	„ A. K. Chakraborty, Lec, Engg, College	456'00	
142,	„ S. K, Ghosh, Asstt, Prof,	52'65	
143,	„ A, K, Sen, C, O,	132'65	
144,	„ C, D, Chakraborty, Lecturer	75'15	
145,	„ A, B, Saha	52'00	
146,	” M, K, Sarkar, D,C,F,	444'00	
147,	” N, C, Bandupadhaya W, M,	306'00	
148,	” N, K, Majumder, S, T, O,	60'70	
149,	” A, B, Shome, S,D,O, P,W,D,	199'25	
150,	” S. N, Gupta, Head Master	30'00	
151,	” B, C, Saha, E, E,	148'00	
152,	” D, K, Chakraborty, S.D.O. P.W.D.	105·30	
153.	” B. N. Basura, S.D.O. P.W.D.	10·00	
154.	” N, C. Dey, S, D, C,	31'65	
155,	” M, K. Lahiri, Foreman Engg,	1,678'70	
156,	” S, C, Nandi, Foreman, Inst,	230'45	
157,	„ S, K, Bhattacherjee, G, D, O, II	26'27	
158,	„ P, K, Mukherjee, Munsiff	51'45	
159,	„ S, B, Biswas, Hd, Master	277'45	
160,	” S, K, Biswas, S.D.O, Elec,	342'15	
161.	” A. T. Deb Nath, S. O.	52·00	
162.	” J. C. Datta, Head Master	35·00	
163.	” D. K. Bhattacherjee, S. D. C.	399·50	
164.	” R. K. Deb Barma, S. D. M.	59·40	
165.	” Mrs. S. Bhattacherjee, Hd. Mistress	78·40	
166.	” C. R. Deb, Head Master	53·90	
167.	” S. C. Roy, Munsiff	116·00	
168.	” B. B. Bhattacherjee, S. T. O.	329·10	

1	2	3	4
169.	" S. R. Paul, S. T. O.	465.37	
170.	" H. M. Choudhury, S. T. O.	119·12	
171.	" P. Nag, C. O.	433·75	
172.	" N. G. Chakraborty, Hd. Master	15·00	
173.	" R. C. Chakraborty, SDO, PWD	110·40	
174.	" P, B. Datta, Head Master	432·45	
175.	" S. Nag, SDO,PWD	959·44	
176.	" D. Datta Roy, DFO	90·55	
177.	" Smti. K. Datta, Head Mistress	431·99	
178.	" V. K. Sodh, DFO	126·15	
179.	" K. B. Nag, B. D. O.	64·30	
180.	" D. P. Datta, B. D. O.	320·94	
181.	" D. K. Nath, Inspector of School	838·95	
182.	" N. N. Dey, D. F. O.	129·49	
183.	" S. K. Mukherjee, D. F. O.	331·50	
	Total	1,05,632·97	

UNSTARRED QUESTION NO. 311

By—SHRI AJOY BISWAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleasad to state :—

প্রশ্ন

১। পরিসংখ্যান বিভাগে গত ১০ বছরে কতগুলি পদকে স্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ঐ সমস্ত স্থায়ী পদে পাঁচ বছরের বেশী চাকুরী করার পরও কতজন কর্মীকে এখনো স্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয় নি।

২। তাহাদের স্থায়ী করার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরে গত ১০ বছরে মোট ১১৬ (একশত ষোল)টি পদকে স্থায়ী বলে ঘোষণা করা হইয়াছে। ঐ স্থায়ী পদে পাঁচ বছরের বেশী চাকুরী করার পরও ৭৩ (তিয়াত্তর) জন কর্মীকে এখনো স্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয় নি।

২। তাহাদের স্থায়ী করার ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা (formalities) গ্রহণ করিতেছেন।

UNSTARRED QUESTION NO 312

By—SHRI AJOY BISWAS.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পরিসংখ্যান দপ্তরে কতজন কর্মীর Periodical increment বন্ধ আছে এবং তাদের নাম ;

২। কি কি অভিযোগের জন্য এবং কোন তারিখ থেকে এই সমস্ত Increment বন্ধ আছে ;

৩। কতদিনের মধ্যে এই সমস্ত কর্মচারীগণের Increment দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। পরিসংখ্যান দপ্তরে কোন কর্মচারীর Periodical Increment বন্ধ নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 532

By—Shri Ananta Hari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Deptt. be

pleased to state :-

Question

1. How many ring wells and roads have been sanctioned for Teliamura Block under the scheme of Tribal Welfare during the crrrent financial year ?
2. Where those ring wells and roads will be constructed ?

Answer

1. 4 R, C. C. Wells and 8 roads have been sanctioned for Teliamura Block under scheme of Tribal Welfare during the current financial year.
2. The name of the places where R. C, C. wells and roads will be constructed and are given below :

ROADS :

a) Maintenance of road from Kalyanpur to Kamalnagar.

b) Maintenance of road from Kalyanpur to Madhya Kalyanpur Rajani Sardar Para.

c) Maintenance of road from Trishabari to Khamarbari,

d) Construction of a internal link road in the Ganganagar Tribal Colony. (Gr. I).

e) Construction of a internal link road in the Ganganagar Tribal Colony. (Gr. II)

f) Construction of a road Maharanipur Bazar to South Trinchaigram Mangal Deb Barmapara is Maharanipur tribal colony (Gr. I).

g) —do— —do— (Gr. II).

h) —do— —do— (Gr. III).

R. C. C. WELLS

a) Champamura b) Ampura Village c) Promodenagar d) Kunch Colony.

UNSTARRED QUESTION No. 438

By—Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :

Question

What was the allotment for Road construction under Tribal Welfare Department for the year 1970-72 and how much amount was spent against the Sub-Division wise allotment

Answer

Allotment and expenditure for construction of roads in respect of state, central and colonisation scheme under Tribal Welfare Department for the year 1970-71 and 1971-72 Sub-Division wise break up is given below :-

State figure is Rs

Name of Sub-Division		1970-71		1971-72	
		Allotment	Expenditure	Allotmenr	Expenditure
1) Sadar	Rs.	13 000	10,500	40 110	40,110
2) Khowai	Rs.	6,060	6,000	23,620	23,620
3) Sonamura	Rs.	9,370	8,000	10,000	10,000
4) Udaipur	Rs.	9,230	9.200	—	—
5) Amarpur	Rs.	5,667	5,600	—	—
6) Sabroom	Rs.	9,660	9,000	—	—
7) Belonia	Rs.	9,990	8,000	36,950	36,900
8) Dharmanagar	Rs.	45,833	34,800	10,430	10.400
9) Kailashahar	Rs.	9,987	9,900	15,400	15,400
10) Kamalpur	Rs.	—	—	14,870	14,870
TOTAL		Rs, 1,18.797	Rs. 1,02,000	Rs.1,51,380	Rs 1,51,300

Central figure Rs

	Name of Sub-Division	1970-71		1971-72	
		Allotment	Expenditure	Allotment	Expenditure
1)	Amarpur	67,392	44,207	75,940	60,229·50
2)	Dharmanagar	19,680	19,587	54,100	7,511·00
3)	Sabroom	20,306	20,028	25,000	—
4)	Kailashahar	23,022	14,698	25,570	7,872·00
	Total—	1,30,400	98,520	1,80,610	75,612·50

Colonisation Scheme figures Rs.

	Name of Sub-Division	1970-71 Allotment	1970-71 Expenditure	1971-72 Allotment	1971-72 Expenditure
1)	Sadar	—	—	12,150	12,150·00
2)	Kamalpur	4,995,00	4,995·00	15,256·00	15,256·00
3)	Khowai	5,000·00	5,000·00	20,065·00	20,065·00
4)	Dharmanagar	7,895·00	7,893·00	55,799·00	53,799·00
5)	Sonamura	9,445·00	9,445·00	—	—
6)	Amarpur	20,007·69	20,007·69	24,910·00	24,910·00
7)	Udaipur	3,790·00	3,790·00	5,220·00	5,220·00
8)	Kailashahar	—	—	9,050·00	9,050·00
9)	Belonia	22,130·00	22,130·00	9,270·00	9,270·00
	Total—	73,260·69	73,260·69	1,49,720·00	1,49,720·00

UNSTARRED QUESTION No. 521 (Prosponed)

By—Shri Samir Ranjan Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৬৮ইং সনের পর হইতে যে সমস্ত ফৌজদারী (পুলিশ) মোকদ্দমা বকেয়া আছে উহাদের বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২। ঐ মোকদ্দমাগুলির কতগুলির চার্জ্জসীট দাখিল করা হইয়াছে ও কতগুলি বকেয়া আছে সদর মহকুমা ব্যতীত উহাদের হিসাব?

উত্তর

মহরমহকুমার নাম	১৯৬৮	১৯৬৯	১৯৭০	১৯৬১	১৯৭২
১। সদর	২০৮	২৩৫	৩২৪	৪০৩	৯৩৭
সোনামুড়া	—	—	১৯	৪২	৭০
খোয়াই	১০	১৭	৩৯	৬৪	১৭২
কৈলাশহর	১৭১	১০৮	১৬০	১৩২	১৩১
ধর্মনগর	১৩৮	১৫৩	১৪৪	১০৯	১৫০
কমলপুর	৬০	৫০	৪৫	৭৩	৯৮
উদয়পুর	৩	৩	১০	৪৩	১৩৬
অমরপুর	২৫	১৯	৩০	৩৪	৬৮
বিলোনীয়া	৬	১৭	২৭	৪১	৮৬
সাব্রুম	১	৪	৬	৪	১৮

২। মহকুমার নাম	১৯৬৮	১৯৬৯	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২ (৩০, ১১, ৭২)
সোনামুড়া	—	—	১৯	৩৮	৩৫
খোয়াই	১০	১৭	৩৯	৬৩	৫৬
কৈলাসহর	৮৫	১১	৭১	৭২	৭১
ধর্মনগর	৬৮	৭০	৭০	৬৫	৪৩
কমলপুর	৪৬	২৫	২৬	৬৩	৬০
উদয়পুর	৩	৩	১০	৪৭	৪৬
অমরপুর	২৫	১৯	৩০	৩৩	২৭
বিলোনীয়া	৫	১৭	২৫	৪০	৪১
সাব্রুম	১	৪	৬	৪	১০

UNSTARRED QUESTION No. 55

By—Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be

pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার শিক্ষিত বেকার যুবকগণ সরকারী কোন সংস্থায় ঠিকাদারীর কাজ করিতেছে কিনা ;

২। করিলে কোন্ কোন্ মহকুমার কোন্ কোন্ বিভাগে কোন্ সংস্থায় কতজন (নামওয়ারী)

৩। Employment Exchange এর বেকার তালিকা হইতে ঠিকাদারীতে কর্ম্মরত বেকার যুবকগণের নাম বাদ দেওয়া হইযাছে কিনা ;

৪। না হইলে তার কারণ ; এবং

৫। হইলে তাহাদিগকে ঠিকাদার হিসাবে গণ্য করা হইবে কিনা ?

উত্তর

১। হঁ্যা

২। সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য

৩। না

৪। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের বিধি অনুসারে তাদের নাম বাদ দেওয়ার নিয়ম নাই।

৫। ৪নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ প্রশ্ন উঠে না।

সংযোজনী 'ক'

বিধান সভা ৫৫নং উত্তরের সংযোজনী

সরকারী সংস্থার নাম	ঠিকাদারী কাজে নিযুক্ত বেকার যুবকের নাম—
1	2
বন বিভাগ—	**উদয়পুর মহকুমা**
	I) Shri Pulin Majumder
	2) " Jagadish Ch Das

3) " Dinesh Ch, Majumder
4) " Sunil Chaadro Choudhury
5) " Binoy Bhusan Deb

অমরপুর মহকুমা

1. Shri Debabrata Choudhury

ধর্মনগর মহকুমা

1). Shri Prabir Singh
2). " Haramani nath
3). " Nandalal Debnath
4). " Rabindra Kr. Deb.
5). " Chitta Ranjan Dey.
6). " Pramathesh Roy
7). " Dilip Kr. Roy

কৈলাশহর মহকুমা

1). Shri Pannalal Dasgupta,

পূর্ত্ত বিভাগ

সদর সাব-ডিভিশন

1. Shri Narayan Ch. Ghosh.
2. " Rabindra Nath Kanjilal.
3. " Rajdut Ghosh.
4. " Kajal Chakraborty.
5. " Rasamoy Lodh.
6. " Subrata Chakraborty
*7. " Shyamal Bhattacharjee.
8, " Nepal Ch. Saha.
9. " A. B. Das.
10. " Snehangshu Chakraborty.

11. " Santipada Bhattacharjee.
12. " Kanai Lal Bhattacharjee·
13. " Krishna Gopal Paul.
14. " Nripendra Chakraborty.
15. " Samarjit Deb.
16. " Ajit Kr. Roy.
17. " Alok Dasgupta.
18. " D. K. Sarkar.
19. " Bimal Ch. Saha.
20. " Uma Sarkar Majumder.
21. " Bimal Kanti Deb.
22. " Bimal Kanti Ghosh.
23. " Dilip Kr. Bhowmick.
*24. " Sukalyan Bhattacharjee.
*25. " Sajal Kanti Bhattacharjee.
26. " Amal Ranjan Datta.
27. " Samaresh Paul.
28. " Rakhal Ch. Dey.
29. " Badal Chakraborty.
30. " Subash Ch. Debnath.
31. " Nishi Chakraborty.
32. " Tapan Bhattacharjee.
33. " Arun Kr. Debnath.
34. " Ratish Chakraborty.
35. " Niranjan Saha.
36. " Swadesh Ch. Bhowmick.
37. " Santipada Gan Chowdhury.
38. " Madan Gopal Bhowmick.
39. " Nikhil Ch. Deb.
40. " Banu lal Saha.
41. " Ashit Kr. Bhowmick
42. " Sushanta Das.

43. " Sukhendu lal Saha.
44. " Bankim Chakraborty.
45. " Amrit Lal Roy.
46. " Ranjit Kr. Deb.
47. " Kamal Choudhury.
48. " Tapan Kr. Nag,
49. " Parimal Mahalnabish.
50. " Swapan Kr Roy.
*51. " Sekhar Dasgupta.
52. " Ranjit Das.
53. " Sankar Chakraborty
54. " Bhadrajit Singha.
55. " Shyamal Kanti Ghosh.
56. " Manik lal Banik.
57. " Kunjalal Debnath.
58. " Sanjit Bhowmick.
*59. " Mintu Ghosh.
60. " Bidyut Narayan Ghosh.
61. " Tilak Sen-Gupta.
62. " Madhusudan Dutta:
63. " Bidhu Bhusan Biswash.
64. " Nilamani Saha.
65. " Gurupada Saha
66. " Sanjoy Kr. Saha
67. " Nihir lal Podder
68. " Subrata Dutta Choudhury
*69. " Subhash Chandra Dutta
70. " Satya Ranjan Dutta

M/s. E. M. C. Engineering Co. Agt.

71. Shri T. Talapatra
72. " H. Sarkar

73. " A. Bhattacharjee
74. " N. K, Chakraborty
75, " S, C, Paul
76. " S. K. Nag
77. " A. R. Majumder
78, " D, L, Sarkar
79, " Bimalangshu Majumder
80, " Bishu Ranjan Bardhan
81, " R, Debnath
82, " Anil Bhattacharjee

পূর্ত্ত বিভাগ

কমলপুর মহকুমা

*1) Shri Ardhendhu Bikash Das
*2) " Haradhan Sarkar
*3) " Sunil Chandra Paul
*4) " Subhas Chandra Dutta
*5) " Alok Das Dupta
6) " Nirmal Ganguly
*7) " Shyamlai Bhattacharjee
*8) " Mintoo Ghosh
9) " Manik Lal Banik
10) " Ranjit Kr. Bhattacharjee
11) " Sailesh Ch. Debnath
12) " Paritosh Nath
13) " Dilip Majumder
14) " Bibhuti Bhusan Choudhury
15) " Nikhil Chandra Deb
16) " Mrinal Kanti Sarkar
17) " Ranjit Kr. Bhowmik
18) " Pijush Kanti Saha

উদয়পুর মহকুমা

1) Shri Khokan Chandra Saha
2) " Anish Kanti Saha
3) " Dulal Bhattacharjee
4) " Rai Chand Paul
5) " Jiban Chakraborty
6) " Debabrata Ghosh
7) " Satya Ranjan Roy
8) " Kanti Bhusan Chakraborty

সোনামুড়া মহকুমা

1) Shri Anish Dutta

অমরপুর মহকুমা

1) Shri Partha Prasad Lodh
2) " Sunil Kumar Chakraborty
3) " Sankar Banik
4) " Subal Dhar
5) " Sukalyan Bhattacharjee
6) " Ramendra Bikash Debnath
7) " Dipak Ch. Saha (Working with Shri Jagadish Saha)

বিলোনীয়া মহকুমা

1) Shri Dilip Saha
2) " Nepal Sarkar
3) " Umesh Chakraborty
4) " Prabal Paul
5) " Bholanath Roy
6) " Keshab Majumder
7) " Haran Das
8) " Manik Muhari

9) " Haradhan Saha
10) " Ranjit Roy
11) " Amulya Debnath
12) " Jagadish Ch. Saha
13) " Swapan Choudhury

খোয়াই মহকুমা

1) Shri Sajal Kanti Bhattacharjee
2) " Sibendra Deb
3) " Bimal Majumder
4) " Subrata Chakraborty
5) " Samarendra Paul
6) " Subrata Roy
7) " P. K. Saha
8) " Sripatilal Das
9) " Jyotirmoy Das
10) " Pinaki Sankar Bose
11) " Nakul Chandra Das
12) " Ajit Ranjan Choudhury
13) " Kunjalal Debnath
14) " S. P. Rakshit

সাবরুম মহকুমা

1) Shri Ranjit Roy Choudhury

ধর্মনগর মহকুমা

1) Shri Sambhu Bhattacharjee
2) " Aparesh Bhattacharjee

কৈলাসহর মহকুমা

1) Shri Ratanmani Dey
2) " Manik Chakraborty
3) " Dilipmoy Chanda

4) " Bidyot Deb Choudhury
5) " Tapash Chakraborty
6) " Manilal Bhowmick

সদর মহকুমা

1) Shri Bhabani Prasad Roy
2) " Ajit Kumar Roy
3) „ Gitish Ch. Biswas
4) „ Sujit Ch. Choudhury

ইহারা একাধিক মহকুমায় কাজ করিতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 114

By— (i) Shri AJOY BISWAS
(ii) Shri SUDHANNA DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। নূতন Finance Commission এর নিকট ত্রিপুরা সরকার কি কোনো memorandum পেশ করেছেন ? এবং

২। যদি করে থাকেন তার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম ?

উত্তর

১। পেশ করবার জন্য খসড়া memorandum সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 495

By—SHRI BENODE BEHARI DAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। ভূমিহীন তপশীলভূক্ত জাতির লোকদের পুনর্ব্বাসন কল্পে সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে ?

২। ১৯৬৯ ইংরেজী মাস হইতে ১৯৭২ ইং সন পর্য্যন্ত ঐ জাঁতির কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে এবং কোন মহকুমায় কত পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। ভূমিহীন তপশীলভূক্ত জাতির পুনর্বাসন স্কীম। এই স্কীমে খাসভূমি এলট করা হয় এবং ১৯১০ উনিশ শত দশ টাকা প্রতি পরিবার হিসাবে সাহায্য দেওয়া হয়।

২। ৬৭৭ পরিবারকে পুনর্বাসন ১৯৬৯ ইং হইতে ১৯৭২ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

১।	উদয়পুর—	১৮৫	পরিবার
২।	বিলোনীয়া—	১০	,,
৩।	কমলপুর—	৩৪৭	,,
৪।	কৈলাসহর—	৫২	,,
৫।	সদর—	৮৩	,,
		৬৭৭	পরিবার

UNSTARRED QUESTION No. 437

By—SHRI NISHIKANTA SARKAR

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Refugee Relief Department be pleased to State—

Question	Answer			
	সাবডিভিশনের নাম	স্থানের নাম	সংখ্যা এবং পরিমাপ	মোট ব্যয়
দক্ষিণ ত্রিপুরায় বাংলাদেশাগত শরণার্থীদের জন্য কোন কোন সাব-ডিভিশনের কোন কোন স্থানে কতটি টীনের গোদামঘর তৈরী করা হইয়াছিল ? এবং প্রতি গুদামঘরের পরিমাপ কত ? প্রতি গুদামঘরের বাবত কত টাকা খরচ হইয়াছিল ?	উদয়পুর	ধ্বজনগর	৩টি (৯০´×৩০´)	৯৩৯৪৪ টাঃ
	ঐ	ফুলকুমারী	১টি (১১০´×১১´)	১৩৯১০ টাঃ
	বিলোনীয়া	কাঞ্চননগর (বগাফা)	১টি (৯০´×৩০´)	৩২৯৫৬ টাঃ

UNSTARRED QUESTION NO. 323

BY—SHRI KALIPADA BANNERJEE

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

ক) ত্রিপুরার সমস্ত হাসপাতাল (P, H, C সহ) সমূহে কোনটিতে কত শয্যা আছে ? (তার প্রত্যেকটির নাম সহ) ; এবং

খ) কোন কোন হাসপাতালে কতজন ডাক্তার, নার্স ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছে হাসপাতাল ভিত্তিক তার সংখ্যা।

ANSWER

ক) ও খ) ত্রিপুরার হাসপাতাল সমূহে কত শয্যা আছে এবং কত সংখ্যক ডাক্তার নার্স এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছে, তাহার বিবরণ সঙ্গীয় চার্টে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	শয্যা সংখ্যা	কর্মচারী কাজে নিযুক্ত আছে।		
			ডাক্তার	নার্স	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	ভি, এম এবং জি, বি, হাসপাতাল	৪২৯	৭৮	১৪৯	২৭১

১	২		৩	৪	৫	৬
২।	ধর্ম্মনগর	হাসপাতাল	৩০	৩	৪	১১
৩।	কৈলাসহর	”	৩০	২	৪	১৭
৪।	কমলপুর	”	২০	৩	৬	১৮
৫।	খোয়াই	”	৩০	৩	৮	১৮
৬।	উদয়পুর	”	৩০	৩	১০	১৭
৭।	বিলনীয়া	”	২০	৩	৬	১৫
৮।	সাব্রুম	”	২০	২	৮	১২
৯।	মেলাঘর	”	২০	৩	৮	১৫
১০।	অমরপুর	”	২০	৩	৬	১১
১১।	জিরানীয়া প্রাঃ	স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১০	২	৪	৮
১২।	মোহনপুর	”	১০	২	৪	৮
১৩।	তেলিয়ামুড়া	”	১০	২	৫	৯
১৪।	বিশালগড়	”	১০	২	৩	৬
১৫।	মনু বাজার	”	১০	২	২	৬
১৬।	শান্তির বাজার	”	১০	২	৪	৬
১৭।	কুলাই	”	৬	১	৪	৬
১৮।	মনু (উত্তর)	”	৬	২	৩	৬
১৯।	ফটিকরায়	”	৬	২	৩	৯
২০।	নরসিংহগড়	”	৬	২	৫	৬
২১।	কাকড়া বন	”	৬	২	৪	৬
২২।	জুলাইবাড়ী	”	৬	২	২	৬
২৩।	কল্যাণপুর	”	৬	২	৩	৬
২৪।	কদমতলা	”	৬	২	৩	৪
২৫।	অম্পি	”	৬	১	৩	৭
২৬।	পেচার থল	”	৬	২	৩	৬
২৭।	পানিসাগর	”	৬	২	৩	৭
২৮।	শিলাছড়ি	”	৬	১	১	৪
২৯।	ঋর্ষ্যমুখ	”	৬	১	৩	৬
৩০।	টাকার জলা	”	৬	১	৩	৬
৩১।	কাঞ্চনপুর	”	৬	২	৪	৯
৩২।	নূতন বাজার	”	৬	১	৪	৮
৩৩।	সোনামুড়া	”	৬	২	৩	৭

UNSTARRED QUESTION NO. 527

By—SHRI ANANTAHARI JAMATIA

Will the Minister-in-charge of the Refugee Relief Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত বৎসর শরণার্থী আগমন কালে তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় শরণার্থী শিবিরগুলিতে কয়টি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল দেওয়া হইয়াছিল।	২৭টি টিউবওয়েল বসানো এবং ৭টি রিংওয়েল নির্মাণ করা হইয়াছিল।
২। বর্ত্তমানে এই সমস্ত টিউবওয়েল ও রিংওয়েল-গুলি চালু অবস্থায় আছে কি না ?	২৭টি টিউবওয়েলের মধ্যে ৩টি টিউবওয়েল এবং ৭টি রিংওয়েলের মধ্যে ২টি রিংওয়েল চালু অবস্থায় আছে।
৩। চালু থাকিলে কোন্ কোন্ জায়গায় আছে।	৩টি টিউবওয়েল চালু অবস্থায় নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে আছে। ১। কালিটিলা ১টি ২। মোহন-ছড়া ১টা ৩। তোতাবাড়ী ১টা এবং ২টি রিংওয়েল চালু অবস্থায় নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে আছে। ১। অমর কলোনী ১টি। ২। হাওয়াই বাড়ী ১টি।

UNSTARRED QUESTION NO, 525

By—SHRI ANANTA HARI JAMATIA

Will the Hon'ble Minister in-charge of Tribal welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। গত ৫ (পাঁচ) বছরে খোয়াই মহকুমায় হরিজনদিগকে কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া

হইয়াছে কি ?

২। যদি কোন সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে তবে কোন জায়গায় এবং কতজনকে কি বাবদ দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। ঘরকরা বাবদ ৩০০, (তিন শত) টাকা হারে সিঙ্গীছড়াতে ১০ (দশ) জন হরিজন পরিবারকে ১৯৭১-৭২ সালে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO.268

By—Shri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Trible welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

1. What was the budget provision for housing grant during the year 1971-72 for Sch. Castes & Harijans of Kailashahar Sub-Division and

2. Whether the said amount was distributed ?

ANSWER

I. There was no specific budget provision under housing grant during the year 1971-72 for Sch. Castes & Harijans for Kailashahar Sub-Division but there was provision of Rs. 20,000 and Rs. 22, 800/-for Tripura as a whole for Sch. Caste & Harijans respectively.

2, Out of the said amount Rs, 7,200/-was distributed to the members of Sch Castes & Harijans of Kailashahar Sub-Division during the year 1971-72.

Unstarred Question No. 135

By—Shri Purna mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

1. How many Jhumias have been rehabilitated in this year Sub-Division wise ?

2. At which rate they have been rehabilitated, and

3. Whether Government will consider sanction of further grants to families who have rehabilitated in the paste @Rs.500/- ?

ANSWER

1. Sanction for rehabilitation of new Jhumias has not been given upto November this year. Proposals from various Sub-Divisions are awaited and sanction will be given after processing those proposals.

2. Question does not arise.

3. No.

UNSTARRED QUESTION No. 196

By—Sudhanya Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

Question

1. How many persons have given rehabilitation under Gurupada Tribal Colony of Sadar Sub-Division till do-day and among them how many persons have been given rehabilitation during the current fiinancial year.
2. How many rehabilitated persons in residing at present in the colony for making their dwelling houses ?

3. How much amount has been distributed to how many persons and for what purpose in the details ?

4. What plan have been taken by the Govt. for the development of the colony ?

Answer

1. 301 Jhumia families were rehabilitated from the year 1970-71 to Nov, '72. No new families have yet been rehabilitated during this current year.

2. 248 Nos. of rehabilitated families are residing in the colony by constructing their dwelling houses. Balance 53 families are busy in making preparation for construction of houses.

3. The following financial assistance have been provided to 301 families.
   - i) Reclamation of land @ Rs. 250/- per family.
   - ii) Purchase of paddy seeds @ Rs. 63/- „ „
   - iii) Housing materials @ Rs. 200/- „ „
   - iv) Purchase of Bullocks @ Rs. 400/- „ „
   - v) Purchase of Agri. implements Rs. 30/- „ „

4. The following plants has been formed for Development of the colony.
   - a) Arrangement for supply of drinking water.
   - b) To make allotted Tilla lands fit for cultivation through soil conservation scheme with the help of machines.
   - c) Establishment of orchard.
   - d) Besides though a feeding centre in the colony nutritous food is being given to the children of the colony inmates.